# প্রত্যয়ের সূর্যোদয়

নসীম হিজাযী

# প্রত্যয়ের সূর্যোদয়

## নসীম হিজাযী

অনুবাদ

আবদুল মান্নান তালিব

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

**PROTTAYER SURJADOY**
Translated by **Abdul Mannan Talib.**
Written by **Naseem Hejazi**
Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Magh Bazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410
**Price Tk.160.00 Only.**
**ISBN-984-485-047-9**
**BSP-84-2000**

**প্রত্যয়ের সূর্যোদয়**
**নসীম হিজাযী**
অনুবাদ
**আবদুল মান্নান তালিব**
**প্রকাশক**
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০
**প্রথম প্রকাশ**
আগস্ট ২০০০
**বাসাপপ্র ৮৪**
**প্রচ্ছদ**
গোলাম মোহাম্মদ
**মুদ্রক**
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
**বিনিময়: ১৬০ টাকা মাত্র**

www.pathagar.com

# প্রত্যয়ের সূর্যোদয়

নসীম হিজাযী

সৌজন্য কপি

অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

## প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশের সবকটি বড় ভাষায় যেখানে মুসলমানদের দখল আছে সেখানে নসীম হিজাযীর প্রভাব একটি অনস্বীকার্য সত্য। মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় তিনি একটি নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস থেকে তার অন্তরনিহিত প্রাণশক্তি ও চরিত্র মাধুর্য তিনি নিংড়ে বের করে এনেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মুসলমানদের পতন যুগের ইতিহাস লিখেও তিনি ইসলাম ও মুসলমানকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রত্যয়ের সূর্যোদয়ে তিনি আর একটি নতুন দিগন্ত উম্মোচন করেছেন। প্রথমত এখানে আছে অতি সাম্প্রতিক কালের কথা। দ্বিতীয়ত এখানে তিনি আমাদর আধুনিক সমাজ কাঠামোটি তুলে ধরেছেন। ইংরেজী সভ্যতার যে প্রভাব আমাদের সমাজে পড়েছে তাকে সঠিকভাবে উঠিয়ে এনেছেন এবং আনার সময় তার ইসলামী ও মুসলিম আধারটির প্রতিও নজর রেখেছেন। তাকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা করেননি। যেখানে নতুনকে গ্রহণ ও পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলার আবেগ আমরা সতত লক্ষ্য করি সেখানে তিনি কোনো নতুনকে অস্বীকার এবং কোনো পুরাতনকে অবজ্ঞাও করেননি। বরং উভয়ের গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। কোনো জাতির পরিবর্তন যেমন একদিনে হয় না তেমনি কখনো সে একই অপরিবর্তিত অবস্থায়ও থাকে না। উপমহাদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে তিনি একথা বিস্মৃত হননি।

ইতিপূর্বে তিনি ইতিহাস থেকে মুসলমানদের সমাজ কাঠামো তুলে ধরেছেন। আর এখানে সাম্প্রতিক কালের বাস্তব সমাজ কাঠামোটিই চিত্রিত হয়েছে। তাই তাঁর এ উপন্যাসটির স্বাদ আগের উপন্যাসগুলি থেকে অনেকটা ভিন্ন।

মূলত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান কালের মুসলিম-হিন্দুর রাজনৈতিক সংঘাত এবং তার সাথে শিখদেরও জড়িত থাকা আর এই সাথে এসে গেছে অপরিহার্যভাবে কাশ্মীর সমস্যা এবং ১৯৪৮–৪৯ সালের কাশ্মীরের প্রথম জিহাদ। হিন্দু ও শিখ চক্রান্তের মুখোমুখি হয়ে লাখো নিরপরাধ মুসলমানের জীবনাবসান ঘটেছে। পথে হাজার হাজার মুসলমান নিখোঁজ হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। তাই লেখক এর নাম দিয়েছেন 'গুম গুদা কাফেলা' অর্থাৎ যে কাফেলা গন্তব্যে পৌছার আগে পথেই হারিয়ে গেছে। কিন্তু কাশ্মীরের জিহাদ মুসলমানদের মনে যে নতুন প্রত্যয়ের জন্ম দেয় তারই ভিত্তিতে বাংলায় এর নামকরণ করা হয়েছে 'প্রত্যয়ের সূর্যোদয়'।

আমরা আশা করি আমাদের এ অনুবাদ ও প্রকাশনা পাঠক সমাজে গৃহীত ও সমাদৃত হবে।

www.pathagar.com

# প্রত্যয়ের সূর্যোদয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ১

ইউসুফের জীবনে বয়ে চলছিল আশা ও আনন্দের প্লাবন। সে বি.এ. পরীক্ষার দিন গুণছিল। কখনো ফাহমিদার বাবা-মার কাছেও চিঠি লিখতো। প্রত্যেকটা চিঠিতে কিছু শব্দ এমন থাকতো যার অর্থ কেবল ফাহমিদাই বুঝতে পারতো। পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসছিল ততই তার প্রস্তুতিতে বেশীরভাগ সময় কেটে যাচ্ছিল।

পরীক্ষার শেষ প্রশ্নপত্রটির জবাব লেখার পর নিজের বাড়িতে ফিরে না গিয়ে সোজা বিলকিসের কাছে পৌছে গেলো এবং বললো, "চাচীজান! আমার শেষ পরীক্ষাটিও বেশ ভালো হয়েছে। আমি সামান্য বোকামী করে ফেলেছি। পরীক্ষার দুমাস আগে থেকে মেহনত শুরু করিনি। নয়তো ফার্স্ট ডিভিশান ছিল একদম অবধারিত। তবুও হায়ার সেকেন্ড ডিভিশানটা হাত ছাড়া হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে আমার আসল শিক্ষা শুরু হবে কলেজের পাঠ খতম করার পর। চাচীজান! সিন্ধু থেকে আমি আহমদ খান সাহেবের টেলিগ্রাম পেয়েছি। তিনি এখনই সেখানে যাবার তাগিদ দিয়েছেন। সিন্ধুর জঙ্গলে শিকার করা ছাড়া করাচী ভ্রমণের কর্মসূচীও বানানো হয়েছে এবং তারপর সেখান থেকে বেলুচিস্তানে মারখুর শিকারেও যাওয়া হবে।

আচ্ছা বেটা! সত্যিই কি মারখুর কোনো সর্পভূক জন্তু?

চাচীজান! সাপের সাথে এই মারখুরের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা একধরনের লম্বা শিংওয়ালা পাহাড়ী বকরী। পাহাড়ের অতি উচ্চে শীতপ্রধান এলাকায় এদের বাস। প্রচন্ড শীতের কারণে সেখানে সাপের বসবাস সম্ভব নয়। ভেড়া বকরীর মতো এরাও তৃণভূক। যাই বলেন না কেন মারখুর শিকার করা বড় কঠিন কাজ। তবে এর ফলে একটা বড় রকমের ব্যায়াম হয়ে যায়।

চাচীজান! কোনো ডাকঘরের কাছাকাছি থাকলে আপনি আমার চিঠি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যখন শিকারের মধ্যে থাকবো তখন চিঠি লেখা কঠিন হয়ে পড়বে। আপনি আমার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন। এবার অনুমতি দিন। কাল সকালেই সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবো।

বেটা! বসে পড়ো। তুমি খানা এখানেই খাবে। আর ফাহমিদার সাথে টেলিফোনে কথাও বলে যাও। তার টেলিফোন যে কোন সময় এসে যেতে পারে। আমি কালই তাকে বলে দিয়েছিলাম, ইউসুফ পরীক্ষা শেষ হতেই আমার কাছে চলে আসবে। আজ সতর্কতামূলকভাবে কিছুক্ষণ আগে এদিক থেকে কল বুক করে রেখেছি। এখন টেবিলে খানা দিচ্ছি।

বিলকিস বাইরে বের হয়ে নওকরকে ডাকলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তারা খাবার টেবিলে বসে খানা খেতে লাগলেন। বিলকিস মুচকি হেসে বললেন, বেটা! তোমার মনে কি এ চিন্তা জাগেনি যে, এ সময় তোমার চাচা, ফাহমিদা ও নাসরীনেরও এখানে থাকা উচিত ছিল?

চাচীজান! আপনি সবসময় ভালো কথাই চিন্তা করেন। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা তো পূর্ণ হয়না। আমরা কেবল দোয়াই করতে পারি।

বেটা! আমি জানি তুমি ফাহমিদার জন্য কত দোয়া করে থাকো।

না চাচীজান! মাফ করবেন, এ কথা কেউ বুঝতে পারবে না। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রের জবাব লিখতে গিয়েও আমি তার সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম।



www.pathagar.com

টেলিফোন বেজে উঠলো। বিলকিস টেলিফোন উঠিয়ে বললেন, বেটি! ইউসুফ ভালোই আছে। তার পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু এখনই সে আমাকে বলছিল যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের জবাব লেখার মধ্যেও সে তোমাকে স্মরণ করেছিল। বেটি! আমি ঠাট্টা করছি না, সে খুবই গুরুত্ব সহকারে কথাগুলি বলেছে। আচ্ছা তুমি নিজেই তার সাথে কথা বলে নাও। ইউসুফ বেটা! এদিকে এসো।

ইউসুফ উঠে রিসিভার ধরলো এবং কানের সাথে লাগিয়ে বললো, না, এটা ঠাট্টা নয়, আমি পূর্ণ দায়িত্ব সহকারেই বলেছি। আর স্রেফ তোমার চাচীকে এ কথা বলেছি, যাঁর সম্পর্কে আমি জানি তিনি উঠতে বসতে শায়িত ও জাগ্রত অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করে থাকেন। আমি কাল আহমদ খানের দাওয়াতে সিন্ধু যাচ্ছি। ঘরে বসে পরীক্ষার ফলাফলের এন্তেজার করার চাইতে ভ্রমণ ও শিকারের মধ্যে ডুবে থাকা অনেক সহজ মনে হয়। জী, আমার কেবল আফসোস হচ্ছে যে, সিন্ধুর পথে জালিন্ধর পড়ে না। নয়তো খালুজানকে সালাম করার একটা বাহানা পেয়ে যেতাম। ......আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ।

পরদিন ইউসুফ ও মনজুর লাহোর রেল স্টেশানের ওয়েটিং রুমে বসে চা পান করছিল।

মনজুর ভাই! যে কথা তোমাকে কয়েকবার বলেছি তাতে যেন কোনো প্রকার ত্রুটি না হয়। আর পরিস্থিতি আমার প্রতিকূলে দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে জানাবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পরও আমি কয়েকদিন ভ্রমণে ও শিকারে কাটিয়ে দেবো। খান সাহেব লিখেছেন, বেশীর ভাগ সময় তিনি বেলুচিস্তানে কাটাবেন অথবা মিসৌরী চলে যাবেন। আর আমি ছুটির দিনগুলিতে তাঁর ছেলে খান মুহাম্মদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সাথেই থাকবো। তবে আমি যেখানেই থাকি তুমি আমার চিঠি পেতে থাকবে। আমার বিয়ের ব্যাপারে আব্বাজান আবদুল করিম সাহেবের মেয়ের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে, এটা আমাকে বড়ই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গটি তিনি কখনো আমার সামনে উল্লেখও করেননি। আমিও তাঁকে এর সুযোগ দেইনি। তবুও ভিতরে ভিতরে একটি অভিযান চলছে। এজন্য অবশ্যই আমি পেরেশানী অনুভব করছি। যখনই তুমি আব্বাজানের সাথে দেখা করবে এ প্রসঙ্গে আমার ভবিষ্যতের কথা অবশ্যই সামনে আসবে। তাই! তখন একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে চেষ্টা করলে তোমার পক্ষে তাঁকে এ বিষয়টি বুঝানো কঠিন হবে না যে, আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত বিয়ের বিষয়টি আমার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত নেই। তিনি যদি এ কথাটি বুঝতে পারেন তাহলে আবদুল করিম সাহেবকে সহজেই বুঝানো যাবে। আমিনা বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারিনি তার মনে কি আছে। তাকে কিছু বুঝাবার প্রয়োজন আছে কিনা তাও বুঝতে পারছিনা। তবুও আমি আশা করি এ ব্যাপারে সে আমার সাথে একমত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা এতদূর গড়াক তা আমি চাই না মনজুর ভাই! তোমার পক্ষে আব্বাজানকে একথা বুঝানো কঠিন হবে না যে, আমার বিয়ের ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিসত্তা ও আমার কার্যধারার সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্য কারো পেরেশান হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যেন আমার পরিবারের কেউ আমাকে বেকুব মনে না করে।

মনজুর বললো, ইউসুফ ভাই! তোমার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তোমার জন্য নিজের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান কাজে লাগাবার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ তোমাকে কোনো প্রকার পেরেশানীতে ভূগতে হবে না। এখন চলো



www.pathagar.com

প্লাটফরমের ওপর টহল দেয়া যাক।

মনজুর ইউসুফের ব্যাগ উঠিয়ে নিল। সে বাইরে বের হয়ে এলো। যতক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে রইলো, তারা কথা বলতে লাগলো। ইঞ্জিন সিটি বাজাবার পর ইউসুফ ট্রেনে উঠে একটি কামরায় বসে পড়লো। তারপর উভয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানাতে থাকলো।

ইউসুফ আহমদ খানের মেহমান হয়ে কয়েক সপ্তাহ সিন্ধুতে শিকার করতে থাকলো। করাচী ভ্রমণ করলো দুসপ্তাহ। তারপর বেলুচিস্তান চলে গেলো।

কোয়েটায় ইউসুফ আহমদ খানের সাথে একটি বাংলোয় অবস্থান করলো। ইতিপূর্বে এই বাংলোয় সে অবস্থান করেছিল। চতুর্থ দিনে পাহাড়ের দিকে শিকারে গেলো সে। তার সাথে ছিল তিন জন স্থানীয় শিকারী ও একজন নওকর। পঞ্চম দিনে ইউসুফ কোয়েটায় ফিরে এসে মনজুরকে এভাবে পত্র লিখলোঃ

আমার ভাই,

আসসালামু আলাইকুম। আমরা কোয়েটা ও যিয়ারতের মাঝখানে নয় হাজার ফুট উচ্চতায় দুটি মারখুর শিকার করেছিলাম। একটি এত গভীর খাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যাকে এখনো তালাশ করা সম্ভব হয়নি।

আর দ্বিতীয়টিকে সৌভাগ্যক্রমে আমি নিজেই গতকাল সকালে শিকার করেছিলাম। আজ অনেক কষ্টে এটাকে আমাদের সাথে কোয়েটায় নিয়ে এসেছি। গোশ্‌ত পচে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই খান সাহেবের বন্ধুদের মধ্যে কিছু বিতরণ করে দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট যা ছিল তা দিয়ে একটি ছোটখাট ভোজের আয়োজন করা হয়। ভাই, এই দাওয়াতে তোমার কথা বারবার মনে পড়ছিল।

দু'সপ্তাহ পরে ইউসুফ মনজুরের পত্র পেলো। তাতে বলা হয়েছিল,

ভাই ইউসুফ! পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তুমি ফার্স্ট ডিভিশানে পাশ করেছো। যে মারখুরটি তুমি শিকার করেছিলে সেটি নিশ্চয়ই একটি সৌভাগ্যের লক্ষণ ছিল। ভাই, মনে হচ্ছে এখানে কোনো খিচুড়ী পাকানো হচ্ছে। তোমার তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা দরকার। প্রয়োজনে আমি টেলিগ্রাম করে দেবো। ভাইজান! আমি দুবার তোমার আব্বাজানের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আমার জ্ঞান কোন কাজে লাগেনি। প্রথমবারে আমি সবেমাত্র ভূমিকার অবতারণা করেছিলাম এর মধ্যে পাঁচ মিনিটেই কথা শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সাক্ষাতটি তো ছিল একটি মজার কৌতুককর ব্যাপার। ফিরে এলে তোমাকে শোনাবো।

এক সপ্তাহ পরে ইউসুফ প্রথমে মনজুরের চিঠি এবং পরে তার আব্বার টেলিগ্রাম পেলো, "শীঘ্রই ফিরে এসো"।

মনজুর তার পত্রে লিখেছিলঃ

ভাই সাহেব!

আমার যেন মনে হচ্ছে পানি মাথা ছাপিয়ে গেছে। তুমি ঘরে এসে গেলে ভালো হতো। তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছো আমিনা ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আবদুল করিম সাহেব তোমাদের দুজনের জন্য একটি বড় রকমের দাওয়াতের ব্যবস্থা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। তোমার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত চলছে। একে রুখে দেওয়ার সাধ্য আমার



www.pathagar.com

নেই। আমার আশংকা হচ্ছে, এই দাওয়াতে ছেলে ও মেয়ের পিতার সম্মতিক্রমে একথা ঘোষণা করা হবে যে, তোমার ও আমিনার বাগদান হয়ে গেছে। আমার মতে, এ খেলায় আমিনার কোনো অংশ নেই। সে সত্যিই বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমাকে কোনো বিপদে সে ফেলবে না। কিন্তু মুরুব্বীদেরকে কেবল তুমিই বুঝাতে পারবে। কাজেই তোমার অতি শীঘ্রই চলে আসা উচিত। হ্যাঁ ভাই, সেই কৌতুকটাও শুনে নাও, যেটা আমি সরাসরি সাক্ষাতে বলতে চেয়েছিলাম। আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে কিছুটা এভাবে আলাপ শুরু করেছিলাম, 'চাচাজান! একজন প্রতিভাবান ও গুণবান ব্যক্তির বিয়ের ব্যাপারটা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকদিন থেকে আপনাকে এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। তিনি বড়ই নিশ্চিন্তে জবাব দিলেন, বেটা, আমি জানি ইউসুফ জওয়ান হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ এখন তার শাদী মুবারকের রসম আদায় করার ব্যাপারে আর বিলম্ব হবে না। কনেও পাশ দিয়ে বসে আছে। তার বাপ একটা শানদার দাওয়াতের ব্যবস্থা করছে। অনেক আত্মীয়ের কাছে শিগগির ঘরে ফিরে আসার তাগিদ দিয়ে পত্র লেখা হয়েছে।' আমার তো মনে হচ্ছে, রবিবারটা একটা ভয়ংকর দিন।

ইউসুফের কাছ থেকে একথা শুনে আহমদ খান পরামর্শ দিলেন, আমার ভাই! তুমি এখনি রওয়ানা হয়ে যাও, তাহলে রোববারের আগে পৌঁছে যাবে। অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। তোমার কারণে আমার সমস্ত প্রোগ্রাম বদলে ফেলেছি। আমি খান মুহাম্মদের জন্য দেরাদুনের কাছে মিসৌরীতে অবস্থান করবো। আমি চেষ্টা করবো, যতক্ষণ গৃহে তোমার অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে না ততক্ষণ তুমি আমার সাথে থাকবে। খান মুহাম্মদের একজন ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন এবং তার জন্য তোমার চেয়ে ভালো শিক্ষক আর কেউ হতে পারে না। তুমি লাহোরে যার কাছে অবস্থান করতে তার টেলিফোন নম্বর আমাকে লিখে দাও। আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে থাকবো। নওকরকে পাঠিয়ে তোমার জন্য শুক্রবারের সিট রিজার্ভ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি।

খান সাহেব! আমার জন্য ইন্টার ক্লাসের টিকিটই যথেষ্ট এবং ভাড়াও আমার কাছে আছে।

আমার ভাই আজ থেকে তুমি আমার ছেলে খান মুহাম্মদের শিক্ষক। যতদিন তুমি অন্য কোনো কাজে যোগ না দিচ্ছো ততদিন তোমার অন্যান্য খরচপাতিসহ আমার কাছ থেকে চারশ টাকা মাশোহারা পাচ্ছো। এ সওদা আমার জন্য খুবই সস্তা বলে আমি মনে করবো। আমি আশা করবো তুমি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে না। অন্যথায় আমার পুত্রের একটি বড় প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারলাম না বলে আমি খুব দুঃখ পাবো।

খান সাহেব! আমি শুকরিয়ার সাথে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করছি। সম্ভবত আপনি জানেন না আপনি আমাকে কত বড় সংকট থেকে উদ্ধার করলেন।

ভাই! সংকট মুক্ত তো হলাম আমি। কারণ আমার আশংকা ছিল, হয়তো তুমি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। আমার পুত্র বড়ই সৌভাগ্যবান যে তোমার মতো ওস্তাদ পাচ্ছে।

ইউসুফ জবাব দিল, খান সাহেব! আল্লাহ আমাকে আপনার সদাকাংখা পূর্ণ করার যোগ্য করুন।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ নিজের প্রোগ্রামের ব্যাপারে মনজুরকে টেলিগ্রাম করেছিল। জুমআর দিন আহমদ খান রোহড়ী রেল ষ্টেশনে তাকে বিদায় জানিয়েছিল।



www.pathagar.com

## ২

গাড়ি রাত আটটায় লাহোর ষ্টেশানে থামলো। ইউসুফ নিচে নামলো। নিজের সুটকেস নামিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। দু মিনিট পর মনজুর ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। কোনো ভূমিকা ছাড়াই সে জিজ্ঞেস করলো,

তুমি কি তোমার আব্বাজানের টেলিগ্রাম পেয়েছিলে?

হ্যাঁ, তুমি কাউকে বলনি তো যে, আমি এ গাড়িতে আসছি?

না, একদম না। কাল সন্ধ্যায় তাদের নওকর এবং আজ দুপুরে মিয়া আবদুল করিম তোমার প্রোগ্রামের ব্যাপারে জানতে এসেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে একথা বলিনি যে, তোমাকে দ্রুত এখানে পৌঁছে যাবার জন্য আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। আমার মনে হয় তিনিও তোমাকে টেলিগ্রাম করে থাকবেন।

পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে মুবারকবাদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি পত্র না লিখলে আমি জানতেই পারতাম না এখানে কি খিচুড়ী পাকানো হচ্ছে। আব্বাজানের টেলিগ্রাম তোমার পত্রের সাথে আমি পেয়েছি। তখন থেকে আমার মাথা ঘুরছে। খান সাহেব আমার পেরেশানী জানতে পেরে তখনই গাড়িতে বসিয়ে আমাকে ষ্টেশানে নিয়ে এসেছেন। আমি গাড়ি ছাড়বার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ষ্টেশানে পৌঁছেছি। এখন আমি তোমার কাছ থেকে কোনো নতুন খবর শুনতে চাই।

আমি কেবল এতটুকুই জানি, পরশুর দাওয়াতের জোর প্রস্তুতি চলছে। এখানে আসার আগে তোমার আব্বাজীকে সালাম করতে গিয়েছিলাম। তুমি তাঁর টেলিগ্রামের জবাব দাওনি বলে তিনি বড়ই পেরেশান ছিলেন। আমি এই বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, হয়তো তুমি এখানো শিকার থেকে ফেরোনি অথবা আহমদ খান সাহেব তোমাকে করাচী বা কোয়েটা ভ্রমণ করতে নিয়ে গেছেন। তারপর কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ আবদুল করিম সাহেবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, 'এতবড় বেকুব! ইউসুফকে কোনো প্রকার না জানিয়ে দাওয়াতের তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং মেহমানদেরকেও দাওয়াত দিয়ে বসেছে। আমি বলেছিলাম, জনাব! আপনি চিন্তা করছেন কেন, ইউসুফের দাওয়াত পরেও হতে পারে। আমার মনে হয় এখন তো আবদুল করিম সাহেব তাঁর মেয়ের ম্যাট্রিক পাশ করার জন্য আনন্দ উৎসব করছেন।' তোমার আব্বাজান বলছিলেন, বেটা! সে বড়ই বোকা। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, অর্থ বেশী হয়ে গেলে বুদ্ধি বিদায় নেয়। বোকামির চূড়ান্ত হয়ে গেছে। দেখো সে কেবল আমাদের দাওয়াত দেয়নি, আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরও দাওয়াত দিয়েছে। আর দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যা সে আমাকে জানিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মেহমানদের সামনে ইউসুফ ও আমিনার বাগদানের কথা ঘোষণা করবে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চাচাজী! এ ব্যাপারে আপনি কি ইউসুফের মতামত জেনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, বেটা! এটাই তো আমার পেরেশানির কারণ। ইউসুফ এটা পছন্দ করে কিনা এ ধরনের কোনো ইশারা ইংগিতও তার কোনো পত্রে বা আলোচনায় কখনো করেনি। চাচাজী আমাকে বলেছিলেন, দেখো বেটা! সে তোমার বন্ধু। সে এখানে এলে তার লাভ-ক্ষতি



www.pathagar.com

তাকে বুঝিয়ে দিয়ো। এতগুলো আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সামনে লজ্জিত হওয়া আমি পছন্দ করবো না।

ইউসুফ বললো, তুমি আমার সুটকেস নিয়ে যাও। এ ঝড় থেমে যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার কাছে অবস্থান করবো। কিন্তু আমি লাহোর পৌঁছে গেছি একথা কাউকে জানাবে না।

দোস্ত, কোথাও যাওয়ার আগে আমার সাথে খানা তো খেয়ে নাও।

মনজুর! কোনো প্রকার বিলম্ব না করে আমি আমার শুভাকাংখীদের সাথে দেখা করতে চাই। তারা যদি এটাকে ঠেকাতে না পারে তাহলে আমি তোমার কাছে এসে যাবো। নয়তো এ অবস্থায় আমার জন্য তাদের গৃহ একটি সংরক্ষিত দূর্গের মতো হবে।

মনজুর সুটকেস উঠিয়ে নিল এবং স্টেশান থেকে বের হয়ে টাংগায় চড়ে বসলো। তারপর বিভিন্ন দিকে চলতে লাগলো।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে ইউসুফ আবদুল আজীজের গৃহের কড়া নাড়ছিল। নওকর দরোজা খুলে তাকে খোশ আমদেদ জানিয়ে বললো, আপনি একটু ভিতরে বসেন। বেগম সাহেবা এইমাত্র কারে চড়ে বাইরে গেছেন। তিনি বলে গেছেন ফিরে এসে খানা খাবেন।

ইউসুফ ভিতরে ঢুকে আঙিনা পার হয়ে একটি চেয়ার নিয়ে বরান্দায় বসলো। নওকর এক গ্লাস লেবুর শরবত তৈরি করে তার হাতে দিয়ে বললো, জনাব, দুতিন দিন থেকে মিয়া আবদুল করিমের গৃহের লোকেরা অধীর আগ্রহে আপনার প্রতীক্ষায় আছে। আজ দুপুর পর্যন্ত মিয়া সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা তিনবার এসেছিলেন। আবদুল করিম সাহেবও বারবার ফোন করছেন। আপনার আব্বাজানের নওকরও কাল সন্ধ্যায় ও আজ সকালে এসেছিল। আপনি সিন্ধু যাবার পর আর কোনো খবর দেননি সম্ভবত এজন্য তারা পেরেশান ছিলেন। আপনি কবে এখানে এসেছেন?

দোস্ত মুহাম্মদ! আমি প্রবাসে ভ্রমণ ও শিকারে খুব বেশী ব্যস্ত ছিলাম। এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে, কেউ এখানে এসে বা ফোনে আমার ব্যাপারে জানতে চাইলে তুমি বলে দিয়ো না যে, আমি এখানে আছি বা এসেছি। আমি একটি জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি। তাই কিছুদিন আমি কোথায় আছি তা প্রকাশ করতে চাই না।

দোস্ত মুহাম্মদ! তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। এখন আমি তোমাকে বলতে পারছি না আমি কি করছি। তবে আমি কোথায় আছি একথা এখানে চাচীজান ছাড়া আর কারোর জানা উচিত নয়।

ইউসুফের মুখ থেকে দোস্ত মুহাম্মদের জন্য বুদ্ধিমান শব্দ উচ্চারিত হওয়া তার জন্য ছিল বিরাট ইনাম। কাজেই সে বললো, জনাব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এদিকে যেই আসুক তাকে বাইরে থেকেই বিদায় করে দেবো।

তিনি মিয়া আবদুল করিমই হোন বা অন্য কেউ।

জনাব! আপনি একেবারেই নিশ্চিন্ত াকুন। আমি কাউকে এ গৃহে প্রবেশ করাবার



www.pathagar.com

আগে আপনাকে কোনো সংরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে ফেলবো। মনে হচ্ছে, আবদুল করিম সাহেবের পরিবারের কোনো বিষয়ে আমাদের বেগম সাহেবাও খুশি নন। দুপুরে তাঁর বিবি সাহেবা এসেই আগে আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। তারপর আমার নিষেধ করা সত্ত্বেও বেগম সাহেবার কামরায় ঢুকে পড়েন। বেগম সাহেবা গভীর ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে রেগেমেগে তাঁকে একচোট নেন। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন, তোমরা বারবার এখানে এসে ইউসুফের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? সে সিন্ধু থেকে না এসে থাকলে তোমরা সেখানে যাও। আর এসে থাকলে তাদের বাড়িতে তল্লাশী নাও অথবা তার বন্ধু বান্ধবদের থেকে খবর নাও।' তারপর একটা দাওয়াতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। তখন বেগম সাহেবা জবাবে বলেন, আমার সাহেব ঘরে না থাকলে আমি কোনো দাওয়াতে যাই না। আর তোমার দাওয়াতে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। মিয়া আবদুল করীমের স্ত্রী বলেন, বেগম সাহেবা! আপনাকে রাজি করাবার জন্য ইউসুফকে পাঠাবো। বেগম সাহেবা বলেন, আমি বলে দিয়েছি, আমি দাওয়াতে যাবো না। আবদুল করিম সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা চলে যান। তারপর আসরের পরে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ইনেসপেক্টর সাহেবের ফোন আসে। আমি জানি না বেগম সাহেবার সাথে তিনি কি কথা বলেন। আমি কেবল এতটুকু বঝতে পারি, মিয়া আবদুল করিমের পরিবারের প্রতি তাঁর রাগ প্রশমিত হয়নি।

ইউসুফ বললো, দোস্ত মুহাম্মদ! আমি বৈঠকখানায় গিয়ে নামায পড়ে নিচ্ছি। যদি চাচীজান আমার প্রতি রাগ না করে থাকেন তাহলে তাঁকে বলবে, ইউসুফ সালাম করার জন্য হাজির হতে চায়।

আপনি নামায এখানেই পড়ে নেন। বেগম সাহেবা আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

বেশ তাই করি।

ইউসুফ উঠে ওযু করার জন্য গোসলখানায় চলে গেল। ওযু করার পর সে সেই বড় কামরায় নামায পড়তে চলে গেলেও যেখানে ফাহমিদাও তার আত্মীয়দের সাথে তার ও তার মায়ের প্রথম দেখা হয়েছিল। নামাযের পরে দোয়া করার জন্য যখন হাত উঠালো, বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করলো।

বাইরে মোটরের ঘড়ঘড় আওয়াজ হলো। এর কিছুক্ষণ পরে বিলকিসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দোয়া শেষ করে সে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বারান্দা থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বিলকিস প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন তারপর মাথা উঁচু করে পূর্ণ কর্তৃত্বশালীর মতো এগিয়ে এলেন।

চাচীজান! আস্সালামু আলাইকুম। ইউসুফ বললো,

বিলকিসের চেহারায় হাসির রেখা ফুটে ওঠার বা কিছু বলার পরিবর্তে তিনি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন এবং তারপর আচমনক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে বললেন, ইউসুফ! আমি কল্পনা করতে পারিনি তুমি এতটা বোধশক্তিহীন হয়ে যাবে যে, ওদের সুপারিশ নিয়ে আমার কাছে আসবে! আমি কয়েকবার বলে দিয়েছি, ওদের দাওয়াতে আমি যাব না। তুমি ওদের মুখপাত্র হয়ে আমার কাছে এসেছো এ ঘটনায় আমি মনে বড়ই ব্যথা



www.pathagar.com

পেয়েছি।

ইউসুফ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিলকিসের দিকে তাকিয়ে রইলো এবং তারপর বললো, চাচীজান! আপনি কী বলছেন! হায়! আমি যদি জানতাম আপনি আমাকে কোন্ অপরাধের শাস্তি দিচ্ছেন!

আচ্ছা! তাহলে তুমি কিছুই জাননা। তুমি সারা দুনিয়াকে বেকুব মনে করো! আমি আজ দুপুরেই ওদের বলে দিয়েছিলাম, ইউসুফকে সুপারিশ করার জন্য এখানে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। আমি কোনো অবস্থাতেই ওখানে যাব না। কিন্তু এরপর ওরা প্রথমে আমার এখানে টেলিফোন করেছে এবং তারপরও তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ইউসুফ ভারী গলায় বললো, চাচীজান! আমি সোজা এখানে এসেছি।

সোজা এখানে এসেছো তো এবার সোজা নিজের বাড়িতে যাও। যদি কোনো বুঝাবার ব্যাপার থাকে তাহলে তোমার বাপকে বুঝাও। অথবা আবদুল করিম ও তার বিবিকে বুঝাও। দেখো, আমার জীবনের চেয়ে যে ফুলগুলি আমার কাছে প্রিয় আমার জীবদ্দশায় কেউ সেগুলি দুহাতে ডলতে পারবে না।

বিলকিসের প্রতিক্রিয়া ও কার্যক্রমে ইউসুফ যেমন অবাক হয়েছিল ঠিক তেমনি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল একথা ভেবে যে, সে কেন অকস্মাত তার স্বাভাবিক সৎ সাহস হারিয়ে ফেলেছে! অথচ ইতিপূর্বে বহুবার এরই বদৌলতে সে অত্যন্ত বিরূপ ও প্রতিকূল অবস্থাকেও নিজের অনুকূল করতে সক্ষম হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করে সে কেবল এতটুকু বলতে পারলো, চাচীজান! আপনার কথায় আমি মনে ভীষণ ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু পরে এ কথাগুলি যখন আপনি স্মরণ করবেন তখন আপনিও মনে ব্যথা অনুভব করবেন এবং আমার চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করবেন। আপনার সামনে আমি পূর্বেও একটি শিশু ছিলাম এবং এখনো আছি। আর মায়ের গোস্বার জবাবে শিশু সন্তান কেবল অশ্রুপাতই করতে পারে। কিন্তু আমি আপনার সামনে অশ্রুপাত করবো না। আমি চলে যাবার পরেও আপনার দোয়াই হবে আমার সম্বল। আল্লাহ্ হাফেজ চাচীজান।

ইউসুফ সেখান থেকে চলে গেলো। সে একবারও পেছনের দিকে না তাকিয়ে দেউড়ির বাইরে চলে এলো এবং তারপর দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগলো।

বিলকিস বেশ কিছুক্ষণ বুকে হাত চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি পেছন থেকে একবার ইউসুফকে ডাকতেও চাচ্ছিলেন। তিনি আট দশ কদম এগিয়ে গেলেন , আবার থামলেন। তারপর তার সারা শরীরে যেন একটা অবষণ্নতা নেমে এলো। তিনি নিসাড় হয়ে ধপাস করে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন! হে আল্লাহ! আমার কী হয়ে গিয়েছিল! এ আমি কী করলাম! যদি সত্যিই আমি ইউসুফের মনে ব্যথা দিয়ে তাকি তাহলে নিজেকে আমি কোনো দিন মাফ করতে পারবো না আর সেও দ্বিতীয়বার আমার সাথে দেখা করবে না। না, সে এমন ছেলে নয়। সে বলেছিল, শিশু সন্তান মায়ের গোস্বার জবাবে কেবল অশ্রুপাতই করতে পারে। আমার আল্লাহ! আমাকে মাফ করো। হায়! তার সাথে আমার এ কথাবার্তা যদি একটি স্বপ্ন হতো। আমার আল্লাহ! কুদসিয়ার ছেলের যদি আমার দোয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আমি মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্তও তার জন্য



www.pathagar.com

দোয়া করে যেতে থাকবো। সে কত নির্ভরতার সাথে বলে গেলো, যখন এ কথাগুলো আমার মনে পড়বে, আমি তার চেয়ে বেশী ব্যথা পাবো। হায়! যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনতাম এবং শান্তভাবে তার বক্তব্য শুনতে পারতাম। হতে পারে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং সে আজো তেমনি নির্দোষ যেমনটি পূর্বে দেখা যেতো।

বিলকিসের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে গেলো। তিনি দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করলেন। তাঁর চোখ থেকে বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকলো।

দোস্ত মুহাম্মদ কিছুটা ইতস্তত করে সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললো, বেগম সাহেবা! ইউসুফ সাহেব সোজা এখানে এসেছিলেন আমাকে বলছিলেন, লাহোরে যেন চাচীজান ছাড়া আর কেউ আমার আসার খবর না জানতে পারে।

একথা বলেছিল সে?

জী হ্যাঁ! তার কথা থেকে মনে হচ্ছিল তিনি কোনো কারণে লুকিয়ে থাকতে চান।

দেখো দোস্ত মুহাম্মদ! তুমি তার বন্ধু মনজুরের ঠিকানা তো নিশ্চয়ই জানো?

জী, আপনি হুকুম দিলে আমি খুঁজে বের করে ফেলবো। তাঁর আব্বাজানের নওকর ও আবদুল করিম সাহেবের বাড়ির লোকেরা জানে মনজুর সাহেব কোথায় থাকেন।

দোস্ত মুহাম্মদ! আমি যখন তাকে এখান থেকে বিদায় করি তখন সে খুব খারপ মুডে ছিল। কাজেই এখনই তার পিছনে ধাওয়া করা ঠিক হবে না। যদি সকালে তাকে পাওয়া যায় তাহলে কেবল এতটুকু জানিয়ে দিয়ো যে, তুমি তার চাচীকে কাঁদতে দেখেছো এবং তিনি খুবই মর্মপীড়া অনুভব করছেন।

বেগম সাহেবা! আপনি হুকুম করলে আমি তাকে এখানে হাজির করতে পারি। তিনি বড়ই নেকবখ্‌ত। তিনি এসেই বলেছিলেন, আমি বৈঠকখানায় নামায পড়ছি, চাচীজান এসে যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে বলবে, আমি সালাম করার জন্য হাজির হয়েছি। হয়তো তার ভয় ছিল আপনি কোনো ব্যাপারে তার ওপর রেগে আছেন। খানা আনবো বেগম সাহেবা?

না, এখন নয়। নামাযের পরে যদি আমার মনের বোঝা হালকা হয়ে যায় তাহলে হয়তো সামান্য একটু খাওয়া যাবে। কুদসিয়ার বেটা আমার ঘর থেকে ভুখা চলে গেলো, এ ঘটনা আমার দিলে কত বড় জখম তৈরি করেছে তা কে বুঝবে!

ইউসুফ মনজুরের বাসার কাছাকাছি যেতেই আচানক তার চোখে পড়লো আবদুল গফুর মনজুর আহমদের সাথে কথা বলছে। উভয়েই তাকে দেখে বলে উঠলো, নাও ভাই, এই তো এসেই গেছে।

মনজুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, তুমি পেরেশান হয়ো না। আমি আবদুল গফুরকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ তুমি অনুমতি না দিচ্ছো ততক্ষণ তুমি যে আমার এখানে আছো এ কথা সে কাউকে বলবে না। অবশ্য তোমার বাড়িতে তোমার প্রতীক্ষায় সবাই সময় গুণছে।

আবদুল গফুর এগিয়ে এসে বললো, জনাব! বিবিজী আজ অত্যন্ত যত্ন করে আপনার জন্য খানা পাকিয়েছেন। সকালে তাঁর মা এসেছিলেন আবদুল করিম সাহেবের বেগম



www.pathagar.com

সাহেবার সাথে। আপনার সন্ধান নেয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বেগম আবদুল করিম খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলেন। তাই আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিবিজীর মাকে আমি এইমাত্র টাংগায় সাওয়ার করিয়ে দিয়ে এলাম। আপনার অপেক্ষায় না থাকলে বিবিজীও তাঁর সাথে চলে যেতেন। সেখানে বহু মেহমান এসে গেছেন।

ইউসুফ করলো, আব্বাজী কি বাড়িতে আছেন?

জী হ্যাঁ।

ঠিক আছে, তুমি বাড়িতে যাও। সেখানে জানিয়ে দাও আমি কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাচ্ছি। খানাও সেখানেই খাবো।

মনজুর আহমদ জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই তুমি বাড়ি যাবে?

হ্যাঁ, মনজুর। আমি ফায়সালা করেছি, পালিয়ে বেড়ানোর পরিবর্তে আমি পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো।

আবদুল গফুর বললো, বিবিজী আপনার জন্য পোলাও পাক করেছেন। তিনি বলছিলেন, আপনি নাকি পোলাও খুব পছন্দ করেন। আমি আপনার জন্য খুব ভালো গোশ্ত এনেছিলাম। দেরী হয়ে গেলেও আমি আপনার অপেক্ষা করবো। আপনার সাইকেলটা এখানে রেখে যাচ্ছি এবং ব্যাগ ও জিনিসপত্রগুলি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

ইউসুফ বললো, না, আমার জিনিসপত্র এখন এখানেই থাকবে।

জনাব! তবুও আপনার সাইকেলটার প্রয়োজন হবে। তাই আমি টাংগায় অথবা হেঁটেই চলে যাচ্ছি।

ইউসুফ পকেট থেকে একটা টাকা বের করে তার হাতে দিল এবং বললো, ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আর আমার জন্য অপেক্ষা না করে বরং খানা হটকেসে রেখে দেবে। হতে পারে মনজুরের সাথে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যেতে পারে। তারপর আমি ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। আব্বাজী ও আম্মাজীকে আমার সালাম জানাবে।

মনজুর বললো, ইউসুফ! আমার বিশ্বাস ছিল তুমি সেখান থেকে না খেয়ে আসবে না। তাই আমি এসেই খানা খেয়ে নিয়েছি।

আবদুল গফুর বললো, জনাব! মিয়াজী হয়তো শুয়ে পড়েছেন, তবে বিবিজী নিশ্চয়ই আপনার ইন্তিজার করছেন। মনজুর সাহেব! আপনি খানা খেয়ে নিয়েছেন তবুও ইউসুফ সাহেবের সাথে আসবেন। ওখানে আপনি বড়ই সুস্বাদু কাবাব পাবেন।

ইয়ার আবদুল গফুর! তোমার হাতের কাবাব তো সুস্বাদু হয়ই। তবে আজ আমার নওকর দীন মুহাম্মদও কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মনে করেছিলাম হয়তো ইউসুফ সাহেব আজ এখানে খানা খেয়ে তার তারিফ করবে। কিন্তু তা আর হলো না। তবে আমি পেট ভরে খেয়েছি। কাজেই এখন আমি ইউসুফকে সদর দরোজায় নামিয়ে দিয়েই ফিরে আসবো। সত্যিই আমার আফসোস হচ্ছে, পেটের কিছুটা জায়গা খালি রাখলাম না কেন।

আবদুল গফুরকে বিদায় দেবার পর ইউসুফ ও মনজুর প্রায় আধ ঘন্টা কথা বলতে



www.pathagar.com

থাকলো। বাহ্যত ইউসুফ হেসে হেসে কথা বলছিল কিন্তু মনজুরের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, তার দিলের ওপর একটা বোঝা চেপে আছে। সে বললো, ভাই ইউসুফ! আমাকে বলতো সেখানে কি কি কথাবার্তা হলো? আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখন শক্ত লড়াইয়ের মুডে আছো।

মনজুর! আমি জানি না আমি কেমন মুডে আছি। তবে আমি অনুভব করছি, আমার প্রিয়জনেরা হাসি ঠাট্টার মধ্যে আমার গর্দানের ওপর ছুরি রেখে দিয়েছে।

আরে দোস্ত! এভাবে বলছো না কেন যে, সক্রেটিসকে বিষের পেয়ালা দেয়া হচ্ছে।

দোস্ত! এর মধ্যে বিষের কোনো কারবার টারবার নেই। এটা সেই আল্লারাখ্‌খা হেকিম সাহেবের সর্দি নিরাময়ের জন্য জোশান্দার রস, যা দেখলেই আমার বমি এসে যেতো। সাধারণত বাড়ির মুরুব্বীজনেরা এবং বিশেষ করে আব্বাজান আমার মুখে জোশান্দার পেয়ালা ঢেলে দেবার চেষ্টা করতেন। তখন আমি চোখ বন্ধ করে ফেলতাম। দুহাত মুঠো করে চেপে ধরতাম। তারপর বড়ই হিম্মত করে মুখ হা করে এক ঢোকে গিলে নিতাম। কিন্তু সাথে সাথেই বমিও করে ফেলতাম। এসব অনেক বছর আগের ঘটনা। কিন্তু এখনো যখনই জোশান্দার কথা মনে হয় সঙ্গে সঙ্গেই আমার নাকে যেন তার গন্ধ ভেসে আসতে থাকে এবং আমি বমনেচ্ছা অনুভব করতে থাকি।

মনজুর বললো, দোস্ত! এদিক দিয়ে বলতে গেলে সক্রেটিস ছিলেন দুর্ভাগা। কারণ তার জামানায় হেকিম আল্লারাখ্‌খার মতো কোনো বিষ বিক্রেতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ না করুন তোমাকে না আবার বিষপানে উদ্বুদ্ধকারীকে সন্তুষ্ট করার সাথে সাথে নিজেকে জীবিত রাখার প্রচেষ্টাও চালানোর দরকার পড়ে।

বাদ দাও দোস্ত! বারবার সক্রেটিসের মতো মহান ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমার যোগ্যতার মেকি ভাবমূর্তি তৈরি করো না। তুমি বুঝতে পারবে না, আমার ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ভাইজান! মনে হচ্ছে ব্যাপার খুবই গুরুতর। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ তোমার হাতে বিষের পেয়ালা ভেঙে খান খান করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর যদি কোনো লোহার পেয়ালা ভাঙার জন্য আমার মদদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমি হরওয়াক্ত তৈরি আছি। তুমি জীবনের আলো-আঁধারে প্রতি কদমে আমাকে সঙ্গে পাবে। যদি কোনো নাজুক পর্যায় এসে গিয়ে থাকে তাহলে বলো আমি তোমার আব্বাজান, আবদুল করিম সাহেব, আবদুল আজীজ সাহেব ও বিলকিস বেগম সাহেবার সাথে কথা বলতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, তাদের সবার ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে।

তোমার খুলুসিয়াতের ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই মনজুর। কিন্তু এখনো কেবল দূরবর্তী মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, এ মেঘ বর্ষণ না করেই চলে যাবে। আমি আব্বাজানের মুখোমুখি হতে ঘাবড়াচ্ছি। আশংকার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে তিনি অনড় মনোভাবের অধিকারী। কিন্তু এরপরও আমি এতটুকু নিশ্চিন্ততা অনুভব করি যে, যখন আমি কোনো ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে কথা বলতে থাকি তখন আবার তিনি আমার কথা ধীরে সুস্থে শুনতে থাকেন।



www.pathagar.com

ইউসুফ ভাই! আমি তোমার ঘরোয়া ব্যাপারে দখল দিতে সবসময়ই ইতস্তত করি। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার বিমাতার সহযোগিতায় তুমি সহজে এ ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে পারো। তোমার ভাই সিদ্দীকের সাথে আমার প্রায়ই কথাবার্তা হয়। সে কখনো বিমাতার ব্যাপারে কোনোরকম অভিযোগ করেনি। একদিন তোমার চাচা লাহোর এসেছিলেন এবং তোমার ভাই তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বড়ই খোশমেজাজী। তাঁর কথায় জেনেছিলাম, তোমার সৎমা তোমাদের ভাইবোনদের খুবই ভালোবাসেন এবং তোমাদের পরিবারে তাঁকে খুবই ইজ্জত দেয়া হয়। কিন্তু তোমার ভাই তোমার মাকে ভীষণ ভয় করে। সে বলে, যখন তিনি কোনো সন্তানের মাথায় হাত রেখে বলতে থাকেন, 'আমি কুরবান হয়ে যাই।' তখন সে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। –আরে দোস্ত, এই সাঁই পীর কোকে শাহ্ কে?

ভাই! আমি কেবল এতটুকুই জানি, কায়েম দীন ও তার বিবি তাঁর মুরীদ।

তোমার চাচা বলছিলেন, তিনি অমৃতসরের আশেপাশে কোথাও থাকেন। দাওয়াই ও মাদুলিও তৈরি করেন। কায়েম দীন ও তার বিবি তাকে ওলি আল্লাহ্ মনে করেন। আমার মনে হয়, এ ধরনের সহজ সরল লোকদেরকে নিজের সমর্থক বানানো তোমার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।

মনজুর! তুমি আমাকে একদম উল্লুক ভাবতে শুরু করছো দেখছি। তুমি মনে করো আমার তাদেরকেও সহায়ক মনে করা উচিত যাদের মধ্যে নেকী ও বদির পার্থক্যবোধ নেই? যদি আমার কারোর সহযোগিতা-সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে আমার জন্য আমিনা ও তার বাপ-মা'কে সঠিক পথে আনা বেশী সহজ হবে। এখন চলো।

সে সাইকেল নিয়ে বাইরে বের হলে ইউসুফ বললো, দোস্ত! যদি তুমি পায়ে হেঁটে চলতে পারতে তাহলে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো।

ঠিক আছে, তাই চলো। মনজুর জবাব দিল এবং তারা সড়কের কিনারা দিয়ে হেঁটে চললো।

বাড়ির কাছে পৌছে ইউসুফ মনজুরকে রুখসাত করলো। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে দেউড়ির দরোজার শিকলে হাত দিয়েছিল এমন সময় ভেতর থেকে তালা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। দরোজা খুলে গেলো এবং বিদ্যুতের আলোয় সে চেরাগ বিবিকে দেখছিল। আস্সালামু আলাইকুম বলে ইউসুফ দেউড়ির ভেতরে পা রাখলো। চেরাগ বিবি তাকে অনেক অনেক দোয়া দিতে দিতে বললো, আল্লাহ্র লাখো লাখো শোকর যে তুমি এসে পড়েছো। তোমার আব্বাজান খুবই পেরেশান ছিলেন। তিনি এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। সিদ্দীকও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে আমাকে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছিল যে, তুমি এসে গেলে আমি যেন তাকে জাগিয়ে দেই।

তাকে জাগাবার দরকার নেই। আর আপনিও গিয়ে আরাম করুন। আমি মনে করেছিলাম আবদুল গফুর তালা খুলে রাখবে এবং আমি নিশব্দে ওপরে গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়বো।



www.pathagar.com

ইউসুফ! তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে যে, তোমাকে খানা না খাইয়ে আমি শুয়ে পড়তে পারি?

আপনার অনেক শুকরিয়া। কিন্তু এবার আপনি আরাম করুন। আমার বিছানা ছাদের ওপর আছে তো?

হ্যাঁ, এখনো তত বেশি গরম পড়েনি। তবুও তোমার বিছানা আমি ছাদের ওপর বিছিয়ে দিয়েছি।

খুব ভালো হয়েছে।

আমি হটকেস সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। কাবাব ও পোলাও হটকেসের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আশা করি তুমি দুটোই পছন্দ করবে। আর সবচেয়ে খুশির ব্যাপার হচ্ছে, তুমি অন্য কোথাও থেকে খেয়ে আসোনি। তাহলে আমার খুবই আফসোস হতো।

কয়েক মিনিট পরে ইউসুফ তার বিছানায় বসে হটকেস খুলছিল। দুমুঠো পোলাও খাওয়ার পরপরই তার পানির প্রয়োজন অনুভূত হলো। সে নীচে নেমে এলো। দ্বিতীয় ছাদের সিঁড়ির পাশে বসানো মাটির সোরাহী থেকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি ঢেলে পান করলো। তারপর সোরাহী ও গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে উপরে চলে এলো। কিন্তু সিঁড়ি পার হবার পর আবার তার খারাপ লাগলো এবং আরো দুগ্লাস পানি পান করলো। এরপর সে একটি কাবাব নিয়ে খেতে শুরু করলো। তখন তার মনে হলো আরো পানি খেতে হবে। এবার সে কাবাব রেখে দিয়ে গ্লাসে পানি ভরার পরিবর্তে সোরাহীটা দুহাতে ধরে ঠোঁটের সাথে লাগালো। তার মনে হচ্ছিল তার মধ্যে কোনো আগুন জ্বলছে এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে তা নিভানো যাচ্ছে না। সে সোরাহীটা উপুড় করে গলার মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর আচানক হড়হড় করে বমি করে ফেললো। দুর্বলতার কারণে সে শুয়ে পড়তে চাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো, কোনো বিষের প্রভাবে সে মরে যাচ্ছে এবং এই বিষ তার খাবারে মেশানো ছিল।

বেশি পানি পান করার এবং সঙ্গে সঙ্গেই বমি করার কারণে সে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু বিষের প্রভাব এখনো খতম হয়ে যায়নি। যদি সে আরো কয়েক মুঠো খেতো তাহলে এতক্ষণ মরে শেষ হয়ে যেতো। মৃত্যু ভয়ে তার সারা দেহে কাঁপুনি দেখা দিল। এখনো পিপাসায় তার বুক জ্বলছিল। সে উঠে দাঁড়াল এবং নিচে নেমে সিঁড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এলো। সেখানে পানির কলস বসানো ছিল। কলসের মুখে ঢাকনা দেবার জন্য রাখা বড় পেয়ালাটা উঠিয়ে নিল। তারপর পেয়ালা ভরে ভরে পানি পান করতে লাগলো। আবার বমির ভাব হলো। এবার উঠে পায়খানার দিকে দৌড়ালো। কিন্তু পেটের মধ্যে ভীষণভাবে পাক দেবার কারণে পায়খানার বাইরেই বমি করে দিল। বমি শেষ হয়ে গেলে কাঁপতে কাঁপতে এবং টলতে টলতে আবার পানির কলসের কাছে পৌঁছে গেলো। কামরার দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। তার ডান হাতের কামরায় তার ভাই সিদ্দিক ঘুমাচ্ছিল। তার পাশেই ছিল তার আব্বা ও সৎমার কামরা। নিচে যাবার সিঁড়ির কাছে দেয়ালের সাথে দুটি চারপাই দাঁড় করানো ছিল। সে আবার একবার পানি পান করার পর উঠলো এবং একটি চারপাই পেতে শুয়ে



www.pathagar.com

পড়লো।

'আমি কি বেঁচে আছি? আমি কি বেঁচে থাকবো?' সে বারবার মনে মনে প্রশ্ন করতে লাগলো। আকাশে সেই তারাগুলিই ঝিকমিক করছিল যেগুলিকে সে রাতে ছাদের ওপর শুয়ে ইতিপূর্বে ঝিকমিক করতে দেখতো। একটি তারা আকাশ থেকে ছুটে গেলো এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য রোশনী ছড়াতে ছড়াতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলো। এতে কি এমন ফারাক দেখা দিল, সে মনে মনে বললো। এ তারকারা যদি সারারাত ধরে ভেঙে পড়তে থাকে তাহলেও চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। আচানক তার মনে হলো, কেউ দ্বিতীয় ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। তারপর সে অনুভব করলো তার শারীরিক দুর্বলতা চোখ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। কিন্তু ছাদের কাছে পৌঁছে সিঁড়ি অতিক্রমকারীর সচল ছায়া পরিষ্কার দেখতে পেলো সে। সে উঠে দাঁড়ালো এবং মাঝখানের লোহার শলাকাগুলি বরাবার হাঁটতে হাঁটতে উপর তলার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেলো। তারপর শলাকাগুলি ধরে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো তার বিমাতা এক হাতে তার হটকেস এবং অন্যহাতে সেই ডিব্বাটি নিয়ে নিচের দিকে যাচ্ছেন, যা থেকে সে দু লোকমা পোলাও খেয়েছিল। হঠাৎ ইউসুফকে সামনে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। কিন্তু ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনি কষ্ট করছেন কেন? আমি এখনো তো খাওয়া শেষ করিনি। পিপাসা পেয়েছিল তাই। তবে সুরাহীতে বোধ হয় পানি কম ছিল। তাই নিচে নামতে হলো। দিন, আমার খাবার, এবার নিশ্চেন্তে খেয়ে ফেলি।

তার কোনো জবাব দেবার আগেই সে তার হাত থেকে হটকেস ও পোলাও-এর ডিব্বা ছিনিয়ে নিল।

ইউসুফ! তিনি ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমার শরীর ভালো আছে তো?'

হ্যাঁ আমার শরীর একদম ভালো আছে। আমার ভুল হয়ে গেছে, খাবার শেষ না করে আমি পিপাসা মেটাতে গিয়েছিলাম। এ পোলাও এতই সুস্বাদু হয়েছে যে, আমি এর একটি দানাও নষ্ট করতে চাইনা। আপনি গিয়ে আরাম করুন। এখন আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি নিচে গিয়ে খাবারটা শেষ করে তারপর আরামে শুয়ে পড়বো।

ইউসুফ! তোমার শরীর ভালো নেই।

পেট ভরে খেয়ে নিলেই আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে। আপনি চলে যান। আরাম করুন। আমার ভয় হচ্ছে ওরা সবাই জেগে উঠবে এবং আমার অংশের খাবারে কেউ ভাগ বসাবে।

ইউসুফ তাঁকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফিরে দাঁড়াল এবং কয়েক কদম দূরে নিচে যাবার সিঁড়িতে গায়েব হয়ে গেলো।

চেরাগ বিবি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জানালার নিচে দেখতে লাগলেন। প্রথমে তিনি হ্যান্ড পাম্প চলার আওয়াজ শুনলেন। তারপর তার মনে হলো ইউসুফ বমি করছে। তারপর একটি নিরবতা ছেয়ে গেলো চারদিকে। নিরবতার এ দুতিন মিনিট সময় তার কাছে অতি ভয়ংকর হয়ে উঠলো। তিনি ধীরে ধীরে সামনের দিকে চলতে থাকলেন এবং সিঁড়ির সাথে লাগানো বিজলীর বোতাম টিপে নিচে নামতে থাকলেন। নিচে পৌঁছে



www.pathagar.com

আরেকটা বোতাম টিপলেন। ফলে বিজলীর আলো দেউড়ির আঙিনায় পৌঁছে গেলো। ইউসুফ তখন তার সাইকেল নিয়ে দেউড়ির বাইরে বের হয়ে যাচ্ছিল।

ইউসুফ! তিনি হতাশ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

ইউসুফ পেছন দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, আপনার সুস্বাদু পোলাও খাওয়া শুরু করতেই আমার যে ভীষণ পিপাসা লেগেছে ঘরের পানি দিয়ে তা নিবারণ করা যাচ্ছে না। তাই দরিয়ার কিনারে খোলা বাতাসে নিশ্চিন্তে এ খাবার শেষ করতে যাচ্ছি।

ইউসুফ! তুমি অসুস্থ! তুমি বমি করছিলে। থামো।

ইউসুফ জবাব দিল, না, অসুস্থতার সাথে সাথে যখন বমি হতে থাকে তখন রোগীর বাড়ির বাইরে থাকা উচিত। আপনি উপরের ছাদ, মাঝখানের ছাদে কলসী রাখার জায়গা এবং এখানে পানির নলের আশেপাশে ভালো করে ধূয়ে মুছে সাফ করে ফেলুন। আর সেই হাঁড়িটাও ভালো করে পরিষ্কার করুন যার মধ্যে আমার জন্য সুস্বাদু খানা পাকিয়েছিলেন। এর ফলে রোগের প্রভাব বিস্তৃত হতে পারবে না। যদি আমি বাড়িতে ফিরতে না পারি তাহলে এটি বা এর চেয়ে ভালো হটকেস এখানে পৌঁছে যাবে।

চেরাগ বিবির মনে হচ্ছিল তার দুপা এখন আর তার শরীরের বোঝা বহন করতে পারছে না। তিনি নিস্তেজ হয়ে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন। ইউসুফ সাইকেল চালিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলো। চেরাগ বিবি উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে দেউড়ির দরোজার দিকে এগিয়ে চললেন। ইউসুফ গলি পথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আঙিনার পেছনের একটি কামরা থেকে আবদুল গফুর বাইরে বের হয়ে এলো।

বিবিজী! কি হয়েছে? বাইরে পাম্প চলার আওয়াজে আমি জেগে উঠেছিলাম। আর তারপর আমার মনে হচ্ছিল যেন কেউ বমি করছে। তবে পুরোপুরি জেগে ওঠার পর ইউসুফ সাহেবের গলা শুনলাম। কি ব্যাপার, তাঁর সাইকেল দেখছি এখানে নেই। আব্বাজী তার ওপর নারাজ হননি তো?

চেরাগ বিবি অতি কষ্টে জবাব দিলেন, আমিও পানির নল খোলার ও বমি করার আওয়াজ শুনেই এসেছিলাম। কিন্তু সম্ভবত ইউসুফ মনে করেছে তার কলেরা হয়ে গেছে। তাই সে বাড়িতে থাকতে চাচ্ছিল না। সে এত দ্রুত বাইরে বের হয়ে গেছে যে আমি তাকে রুখতে পারলাম না।

বিবিজী! আপনি গিয়ে আরাম করুন। সম্ভবত তিনি ডাক্তারের কাছে গেছেন।

দেখো আবদুল গফুর! যদি ইউসুফের আব্বাজী জানতে পারেন যে, আমি তাকে অসুস্থ অবস্থায় বের হয়ে যেতে দেখেছি এবং তুমিও তখন জেগে উঠেছিলে তাহলে তিনি খুবই নারাজ হবেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে রুখতে পারলাম না, এর কি জবাব দেবো আমি! আমি শোরগোলও করলাম না এবং তার ভাইকেও জানালাম না কেন?

বিবিজী! আল্লাহ ভালো করবেন। আপনি উপরে গিয়ে তার জন্য দোয়া করুন। এখানে কযেকজন ডাক্তার তাকে চেনেন। ইনশাআল্লাহ তিনি আগামীকাল হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসবেন।

চেরাগ বিবি হতাশামিশ্রিত স্বরে বললেন, দেখো, আবদুল গফুর! তুমি যদি আমাকে



www.pathagar.com

ইউসুফের আব্বার গোস্বা থেকে বাঁচাতে পারো তাহলে তোমার এ এহ্সান আমি কোনোদিন ভুলব না।

বিবিজী! আপনি চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চেরাগ বিবি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলেন। মাঝখানের ছাদে পৌঁছে কিছুক্ষণ আগে ইউসুফ যে চারপাইটার উপরে বসেছিল দুহাতে মাথা চেপে ধরে তার ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন। তিনি বারবার মনে মনে বলছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ! এ আমি কী করলাম! এখন কী হবে! সে বুঝতে পেরেছে যে, তাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। বাকি খানাও সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে একজন নামজাদা কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করেছিল। আমি তার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাবো! সে চাইলে এক হাতে আমার গলা টিপে দিতে পারতো। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে দিল কেন? এটা কি এজন্য যে, সে তার আব্বাজীকে খুব বেশী ভালোবাসে এবং আমাকে তার বিবি মনে করে মাফ করে দিয়েছে? হায়! আমার মা যদি আমার জন্মই না দিতো। হায়! আমি যদি তার পরামর্শ না শুনতাম। যদি ব্যাপারটি আরো সামনের দিকে গড়ায় তাহলে আমি, আমার মা, আমার বাপ ও সেই কালো মুখের পীর কোকেশাহ্ সবাই পাকড়াও হয়ে যাবো। হায় আল্লাহ! আমার দিলে এ চিন্তার জন্ম হয়েছিল কেন যে, যদি আমিনা এ বাড়ির বউ হয়ে আসে, তাহলে আমাকে খুবই তাচ্ছিল্য করা হবে? হায়! আমি যদি মায়ের পরামর্শ কানে না তুলতাম! আমি ও আমার মা এই বাড়ির ওপর হুকুমত করতে চাচ্ছিলেন। অথচ এখন আমরা এমনভাবে লাঞ্ছিত হবো যে, কেউ আমাদের দু পয়সা দামও দেবে না। এ ব্যাপারটি আমিনাদের বাড়িতেও পৌঁছে যাবে। এখন দুনিয়াতে আমাদের মুখ লুকাবার জায়গা থাকবে না। আমার আব্বাজী যে সামান্য সম্পত্তি কিনেছেন তারপরও কোথাও আমাদের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করা হবে না। আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যও আমাকে আমিনা ও তার মায়ের পায়ে ধরতে হবে। ইউসুফ বাড়িতে আসেনি বলে তারা কতই পেরেশান ছিল। হায় আফসোস! আমি যদি ইউসুফকে বিষ মেশানো খানা না খাইয়ে বরং তাকে সাথে করে নিয়ে আমিনাদের বাড়ি চলে যেতাম এবং তারপর তার সাথে আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরে আসতাম, আর ইউসুফের আব্বাজীকে জাগিয়ে বলতাম, আপনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন বলে আপনাকে না জাগিয়ে ইউসুফকে নিয়ে কনের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য। ইউসুফ এ রিশ্তা পছন্দ করবে না বলে আপনি খামোখা পেরেশান ছিলেন। কিন্তু সে বড়ই উৎফুল্ল ছিল। আমিনা তার গাড়িতে করে আমাদের এখানে রেখে গেছে। পীর কোকে শাহ্! তুই ধ্বংস হয়ে যা। তুই আমাদের চরম সর্বনাশ করেছিস। যদি এ সময় তুই আমার সামনে থাকতিস তাহলে আমি দুহাতের নখ দিয়ে তোর মুখ খামচে তোর চেহারার আদল বদলে দিতাম।

আবদুর রহীম তাকে ডাকতে ডাকতে কামরার বাইরে আসতে লাগলেন। তিনি ভয় মিশ্রিত সুরে বললেন, জী! আমি এখানে আছি।

ইউসুফ আসেনি? তিনি বাইরে বের হতে হতে বললেন।

জী, সে এসেছিল। কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে সে আবার কোথায় চলে গেছে।



www.pathagar.com

কোথায় চলে গেছে?

জী, আমি ঠিক জানি না। তবে তার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বমি করতে শুরু করেছিল। সে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে মনে করে সাইকেলে চড়ে বাইরে বের হয়ে গেলো।

আবদুর রহীম হুংকার দিয়ে বললেন, সে কলেরা নিয়ে বাইরে চলে গেলো আর তুমি আমাকে জানাতেও পারলে না। তোমার মুখ দিয়ে একটি রাও বের হলো না।

জী, সে কাউকে জাগাতে মানা করে দিয়েছিল। নিজের সাইকেল চড়ে সে গিয়েছে। মনে হয় সোজা ডাক্তারের কাছে যাবে। এও হতে পারে সে আবদুল করীমের বাড়িতে চলে গেছে।

তুমি আমাকে জাগাওনি কেন? তাহলে আমার সাথে সাক্ষাত না করে সে কোথাও যেতে পারতো না।

জী, আমি জানতাম না এখানে আসতেই তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে এবং সে আচানক এভাবে চলে যাবে।

যদি সে আবদুল করিমের বাড়ি গিয়ে থাকে তাহলে আমি খুশিই হবো। আমি আশংকা করছিলাম বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে সে আমাদের ফায়সালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

আপনি কি বলতে চান, আমিনাকে সে পছন্দ করে না?

জানি না তার দিলে কি আছে। কারণ যখনই তার বাগদানের প্রসঙ্গ উঠিয়েছি, সে তা এড়িয়ে গেছে।

জী, সে লজ্জা পেয়ে থাকবে। আপনাদের গ্রামের সব লোক এবং আমাদের এ মহল্লাওয়ালারাও সবাই জানে ইউসুফ কি চায়। সে জানে আমিনা নিজের সাথে করে কত কিছু আনবে। আবদুল করিমের বিবি তো এ কথা নিজেই আমার সামনে বলেছিলেন যে, তিনি আমিনাকে আর একটা কুঠি বানিয়ে দেবেন।

আমার ছেলে এ ধরনের কথা চিন্তা করে না। সে যৌতুকের লোভে শাদী করবে না। আমার মনে হয় তার মা মরহুমা কুদসিয়াও এ মেয়েকে পছন্দ করতো না। নয়তো তার জীবদ্দশায় এ বাগদান হয়ে যেতো। আবদুল করিম যদি এখনই বাগদানের ঘোষণা দেবার জন্য জিদ না করতো তাহলে আমি ইউসুফের মনের কথা জানার দায়িত্ব তোমার ওপর সোপর্দ করতাম। আমি মনে মনে একথাই অনুভব করছিলাম যে, বিলকিস বেগমের সাথে যে মেয়েটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল লেখাপড়া শেষ করার পর সে তাকেই পছন্দ করবে। তুমি তার মা ও নানীকেও দেখে থাকবে। সে মেয়ে বড়ই সুন্দরী। যদি ইউসুফের মনে সে মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা জেগে থাকে তাহলে বিষয়টা খুবই খারাপ দিকে মোড় নেবে।

না জনাব! ইউসুফ তাই করবে যা আপনি চান।

যদি গভীর মনোযোগ দিয়ে সে মেয়েটিকে তুমি দেখে থাকতে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারতে, যখন ইউসুফ সেই পরিবারের সাথে সম্পর্ক জোড়ার সিদ্ধান্ত করে নেবে



www.pathagar.com

তখন আমাদের আর কিছুই করাার থাকবে না। ইউসুফ এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা কিছু হাসিল করার জন্য অনেক কিছু পরিত্যাগ করে থাকে।

এ কথাই তো আমি বলতে চাচ্ছি যে, ডাকাতদের হাত থেকে আমিনাদের বাড়ি রক্ষা করার জন্য সে নিজের জানেরও পরোয়া করেনি। সে বড়ই দূরদর্শী। সে জানে, আমিনার কারণে উভয় ঘরানার ওপর তারই হুকুমত চলবে। আর আমিনার বাপও মনে করেন তার মেয়ে উভয় পরিবারের ওপর কর্তৃত্ব করবে। এই আলোচনার মাঝখানে চেরাগ বিবি অনুভব করছিলেন যে, ইউসুফের আব্বার স্বীকৃতি আদায়ের পরিবর্তে তিনি বরং নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এতক্ষণ নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে মর্মপীড়া অনুভব করছিলেন এখন তার প্রদাহকে কিছুটা প্রশমিত করছেন।

আবদুর রহীম বললেন, আমি মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছি। ইউসুফ ফিরে এলে আমি না আসা পর্যন্ত তাকে বসিয়ে রাখবে। তার দিলের ওপর যদি কোনো বোঝা চেপে বসে গিয়ে থাকে তাহলে আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা নামিয়ে দেবো।

চেরাগ বিবি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আগামী দাওয়াতে তার বাগদানের কথা ঘোষণা করা হবে, এটাই যদি তার দিলের বোঝা হয়ে থাকে তাহলে তা আপনি কেমন করে নামিয়ে দেবেন?

আবদুর রহীম জবাব দিলেন, আল্লাহ আমার ছেলের স্বাস্থ্য ভালো রাখুন। যদি সে এ দাওয়াতে শরীক না হতে পারে তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে মিয়া আবদুল করিমকে আবার একটি দাওয়াতের ইন্তিজাম করতে হবে এবং তাতে বাগদানের পরিবর্তে বিয়েই পড়িয়ে দেয়া হবে।

আবদুর রহীম এ কথা বলে নিচে নেমে গেলেন। চেরাগ বিবি আবার এই বলে নিজের দিলকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন যে, সে খামোখা অপরাধ করে ফেলেছে, এর পেছনে কোনো কারণ ছিল না। তারপর নিজের কামরায় বিছানায় শুয়ে তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হায়! যদি আমি আগে জানতাম আমিনাকে এ পরিবার থেকে দূরে রাখার অন্য পদ্ধতিও আছে। কিন্তু আমি ছিলাম নির্বোধ। আমি ফাহমিদার ব্যাপারে চিন্তা করলাম না কেন? আমিনার প্রতিহিংসায় আমি অন্ধ হয়ে গেলাম কেন? এক নির্বোধ মা ও আহাম্মক পিতার কন্যা কেন একথা মনে করে নিয়েছিল যে, সেও কোনো বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতে পারে? আমি আমিনার পায়ে কুড়াল মারার বদলে নিজের পা কেটে ফেলেছি। হায়! যদি আমি ইউসুফের সাথে ফাহমিদার প্রসঙ্গ আলাপ করতাম এবং তারপর তার মতামত জানার পর পূর্ণ শক্তিতে জালিন্ধরওয়ালাদের গৃহে ইউসুফের বাগদানের প্রতি সমর্থন দিতাম। এর ফলে সারাজীবন সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতো। তার প্রতি আমার কোনো অনুগ্রহ ছাড়াও তো সে আন্তরিকভাবে আমাকে ইজ্জত করতো। কিন্তু এখন কী হবে!

চরম অস্থিরতার মধ্যে হাত কচলানো, দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও নিরবে চোখের পানি ঝরানো ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না।



www.pathagar.com

মনজুরের বাড়ির কাছে পৌঁছে ইউসুফ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। সে সাইকেলটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে টলতে টলতে গিয়ে দরোজার গায়ে ধাক্কা দেয়ার পর দহলিজের বারান্দায় বসে পড়লো। পাঁচ মিনিট পর সে আবার দরোজায় আঘাত করতে লাগলো।

ভেতর থেকে শেকল খুলে দীন মুহাম্মদ ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে আপনার? এখানে বসে কেন?

দীন মুহাম্মদ আমার শরীর ভালো নয়।

মনজুর দৌড়ে সেখানে এসে গেলো। সে ইউসুফের হাত ধরে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, ইউসুফ ভাই! কি হয়েছে?

তুমি আমাকে নিচের কোনো কামরায় শুইয়ে দাও এবং তাড়াতাড়ি কোনো ডাক্তার ডেকে আনো। আর দেখো এই হটকেসটা পুরোপুরি হেফাজত করো। এর ভেতর যে খাবার আছে তা স্পর্শ করাও মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। একে আলমারীতে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দাও। তুমি ডাক্তারকে এ কথা বলতে পারো, রোগী কোনো বিষাক্ত জিনিস খেয়ে ফেলেছে। তিনবার পেট ভরে পানি খাওয়ার ফলে বমিও হয়ে গেছে। এখন বমি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। যদি তুমি ডাক্তার ঠাকুরের বাড়িতে পৌঁছতে পারো তাহলে তিনি আমার নাম শুনতেই তোমার সাথে চলে আসবেন। তুমি আমার সাথে তার বাড়িতে এবং দোকানেও গেছো। তাঁকে না পাওয়া গেলে ডাঃ নূর ইলাহীর বাড়িতে চলে যাবে। বর্তমান অবস্থায় আমি কোনো অপরিচিত ডাক্তারকে দেখাতে চাই না।

না ইউসুফ! আমার মামু ডাক্তার মাহমুদ আলী বদলী হয়ে রেলওয়ে হাসপাতালে চলে এসেছেন। আমি সোজা তাঁর ওখানে যাচ্ছি।

ইউসুফ চোখ বন্ধ করে বললো, খুব ভালো। তাঁকে বলে দিয়ো, আমি কোনো বিষাক্ত জিনিস খেয়ে ফেলেছি।

মনজুর তাকে উঠিয়ে একটা কামরার ভেতর নিয়ে গেলো এবং বিছানায় শুইয়ে দিল। বৈদ্যুতিক পাখা চালু করে দিয়ে নওকরকে বললো, দীন মুহাম্মদ! তুমি এর দিকে নজর রেখো। আমি খুব শিগগির এসে যাচ্ছি।

সে চলে যাবার পরে ইউসুফ দীন মুহাম্মদকে বললো, তুমি এক জগ ঠান্ডা পানি আনো এবং তার মধ্যে এক চামচ লবন গুলে দিয়ে আমার কাছে রাখো।

প্রায় এক ঘন্টা পরে মনজুর ফিরে এলো। তার পেছনে পেছনে এলো একটি টাংগা। দীন মুহাম্মদ দরোজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। মনজুর সাইকেল থেকে নেমেই প্রশ্ন করলো, এখন ইউসুফের অবস্থা কেমন?

জনাব! তিনি চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছেন। লবন মেশানো পানি কয়েক ঢোক পান করার পর তাঁর বমি বমি ভাব হচ্ছিল। কিন্তু বমি হয়নি। তারপর তিনি পানিতে বরফ দিয়ে চামচের সাহায্যে লাগাতার তাঁকে পান করাবার জন্য আমাকে



www.pathagar.com

বলেছিলেন। এতক্ষণ আমি তাই করছিলাম এবং এ পর্যন্ত তাঁকে প্রায় এক গ্লাস পানি পান করিয়ে দিয়েছি।

ডাক্তার টাংগা থেকে নেমে মনজুরের সাথে কামরায় প্রবেশ করলেন। তাদের আওয়াজ শুনে ইউসুফ চোখ খুললো এবং বিছানা থেকে উঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মনজুর দ্রুত তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, ইউসুফ! আরামে শুয়ে থাকো। আল্লাহর শোকর, ওখানে যেতেই মামুজানকে পেয়ে গেলাম।

ডাঃ মাহমুদ ইউসুফের নাড়ি দেখলেন। তার রক্তচাপ পরিমাপ করলেন। তারপর তার চোখের পাতা সরিয়ে দেখলেন। তিনি তাকে একটি ইনজেকশান দিলেন। কয়েকটি প্রশ্ন করার পর তিনি মনজুরের দিকে চেয়ে বললেন, বেটা! আল্লাহ তোমার দোস্তকে খাস মদদ করেছেন। এভাবে তার এক সাথে অত বেশী পানি পান করে ফেলা এবং তারপর বমি করা আমার কাছে একটা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। এখন তাকে লবণাক্ত পানিতে গ্লুকোজ মিশিয়ে পান করাতে থাকো। গ্লুকোজের ডিবা আমার ব্যাগে আছে। আর যদি তার ঘুম এসে যায় তাহলে তো আর কথাই নেই। কিছুক্ষণ ঘুমালে তার শরীর অনেকটা ভালো হয়ে যাবে। তখন আমরা তাকে দুধ পান করাতে পারবো। এরপর আমি তাকে আমার সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

ইউসুফ বললো, ডাক্তার সাহেব! আমার তো মনে হচ্ছে আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি। আর হাসপাতাল যাবার দরকার হবে না।

না বেটা! ডাঃ মাহমুদ আলী তার কপালে হাত রেখে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, যতক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত না হয়ে যাই যে, তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছো ততক্ষণ তোমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

ডাক্তার সাহেব! আমি মাত্র দু লোকমা গালে দিয়েছিলাম।

বেটা! কোনো কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আন্ত্রিক ব্যবস্থা এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে যে, তারা কোনো ক্ষতিকারক জিনিস গিলে ফেললে সঙ্গে সঙ্গেই বমি হয়ে যায়। আসলে এজন্যই তুমি বেঁচে গেছো। আমি সেই খাবারগুলো নিয়ে যাবো এবং ল্যাবরেটরীতে আমার কিছু বন্ধু আছে তাদের সাহায্যে ওগুলো পুরোপুরি চেক করবো।

কিন্তু ডাক্তার সাহেব! এ সংক্রান্ত কোনো খবর আমার বাড়িতে যাক তা আমি চাই না। কে আমাকে বিষ দিয়েছে একথা যেন কেউ জানতে না পারে।

বেটা! তুমি যদি এটাই চাও, তাহলে ঠিক আছে, আমরা প্রাইভেটলি নিজেদের পেশাগত নিশ্চিন্ততার জন্য খানা চেক করাবার ব্যবস্থা করবো। আর ল্যাবরেটরিতে এমন সব লোক আছে যাদের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

তৃতীয় দিন বিলকিস বেগম যোহরের নামায পড়া তখন সবেমাত্র শেষ করেছেন এমন সময় দোস্ত মুহাম্মদ বারান্দা থেকে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বললো, বেগম সাহেবা! ইউসুফ সাহেবের নওকর এসেছে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো ভালো খবর আনেনি।



www.pathagar.com

সে কি বলে?

বেগম সাহেবা! সে আমাকে কেবল এতটুকু বলেই কেঁদে ফেলেছে যে, সে ইউসুফ সাহেবের খবর নিতে এসেছে।

বিলকিস বেগম বলেন, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।

বেগম সাহেবা! আপনি তাকে কিছুই বলবেন না। তাকে বড়ই শোকার্ত মনে হচ্ছে।

একথা বলে দোস্ত মুহাম্মদ দেউড়ির দিকে চলে গেলো। এক মিনিট পরে আবদুল গফুরকে বিলকিস বেগমের সামনে এনে দাঁড় করালো। তার বেদনাকাতর চেহারা দেখে বিলকিসের দিল কেঁপে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল গফুর! কি ব্যাপার?

বেগম সাহেবা! আমি কাল সকাল থেকে ইউসুফ সাহেবকে তালাশ করে ফিরছি। তিনি রাতে বাড়িতে এসেছিলেন কিন্তু আবার শেষ রাতে কোথাও চলে গেছেন। তিনি আজ আবদুল করিমের বাড়িতে দাওয়াতে শরিক হননি। মিঁয়াজীর ধারণা ছিল, আপনি দাওয়াতে এলে তার সম্পর্কে কিছু বলতে পারতেন।

তুমি বলছো, ইউসুফ আবদুল করিমের বাড়িতে যায়নি।

জী না, তিনি যাননি। আমি তাঁর বন্ধু মনজুর সাহেবের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর নওকর বললো, তিনি বাড়িতে নেই এবং ইউসুফ সাহেবও সেখানে আসেনি। আমি কাল রাত এবং আজ সকালেও মনজুর সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কোথায়ও গেছেন তা তার নওকরকে জানিয়ে যাননি। আবদুল করিমের নওকর ফজল দীন ও মনজুর সাহেব ছাড়াও তাঁর পরিচিত আরো কয়েকজনের থেকেও খবর নিয়েছেন। কিন্তু কেউ জানে না ইউসুফ সাহেব কোথায় এবং কেমন আছেন।

বিলকিস বেগম বললেন, আমি কিছুই বুঝছি না। বুঝলাম না ইউসুফ কেন তার বাড়িতে থাকলো না। আর শেষ রাতে সে কোথায় গেলো একথা বলেও বা গেলো না কেন?

আবদুল গফুর বললো, বেগম সহেবা! আমি কেবল এতটুকু জানি, ইউসুফ সাহেব যখন বাড়ি থেকে বের হন তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি বমি করার পর কল থেকে পানি পান করছিলেন। তারপর নিজের সাইকেলে চড়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে?

জী না, আমি জিজ্ঞেস করার সুযোগই পাইনি। আমি কামরার বাইরে আসতে আসতে তিনি সাইকেল চড়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল তিনি কোনো ডাক্তারের কাছে গেছেন দাওয়াই আনতে।

বিলকিস বেগম বললেন, দেখো, আবদুল গফুর! তুমি একজন সৎ ও ভালো মানুষ। তুমি ইউসুফকে খুঁজতে থাকো এবং তাকে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে খবর দেবে।

পঞ্চম দিন আবদুর রহীম ইউসুফের পত্র পেলেন, 'আব্বাজান! আমি আপনার পেরেশানী পুরোপুরি অনুভব করতে পারছি। একান্ত আন্তরিকভাবে নিজের ত্রুটির জন্য আমি আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। আমি যখন বাড়িতে পৌঁছেছিলাম তখন আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আপনাকে জাগানো সঙ্গত মনে করিনি। পথেই আমার শরীর ভালো



www.pathagar.com

ছিল না। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছেই আমার বমি শুরু হয়ে গেলো। আমি অনুভব করলাম সম্ভবত আমি সেই রোগে আক্রান্ত হয়েছি, যা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আম্মাজানকে আমাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। আমি উপলব্ধি করলাম এ ধরনের রোগে সময়টা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনাকে পেরেশান না করে আমি ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার সাথে ছিল। সে আমাকে তার মামুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক ঘন্টা আমি হাসপাতালে ছিলাম। তারপর এই মহৎপ্রাণ ডাক্তার আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর নিজস্ব পরিচর্যায় আমার চিকিৎসা চলতে থাকে। এখন আমি দ্রুত আরোগ্য হবার পথে। কিন্তু এত বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, আমাকে দেখলে আপনি কষ্ট পাবেন। ডাক্তার সাহেব বলছেন, এক সপ্তাহ আরাম করার পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবো। কিন্তু আমার ইচ্ছা, একটু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আমি বাড়ি পৌঁছে যাবো।'

আবদুর রহীম এ পত্র তাঁর বিবিকে শুনালেন। তারপর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সিদ্দীককে সান্ত্বনা দিয়ে আবদুল করিমের কুঠিতে পৌঁছে গেলেন। আবদুল করীম তাঁকে দেখতেই জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফের কোনো খবর পাওয়া গেলো?

জী, হ্যাঁ। আমার খামোখা তার ওপর গোস্বা হচ্ছিল। আর আপনিও পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার কোনো দোষ নেই। বাড়িতে পৌঁছেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বমি হবার কারণে তার মনে সন্দেহ জেগেছিল সেও বুঝি তার মায়ের মতো কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। এটা তার স্বভাব, নিজের কষ্টে সে কাউকে শরীক করে না। তাই চুপি চুপি কোনো ডাক্তারের কাছে চলে গিয়েছিল। আজ তার পত্র থেকে বুঝলাম, দুর্বলতার কারণে সে আমার সামনে আসতেও পছন্দ করেছ না। আমিনা বেটি! এদিকে এসো।

আমিনা তার চোখের পানি মুছতে মুছতে সামনে এলো। আবদুর রহীম তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বেটি! আমি বিশ্বাস করতাম, আমার বেটা কারো মনে দুঃখ দিতে পারে না। তার পত্র পড়ার পর তোমার ও তোমার আম্মার সব অভিযোগ ও শেকায়েত খতম হয়ে যাবে।

আব্বাজান! ইউসুফ সাহেবের বিরুদ্ধে কারোর শেকায়েত থাকা উচিত নয়। তিনি যে পথ অবলম্বন করে থাকেন তা সব সময় সঠিকই হয়ে থাকে। আমি মোটেই অবাক হইনি যে, তিনি অসুস্থতা ও কষ্টের সময় নিজের আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকা পছন্দ করেছেন, যাতে তাদের কষ্ট না হয়। লোকেরা ইউসুফ সাহেবের মতো লোকদের বুঝতে প্রায়ই ভুল করে বসেন। আর আমিও ভয় করছি, তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তারপর অসুস্থ অবস্থায় এতদিন গায়েব থাকার মধ্যে হয়তো এ ধরনের কোনো ব্যাপার রয়েছে, যা এখন আমরা বুঝতে পারছি না।

আবদুর রহীম বললেন, বেটি আমি অনুভব করি ইউসুফের অনেক কথা বুঝার জন্য আমাদের তোমার সাহায্য নিতে হবে।

আমিনা জবাব দিল, একজন স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী সোজা সরল ব্যক্তিকে অন্য কারোর বুদ্ধি দিয়ে নয় বরং নিজের বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করা যেতে পারে।



www.pathagar.com

আবদুর রহীম একটি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, বেটি! আমাকে ঠান্ডা পানি পান করাও। সবাই আমার কাছে এসে বসো। আমি একটি অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চাই।

আমিনা এক গ্লাস শরবত এনে দিল এবং জিজ্ঞেস করলো, মিঁয়াজী! আপনার শরীর ভালো আছে তো?

আবদুর রহীম নিশ্চিন্তে কয়েক ঢোক শরবত পান করার পর বললেন, বেটি! আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি। এখন আমার মনের কথা বলছি। আমি আশা করবো আমার সহজ সরল কথায় তোমরা কোনো আপত্তি করবে না।

আবদুর রহীম একথা বলে গ্লাসটি টেবিলের ওপর রেখে দিলেন এবং তারপর নিজের পকেট থেকে একটি ডিবা বের করে সেটি খুলতে খুলতে বললেন, বেটি, তোমার হাতটি একটু এদিকে এগিয়ে দাও!

আমিনা দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাত এগিয়ে দিল কিন্তু ডিবার মধ্যে সোনার আংটি দেখে এক কদম পিছিয়ে গেল।

মা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, অলক্ষুণে কাজ করো না বেটি।

আমিনা ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, আম্মিজান! অলক্ষণ তো হচ্ছে এটাই যে, যার পক্ষ থেকে এ আংটি পেশ করা হচ্ছে সে নিজে এখানে নেই। যদি এটা আমার ও ইউসুফ সাহেবের ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে আমরা আলাদা আলাদাভাবে এর ফায়সালা করতে পারিনা। তাঁর ব্যাপাারে আমি চিন্তাই করতে পারি না যে, তাঁর সমর্থন ও রেজামন্দী ছাড়া আমাদের কোনো ফায়াসালা সঠিক হতে পারে।

আবদুর রহীম পেরেশান হয়ে বললেন, বেটি! তার আন্তরিকতা ও শরাফত সম্পর্কে তোমার সন্দিহান হওয়া উচিত নয়।

আব্বাজান! যদি তিনি আমার হাতে এ আংটি দেখা পছন্দ না করেন তাহলেও তার আন্তরিকতা ও শরাফতের ওপর আমার কোনো সন্দেহ হবে না। কিন্তু তার কি চাই এবং আসলেই কিছু চাই কিনা, একথাও তো আমাদের জানতে হবে। আপনি এ আংটি এখানে আমানত হিসাবে রেখে যান। যখন ইউসুফ সাহেব আমাকে এ আংটি পরে নিতে বলবেন তখন আপনার আদেশ আমি অমান্য করবো না। তিনি বড়ই সৎ স্বভাবের অধিকারী এবং তাঁর কাছ থেকেই আমি অন্যের অনুভূতিকে মর্যাদা দিতে শিখেছি।

আবদুর রহীম বললেন, বেটি! তুমি বড়ই ভালো মেয়ে। আমি বিশ্বাস করি আমার ছেলেও একথা জানে। পরশু আমি একটি কাজে বের হয়ে যাচ্ছি বেশ কিছুদিনের জন্য। যদি আমার অনুপস্থিতিতে সে বাড়িতে আসে, আমার পক্ষ থেকে সে এ পয়গাম পেয়ে যাবে যে, কোনো প্রকার বিলম্ব না করে সে যেন তোমার আব্বা আম্মার কাছে আসে। বোন হামিদা এ আংটিটি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন। এখন ইউসুফ সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরলে এই আংটির জন্য আপনাকে ছোট আকারের একটি দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। বেটি আমিনা, তুমি এজন্য দোয়া করতে থাকবে তো!

আমিনা এর জবাবে কিছু বলার পরিবর্তে কেবল সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।



www.pathagar.com

দশদিন পরে এক ভোর বেলা সাইকেলে বসে ইউসুফ তার বাড়ির কিছু দূরে এক মসজিদের কাছে এসে থামলো। দরোজার বাইরে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে নামাযের জন্য ভিতরে ঢুকলো। নামাযের পরে সাইকেলের হ্যান্ডেলটা এক হাতে ধরে পায়ে হেঁটে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে দরোজার গায়ে আঘাত করলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত জবাব না আসায় আবদুল গফুরের নাম ধরে ডাকলো।

আচানক তালা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। ধীরে ধীরে দরোজা খুলে গেলো। চেরাগ বিবি বাইরে উঁকি দিলেন। ইউসুফকে দেখে দেউড়ির বিজলী বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। ইউসুফ বাইর থেকে সাইকেল উঠিয়ে দেউড়ির মধ্যে রেখে দিল। কিছুক্ষণ সে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। চেরাগ বিবির চেহারার রং ফিকে হয়ে গেলো। তিনি কাতর নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেক চেষ্টা করে ইউসুফ বললো, আম্মাজী! আপনি সুস্থ আছেন তো! আপনার চেহারা বড়ই ফিকে দেখাচ্ছে।

চেরাগ বিবির চোখ থেকে অশ্রুর ফোয়ারা নামছিল। তিনি আচানক ইউসুফের পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লেন এবং বললেন, বাবা ইউসুফ! আল্লাহর দোহাই, আমাকে মাফ করে দাও। আমার জীবিত থাকার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু আমার প্রাণটা বড় কঠিন। আমি নিজেই নিজেকে যে শাস্তি দিচ্ছি তা অন্য কেউ দিতে পারবে না। আমি কতবার উপরের ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে চেয়েছি যে, আমি অপরাধী আমি হত্যাকারী, কিন্তু ভীতি এখানেও আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। মা আমাকে এই বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, আমাদের সবার ফাঁসি হয়ে যাবে।

ইউসুফ তার হাত ধরে উঠালো। সে বললো, আম্মাজী! এ আপনি কি বলছেন? আমার কিছুই হয়নি। আমি জীবিত আছি। আব্বাজী এ ধরনের কথা শুনলে কী বলবেন!

তিনি সফরে গেছেন এবং তিন চার দিন পর ফিরে আসবেন।

আবদুল গফুর কোথায়?

সে ঘুমাচ্ছে হয়তো। তোমার ভাইও ঘুমাচ্ছে।

আপনি ওপরে চলুন। আমি আপনার সাথে কয়েকটি কথা বলেই চলে যাবো। আর এই সংগে এ ব্যাপারেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আমি আপনার সাথে ঝগড়া করতে আসিনি।

চেরাগ বিবি আশান্বিত হয়ে তার দিকে তাকালেন। তিনি সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ তাঁর সামনে তাঁর কামরার মধ্যে বসে ছিল।

চেরাগ বিবি ইতস্তত করে বললেন, ইউসুফ! আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ আমার মতো এত বড় গুনাহগারকেও কি মাফ করে দেবেন?

ইউসুফ জবাব দিল, তিনি সবাইকে মাফ করে দেবার ক্ষমতা রাখেন। আর তওবাকারীদেরকে তো তাঁর থেকে একদম হতাশ হওয়া উচিত নয়।

ইউসুফ! আমি হাজার বার তওবা করছি। আর বাকি জীবন আমার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে তওবার প্রতিধ্বনি হবে। আমি খুবই অনুতপ্ত। যদি তুমি উপরের ছাদ থেকে



www.pathagar.com

আমাকে নীচে ফেলে দাও তাহলেও আমার মুখ থেকে আহ্ শব্দ বের হবে না।

ইউসুফ একটু চিন্তা করে বললো, আম্মাজী! আপনার সাথে আমি আগেও কোনো দুশমনী বা খারাপ ব্যবহার করিনি এবং এখনো করবো না। আমি জীবিত আছি, এটাই কি আল্লাহর শোকর করার জন্য আমার কাছে যথেষ্ট নয়? কিন্তু একটি প্রশ্নের জবাব জানা আমার জন্য খুবই জরুরী বলে মনে করছি। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, যদি সেই বিষমেশানো খাবার সেই রাতে আমি খেয়ে ফেলতাম, যা দুগাল খেয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, এর ফলে আপনার আশা পূর্ণ হতো এবং আমি মারা যেতাম, তাহলে এর সাহায্যে আপনি কি লাভ করতেন?

চেরাগ বিবি আবার অশ্রু সজল চোখে বললেন, ইউসুফ! আল্লাহ্ সাক্ষী, তোমার সাথে আমার কোনো দুশমনী নেই। কিন্তু হিংসার আগুন আমার দিলকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। আমার মা বলতো, আমিনা এ ঘরের বউ হয়ে আসার পর আমার মর্যাদা একজন নওকরানীর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আর ওদিকে তোমার আব্বাজান আমিনার কথা উঠলে খুশিতে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। এর ফলে আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে বুঝি জিন্দা কবরে গেঁড়ে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ কালা পীরের সর্বনাশ করুন। সে আমার মায়ের দিল থেকে আল্লাহর ভয় উঠিয়ে দিয়েছিল। আর আমার মা আমার দিলে মোহর মেরে দিয়েছিল।

আব্বাজান কি আপনাকে আমার সেই পত্রটি দেখাননি, যাতে আমি লিখেছিলাম, আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা নেই? আমি লিখেছিলাম, যেহেতু মিয়া আবদুল করিম জলদি তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে চান, তাই আপনি তাঁকে জানিয়ে দেন তিনি যেন তাঁর সাহেবজাদির জন্য অন্য কোনো পাত্রের তালাশ করেন।

তুমি একথা লিখেছিলে? চেরাগ বিবি এবার চোখ বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। না, তিনি আমাকে এমন কোনো চিঠির কথা বলেননি। এবার লজ্জায় আমার মাথা আরো বেশী হেঁট হয়ে যাবে। হায়! তুমি যদি আমাকে একবার স্রেফ একবার এ কথা জানাতে যে, তুমি অন্য একটি মেয়েকে পছন্দ করেছো। তাহলে আমি তোমার আব্বাকে সাথে নিয়ে তাদের বাড়িতে যেতাম, তাদের হাতে পায়ে ধরতাম, কাকুতি মিনতি করতাম এবং তারপর খুশিতে আমাদের জীবন ভরে উঠতো। আমি তোমার মায়ের মর্যাদায়ই প্রতিষ্ঠিত হতাম।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমিনাকে পছন্দ করেন না, একথা আব্বাজীকে বলেন নি কেন?

চেরাগ বিবি দুহাতে মাথা চেপে ধরে বললেন, যদি আমি জানতাম, তুমি তাকে পছন্দ করো না, তাহলে আমি তার মধ্যে শতেক দোষ খুঁজে বের করতাম।

আপনার দোষ বের করার দরকার ছিল না। আমিনা একটি ভালো মেয়ে। আপনি তাকে ভালোভাবে বুঝাতে পারতেন। আর আমি বিশ্বাস করি আমিও তাকে বুঝাতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছে, এ বিষয়টা আবার জোরেশোরে সামনে আসবে। আর আব্বাজান যিনি সাধারণ অবস্থায় আমার কথা মেনে নিয়ে থাকেন, তিনি এবার পূর্ণ



www.pathagar.com

শক্তিতে তাঁর ফায়সালা প্রয়োগ করবেন। যদি আপনি নিজের পিতামাতার সাথে পরামর্শ করার পরিবর্তে নিজের বুদ্ধি খাটান তাহলে আমার একটি বড় সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন।

ইউসুফ! আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি তাইই করবো।

আপনি আপাতত কেবল এতটুকু চেষ্টা করুন যে, শাদী সম্পর্কে আব্বাজীর সাথে যখনই আমার কথাবার্তা হবে তখন যেন তাঁর মেজাজ এতটা খারাপ না হয়ে যায় যার ফলে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হয়। আমার বাড়ি ছাড়ার ফলে আবার আপনার বাপ মা যেন এ ধারণা করে না বসেন যে, তারা বাজিমাত করে ফেলেছেন এবং কালাপীর যে সুস্বাদু মসালা আপনাকে দিয়েছিল আমাকে খাওয়াবার জন্য তা অন্য কারো খাবারে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার জেনে রাখা উচিত, বাকি সমস্ত খাবার আমি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং ল্যাবরেটরিতে সেগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর রিপোর্ট আমার এক বন্ধুর কাছে আমানত রয়েছে। আমাদের এ বাড়িতে আমার ভাই বা আব্বাজানের যাতে খাবার পরে বমি না হয় এতটুকু সতর্কতা অবশ্যই আপনাকে অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় তা বিষ সংগ্রহকারী এবং খাওয়াবার ব্যবস্থাকারী ও পরামর্শদানকারী তিন জনের জন্য ফাঁসির দড়িতে পরিণত হবে। যদি আপনি তওবা করে থাকেন তাহলে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আমি কেবল সতর্কতামূলকভাবে আপনাকে একথা বলছি। আর দেখুন, সেইরাতে আমি যখন গৃহত্যাগ করেছিলাম তখন আমার কি হয়েছিল তা যেন আব্বাজান জানতে না পারেন।

একটি তিক্ত অনুভূতি নিয়ে তিনি বাকি জীবনটা কাটাবেন এটা আমি চাই না। এবার আমাকে অনুমতি দিন, সিদ্দীকের সাথে দেখা করে আমি চলে যাবো। অবশ্য একটি জরুরী কাজ সম্পন্ন করে তারপর আব্বাজীকে সালাম করার জন্য হাজির হয়ে যাবো।

আবদুল গফুর উপরে এসে আওয়াজ দিল, বিবিজী! নাশ্‌তার জন্য মাখন, পাউরুটি ও দই এনেছি। আর যদি হুকুম দেন তাহলে চায়ের পানি চড়িয়ে দিতে পারি।

আবদুল গফুর! সিদ্দীককে বলো, তোমার ভাইজান এসেছে।

বিবিজী! ইউসুফ সাহেব কখন এসছেন?

সে আযানের সামান্য পরে এসে গিয়েছিল। তখন তোমরা ঘুমাচ্ছিলে। হ্যাঁ, সিদ্দীককে জাগিয়ে দাও।

সিদ্দীক হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে বললো, ভাইজান! কখন এসেছেন? আমাকে জাগাননি কেন?

ইউসুফ তাকে দুহাতে ধরে কোলের ওপর বসালো।

সিদ্দীক! তুমি তো নামায পড়নি। আমার মনে হয় এখনো সময় আছে। তাড়াতাড়ি ওযু করে নামাযটা পড়ে নাও।

ঠিক আছে ভাইজান। এখনি নামায পড়ে নিচ্ছি। তবে ওয়াদা করুন, আপনি কোথাও চলে যাবেন না।



www.pathagar.com

প্রথমে তুমি নামায পড়ে নাও, নইলে ওয়াক্ত খতম হয়ে যাবে।

সিদ্দীক দৌড়ে বাইরে চলে গেলো। চেরাগ বিবি বললেন, ইউসুফ সাহেব! তুমি অনুমতি দিলে আবদুল গফুরকে তোমার জন্য কিছু দই আনতে বলি।

আম্মাজী! আমাকে শুধুই ইউসুফ বলুন, আবার সাহেব কেন? আবদুল গফুর! যাও, আমার জন্য দই আনো, আর লাচ্ছি বানাবার জন্য বরতনও আনবে। আমি এখানেই নাশ্‌তা করবো।

চেরাগ বিবির চোখে এবার কৃতজ্ঞতার আনন্দ ফুটে উঠছিল। এক ঘন্টা পরে ইউসুফ বললো, আগামী কয়েকদিন আমি খুব ব্যস্ত থাকবো। আব্বাজী সফর থেকে ফিরে আসলে আমি হাজির হয়ে যাবো।

যখন সে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, চেরাগ বিবি স্পষ্ট অনুভব করছিলেন, যে তুফানের আশংকায় তার সারা শরীর হিমশীতল হয়ে যাচ্ছিল তা যেন অতিক্রান্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ দিন ইউসুফ আবার বাড়িতে এলো। সদর দরোজাতেই আবদুল গফুর তাকে জানালো, মিয়া সাহেব পরশুই এসে গেছেন। আপনার সাথে কথা বলার জন্য খুবই অস্থির হয়ে আছেন। তিনি আমাকে মনজুর সাহেবের বাসায়ও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি সেখানেও ছিলেন না। আর মনজুর সাহেবও আপনাকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে একথা দীন মুহাম্মদকে বলে যাননি। আজ সকালে রাস্তায় দীন মুহাম্মদের সাথে দেখা হলো। সেও আপনাকে তালাশ করছে। ওদিকে ফজল দীন তো সকাল সন্ধ্যায় আসছে। গতকাল সন্ধ্যায় আবদুল করিম সাহেব তার পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন। বেশ দীর্ঘ সময় তারা এখানে ছিলেন। তারা চলে যাবার পর আমি এই প্রথমবার মিয়া সাহেবের মুখ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য শুনলাম। আমি মনে বড়ই কষ্ট পেয়েছিলাম।

ইউসুফ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, আমার জন্য তোমাকে অনেক কিছুই বরদাশ্‌ত করতে হবে আবদুল গফুর।

হ্যাঁ, আব্বাজী কি নিচে বৈঠকখানায় আছেন অথবা বেডরুমে?

জী, তিনি নিচে বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন। এখনো চা পান করেননি।

ইউসুফ বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো। আস্‌সালামু আলাইকুম আব্বাজী! বলে আদব সহকারে একটি চেয়ারে বসে পড়লো।

আবদুর রহীম নিচু স্বরে তার সালামের জবাব দিলেন এবং তারপর উঠে বসতে বসতে বললেন, তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে? তুমি কোথায় আত্মগোপন করে ছিলে তা আমাকে লিখে জানাতে পারতে না? আমি আশা করিনি তুমি লোকদের সামনে আমাকে এমনভাবে অপদস্থ ও বেইজ্জত করবে।

আব্বাজী! আমি যদি আপনাকে কোনো তাকলীফ দিয়ে থাকি তাহলে আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি।

চেরাগ বিবি দৌড়ে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে



www.pathagar.com

কতবার বুঝিয়ে বলেছি আপনার ছেলে বেকসুর। তার কোনো দোষ নেই। অপরাধ যদি কেউ করে থাকে তাহলে তা আমি করেছি। আমিই অসুস্থ অবস্থায় বাইরে যাওয়া রুখতে পারিনি।

কিন্তু তুমি কি তাকে বলনি, আমি তিন চার দিন পরে সফর থেকে ফিরে আসবো? এদিকে তিন দিন থেকে আমি তার পথের পানে তাকিয়ে আছি।

চেরাগ বিবি আওয়াজ দিলেন, আবদুল গফুর! জল্‌দি চার বোতল লেমন নিয়ে এসো এবং তারপর চায়ের পানি বসিয়ে দাও।

আবদুর রহীম বললেন, লেমন নিয়ে এসো। চা আমরা পান করবো আবদুল করিমের বাড়িতে গিয়ে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, সে গতকালও এখানে ইন্তিজার করে গেছে তিন ঘন্টার বেশি সময়। আর তোমাদের এই সাহেবজাদা একবারও ভাবেনি যে কোথাও থেকে তাকে অন্তত একবার ফোন করেও জানিয়ে দেই।

জী, ইউসুফ আমাকে বলেছিল, সে একটি বিশেষ কাজে খুব বেশি ব্যস্ত থাকবে এবং কাজ শেষ হতেই হাজির হয়ে যাবে।

তুমি খামোখা বিনা কারণে তার তরফদারী করছো। ওদের বাড়িতে যাওয়া তার জন্য কতটা জরুরী ছিল, তুমি কি তাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করনি?

চেরাগ বিবি বললেন, এখন আর গোস্বা করার কি কারণ থাকতে পারে। তাড়াহুড়া তো তারাই করছিল। আপনি তো একথা বলেননি যে, ইউসুফকে জিজ্ঞেস না করেই আপনি তার বাগদানের ঘোষণা দিয়ে দেবেন। আপনি বলেছিলেন, আমার বেটা নিজেই তার ভবিষ্যত কল্যাণ চিন্তা করতে পারে। অথচ এখন আপনি তার সাথে ধীরে সুস্থে কথাও বলছেন না।

কথা হয়ে গেছে। এ বিষয়টি এখন আমাদের ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের এন্‌গেজমেন্ট আংটিও দিয়ে এসেছি। সে মেয়ে এতই বুদ্ধিমতী যে, আংটি তখন হাতে পরেনি। তার মায়ের কাছে জমা রেখেছে। সে বলেছে, ইউসুফ সুস্থ হয়ে তাদের বাড়িতে এলে তার সামনে সানন্দে এ আংটি পরবে। সেদিনই আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম, তার মনে কোনো অস্থিরতা আছে। এখন তুমিও ইউসুফের সাথে তাদের বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও। সেই মেয়ের হাতে আংটি না পরানো পর্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না।

আব্বাজী! আপনি আমার ব্যাপারে তাই করতে চান যা অন্যের ব্যাপারে ভুল মনে করে এসেছেন।

বেঅকুফ! তুমি যদি নিজের চোখের ওপর পট্টি বেঁধে রাখো তাহলে আমি তোমাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে সোজা পথে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো।

আব্বাজী! আমি চোখের ওপর পট্টি বাঁধিনি।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, আমি চোখের ওপর পট্টি বেঁধে রেখেছি?

আব্বাজী! আমি একথা বলছি না।

তাহলে তুমি কি বলতে চাও?



www.pathagar.com

আব্বাজী! যে বিষয়টি আমার জীবনের সাথে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে ফায়সালা করার অধিকার আমি আবদুল করিম সাহেব বা আর কাউকে দিতে রাজি নই। আমার কর্মসূচী কি এবং কোন্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে আমি কাজ করতে চাই তা যদি আপনি ধীরে সুস্থে শুনতে চান তাহলে মনে হয় এ বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব দিতেন না।

তোমার কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য আমি জানি। তুমি মনে করো দেশের প্রত্যেক ভালো মেয়ের পিতা মাতা তোমারই মতো বেঅকুফ। তারা তাদের মেয়ে নিয়ে সেই দিনের ইন্তিজার করতে থাকবে যেদিন তুমি দেশের একজন নামজাদা লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, অবশ্য এর সাহায্যে রুটি রুজির সংস্থান হোক বা না হোক।

আব্বাজী! রুটির জন্য আমি কারোর কাছে হাত পাতবো না, বর্তমানে আমি আপনাকে অন্তত এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি। আপনাকে হতাশ করার জন্য আমি একজন লেখক হতেও যাচ্ছি না। তবে আপনার আকাংখা পূর্ণ করার জন্য আমি নিজের এরাদা বদলে ফেলেছি। আমি ফৌজে শামিল হতে যাচ্ছি। আশা করি অতি সত্বর আমি কমিশনও পেয়ে যাবো।

সমস্ত কামরায় একটা গভীর নিরবতা ছেয়ে গেলো। আবদুর রহীম অতি মনোযোগ সহকারে বেটাকে দেখছিলেন। দুর্বলতা সত্ত্বেও ইউসুফের চেহারায় দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের রোশনি ঝলমল করছিল। ইউসুফ বললো, এটিই ছিল আমার ব্যস্ততার কারণ।

বেটা! কবে আমি তোমাকে ফৌজে দাখিল হবার পরামর্শ দিয়েছিলাম?

আব্বাজী! আপনি পরামর্শ দেননি ঠিকই। কিন্তু আমি জানতাম আমাকে ফৌজের একজন বড় অফিসার হিসাবে দেখা আপনি পছন্দ করবেন। আমি আপনার সামনে ওয়াদা করতে পারি, এক পা এক পা করে চলার পরিবর্তে আমি দৌড়ে নিজের পথ অতিক্রম করবো।

আবদুর রহীম তাঁর সুর একটু নরম করে বললেন, তা আমি জানি বেটা! এ জন্যই আমি চাই না তুমি রুটি রুজির জন্য ফৌজে ভর্তি হও। আবদুল করিমের পরিবারের সাথে সম্পর্ক জোড়ার পর তুমি যা চাও করতে পারো। তখন আমর কোনো চিন্তা থাকবে না। তারা তোমাকে রুজিরোজগারের ব্যাপারে পেরেশান হতে দেবে না। তুমি বই লেখ কেন, আমিনা কোনোদিন তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করবে না। তারপর যদি তুমি দেখ বই লেখা ভালো জমে উঠছে না, তাহলে তোমার পুথিগত বিদ্যা তাদের ব্যবসাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক হবে। ফলে তুমি কোনো অভাব অনুভব করবে না।

আব্বাজী! আল্লাহর দোহাই, আমাকে জীবন যাপনের জন্য কারোর ছত্রছায়া তালাশ করতে হবে এমন কোনো দোয়া আমার জন্য করবেন না।

আবদুর রহীম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি আমার সাথে সোজাভাবে কথা বলছ না কেন? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আবদুল করিমের মেয়ের মধ্যে কিসের অভাব আছে?

আব্বাজী! আমি তার কোনো খুঁত বের করছি না। সে খুব ভালো মেয়ে। আমি তাকে সম্মান করি। কিন্তু যারা জীবন ক্ষেত্রে সমান্তরাল পথে এগিয়ে চলে তাদের মাঝে



www.pathagar.com

হামেশাই একটি দূরত্ব থেকে যায়।

চেরাগ বিবি নওকরকে ডেকে বললেন, আবদুল গফুর! চা এখানে নিয়ে এসো। আমরা কোথাও যাব না।

আবদুর রহীম গর্জন করে বললেন, তুমি এই নালায়েকটার সাথে মিশে আমাকে অপদস্থ করতে চাও।

ইউসুফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আব্বাজী! আমাকে এজাযত দিন। আমার ওপর থেকে নালায়েকির দাগ মুছে ফেলার জন্য আমাকে দীর্ঘ সফর করতে হবে।

আবদুর রহীম রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যাও, দূর হয়ে যাও। আমার মতে, যদি ধাক্কা খাওয়াই তোমার ভাগ্যের লিখন হয়ে থাকে, তাহলে তোমার পথ পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমার নেই।

ইউসুফ আল্লাহ হাফেয বলে বাইরে বের হলো। চেরাগ বিবি তার পেছনে দৌড়ালেন। দেউড়িতে এসে তিনি তার বাহু আঁকড়ে ধরে বললেন, ইউসুফ! তোমার আল্লাহর দোহাই, নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যেয়ো না। আমি তাঁকে অনেক করে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন তিনি গোস্বার মধ্যে আছেন। এ গোস্বা অতি দ্রুত পড়ে যাবে। তখন তিনি তোমার পথ পানে তাকিয়ে থাকবেন।

সিদ্দীক কাঁদতে কাঁদতে নিচে নেমে এলো এবং ইউসুফকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, ভাইজান! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ইউসুফ তার মাথায় নিজের হাতের স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললো, সিদ্দীক! আমি একটি কাজে যাচ্ছি।

আপনি আব্বাজীর সাথে ঝগড়া করছিলেন?

না সিদ্দীক! আমি আব্বাজীর সাথে ঝগড়া করতে পারি না। তুমি আমার জন্য দোয়া করো। একথা বলে ইউসুফ বাইরে চলে গেলো।

তিন সপ্তাহ পর। আমিনা নিজের কামরার মধ্যে বসেছিল। বারান্দা থেকে মা ডেকে বললেন, আমিনা বেটি! এদিকে এসো। দেখো তোমার চিঠি এসেছে।

আমিনা উঠে মায়ের কাছে চলে এলো। তেপায়ার ওপর একটি খাম পড়েছিল। মা সেটি উঠিয়ে আমিনার হাতে দিতে দিতে বললেন, বেটি! দেখো, কে তোমার ঠিকানা লিখেছে বড়ই আদব ও মর্যাদার সাথে– মুহতারামা আমিনা সাহেবা, প্রযত্নে জনাব আবদুল করিম সাহেব। তোমার পুরাতন সহেলীদের হাতের লেখা আমি চিনি। এটা কোনো নতুন হাতের লেখা মনে হচ্ছে।

আমিনা চিঠি খুললো। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। চিঠি নিয়ে সে নিজের কামরায় চলে এলো। সোফায় বসে চিঠি পড়তে লাগলো। এটা ছিল ইউসুফের চিঠি। সে লিখেছিল, 'আমার মনে হয়ে আমি আপনাকে বুঝতে ভুল করিনি– এই প্রত্যয়, নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস সহকারে এ পত্র লিখছি। তাই আমার ব্যাপারে আপনি কোনো সুখ স্বপ্ন দেখেন বা ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে অবস্থান করেন তাও আমি কখনো চাইবো না। আজ এ



www.pathagar.com

চিঠি লেখার পরিবর্তে সোজা আপনাদের বাড়িতে চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু বিগত কয়েকদিনে এমন কিছু অবস্থার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে যার ফলে আপনার আব্বা আম্মার সম্মুখীন হবার মনোবল আমি হারিয়ে ফেলেছি। শিগ্‌গিরই আমি লাহোর ত্যাগ করছি। সম্ভবত দীর্ঘকাল আমাকে বাইরে থাকতে হবে। এখন যেসব কথা বলতে পারছি না যাওয়ার পূর্বে সেগুলি লিখে পাঠিয়ে দেবো। সে পত্রটি ডাকযোগে পাঠাতে না পারলে আমার ভ্রাতৃসম দোস্ত মনজুর সাহেব সশরীরে উপস্থিত থেকে নিজ হাতে সেটি আপনাকে দেবে। বর্তমানে সংক্ষিপ্ত পত্রটির মাধ্যমে আপনাকে একথা জানাতে চাই যে, আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে ইজ্জত করি এবং এই সঙ্গে এই পয়গামও দিতে চাই যে, জীবনের এই নাজুক পর্যায়ে প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ীর দোয়া আমার প্রয়োজন।

আপনার আব্বা ও আম্মীজানকে আমার বাআদব সালাম পৌঁছাবেন। তাঁরা যদি কোনো ব্যাপারে আমার প্রতি নারাজ হয়ে থাকেন তাহলে আমি আশা করবো আপনি তাদের গোস্বা দূর করতে পারবেন।' –ওয়াস সালাম।

আমিনা চিঠিটি ভাঁজ করে আলমারির মধ্যে রেখে দিল। মাকে ডেকে বললো, আম্মীজান! একটু এদিকে আসুন।

মা ভেতরে এলে সে বললো, আম্মীজান! আমি যদি বলি এটি ইউসুফ সাহেবের পত্র ছিল তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

আরে বেটি! এতে এর চাইতে বেশি খুশি আর কে হবে?

আম্মিজান! আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন আমি ইউসুফ সাহেবের ওখানে গিয়ে তাঁর শারিরীক অবস্থা জেনে আসবো?

বেটি! তার শারিরীক অবস্থা জানার জন্য তো আমাদের সবার যাওয়া উচিত। তোমার আব্বাজান এসে গেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানা হয়ে যাবো।

না, আম্মীজান! যদি আপনি আমাকে বেঅকুফ না ভেবে থাকেন তাহলে আমাকে এখনই অনুমতি দিন। আমি ফজল দীনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে তালাশ করে বের করবো। আম্মীজান! তাঁর পত্র থেকে আমি একথা বুঝতে পেরেছি যে, আমাকে তিনি যে কথা বলতে চান তা আর কাউকে বলবেন না। ফজল দীন জানে তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে।

বেটি! আমি তো তোমাকে মানা করিনি। আর তোমার আব্বাজানও তোমাকে মানা করবেন না। যদি ফজল দীন ইউসুফকে তালাশ করে বের করতে পারে তাহলে তোমার এখনই যাওয়া দরকার। তুমি তৈরি হয়ে এসো, আমি ফজল দীনকে ডেকে দিচ্ছি।

আম্মীজান! তাকে বলবেন যেন সে ড্রাইভারকেও ডেকে নেয়।

মা বাইরে বের হতে হতে বললেন, আল্লাহর শোকর, তুমি আমার চাইতেও বেশি পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হচ্ছো।

এক ঘন্টা পর। ইউসুফ মনজুরের সাথে কথা বলছিল। দীন মুহাম্মদ দৌড়ে উপরে এলো। সে ইউসুফকে সম্বোধন করে বললো, জনাব ফজল দীন এসেছে। আর সে বলছে,



www.pathagar.com

রাস্তার ওপর আপনার মেহমান দাঁড়িয়ে আছেন।

ইউসুফ দ্রুত উঠে জুতা পরতে পরতে বললো, মনজুর, পত্র লেখার সময় আমার মনে হয়েছিল, সে আমার খবর নেবে। কিন্তু আমি আশা করিনি, পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই আমার তালাশ শুরু হয়ে যাবে। হয়তো দীর্ঘসময় আমি লা-পাত্তা ছিলাম তাই। সংগত মনে করলে আমার মেহমানদের রুখসাত করার জন্য রাস্তা পর্যন্ত আসতে পারো।

তারপর নিচে এসে মনজুরের সাথে রাস্তার দিকে চলতে চলতে ফজল দীনকে জিজ্ঞেস করলো, চাচীজান ও মিয়া সাহেব দুজনেই কি এসেছেন?

জী না, কেবল ছোট বিবি একাই এসেছেন। মিয়া সাহেব এখন বাড়িতে নেই। তিনি বাড়িতে থাকলে বড় বিবিও আসতেন। কোনো চিঠির কারণে তিনি পেরেশান ছিলেন।

ইউসুফ রাস্তায় পৌছে গলির কয়েক কদম পেছনে আমিনাকে গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে দেখলো। ড্রাইভার ছিল গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। আমিনার চোখে কালো গগলস ছিল। তার বেশির ভাগ চেহারা সাদা চাদরে আবৃত ছিল।

মনজুর নিচু স্বরে বললো, ইউসুফ! তুমি যাও এবং তার সাথে নিশ্চিন্তে ধীরে সুস্থে কথা বলো।

ইউসুফ তার বাহু ধরে বললো, ইয়ার! বেকুবের মতো কথা বলো না, আমার সাথে এসো।

তারপর সে দ্রুত আমিনার কাছে পৌছে গিয়ে বললো, যদি আমি জানতাম এত বেশি গরমের মধ্যেও আপনি তাকলীফ করবেন, তাহলে পত্র লেখার পরিবর্তে আমি নিজেই আপনাদের বাড়িতে হাজির হয়ে যেতাম।

জী, আপনার পত্র পড়তেই আমার মনে হলো, এখনই আপনার অবস্থা জানা দরকার। আপনাকে ভালো অবস্থায় দেখে আমার মধ্যে আর গরমের প্রচন্ডতার কোনো অনুভূতিই নেই।

ইউসুফ মনজুরের প্রতি ইংগিত করে বললো, ইনি আমার বন্ধু মনজুর সাহেব।

মনজুর এক কদম এগিয়ে এসে আস্‌সালামু আলাইকুম বললো এবং আমিনা সালামের জবাব দিয়ে বললো, আমি মনজুর সাহেবকে জানি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আমার একটি অভিযোগও আছে।

আমি বিশ্বাস করি এত উত্তাপ সত্ত্বেও আমি আপনার অভিযোগের জবাব দিতে পারবো।

না, মনজুর সাহেব! আমি আপনার সাথে ঝগড়া করতে আসিনি। কিন্তু আপনি কেন ভেবে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ সাহেব এ দুনিয়ায় একা এবং তাঁর শুভাকাংখীদের মধ্যে কেউ তাঁর কষ্টের ভাগী হতে পারে না? এঁর চেহারা বলছে ইনি অসুস্থ এবং আমাদের এ খবরটুকুও দেয়া হয়নি?

জী, এ সওয়ালের জওয়াব ইউসুফ সাহেবই ভালো দিতে পারবেন। এটাই কি ভালো হয় না, এখানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলার পরিবর্তে আপনি ইউসুফ সাহেবকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান? সেখানে তাঁর খাবার দাবার ব্যবস্থা করুন। তারপর ধীরে



www.pathagar.com

সুস্থে কথা বলুন। এর ফলে আমার এতটুকু লাভ হবে যে, আমার সম্পর্কে হয়তো আপনাদের চিন্তাধারা পাল্টে যাবে।

আমি নিজেও তো এখনো খানা খাইনি। ইউসুফ সাহেব! যাবেন কি আমাদের বাড়ি?

একথা বলে আমিনা গাড়ির দরোজা খুলে দিল। ইউসুফ কোনো কথা না বলেই তার সাথে বসে পড়লো। ফজল দীন ও ড্রাইভার গিয়ে বসলো পেছনের সিটে। আমিনা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করতে লাগলো।

আধ ঘন্টা পরে ইউসুফ, আমিনা, তার আম্মাজী ও ভাই আলী আকবরের সাথে দস্তরখানে বসে খানা খাচ্ছিল। খাবার মাঝখানে যেসব কথাবার্তা হলো সেগুলি ছিল নিছক লৌকিক ও গতানুগতিক। তারপর ইউসুফ ঘড়ি দেখে বললো, নামাযের সময় হয়ে গেছে। আগে এ ফরযটি পুরা করে নেই তারপর ধীরে সুস্থে কথা বলা যাবে।

আমিনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি পাশের কামরায় জায়নামায বিছিয়ে দিচ্ছি। আপনি পাশের গোসলখানা থেকে ওযু করে নিন।

কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ নামায পড়ছিল এবং আমিনা বলছিল, আম্মিজান! আপনি গিয়ে আরাম করুন। ইউসুফ সাহেব আমাকে এমন কিছু কথা বলতে চান যা আপনার সামনে বলতে পারছেন না। আলী আকবরকেও সাথে নিয়ে যান। আমি এখানেই নামায পড়ে তাঁর সাথে কথা বলবো। আর যদি কোনো বিশেষ কথা থাকে তাহলে তাঁকে আপনার কামরায় নিয়ে যাবো।

ঠিক আছে বেটি! তবে এদিকে খেয়াল রেখো, সে যেন তোমার কোনো কথায় নারাজ না হয়ে যায়।

আম্মী! তিনি নারাজ হবার জন্য এখানে আসেননি। তাঁর কথা কেউ পছন্দ করুক বা না করুক তার মধ্যে যুক্তি অবশ্যই থাকবে।

বেটি! তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো। আমি নিজের কামরায় গিয়ে নামায পড়ে নিচ্ছি আর তোমার জন্য দোয়া করছি। আলী আকবর! তুমি ইউসুফ সাহেবকে খুব ভালোবাসো, তাই না?

জী, আম্মীজান! তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য আমি অনেক দোয়া করেছি।

আস্তে বলো এবং আম্মীজানের সাথে গিয়ে নামায পড়ে নাও।

আপাজী! আমি নামায পড়ে এ দোয়া করবো যে ইউসুফ ভাইজান যেন কোনো ব্যাপারে আমাদের প্রতি নারাজ না হয়ে যান।

সে মায়ের সাথে চলে গেলো। আমিনা নিজের কামরা থেকে ওযু করে জায়নামায নিয়ে এলো এবং কামরার এক কোণে তা বিছিয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালো।

নামায শেষ করে সে যখন বাঁদিকে তাকালো, দেখলো ইউসুফ পাশের কামরার দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমিনা বললো, আপনি ওই কামরার মধ্যে বসুন, আমি এখনি আসছি।

ইউসুফ ফিরে গেলো এবং পাশের কামরায় বসার পরিবর্তে পায়চারি করতে



www.pathagar.com

থাকলো। পাঁচ মিনিট পরে আমিনা এক জগ শরবত ও একটি গ্লাস নিয়ে কামরার মধ্যে হাজির হলো এবং তেপায়ার ওপর রেখে বললো, আমার মনে হয় আপনি পিপাসা অনুভব করছেন। বসে পড়ুন এবং ঠান্ডা শরবত পান করার পর ধীরে সুস্থে কথা বলুন।

সে এক গ্লাস শরবত ইউসুফকে পেশ করলো। ইউসুফ গ্লাস হাতে নিয়ে বললো,

আপনি পান করবেন না?

আমি দু গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে এসেছি এখন আমি নিশ্চিন্তে আপনার সব কথা শুনতে পারবো।

একথা বলে আমিনা চেয়ার টেনে তার সামনে বসে পড়লো। ইউসুফ শরবত পান করে খালি গ্লাস তেপায়ার ওপর রাখতেই আমিনা দ্রুত জগ উঠিয়ে নিয়ে বললো, আর এক গ্লাস নিন।

আপনি নিশ্চিন্তে বসে থাকুন। যখন আমি আমার কথা শেষ করে ফেলবো তখন এই জগের শরবতও শেষ হয়ে যাবে।

আমিনা বসে মাথা নিচু করে ছিল। ইউসুফ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, আমিনা! আপনি এত ভাল যে, আমি মনের কথা মুখে আনতে কষ্ট অনুভব করছি।

ইউসুফ সাহেব! যদি আপনি আমাকে ভাল মনে করে থাকেন তাহলে আমি কোনো অবস্থায়ই আপনার দৃষ্টিতে খারাপ হবার চেষ্টা করবো না। আপনার কথা স্পষ্ট করে বলে যান। হতে পারে, আপনার সাথে আলোচনা করার পর আমাকে আরো অনেক বেশি ভালো দেখতে পাবেন।

ইউসুফ অস্পষ্ট স্বরে বললো, এখন কথা বলা আমার পক্ষে আরো মুশকিল হয়ে গেলো।

আমিনা ইউসুফের দিকে এক পলক তাকাল তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, ইউসুফ সাহেব! আমি আপনার মুশকিলকে আসান করার চেষ্টা করবো। আপনি নিজের এমন কোনো অক্ষমতার কথা জানাতে এসেছেন যা আমি জানি না অথচ আপনি আমাকে একথা বলতে চাচ্ছেন যে, আপনার জীবনের কর্মসূচিতে আমার কোনো স্থান নেই। যদি আপনার কথা এটাই হয়ে থাকে, তাহলেও আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো শেকায়েত থাকবে না। আমি এতটুকু অনুধাবন করতে পারি যে, এ দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিষয় আমার মর্জিমত হওয়া সম্ভব নয়। আমি আপনাকে জানি এবং আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, এটাকে আমি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ বলেই মনে করি। আপনি আমাকে যে প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস দান করেছেন তা আমার জীবনের একটি মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে চিরদিন।

ইউসুফ তার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠলো, আপনি এত ভালো, অথচ জানিনা কেন আমি আপনাকে এত ভয় করতাম। সম্ভবত ডাকাতদের সাথে আপনার লড়াইয়ের পর আপনার ভীতি আমার ওপর ছেয়ে গেছে। আর আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমি আপনার এত ছোট যে, আমাকে তুমি বললেই মানায়।

আরে আমিনা! তুমি সত্যি বলছো, তুমি আমাকে ভয় করো?



www.pathagar.com

জী! আমি ঠিক নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবো না, তবে আমি অনুভব করি, আপনি সবদিক দিয়ে অনেক বড় এবং আমি সবদিক দিয়ে অনেক ছোট।

ইউসুফ মুচকি হেসে জবাব দিল, বোনেরা কখনো ছোট হতে পারে না। একথা মিথ্যা।

তাহলে তারা কি?

বোনেরা জেদী হতে পারে, ঝগড়াটে হতে পারে, বুদ্ধিমতী হতে পারে আবার বোকাও হতে পারে। কিন্তু তারা ছোট হতে পারে না। কারণ তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতা তাদেরকে ছোট হতে দেয় না।

এর অর্থ তাহলে এই দাঁড়ায় যে, আমি যতটা আশা করেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি সৌভাগ্যবতী। ইউসুফ সাহেব! যদি আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই যে, আপনার স্নেহের হাত সব সময় আমার মাথার ওপর থাকবে তাহলে এটাকেও আমি একটা ইনাম মনে করবো। আপনি অনুমতি দিলে আমি একটি প্রশ্ন করতে পারি শেকায়েত হিসাবে নয়, কেবল নিজের দিলের ইত্মিনানের জন্য।

প্রশ্ন করো। আমি প্রশ্নের জবাবের সাথে সাথে তোমার শেকায়েত দূর করারও চেষ্টা করবো।

ইউসুফ সাহেব! কে সেই সৌভাগ্যবতী যে আপনার নৈকট্য লাভে ধন্য হবে?

যদি আমি নিজের স্বপ্নের তাবির জানতাম তাহলে এখনই তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু যাকে তুমি সৌভাগ্যবতী মনে করছো তার ও আমার মধ্যে কতটা পাহাড় ও দরিয়ার প্রতিবন্ধকতা আছে তাও এখনো আমি জানিনা।

আমি বিশ্বাস করি, কোনো পাহাড় ও কোনো দরিয়া আপনার পথ রোধ করতে পারে না। আর যদি কোনো পর্যায়ে আমি আপনার কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারি তাহলে মনে করবো, জীবনে আমি অনেক কিছু পেয়ে গেছি।

আমার স্রেফ তোমার দোয়ার প্রয়োজন।

আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমি তাকে জানি। সে জালিন্ধরের অধিবাসী এবং অনিন্দ সুন্দরী।

তোমার দিলের সাক্ষ্য ভুল হতে পারে না। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের দুজনকে পরস্পর থেকে অনেক বেশি আলাদা করে দিয়েছে।

এ কেমন করে হতে পারে? যে মেয়েকে আমি জানি, তার ব্যাপারে একথা চিন্তাও করতে পারি না যে, সে আপনার থেকে দূরে চলে যেতে পারে।

তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি কেবল আমার অবস্থাকে অভিযুক্ত করছি। আমিনা এসব অবস্থা আমাকে কিছুদিন নিজের গৃহ থেকে দূরে অবস্থান করতে বাধ্য করেছে। আমি ফৌজে কমিশন হাসিল করার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করেছি। শিগগির আমি কোথাও দূরে চলে যাবো। এখানে মনজুরের চাইতে ভালো আর কোনো বন্ধু আমার নেই। সময় এলে সে আমার সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করতে পারবে। এখন যদি তুমি তোমার আম্মিজানকে আমার আচানক চলে যাওয়ার



www.pathagar.com

ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাতে পারো তাহলে আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। ইতিপূর্বে আমার দিলে তোমার যে ছবি আঁকা ছিল এখন তা আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী হলো। ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো এবং আমিনাও উঠে তার দিকে দেখতে লাগলো।

তুমি বলছিলে, তোমার মাথায় আমার স্নেহের হাত হবে তোমার জন্য একটি ইনাম। তাই আজ রুখসাত হবার সময় আমি তোমার মাথার ওপর আমার দুই হাত রেখে এ ওয়াদা করছি যে, আমার হাত সারাজীবন তোমার মাথার উপর থাকবে। আর আমি এ দোয়াও করতে থাকবো যে, তুমি ও আলী আকবরও কোনো পর্যায়েও আমার থেকে যেন নিরাশ না হও। তুমি একদিন আলী আকবরের শিক্ষার ব্যাপারে পেরেশানী জাহির করেছিলে। এ ব্যাপারে আমি মনজুরের সাথে কথা বলেছি। যেহেতু আমি হঠাৎ করে চলে যাবো তাই মনজুরের সাথে এখনি এ ব্যাপারে একটা ফায়াসালা করা দরকার। ফজল দীনকে তোমাদের ড্রাইভারের সাথে আমার ওখানে পৌছিয়ে দাও। এখন নয়, চারটের পর তাকে পাঠিয়ে দাও। আমি তোমার সাথে আরো কয়েকটি কথা বলতে চাই। তোমার দিলে আমার কদর না থাক, তা আমি চাইনা। সিন্ধু থেকে লাহোর পৌছেই আমার তোমার সাথে যোগাযোগ করা উচিত ছিল। কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছিল এবং আমাকেও মনজুর সাহেবের কাছে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে হলো। আমি মনে করেছিলাম বাড়িতে পৌছেই নিশ্চিন্তে ও ধীরে-সুস্থে তোমাকে পত্র লিখবো এবং সকাল বেলায়ই মনজুর সাহেবকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু বাড়িতে পৌছে বিষ মেশানো খাবার দুই গ্রাস মুখে দিতেই আমি জীবন-মৃত্যুর সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে গেলাম।

আমিনা দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে বললো, চেরাগ বিবি আপনাকে বিষয় খাইয়েছিল! এই সঙ্গে তার দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো

কিন্তু এখন একথা আর কারো জানা উচিত নয়। দুই লোকমা মুখে তুলতেই আমি নিজের মধ্যে একটি অগ্নি প্রদাহ অনুভব করেছিলাম এবং সোরাহী ভর্তি পানিও পান করে ফেলেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বমি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার বেঁচে যাওয়া ছিল একটি অলৌকিক ব্যাপার।

আমিনা নিজের অশ্রু মুছতে এবং কান্না থামাতে গিয়ে বললো, আমি ভাবছিলাম, আপনি চেরাগ বিবিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন।

সম্ভবত আমি এত বেশি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলাম যে, বিষের সাথে সাথে আমার রাগও খতম হয়ে গিয়েছিল। আর আমি তাঁকে এজন্য মাফ করে দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজের অপরাধের জন্য কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তওবা করেছিলেন।

না, ভাইজান! এ কখনো হতে পারে না। আমি কখনো তাঁকে মাফ করবো না। যদি আমি তখনই খবর পেতাম তাহলে এক মুহূর্ত দেরী না করে আপনাদের বাড়ি পৌছে যেতাম এবং গলা টিপে চেরাগ বিবির দফা রফা করে দিতাম।

নিরব থাকার কারণ এও হতে পারে যে, এক নির্বোধ মহিলার জন্য আমি কেন



www.pathagar.com

নিজের জীবনে বিপদ ডেকে আনবো? কিন্তু তোমার ও তোমাদের পরিবারের নিরাপত্তার কথা আমি হামেশা চিন্তা করতে থেকেছি। তোমার হেফাজতের জন্য আমার কাছে মনজুর সাহেরব মতো লোক আছে। সে শিক্ষার ব্যাপারে তোমাকে ও আলী আকবরকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু সে কেনো মাসোহারা নিতে রাজি হবে না। সে একটি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।

কিন্তু মাসোহারা তাঁকে অবশ্যই নিতে হবে।

লেনদেনের ব্যাপারটি আব্বাজীর ওপর ছেড়ে দেয়া যাক। এ ব্যাপারে তিনি আমাদের চেয়ে বেশী জানেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি মনজুরকে রাজি করাবার কোনো পথ বের করতে পারবেন। মনজুরকে ভালো করে জানার পর তার মধ্যে অনেক মহত গুণ তোমার দৃষ্টিগোচর হবে।

অবশ্যই আমি এটা উপলব্ধি করতে পারি। কারণ একজন মামুলি ব্যক্তি আপনার দিলের এত নিকটবর্তী হতে পারে না।

## ৩

ইউসুফ ও মনজুর রেলস্টেশানের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রোহড়ীর দিক থেকে আগমনকারী ট্রেনের ইন্তিজার করছিল। গাড়ী যথাসময়ে এলো। ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্ট থেকে তারা আহমদ খানকে নেমে আসতে দেখলো। ইউসুফ দৌড়ে গিয়ে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলো। মনজুরকে তাঁর সাথে পরিচয় করাতে গিয়ে বললো, খান সাহেব! এ হচ্ছে আমার দোস্ত মনজুর।

আহমদ খান হাত বাড়িয়ে মোসাফাহা করতে করতে বললেন, ভাই! আমি আগেও তাকে তোমার সাথে দেখেছি। আজকাল দুনিয়ায় খুব কমই এমন লোক রয়ে গেছে যারা নিজের দোস্তের পেরেশানীতে অংশীদার হতে চায়। ইউসুফ! তোমার স্বাস্থ্যটা তো ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি সুস্থ আছো তো?

জ্বী হ্যাঁ, আমি একদম সুস্থ আছি। আর আমার পত্র পেয়েই আপনার আগমনের তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার এই স্নেহসিক্ত আচরণের শোকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই।

আচ্ছা ভাই! এখন আমাকে শোনাও দেরাদুন থেকে তোমার ডাক আসবে কবে?

জী, তা তো গত পরশুই পেয়ে গেছি।

ইয়ার! এতো বড়ই খুশির কথা। তাহলে লাহোরের প্রচন্ড গরমের মধ্যে থাকতে হবে না। কবে তোমাকে হাজির হতে হবে?

জী, তেইশ জুন হাজির হবার অর্ডার পেয়েছি।

ব্যাস, তাহলে আজই তোমার প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আগামীকাল আমরা দেরাদুন রওয়ানা হয়ে যাবো। আমি গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে খান মুহাম্মদকে বাড়িতে আসার পরিবর্তে এক দোস্তের মাধ্যমে মিসৌরির এক হোটেলে অবস্থান করার ইন্তিজাম করে দিয়েছি। আমার এক দোস্ত দেরাদুনে ব্যবসায় করেন। তিনি একটি ঘর ভাড়া করার ব্যবস্থা



www.pathagar.com

করেছেন। আমরা দেরাদুনে পৌঁছলে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হবে। তবে তুমি আচানক ফৌজে শামিল হবার এরাদা করলে, এতে আমি একটু অবাকই হয়েছি।

খান সাহেব! সমস্ত কথা শুনলে আপনি আর অবাক হবেন না। ফ্লেটি হোটেলে আপনার জন্য একটি কামরা নিয়েছি। আমি একা দেরাদুন সফর করার পরিবর্তে আপনার সাথে সফর করার মধ্যে আনন্দ অনেক বেশি।

যতক্ষণ কোনো সেন্টার থেকে তোমার ফাইনাল কল না এসে যায় ততক্ষণ তুমি মিসৌরীতে আমার সাথে থাকবে। আমি চাচ্ছি খান মুহাম্মদ তোমার কাছ থেকে কিছু শিখুক। আমি দেরাদুনের হেড কোয়ার্টারে তোমার জন্য মিসৌরির ঠিকানা লিখে দেবো। এখন চলো বাকি কথাবার্তা হোটেলে পৌঁছে বলা যাবে।

ইউসুফ বললো, খান সাহেব! থাকবেন তো আপনি হোটেলে কিন্তু খানা খেতে হবে মনজুর সাহেবের ওখানে। তার বাসা অবশ্য আপনার মর্যাদার উপযোগী নয় কিন্তু তার বাবুর্চির খানা খুবই মুখরোচক।

আরে ভাই! তোমার দোস্তের বাবুর্চি যদি ভালো খানা নাও পাকায় তবুও আমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমরা স্টেশান থেকে বের হবার আগেই আগামীকালের জন্য দেরাদুনের সিটের বুকিং পর্ব শেষ করে নিতে চাই।

পরের দিন তারা দেরাদুনের পথে রওয়ানা হলো।

ইউসুফ নিজের জন্য নিম্নশ্রেণীর টিকেট নেবার বহু চেষ্টা করলো। কিন্তু আহমদ খান জিদ সহকারে নিজের সাথে তার জন্য টিকেট কিনে নিয়েছিলেন। ইউসুফকে রাজি করাবার জন্য এ ব্যাপারে তাঁর শেষ যুক্তি ছিল, দেখো ইউসুফ! যদি তুমি তোমার বাড়ি থেকে চিঠি ও তার আসার পর আচানক লাহোর আসার ফায়সালা না করতে তাহলে আমি তখন তোমাকে একথাই বলতে যাচ্ছিলাম যে, তোমাকে আমি আমার সেক্রেটারী ও খান মুহাম্মদের শিক্ষক হিসাবে উপযুক্ত সম্মানী দিতে পারি। আর এখন তোমাকে দেখতেই আমার দিলে এ আকাংখা জেগেছে যে, তুমি আমার এ প্রস্তাব রদ করবে না। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, যতদিন তুমি অন্য কোনো চাকুরিতে নিযুক্ত না হচ্ছো ততদিন আমার সাথে থাকবে। ফলে যে শ্রেণীতে খান মুহাম্মদ ও আমি সফর করবো তোমাকেও সেই শ্রেণীতে সফর করতে হবে। আর এই সাথে তোমার লেখার ও পড়ার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করাও আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

লাহোর থেকে অমৃতসর পর্যন্ত ইউসুফ আহমদ খানের সাথে আলাপ আলোচনা করতে থাকলো। গাড়ি অমৃতসর থেকে রওয়ানা হবার পর সে হঠাৎ চুপ মেরে গেলো এবং জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলো। আহমদ খান খবরের কাগজ নিয়ে পড়ায় মনোযোগী হলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি খবরের কাগজে আর মন বসাতে না পেরে একখানা বই উঠিয়ে নিলেন এবং ইউসুফকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই ইউসুফ! তোমার শরীর ভালো আছে



www.pathagar.com

তো?

জী, আমি একদম ভালো আছি।

না ইয়ার! কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটেছে। তোমার চেহারা মলিন দেখাচ্ছে।

তেমন কোনো ব্যাপার নয় খান সাহেব! আমি চিন্তা করছি, জীবনের যে সমস্ত মনজিল গত কয়েক বছর থেকে আমার চোখের সামনে আছে সেগুলি থেকে আমি দূরে চলে যাচ্ছি। এরপরও আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী থাকতে চাই যে, এটা একটা নতুন পথ, অকস্মাত পরিস্থিতি যার ওপর আমাকে চলতে বাধ্য করেছে এবং এটি শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার গুরুত্বপূর্ণ মনজিল পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

ভাই ইউসুফ! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তুমি একজন ভালো ঘোড়সওয়ার। আর তুমি একথা ভালো করেই জানো যে, সওয়ার যখন পথ ভুল করে তখন ঘোড়াকে তার মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হয়। ঘোড়া তাকে কোনো জনবসতির সর্বোত্তম ব্যক্তির গৃহে পৌঁছিয়ে দেয়।

ইউসুফ কিছুক্ষণ খামুশ থাকলো। তারপর জানালার বাইরে দেখতে লাগলো। যখন গাড়ি জালিন্ধর ষ্টেশান পার হচ্ছিল তখন সে তার দুটি বাহু জানালার ওপর রেখে কপালটা দুহাতের মধ্যে এমনভাবে ধরলো যার ফলে তার চেহারা আহমদ খান সাহেবের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলো। আহমদ খান কিছুক্ষণ একটি কিতাবের পাতা ওলটাতে থাকলেন তারপর একসময় বললেন, ভাই ইসুফ! তোমার শরীর ভালো তো?

ইউসুফ ধীরে ধীরে মাথা উঠালো। আহমদ খান উপলব্ধি করলেন, সে জামার আস্তিন দিয়ে অশ্রু মুছে নিচ্ছে।

কি ঘটেছিল ইউসুফ? আহমদ খান স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

কিছুই নয় খান সাহেব। আমি নিজের বুদ্ধির ঘোড়ার লাগাম ঢিল দেবার নসিহতের ওপর আমল করছি। কিন্তু আমি যে সর্বোত্তম গৃহ তালাশ করার আশা করতে পারছিলাম তা পেছনে রয়ে গেছে।

ভাই ইউসুফ! তুমি যদি এতটা মনমরা হয়ে গিয়ে থাকো তাহলে আমি একশ' বার জালিন্ধর আসতে পারি। আবার এও হতে পারে, আমার এক ভাই ওখানে বাসা নিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, তারা খুবই ভালো লোক এবং তারা তোমার মনে দুঃখ দেবে না।

খান সাহেব! অবশ্যই ওরা খুবই ভালো লোক। কিন্তু ওদের নৈকট্য লাভ করার জন্য আমাকে অন্ধকার ও নাম নিশানাহীন পথের ওপর কয়েকটা নিশানাবিহীন পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে, একটি রোশনী যতই অস্পষ্ট হয়ে যাক না কেন, নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসে কোনো ঘাটতি হতে দেবো না। খান সাহেব! পথ যতই দুর্গম হোক আমি চলতেই থাকবো। ততক্ষণ চলতে থাকবো যতক্ষণ না কোনো রাস্তার মোড়ে আমার পথ পেয়ে যাই।

আহমদ খান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ইউসুফ ভাই! আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো তোমার পথ যেন শিগগির পেয়ে যাও এবং আমি যেন আমার জীবদ্দশায় তোমার



www.pathagar.com

ও সেই নেকবখত বেটির খুশি দেখে যেতে পরি, যার কথা কল্পনা করতেই তোমার চেহারা ঝলমল করে ওঠে। আমার ভাই, যদি তোমার সফরের কোনো পর্যায়ে কোনো কঠিন সময় সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করো, তাহলে তোমার কাছ থেকে আমি এ ওয়াদা নিতে চাই যে, তখন তুমি আমাকে অবশ্যই ডাকবে।

খান সাহেব! আমি অনুভব করছি, প্রয়োজনের সময় আপনি আমার কাছ থেকে এতটা দূরে থাকবেন না যার ফলে আমার ডাক দেবার প্রয়োজন হবে।

দেরাদুন স্টেশানে তাদের স্বাগত জানাবার জন্য জনৈক সিন্ধী ব্যবসায়ী শেঠ যমুনা দাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি আদব সহকারে আহমদ খানকে সালাম জানাবার পর বললেন, আপাতত একটি হোটেলে আপনাদের থাকার ইন্তিজাম করা হয়েছে। অবশ্য এ সপ্তাহের মধ্যেই একটি বাড়ি পাওয়া যাবে। আমি বাড়ির মালিককে ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আগাম দিয়ে দিয়েছি। গতকাল থেকে তার মেরামত, রং করা ও চুনকামের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা যে ঠিকেদারকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে আমি তার সাথে কথা বলেছি। পাঁচ দিনের মধ্যে সে কাজ শেষ করে ফেলবে এবং আপনারা ষষ্ঠ দিনে সেখানে চলে যেত পারবেন। পরশু খান মুহাম্মদের ছুটি হয়ে যাবে। আমি তাকে আপনার কাছে পৌছিয়ে দেবো। বাইরে আপনাদের জন্য ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আমি আপনাকে মিসৌরি পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে আসবো।

মিসৌরি ছিল উপমহাদেশের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে একটি। এটি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম শহর। এর পর্বতগাত্রে ও শিলাময় উপত্যকায় সর্বত্র দৃষ্টির প্রান্ত সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী। গ্রীষ্মকালে নিম্ন এলাকা থেকে উচ্চ এলাকা পর্যন্ত যেসব সাধারণ সড়কে কেবল পায়ে হেঁটে চলার অনুমতি ছিল সেগুলি এইসব লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। এরা নতুন নতুন চেহারার সাথে নতুন নতুন ও মূল্যবান পোশাকেরও প্রদর্শনী করতো। আহমদ খান যে হোটেলে অবস্থান করছিলেন তার সাথে ছিল দুটি সিনেমা হল। প্রতিদিন সেখানে তিনটি শো হতো। ইউসুফ খানা খেয়ে যোহরের নামায পড়ছিল এমন সময় সিনেমা হলগুলিতে গান-বাজনা শুরু হয়ে গেলো। নামায খতম করে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু হলে লাউডস্পীকারের সাহায্যে আওয়াজ এতই উচ্চগামী হচ্ছিল যার ফলে ইউসুফের পক্ষে খবরের কাগজ পড়াও মুশকিল হয়ে গেলো। আহমদ খান গভীর ঘুমের মধ্যে নাক ডাকিয়ে চলছিলেন। ইউসুফ উঠে জুতা পরে নিল এবং ম্যানেজারের দফতরে গিয়ে বললো, আমি একটু ভ্রমণ করতে বের হচ্ছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত শেঠ যমুনা দাসের একজন নওকর খান সাহেবের খিদমতের জন্য এসে যাবে। তাই আমি চাচ্ছি একজন নির্ভরযোগ্য বেয়ারাকে ওই সময় পর্যন্ত যেন খান সাহেবের দরোজায় মোতায়েন রাখা হয়।

ম্যানেজার জবাব দিল, জনাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা জানি, খান সাহেব উচ্চ শ্রেণীর একজন গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

হ্যাঁ, শেঠ সাহেব! তিনি যত বড় ঠিক ততই শরীফ।

ভাই সাহেব! শেঠ যমুনা দাস তাঁর সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানিয়েছেন।



www.pathagar.com

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজেই তাঁর খোঁজ খবর নেব। আপনি ইচ্ছামত ভ্রমণ করুন।

ইউসুফ উপরের দিকে চলে যাওয়া সড়কগুলি দিয়ে চলতে লাগলো। এক ঘন্টা পরে সে আপার মিসৌরীর সর্বোচ্চ স্থানে পৌছে গিয়েছিল। এখান থেকে নিচের দিকে দেখা যাচ্ছিল একটি ঘন-নিবিড় বন। সে একটি পাকদন্ডী দিয়ে হেঁটে চলছিল। আচানক একটি গাছ দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। গাছটির সাথে ছিল তার গ্রামের নিকটবর্তী একটি পরদেশী গাছের গভীর মিল। তার পাতা ও শাখা প্রশাখা ছিল একই ধরনের। কিন্তু পার্থক্য ছিল উচ্চতায়। এটি ছিল ছোট ধরনের। সে তার একটি শাখা ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গেই তা ভেঙে পড়লো যেমন পরদেশী গাছের শাখা ভেঙে পড়তো। তারপর প্রায় আধঘন্টা সে বনের মধ্যে এদিক ওদিক দেখতে থাকলো। কিন্তু এ ধরনের আর একটি গাছও দেখতে পেলো না।

দ্বিতীয়বার চূড়ায় উঠে সে আসরের নামায পড়লো। তারপর ফিরতে লাগলো। সড়কের আলোকোজ্জ্বল এলাকা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাবার প্রয়োজন সে অনুভব করেনি। সে মনে মনে বলছিল, 'আমি একটি ছোট পরদেশী গাছ। নিজের কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে আমি বহুদূরে চলে এসেছি। এই বেঁটে গাছটির মতো আমার ফিরে যাবার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে।' চরম হতাশার মধ্যেও এ আশা ইউসুফের জন্য অনেক বড় সহায় হতো যে, সে যত দূরই চলে যাক না কেন তার জন্য ফিরে আসার পথ বন্ধ হবে না। আল্লাহর কোনো মুজিযাই তাকে কোনোদিন এই লোকদের দরোজায় পৌছিয়ে দেবে। তাদেরকে বাদ দিয়ে সে জীবনের কোনো কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু আজ সে অনুভব করছিল হতাশার অন্ধকার ছায়া ধীরে ধীরে গভীর হয়ে যেতে থাকছে। তারপর দীর্ঘক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করার পর আযান শুনে সে একটি মসজিদে প্রবেশ করলো। নামায শেষে দোয়া করতে গিয়ে বেইখ্‌তিয়ার কেঁদে ফেললো এবং ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই। যদি আমার পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমার কাছে সবর ও হিম্মত চাই। আমার আল্লাহ! আমাকে এমন কোনো পরীক্ষায় ফেলে দিয়ো না যেখান থেকে আমি পুরোপুরি সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো না। জামানার আঘাত আমাকে তোমার রহমত থেকে নিরাশা না করে দেয়, একে আমি ভয় করি। হে ক্লান্ত-শ্রান্ত-পরাজিত লোকদের দোয়া শ্রবণকারী ও কবুলকারী! আমরা তোমার রহমতপ্রার্থী। হে আল্লাহ! তোমার সেই সব নেক বান্দাদের প্রতি রহম করো যারা চরম দুর্দিনে আমার জন্য জীবনের বৃহত্তম সহায়কে পরিণত হয়েছিল। আমার আল্লাহ! আমি যেসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য জীবন যাপন করতে চাচ্ছিলাম সেগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস আমার জন্য একটি আযাবে পরিণত হয়ে যাবে। এই আযাবের ভয়ে আমি তোমার পানাহ চাই।'

কিছুক্ষণ পরে সে আহমদ খানের কামরায় প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই খান সাহেব বলে উঠলেন, ভাই ইউসুফ! তুমি আমাকে বেশ পেরেশান করে দিয়েছো। বসো।



www.pathagar.com

কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

খান সাহেব! আমি ভ্রমণ করতে বের হয়েছিলাম এবং অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।

আমার ভাই! তোমার চেহারা দেখে আমি তোমার মনের কথা পড়ে ফেলতে পারি। এখনি আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ তোমার মতো সৎলোকদেরকে বেশিক্ষণ পেরেশানীর মধ্যে রেখে দেবেন না। অন্ধকার পথে চলতে গিয়ে ভয় ও আশংকা জাগবেই কিন্তু কোনো সময় তুমি হঠাৎ দেখতে পাবে ঘন কালো মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বের হয়ে এসেছে এবং তোমার দুনিয়া উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে। আমার ভাই! হিম্মত ও উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলো। তোমার কোনো সমস্যা এমন নয় যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন দেখা দিলে আমি নিজেই তাদের কাছে যাবো যাদের কথা কল্পনা করতেই তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়, আমি নিজেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। প্রয়োজন হলে আমি তোমার ওয়ালিদ সাহেবের কাছেও যাবো। তোমার মতো সন্তানের পিতা কোনোদিন পছন্দ করবেন না যে, তার পুত্র জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাক।

ইউসুফ বললো, খান সাহেব! আপনি বড়ই নেকবান এবং আপনার কথা শুনে আমি আশাবাদী হয়ে উঠি।

আহমদ খান হাসতে হাসতে বললেন, আমার ভাই! তোমার মতো নেকবখ্‌ত ছেলের আমার কথা শোনা ছাড়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

আবদুল আজীজ এক সপ্তাহ সফর শেসে বাংলোয় ফিরে এলেন। তখন প্রায় রাত আটটা। তিনি দফতরে জরুরী ডাক দেখার পর কয়েকটা পত্রের জবাব লিখে উঠে পড়লেন। কিন্তু দফতরের বাইরে আসতেই আরদালী তাঁকে আওয়াজ দিয়ে বললো, জনাব! লাহোর থেকে আপনার ফোন এসেছে। ফোনে বেগম সাহেবার কণ্ঠ বলে মনে হলো। আবদুল আজীজ ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর রিসিভার উঠিয়ে তিনি বিলকিসের সাথে কথা বলছিলেন।

বিলকিস বলছিলেন, জী, আমি বাসায় আপনার ওখানে প্রথম দফায় তিনবার ফোন করেছি। আর এই দ্বিতীয় দফায় দফতরে ফোন করছি।

আবদুল আজীজ জবাব দিলেন, আমার সফর বেশি দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্তির কারণে আজকে দফতরেও পৌছেছিলাম একটু দেরীতে। কিন্তু তোমার আওয়াজে কেমন যেন একটু ভীতিভাব অনুভব করছি। এটা আমাকে বড়ই পেরেশান করছে। তুমি নিশ্চিন্তে কথা বলো।

জী, নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে বলতে পারি?

তুমি কি অতীতের নির্বুদ্ধিতাগুলির চাইতে বড় কোনো নির্বুদ্ধিতার কথা বলতে চাও?

জনাব! আমি এই নির্বুদ্ধিতার কথা বলতে চাই যে, যখন আমি ইউসুফকে ঘর থেকে অপমান করে বের করে দিয়েছিলাম, আমি শিগগিরই অনুভব করেছিলাম যে, সে আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দেইনি। তার এ কথাগুলি



www.pathagar.com

দীর্ঘক্ষণ আমার কানে ধ্বনিত হতে থেকেছে, 'চাচীজান! আপনার এ কথাগুলি আমার জন্য বড়ই কষ্টদায়ক। কিন্তু কোনোদিন আপনি এ কথাগুলি স্মরণ করে অনেক বেশি কষ্ট পাবেন।' আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ফেরাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সে চলে গিয়েছিল।

বেগম সাহেবা! এ কথা আমি প্রথমেও শুনেছি। আমি একথাও শুনেছি যে, তুমি কান্নাকাটিও করেছিলে এবং পরের দিন তাকে তালাশ করার চেষ্টাও করেছিলে। কিন্তু সে তার বন্ধু মনজুর আহমদের সাথে কোথাও গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তারপর তুমি এ কথাও জেনেছিলে যে, ইউসুফের গায়েব হয়ে যাওয়ায় তার ওয়ালিদ সাহেব বহুত পেরেশান হয়ে গেছেন। তারপর তুমি আবদুল করিমদের বাড়ি থেকে এর কোনো সূত্র বের করতে পারোনি। তখন আমি টেলিফোনে তোমাকে এ সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছিলাম যে, আমি যে ইউসুফকে জানি সে আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না।

বিলকিস বলছিলেন, কোনো কোনো ব্যাপারে আমার প্রথম চিন্তা সাধারণত ভুল হয়ে থাকে।

না বেগম সাহেবা! কোনো কোনো ব্যাপারে আপনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিন্তাও ভুল হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমার মধ্যে একটি সদগুণ দিয়েছেন যে, তুমি সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল স্বীকার করে নাও। তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকো, ইউসুফ যখনই উপলব্ধি করবে যে, তোমার রাগ প্রশমিত হয়েছে তখনই সে হাসতে হাসতে তোমার কাছে চলে আসবে।

জী, আমার গোস্বা তো তখনই খতম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি এখন আশংকা অনুভব করছি যে, আমরা বোধ হয় আমাদের এমন এক সন্তানকে হামেশার জন্য হারিয়ে ফেললাম যার জন্য আমরা গর্ব করতে পারতাম।

কি ব্যাপার, তার কি হয়েছে? আর তুমি কাঁদছোই বা কেন?

আমি এজন্য কাঁদছি যে, অনেক দেরীতে আমি খবর পেয়েছি সে কোথাও চলে গেছে। আমিনা হঠাৎ আমাকে ফোন করেছিল। ফোনে সে জানিয়েছিল, ইউসুফ লাহোর ত্যাগ করার আগে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। আমি তখনই আমিনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। এই প্রথমবার আমি অনুভব করলাম আমি তাকে ভুল বুঝে আসছি। আমিনা নেক ও নিষ্পাপ-নিষ্কলংক একটি মেয়ে। আমাকে আলাদা বসিয়ে সে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করলো। কথা বলার মাঝখানে সে কাঁদছিল। আমার কাছে বার বার অক্ষমতা প্রকাশ করছিল। সে বলছিল, আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘটনা সে জানাতে পারেনি। কারণ ইউসুফ তাকে বলেছিল, যখন চাচীজানকে এ কথা বলার সময় হবে তখন সে নিজেই পত্র লিখবে।

বেগম সাহেবা! আল্লাহর দোহাই, আমাকে বলো ইউসুফ সুস্থ আছে তো?

জি, যে রাতে সে আমার রূঢ় ব্যবহারে পেরেশান হয়ে নিজের বাড়িতে গিয়েছিল সে রাতেই তার সৎমা তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। মনজুর আহমদ তাকে কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং সে কোথায় আছে তা কাউকে জানতে দেয়নি। সে সুস্থ হয়ে মনজুরের বাসায় চলে আসার পর আমিনা তাকে তালাশ করে নিজেদের



www.pathagar.com

বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে বলেছিল যে, তার বাড়িতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ সে বাইরে কোথাও চলে যাচ্ছে। আমিনা একথাও বলেছিল যে, ফৌজে সে ক্যাপ্টেন হয়ে যাওয়ার আশা রাখে। ভাবলে অবাক হতে হয়, আমিনার সাথে সরাসরি আলাপ হওয়ার আগে আমি এতটুকুও বুঝতে পারিনি যে, সে ইউসুফকে নিজের ভাই মনে করে এবং ইউসুফ বিদায় নেবার সময় তার মাথার ওপর দুই হাত রেখে দোয়া করেছিল। একথা আমার উপলব্ধি করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি জানেন, ফাহমিদার ব্যাপারে আমার অনুভূতি কতই নাজুক। ইউসুফের বাগদান অন্য কোথাও হয়ে যাবে, এটা আমি কেমন করে বরদাশত করতে পারি। হায়! যদি আমি জানতাম সিন্ধু থেকে ফিরে সে অন্য কোথাও না গিয়ে প্রথমে আমার কাছে এসেছিল।

বেগম সাহেবা! বিশ্বাস করো, সে এখনো সোজা আমাদের কাছে চলে আসবে। নয়তো আমরা তাকে খুঁজে বের করবো। এই ইউসুফের খাবারে বিষ মেশানোর ব্যাপারটি অবশ্যই খুব পীড়াদায়ক। এ ব্যাপারে পুরোপুরি অনুসন্ধান চালাবার জন্য আমাকে কয়েকদিন ছুটি নিতে হবে।

কিন্তু আপনি শুনে অবাক হবেন ইউসুফ তার সৎমাকে মাফ করে দিয়েছে। নয়তো এ কেস এতই শক্তিশালী যে, মনজুর আহমদ কোনো ল্যাবোর‍্যাটরি থেকে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সংগ্রহ করে নিয়েছে।

এ অবস্থায় ইউসুফের রেজামন্দি ছাড়া আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি না।

জী, ইউসুফ লাপাত্তা হয়ে গেছে, তাইতো আমার কষ্ট হচ্ছে।

বেগম সাহেবা! এখনো যদি তুমি বিষয়টিকে মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করতে তাহলে একথা চিন্তাই করতে পারতে না যে, ইউসুফ দূরে কোথাও চলে যেতে পারে।

কিন্তু আমিনা বলছিল, সে জীবনের প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে দিয়েছে।

বেগম সাহেবা! তুমি তার জন্য দোয়া করতে থাকো। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের প্রত্যেকটি পথ তাকে কামিয়াবির দিকে নিয়ে যাবে।

বিলকিস একটুখানি চুপ থাকার পর বললেন, আমি তার জন্য সব সময় দোয়া করি। কিন্তু ফাহমিদার ব্যাপারে আমি খুবই চিন্তার মধ্যে আছি।

না, ফাহমিদার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের প্রতিটি মোড়ে সে তার দেখা পাবে। সম্ভবত নিজের ঘরোয়া পেরেশানীর কারণে ইউসুফ মনে করছে আমাদের দৃষ্টিতে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। তার একথা বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, যারা তাকে পূর্বে ভালোবাসতো তারা এখনো তাকে ভালোবাসে।

বিলকিস বললেন, একবার সে বলেছিল, বেটা যদি বিরূপ হয়ে যায় তাহলেও মা ছাড়া আর কার কাছে যাবে। এখন আমার যতই এসব কথা মনে হয় ততই আমি এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করি।

আবদুল আজীজ বললেন, দোয়া, বিলকিস! এ অবস্থায় তার জন্য দোয়া করা দরকার। আর আমার মনে হয়, তোমাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।



www.pathagar.com

আহমদ খানের পুত্র খান মুহাম্মদ মিসৌরী পৌঁছে গিয়েছিল। সে প্রতিদিন সকালে কখনো বিকালে একটা দীর্ঘ ভ্রমণে ইউসুফকে সংগ দিতো। খান মুহাম্মদ ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে এবং প্রত্যেকটা ভ্রমণ শেষে সে অনুভব করতো ইউসুফের কথাবার্তায় তার তথ্য ভান্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। চতুর্থ দিন তারা ভাড়াটে বাসায় স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে ইউসুফ রীতিমত রুটিন মাফিক তাকে পড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। উস্তাদ ও শাগরিদের এ সম্পর্ক ধীরে ধীরে দোস্তীতে পরিণত হতে চলছিল। যখন ইউসুফ খান মুহাম্মদের কোন মজার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতো তখন আহমদ খানও তাদের সাথে বসে যেতেন।একদিন তিনি বললেন, ইউসুফ সাহেব, আমার বেটার বড়ই খোশ নসীব, সে তোমার মত শিক্ষকের সাহচর্য লাভ করেছে। তুমি জানো আমি তোমার জন্য কি দোয়া করে থাকি?

জী, আমি কেবল এতটুকু উপলব্ধি করি যে, আপনি আমার জন্য ভালো দোয়া করতে থাকবেন।

ভালো না মন্দ ঠিক জানিনা, তবে আমার আকাংখা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তোমাকে যে কাজের জন্য পয়দা করেছেন তোমার তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। জাতির যুবকদের জন্য তোমাকে ভালো ভালো বই লিখতে হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে হবে। আর এসব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে তুমি সুখিও হতে পারবে না। আজ সকালে যখন তুমি ভ্রমণে বের হয়েছিলে তখন দেরাদুন থেকে যমুনা দাসের সাথে এক প্রফেসরও আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তার কাছে তোমার প্রশংসা শুরু করেছিলাম। তিনি বললেন, আমীরদের নিজেদের সন্তানের জন্য সবসময় ভালো উস্তাদের প্রয়োজন হয়। যদি ইউসুফ সাহেব তিন-চারটি ছেলেকে টিউশান দিতে পারতেন তাহলে তাঁর আয় অনেক বেড়ে যেতো।

ইউসুফ বললো, আপনি যে অর্থ দেন তাও আমার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি। আমি শিগগির আমার বইটি শেষ করতে চাই। কাজেই খান মুহাম্মদ ছাড়া আর কারোর জন্য আমার কাছে সময় নেই। নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার এতটুকু নিশ্চিন্ততা আছে যে, আমি জানি তিনটি কিতাব লেখার পর রিজিকের ব্যাপারে আমাকে কারোর মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তখন কোনো মাসোহারা ছাড়াই আপনার খিদমত করতে পারবো।

ভাই! আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ তোমাকে অনেক দেবেন। আর আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, তোমাকে উপযুক্ত মাসোহারা দেবার পরও আমাদের রিজিকে কমতি হবে না। বরং আমাদের দিল যেমন বিস্তৃত আমাদের রিজিকও তেমনি বিস্তৃত হবে।

খান সাহেব! আমার জন্য যদি আপনার দোয়াগুলি কবুল হয়ে যায় তাহলে আমার জীবনে আর কোনো জিনিসের অভাব অনুভূত হবে না।

ভাই! আমার বিশ্বাস, তোমার জন্য আরো বহু লোক দোয়া করছে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর এমন কোনো নেক বান্দা অবশ্যই থাকবেন যার দোয়া কবুল হয়ে যাবে।

খান সাহেব আমি আপনার শোকর গুজারী করছি।



www.pathagar.com

# ৪

আরো তিন সপ্তাহ পর। ইউসুফের মুখে হাসি দেখা গেলেও আহমদ খান মনে করতেন তার মধ্যে একটা অন্তর প্রদাহ চলছে। রাতের বেলা সে লাগাতার কয়েক ঘন্টা লিখতো। কখনো লেখায় এমনভাবে ডুবে যেতো যে, তাহাজ্জুদের নামাযের সময় লেখার টেবিল থেকে উঠতো। রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে হাত উঠাবার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করতো। একদিন আসরের নামাযের জন্য উঠলো। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা চলছিল। সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যে রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো সেটি বাজার থেকে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চারদিকে এক চক্কর দিয়ে আবার বাজারে চলে এসেছে। লোকেরা এই ছিমছাম শান্ত রাস্তাটির নাম দিয়েছিল কামিল বেক রোড। এর ডান দিক থেকে এমন একটি খাদ শুরু হতো যা উপরের দিকে শহরের উচ্চ অংশের পাহাড়ের সাথে গিয়ে মিশেছিল এবং অন্যদিকে চওড়া হতে হতে তা দেরাদুনের সবুজ শ্যামল উপত্যকায় গিয়ে শেষ হয়েছিল।

ইউসুফ কিছুক্ষণ চলার পর পেছন ফিরে দেখলো মিসৌরির উচ্চ এলাকায় ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা বিস্তৃত হতেই চলেছে। সে কিনারার লোহার রেলিংয়ের ওপর একটি হাত রেখে আপার মিসৌরির দিকে দেখতে থাকলো। এখান থেকে ঘন কুয়াশা একটি বিশাল জলপ্রপাতের মতো খাদের মধ্যে নামছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই খাদ এবং এর আশপাশের সমগ্র দৃশ্যাবলী কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলো। সে কয়েক কদম আগে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। আচানক কাছাকাছি কোথাও থেকে কোনো ছেলের কণ্ঠ তার কানে ভেসে এলো, 'আপাজান! এদিকে এসে দেখো। মনে হচ্ছে সমস্ত খাদটা বহুদূর পর্যন্ত রাশি রাশি পেঁজা তুলায় ভরে গেছে। মন চাচ্ছে এক লাফে ধুনাতুলার মতো এই সুন্দর সাদা বিছানায় উঠি। আমি নিচের দিকে লাফিয়ে পড়ছি কিন্তু। একটি মেয়ে সড়কের অন্য কিনারা থেকে দৌড়ে এসে ছেলেটির হাত ধরে ফেললো এবং তাকে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, লজ্জা হয় না তোমার, লোকদের সামনে নিজের বোকামি প্রকাশ করছো?

ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বললো, দেখো ভাই! নিজের বোনদের এভাবে পেরেশান করতে নেই। মেয়েটি তার ভাইকে ছেড়ে দিয়ে ইউসুফের বাহু ধরে চিৎকার করে উঠলো, 'আপাজান! আপাজান! দেখো, কে দেখো? জলদি এসো। নয়তো ভাইজান মেঘের আড়ালে চলে যাবেন।'

'নাসরীন! কে?' অন্যদিক থেকে আওয়াজ এলো।

জহীর চিৎকার করে বললো, 'আপাজান! ইনি ইউসুফ ভাইজান।'

ফাহমিদা কিছুক্ষণ চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর অশ্রুসজল কণ্ঠে বললো, 'এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি একথা অনুভব করতে পারলেন না কেন যে, আপনার জন্য কিছু লোক যন্ত্রণায় ছটফট করছে? অন্যের দুঃখে আপনি খুশি হন, আমি একথা চিন্তাও করতে পারিনি। এবার যদি আপনি গায়েব হবার চেষ্টা করেন তাহলে আমি



www.pathagar.com

আপনার সামনেই এই খাদে লাফিয়ে পড়বো।'

ইউসুফ গভীর দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো, 'ফাহমিদা! আমি পালাচ্ছিলাম। এখান পর্যন্ত পালিয়ে আসার পর আমি ভাবছিলাম, নিজের আত্মীয়দের থেকে আমি বহুদূরে চলে এসেছি। কিন্তু আমার সফর জারী থাকবে। এটা নিজের পছন্দ অপছন্দের বিষয় নয়। পালিয়ে যাওয়াটা আমার অক্ষমতায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ......'

'কিন্তু কি?' ফাহমিদা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মেঘের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আসা সূর্যরশ্মি তার চেহারার ওপর পড়ছিল, ইউসুফ তার বড় বড় চোখে দেখলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

'ফাহমিদা!' সে মুচকি হাসার চেষ্টা করে বললো, 'এখন আর আমি কোথাও পালাতে পারি না। আল্লাহ্ আমার পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। তোমাকে এখানে দেখতে পাওয়া আল্লাহর একটা মহা পুরস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এখন আমি অনুভব করছি, আমি একটা পরদেশী গাছ এবং আমার গ্রামের নিকটবর্তী পরদেশী গাছগুলি সম্পর্কে যে কাহিনী শুনেছিলাম তা সম্ভবত সঠিক ছিল না। আমি অনুভব করছি এক শাহজাদী মেঘের রথে চড়ে পরদেশী গাছের বন অতিক্রম করছিল। পরদেশী গাছগুলি শাহজাদীকে এক ঝলক দেখে তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করলো। কুয়াশা এত গভীর ছিল যে, শাহজাদী জানতেই পারলো না কোনো অজানা বনের গাছগাছালি তার পিছু নিয়েছে। তারপর যখন মেঘের কুয়াশা আচানক ছুটে গেলো এবং শাহজাদী পেরেশান হয়ে চিৎকার দিল, ওহে নির্বোধ গাছ! আমার পিছু নিয়েছো কেন? গাছ যেখনে ছিল সেখানেই জড়সড় হয়ে থেমে গেলো।'

ফাহমিদা জিজ্ঞেস করলো, 'আর শাহজাদীর কি হলো?'

'আমার মনে হয়, শাহজাদী পরীদের সাথে ভ্রমণে বের হয়েছিল। সে কোনো অজানা জঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই অজানা জঙ্গলের গাছগুলি তার রূপমুগ্ধ হয়ে তার পেছনে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। শাহজাদী তার শাহীমহলের সদর দরোজায় পৌঁছে পেছন ফিরে তাকালো। তখন মেঘ কেটে গিয়েছিল। সে মহলের পাহারাদারদের আওয়াজ দিয়ে বলেছিল, 'এই নির্বোধ গাছগুলিকে জিজ্ঞেস করো তারা আমার পিছু নিয়েছে কেন?' গাছগুলি যেখানে পৌঁছে গিয়েছিল লজ্জায় সেখানেই বসে জমে গিয়েছিল।

ফাহমিদা বললো, 'নাসরীন! তুমি বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দাও যে, আমাদের এক প্রিয় মেহমান পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছেন। তিনি খুবই ক্লান্ত। আমি আস্তে আস্তে তাকে নিজের সাথে নিয়ে আসছি।'

নাসরীন বললো, 'ভাইজান! আপনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, আপনি পথে কোথাও গায়েব হয়ে যাবেন না।'

'পাগলী, তোমার ফাহমিদার ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত। আমি তোমাদের কাছে ওয়াদা করছি, এর হুকুম ছাড়া আমি এর দৃষ্টির বাইরে যাওয়া পছন্দ করবো না।'

'ভাইজান! যতক্ষণ আপনারা ঘরে পৌঁছে যাবেন ততক্ষণে দেরাদুন, জালিন্ধর, লুধিয়ানা, লাহোর এবং আরো কয়েকটি শহরে খবর পৌঁছে যাবে যে, আপনাকে



www.pathagar.com

মিসৌরিতে পাওয়া গেছে। ভাইজান! আপনার জন্য আমি খুব কান্নাকাটি করতাম এবং আপু ফাহমিদাও। পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিল যে, আমি কাঁদতাম সবার সামনে আর আপু কাঁদতেন লুকিয়ে লুকিয়ে।'

ফাহমিদা রাগত কণ্ঠে বললো, 'খবীস! এখান থেকে ভাগো এবং ঘরে পৌঁছে আম্মীজানকে একদম পেরেশান করবে না। কেবল এতটুকু বলবে, ইউসুফ সাহেব পুরোপুরি সুস্থ আছেন, তবে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

নাসরীন বললো, 'আমি ও জহীর এক দৌড়ে ঘরে পৌঁছে যাবো। কেবল যেতে যেতে একটি কথা জিজ্ঞেস করে যাই, 'ভাইজান! ভাবীজান কেমন আছেন?'

এক মুহূর্তের জন্য ইউসুফের চেহারা যেন জমে পাথর হয়ে গেলো। ফাহমিদা বললো, 'নাসরীন তুমি সত্যিই একটা খবীস হয়ে গেছো। যাও, জলদি ভাগো।'

নাসরীন হাসতে হাসতে জহীরের হাত ধরে দৌড় দিল।

ইউসুফ কিছুক্ষণ নিরবে ফাহমিদার সাথে চলতে লাগলো। তারপর সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দেখো, ফাহমিদা! তুমিও যদি এই ভুল ধারণার শিকার হয়ে গিয়ে থাকো যে, আমার বাগদান হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু আমি ততক্ষণ খামুশ থাকবো যতক্ষণ তোমাদের ভুল ধারণা আপনা আপনি দূর না হয়ে যাবে।

আপনার কিছু বলার দরকার নেই। যখন আপনি পরদেশী গাছের নতুন কাহিনী শুনাচ্ছিলেন তখন আমি ভাবছিলাম, শাহজাদী তার শাহীমহলের নিকট পৌঁছে পিছু নেওয়া গাছগুলিকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, তোমরা ওই বনভূমি ছেড়ে চলে এসেছো কেন, যেখানে এক শাহজাদা শিকার করতে গিয়েছিল? তাকে তালাশ না করে তোমরা আমার পিছনে পড়েছো কেন? যাও তাকে তালাশ করে আনো। নয়তো আমি তোমাদের সবাইকে কেটে আগুনে পোড়াবো এবং তারপর ফৌজ পাঠিয়ে সমস্ত বনভূমি বরবাদ করে দেবো। এসময় দূরে একটি অশ্বখুরধ্বনি শোনা যাবে। পাহারাদাররা বলবে, শাহজাদা এসে গেছেন। তখন সেই পরদেশী গাছ এত খুশি হবে যে, সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু ইউসুফ সাহেব! আমার ভয় হচ্ছে। কারণ আপনি তো বাস্তব সত্যকে কাহিনী বানিয়ে দেন। কখনো আমাদের এই মোলাকাতও যেন কাহিনীতে পরিণত না হয়।

ফাহমিদা! এমনটি কখনো হতে পারে না। কিছু কথা এমন আছে যা আমি তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাই না। কিন্তু তোমার কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাও আমার নেই। এখন দেখো রোদ ঝলমল করছে এবং তোমার চেহারা এত সুন্দর মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এক মুহূর্তের জন্যও আমি কোনো প্রকার মলিনতা দেখতে রাজি নই।

ইউসুফ সাহেব! আপনি বলছিলেন, একটি দীর্ঘ সফরের পর আপনি আমাকে পেয়েছেন। কাজেই এই সফরের সময় যদি আপনার পা জখমী হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাতে পট্টি বাঁধার দায়িত্ব আমার। আপনার নিজের অন্ধকার ও নিশানাবিহীন পথের প্রতিটি পদক্ষেপে একথা চিন্তা করা দরকার যে, কোথাও আপনি একা নন।



www.pathagar.com

ফাহমিদা, আমি নিজের তকদীরের ঘাতপ্রতিঘাতে তোমাকে কেমন করে অংশীদার করতে পারি! দুনিয়ার সুন্দরতম উপত্যকা থেকে স্তুপীকৃত ফুল এনে আমি তোমার পথে বিছিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম। তাহলে কোনো ভয়াবহ পথ থেকে পিছলে পড়তে গিয়ে আমি তোমার হাত টেনে ধরবো, এতে তোমার শরীরে কোনো আঁচড় লাগবে, একথা আমি কেমন করে চিন্তা করতে পারতাম! ফাহমিদা, জীবনের তিক্ততার হাতে নিরুপায় হয়ে আমি একটি কষ্টকর ফায়সালা করে ফেলেছিলাম। এ ফায়সালা ছিল পুরোপুরি আমার ব্যক্তিসত্তার জন্য। এ ফায়সালা শোনার পর তোমার দিলে কোনো তিক্ততার জন্ম হোক তা আমি চাইনি। যখন একজন মুমূর্ষু ও অবষণ্ন সিপাহি হাতিয়ার নিক্ষেপ করে এবং নিজেকে জীবনের চাইতে মৃত্যুর নিকটতর মনে করতে থাকে তখন তার আত্মীয় ও প্রিয়জনদের জন্য তার চোখ-কান বন্ধ হয়ে যায়। ফাহমিদা! আমার এমন অবস্থা হয়নি যাকে আমি ভুলে যেতে চাই। তাই আমি এই দোয়া করতে থাকতাম, সে যেন আমাকে ভুলে যায়। আমি এজন্য লজ্জিত। তার আওয়াজ সব সময় আমার কানে বাজতো এবং তার ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। নিজের দিলের ওপর পাথর রেখে আমি নিজের অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলেছিলাম। আমি অনুভব করেছিলাম, আমার জন্য ফৌজে ভর্তি হয়ে কোথাও দূরে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমি প্রাথমিক পর্যায়গুলি অতিক্রম করেছি। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মুখোমুখি হবো দেরাদুনে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে। কিন্তু তোমার একটিমাত্র ইশারা একটু মুচকি হাসি, এক ফোঁটা অশ্রু অথবা একটি অট্টহাসি আমার সমস্ত ফায়সালা রদ করে দিতে পারে। তোমার মুখের হাসি দেখার আগেই আমি ঘোষণা করছি সেই পথ থেকে আমার পিছপাও হওয়া শুরু হয়ে গেছে। ফাহমিদা! তুমি মুখে হাসি ফুটিয়ে আমাকে দেখাও। আমার এই পিছপাও হওয়ার ক্ষেত্রেও তোমার সহায়তা প্রয়োজন হবে। আমার সমস্ত কাগজ, যা আমার সুটকেসে পড়ে আছে, আমি তোমার সামনে রাখবো এবং তোমার কাছে আবেদন করবো, তোমার নিজের হাতেই ওগুলো ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলো।

ফাহমিদা মুচকি হাসলো এবং এই সাথে তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারাও প্রবাহিত হলো।

'ইউসুফ!' সে বললো, 'যে তুফানের সাগর আপনি পাড়ি দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আমি আপনার এই সফরের পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনতে চাই। আমি জানতে চাই, জীবনের তিক্ততার ক্ষেত্রে আপনার সহযোগী হবার জন্য আমার কি পরিমান সবর, হিম্মত ও উদ্দীপনার প্রয়োজন। একথা শুনে আমি অবশ্য খুবই দুঃখবোধ করছি যে, আপনি আচানক নিজের জীবনের কর্মসূচী পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন এবং স্রেফ জিন্দা থাকার জন্য ফৌজে ভর্তি হতে চাচ্ছিলেন।'

ফাহমিদা! আমার সাথে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু চরম হতাশার মধ্যে আমি যে পথে পাড়ি জমিয়েছিলাম সে সম্পর্কে শেষ সময় পর্যন্তও আমি তার ওপর চলতে পারবো কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। এইমাত্র কিছুক্ষণ আগেও যখন আমি সড়কের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং কিছু আওয়াজ আমার কানে আসছিল তখনো আমার



www.pathagar.com

মনে হচ্ছিল আমি যে ফায়সালা করেছি তার ওপর টিকে থাকতে পারবো না এবং যে মানসিক যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তিলাভের চেষ্টা করছি তা ততদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে যতদিন না আমার স্বপ্নের শাহজাদী আমাকে আওয়াজ দিয়ে বলবে, আমার পরদেশী গাছ তুমি কোথায় যাচ্ছো?

ফাহমিদা কিছুক্ষণ নিরবে চলতে থাকলো এবং তারপর আচানক থেমে গিয়ে বললো, ইউসুফ সাহেব! এটা কি হতে পারে না, শাহজাদী কেবল নিজের মনের সাথে কথা বলবে এবং তার হাজার হাজার আওয়াজ আপনার কানে পৌছে যাবে?

তুমি কি একথা জানো, গভীর ঘুমের মধ্যে আমি তোমার আওয়াজ শুনি? কিন্তু বর্তমানে আমি তোমাকে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করাতে চাইনা। তোমার কথা শোনার এবং নিজের কথা বলার জন্য এখন যে সময়টুকু আমি পেয়েছি তার এক মুহূর্তও নষ্ট করতে চাই না। যে স্থানে আমরা পৌছে গিয়েছি এর পরে আমাদের পথে কি পরিমাণ ফুল অথবা কাঁটা বিছানো আছে এবং ভবিষ্যতেও কত দরিয়া ও মরুভূমি অতিক্রম করতে হবে, তা আমাদের দেখতে হবে।

ফাহমিদা বললো, যদি আমি নিশ্চিত হয়ে যাই, আপনি আমার সফরসঙ্গী আছেন তাহলে কেমন ভয়াবহ দরিয়া ও মরুভূমি আমরা অতিক্রম করে চলেছি তা আমার জানবারও প্রয়োজন হবে না। আজ থেকে আপনাকে দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমাদের মাথার ওপর আল্লাহর হাত আছে। আপনার মা, আমার মা ও বিলকিস চাচীর নিরব দোয়া কবুল হয়।

হায়! বিলকিস চাচীর গোস্বা দূর করার মতো কোনো দোয়া যদি আমার কণ্ঠ দিয়ে বের হতো।

ফাহমিদা বললো, মনে হচ্ছে বিলকিস চাচী আপনার প্রতি খুব বেশি নারাজ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস! আপনি দুদিন পরে গিয়ে তার অবস্থা দেখতেন। আপনি জানেন না, তিনি সবার আগে চাচাজানকে ফোন করে বলেছিলেন, আমি একটি বড় অপরাধ করে ফেলেছি। তারপর তিনি আম্মিজানের সাথে কথা বলেছিলেন এবং আমাকে ডেকে বলেছিলেন, বেটি! আমি বড় নির্বোধ। আমি ইউসুফকে অনেক দুঃখ দিয়েছি সে কোথাও গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সে সারা দুনিয়ার প্রতি রুষ্ট হলেও তোমার প্রতি কখনো রুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর দোহাই, তার সম্পর্কে কোনো খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ফোনে জানাবে। তোমার চাচা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ইউসুফ তোমাকে নিজের মা মনে করে এবং সে এমন সন্তান নয় যে নিজের মায়ের প্রতি বিরূপ হয়ে যাবে।

ফাহমিদা! আমি তো তাঁর প্রতি রুষ্ট হইনি। বরং নিজেই নিজের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলাম।

আপনি দেখবেন, টেলিফোনে খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি এখানে পৌছে যাবেন। জালিন্ধর থেকে আব্বাজানকেও সাথে করে নিয়ে আসবেন। চাচা আবদুল আজীজও এসে পৌছুতে পারেন। আপনি জানেন না আমাদের বাড়িতে আপনার গুরুত্ব



www.pathagar.com

কতখানি।

এটাও কুদরাতের একটি অলৌকিক কর্মকান্ড ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমার নিজের বাড়িতে আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। একটি কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু তোমার কাছে কোনো কথা লুকানোও যেতে পারে না। সম্ভবত আমার প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে, আমি নিজের তকদীরের অন্ধকারগুলি তোমার দৃষ্টি থেকে লুকাবার চেষ্টা করবো না। ফাহমিদা! যে রাতে চাচী বিলকিসের কাছ থেকে ধমক খেয়ে বের হয়ে গিয়েছিলাম সেই রাতেই আমাকে নিজের বাড়িতে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

ফাহমিদা কিছু বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কথা তার গলায় আটকে গেলো। সে বিস্ময়ে থ' হয়ে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে কম্পিত পায়ে পথের পাশে বসে পড়লো এবং দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো।

ইউসুফ অগ্রসর হয়ে তার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার শরীর ঠিক আছে তো ফাহমিদা?

ফাহমিদা কান্না চাপতে চাপতে বললো, আমার শরীর ভালো আছে ইউসুফ! একেবারেই ভালো। তবে আমি অবাক হচ্ছি, এ খবর শোনার পরও আমি জীবিত আছি।

আমি দুঃখিত, কথাগুলি খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম।

আপনি তাই করেছেন যা আপনার করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, আমি এত বেখবর কেমন করে থাকতে পারলাম! আমি প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে আপনার জন্য দোয়া করতে থেকেছি। আমার প্রত্যেকটা স্বপ্ন আপনাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অথচ কোনো কালো ছায়া আপনার পিছু নিয়েছে, এটা আমি টেরই পেলাম না কেন? তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলতে থাকলো, এখন আপনি নিশ্চিন্তে বলতে থাকুন। এ খবর শোনার পর এখন আমি প্রত্যেকটি কথা শুনতে প্রস্তুত।

আমাদের কোনো জায়গায় বসে কথা বলা কি ভালো হবে না?

ইউসুফ সাহেব! আমি বিলকুল ঠিক আছি। বাড়িতে পৌছার আগে আমাকে আপনার পুরো ঘটনা শোনান। বিস্তারিত বিবরণ পরে ধীরে সুস্থে শুনবো।

ইউসুফ তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললো, একথা তো আগেই বলেছিলাম, বিলকিস চাচীর ধমক খেয়ে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি বাইরে বের হয়ে পড়েছিলাম। তারপর ঘটনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, পথে আমার এক বন্ধু মনজুর আহমদের কাছে আমি থেমে গেলাম। সে রেলষ্টেশান থেকে আমার মালপত্র এনে তার বাসায় রেখেছিল। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তার সাথে কথা বললাম। তারপর আমি নিজের বাড়িতে গিয়ে খানা খেলাম। পোলাও-এর দ্বিতীয় গ্রাস মুখে দিতেই আমি অনুভব করলাম এমন কোনো জিনিস আমার ভেতর চলে গেছে যা আমার সারা শরীরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমি এত বেশি পানি পান করলাম যার চেয়ে বেশি পানি পান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তারপর আচানক আমি বমি করতে থাকলাম। কিন্তু এক প্রকার বিষক্রিয়া আমার মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমার ভেতর যে আগুন লেগেছিল



www.pathagar.com

তাকে নিভাবার জন্য আমি আরো দুএকবার অধিক পরিমাণে পানি পান করলাম এবং বমি করে ফেললাম। এরপর আমি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে কোনো মারাত্মক বিষ দেয়া হয়েছে একথা বুঝার জন্য কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না। আমি যে হটকেসের মধ্যে পোলাও রাখা ছিল সেটি নিয়ে দেউড়িতে রাখা আমার সাইকেলে চড়ে বন্ধু মনজুর আহমদের বাসায় চলে এলাম।

ঘরে সবাই ঘুমাচ্ছিল। সৎমা জেগেছিলেন। কিন্তু তিনি যা কিছু করেছিলেন তারপর আমার পথ রোধ করার সাহস তার ছিল না। মনজুর ছোটাছুটি করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের মতে আমি স্রেফ এজন্য বেঁচে গিয়েছিলাম যে, খাবারে বিষের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি এবং একটি কুদরতী প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিপুল পরিমাণ পানি পান করার ফলে আমি প্রচুর বমি করে ফেলেছিলাম। যদি বিষ আরো কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারতো তাহলে আমার কি হয়েছিল তা তোমরা জানতেই পারতে না।

আপনার সৎমা এ বিষ দিয়েছিল, এ ব্যাপারে কি আপনি নিশ্চিত।

তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করতে বিলম্ব করেননি। আমাদের সাক্ষাতের পূর্বে মনজুর ও আমিনা ছাড়া আর কেউ একথা জানতো না আর এখন চতুর্থ ব্যক্তি হিসাবে তুমি একথা জানলে। কিন্তু এর বাইরে আর কারো একথা জানা উচিত নয়। আমি চাই না আব্বাজীর শেষ জীবনটা তিক্ত হয়ে যাক।

ইউসুফ সাহেব! একথা আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো করেই জানেন যে, হত্যাকারী একটি হত্যা করে ক্ষান্ত হয় না।

তুমি ঠিকই বলছো। কিন্তু আমি সৎমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে সক্ষম হয়েছি যে, আমাদের বাড়িতে এরপর যে কোনো মৃত্যু তা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের ফলে হলেও তাকে আমার সৎমা, তার পিতামাতা ও কালাপীর প্রদত্ত বিষক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করা হবে। আমি ল্যাবরেটরী থেকে বিষ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে আমার বন্ধু মনজুর আহমদের কাছে রেখে এসেছি, এ ব্যাপারটি তাকে হামেশা ভীতিগ্রস্ত করে থাকবে।

আমি জানিনা আমার দিল কতটা মজবুত। কিন্তু বর্তমানে আমি পূর্ণ প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পরি, যদি আপনার কিছু হয়ে যেতো এবং আমি এ ঘটনা জানতে পারতাম, তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রকাশ্য জনসমক্ষে আপনার হত্যাকরীকে নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করতাম, অথচ আমি কি করছি তা আমি অনুভবই করতে পারতাম না।

ফাহমিদা! হয়তো এখন আমি তোমাকে বুঝাতে পারবো না কেন আমি হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে মাফ করে দিয়েছিলাম। তবে এর কারণ স্বরূপ এমন সব অবস্থার কথা বলা যেতে পারে যেগুলির জন্য হঠাৎ জীবনের প্রতি আমার যাবতীয় আকর্ষণ খতম হয়ে গিয়েছিল। অথবা আমার ভাইকে আমি কোনো আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। যাহোক এসব অবস্থায় আমি এই ধরনের ফয়সালাই করতে পারতাম। এ প্রসংগে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, বমি করতে করতে যখন আমার নাড়ি ভূঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল এবং আমার মন-মস্তিস্কের ওপর



www.pathagar.com

মৃত্যুর বিভীষিকা ছেয়ে যাচ্ছিল তখন আমি তোমাকে ডাক দিতে চাচ্ছিলাম। আমি তোমাকে দেখতে চাচ্ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম তোমার হাত আঁকড়ে ধরে থাকবো এবং ততক্ষণ ধরে থাকবো যতক্ষণ আমার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা মৃত্যুর নির্মম পাঞ্জায় একেবারে নিশেষিত না হয়ে যায়। ফাহমিদা! হয়তো আমার মা বিশ্বাস করতেন, তিনি অকস্মাত আমাকে এ দুনিয়ায় রেখে চলে যাবেন আর এই চলে যাওয়ার পূর্বে তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর পরে আমার এমন কোনো সহযাত্রীর দরকার হবে যাকে আমি নিজে পছন্দ করবো, যার ওপর বিশ্বাস করবো এবং যার জন্য আমি নিজের জীবনপাত করতে পারবো। তুমি হয়তো বলবে, আমার চারপাশের তিক্ততাকে আড়াল করার জন্য আমি কাব্যিকতার আশ্রয় নিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে দেখে কোনো কষ্টদায়ক কথা চিন্তা করার মতো মানসিকতা তো আমার নেই।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমাদের অবস্থানের কাছাকাছিই আমরা এসে পড়েছি এবং সেখানে পৌঁছে আপনাকে কোনো প্রকার তিক্ততায় সম্মুখীন হতে হবে না।

ইউসুফ হেসে বললো, হায়! যদি তোমাদের আবাস অনেক দূরে হতো এবং এতো দূরে হতো যে, তোমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে আমার সারাজীবন অতিবাহিত হয়ে যেতো।

ইউসুফ সাহেব! জীবন অতিবাহিত করার জন্য তো আমাদের ছোট কুটিরের চারদিকে আমরা অসংখ্য চক্কর কাটতে পারি। এখন ঘরে সবাই আপনার পথের দিকে তাকিয়ে আছে, এ পেরেশানী যদি আমার না হতো তাহলে আমি একটি দীর্ঘ পথ ধরতাম। আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এ অনুভূতিই এখন আর আমার মধ্যে কোনো কাজ করছে না।

ফাহমিদা! তোমার সংগে আমি মাউন্ট এভারেস্টেও উঠতে পারি।

মাউন্ট এভারেস্টের প্রোগ্রাম তো পরে বানাবেন বর্তমানে আপনার সমস্ত বুদ্ধিমত্তা যে বিষয়ে খাটাতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আমার আব্বু, চাচী এবং সম্ভবত নানীজান আগামীকাল পর্যন্ত এখানে পৌছে যাবেন। দুষ্টু নাসরীন সবাইকে নিশ্চয়ই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। আর সম্ভবত এখানে আগমনকারীরা মনে কোনো বড় ধরনের ফায়সালা করে ফেলেছেন। আপনাকেও কোনো ফায়সালা করতে হবে।

ফাহমিদা! যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম সেদিনই যা চিন্তা করার আমি চিন্তা করে ফেলেছিলাম। এখন যে অবস্থার আমরা মুখোমুখি হচ্ছি তার সমস্যা দেখতে হবে। তোমাকে একটি অদ্ভূত ঘটনা শুনাচ্ছি। একদিন আমি খুবই দুঃখভারাক্রান্ত ছিলাম, ভ্রমণ করতে করতে আপার মিসৌরি পার হয়ে সামনের দিকে একটি গভীর জঙ্গলে পৌছে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি বেঁটে সাইজের পরদেশী গাছ দেখেছিলাম। এটি কেবল লম্বায় ছিল ছোট, নয়তো আমাদের গ্রামের বাইরে যে বিশাল বিশাল পরদেশী গাছ আছে সেগুলির সাথে চেহারাগত দিক দিয়ে তার কোনো অমিল ছিলনা। আমি অবাক হয়েছিলাম এজন্য যে, এই গাছটি তার কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে শত শত মাইল দূরে এখানে কেমন করে পৌছেছে। এরপর আমি অনুভব করছিলাম, আমিও একটি পরদেশী গাছ এবং আমিও নিজের কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে গেছি। এখন আমি ভাবছি, এই



www.pathagar.com

ছোট পরদেশী গাছটি বোধ হয় তার শাহজাদীর তালাশে এখানে এসে পৌছেছে।

এত বেশী ভ্রমণ করার পরও আপনি এধরনের গাছ আর কোথাও দেখেননি?

এ গাছটি দেখার পর প্রথম আমার মনে হচ্ছে এ ধরনের গাছ আরো আছে হয়তো। আর এই ধরনের শাহজাদীও তো আরো হতে পারে যাদেরকে দেখে এই ছুটন্ত গাছগুলির কাফেলা হয়তো আরো কয়েক জায়গায় থেমে গিয়ে থাকবে। তারপর জমি ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে এদের দৈর্ঘ্যেও পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু আমি দুঃখিত, আমি একথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি কোনো পরদেশী গাছ নয় বরং নিজের শাহজাদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমি যেসব অনাকাংখিত অবস্থার মোকাবিলা করছি অথবা আমার কারণে তোমাকে মোকাবিলা করতে হবে সেগুলির ব্যাপারে আসা যাক। ফাহমিদা! সমস্যার চোরাবালি থেকে বের হয়ে আসতে গিয়ে তোমার বা তোমাদের খান্দানের গায়ে এক ফোঁটা কাদা লাগুক এবং যাদের কাছ থেকে আমি ভালোবাসা পেয়েছিলাম তারা আমাকে ঘৃণা করুক তা আমি পছন্দ করি না।

দেখুন ইউসুফ সাহেব! ফাহমিদা একটু থেমে গিয়ে বললো, আপনি যেসব অবস্থার মোকাবিলা করছেন আমি তা দেখে ভয় পেয়ে যাবো অথবা তা থেকে পালাবার চেষ্টা করবো, একথার বিরুদ্ধে আমি জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একথা হয়তো আমি আপনাকে কখনো বলতাম না, যখন আপনি বিষ মেশানো খাবারের গ্রাসের কথা বলছিলেন তখন আমার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হয়েছিল তা ছিল এই যে, সেই খানায় আপনার সাথে আমি শামিল ছিলাম না কেন? কিন্তু এখন আমি অনেক নয়, মাত্র একটি কথা বলতে চাই এবং তা হচ্ছে এই যে, আপনার সাথে বাঁচা ও আপনার সাথে মরা ছাড়া আমার দিলে আর কোনো খায়েশ নেই। আপনি জানেন, আজ রাতে বিছানায় যাবার আগে আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করার জন্য একশ' রাকাত নফল নামায পড়বো। এখন আপনাকে যারা ভালোবাসে তাদের সাথে মোলাকাত করার জন্য তৈরি হয়ে যান। তারা হয়তো বহুক্ষণ থেকে কুঠির বাইরে এসে আপনার জন্য ইন্তিজার করছেন।

পাঁচ মিনিট পর। ইউসুফ, সফিয়া, জহীর ও নাসরীনের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

খালাজান! আসসালামু আলাইকুম। সফিয়া দু'হাত ইউসুফের মাথার ওপর রাখলেন।

নাসরীন বললো, আম্মীজান! আমি যদি কুয়াশার মধ্যে তাঁকে খুঁজে না নিতাম তাহলে তিনি মিসৌরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ কথা আমরা জানতেই পারতাম না। আর তিনিও জানতে পারতেন না আমরা এখানে এসেছি।

ফাহিমদা বললো, নাসরীন! তোমার ভাইজান পথে কয়েকবার তোমার শুকরিয়া আদায় করেছেন। ইউসুফ সাহেব বলেন, আমি নাসরীনের এ ইহ্সান কখনো ভুলবো না যে, যখন সমস্ত পথ আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিল তখন সে আমার সামনে আলো হয়ে ফুটে উঠেছিল।

সত্যি ভাইজান!

হ্যাঁ নাসরীন! আমি সত্যিই তোমার প্রতি শোকরগুজার। নয়তো আমরা হয়তো এই



www.pathagar.com

কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতাম এবং আর কখনো পরস্পরকে দেখতে পেতাম না।

নাসরীন বললো, আম্মীজান! আমি ভেতরে যাচ্ছি। হয়তো টেলিফোন এসে যাবে। আপনি ভাইজানকে কোথাও যেতে দেবেন না।

দুষ্টু মেয়ে যাও। আর চা নিয়ে এসো। তোমার ভাইজান কোথাও যাবে না।

কিছুক্ষণ পর। তারা কুঠির এক কামরায় বসে চা পান করছিল। অন্য কামরায় টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। নাসরীন দৌড়ে গিয়ে রিসিভার উঠিয়ে বললো, জী হাঁ চাচীজান! আম্মীজানের সাথে কথা বলুন এবং সবশেষে আমার সাথে কথা বলতে ভুলবেন না।

সফিয়া উঠে তার হাত থেকে রিসিভার নিলেন এবং চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, বিলকিস! আমি তোমাকে একটি সুখবর শুনাতে চাচ্ছি। অনেক বড় সুখবর। ইউসুফকে পাওয়া গেছে। হ্যাঁ এখানে, মিসৌরিতে। তুমি তার সাথে কথা বলা পছন্দ করবে? আরে ভাই! সে এখানেই আছে। সে তোমার প্রতি মোটেই নারাজ নয়। ভাইজান ঠিকই বলেছিলেন সে এমন ছেলে নয় যে মায়ের প্রতি নারাজ হবে। সে আমাদের পাশের কামরায় চা খাচ্ছে। আমি তাকে ডাকছি।

দেখো সফিয়া! আমি ধীরে সুস্থে কয়েকটি কথা বলতে চাই। অন্য কারোর সামনে হয়তো ইউসুফ খোলামেলা কথা বলতে ইতস্তত করবে।

ভাই! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তার আওয়াজ টেলিফোনের কামরার বাইরে যাবে না আর সে তোমার অনুমতি ছাড়া আমাদের কোনো কথা বলবে না। ভাই! আমি বলতে চাই, তোমরা খোলাখুলি কথা বলো। বেটা ইউসুফ! এদিকে এসো, বিলকিস তোমাকে ডাকছে।

ইউসুফ কামরায় প্রবেশ করলো এবং তার পেছনে পেছনে এসে ঢুকলো নাসরীন। সফিয়া ইউসুফের হাতে টেলিফোনের রিসিভার দিয়ে নাসরীনের হাত ধরে বললো, বিলকিস তোমাকে নয়, ইউসুফকে ডেকেছে। যদি তোমার জন্য কোনো কথা থাকে তাহলে তোমাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এখন তোমার ভাইকে নিশ্চিন্তে কথা বলতে দাও।

নাসরীন কিছু না বলেই তাঁর সাথে বের হয়ে পাশের কামরায় ফাহমিদার কাছে বসে পড়লো।

এদিকে ইউসুফ ভারী গলায় তার আলাপ শুরু করলো, আসসালামু আলাইকুম চাচীজান! আমি আপনার ছেলে ইউসুফ। কোনো নারাজির কারণে আমি গায়েব হয়ে যাইনি। আমি ছোট্ট একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। চাচীজান, আপনি পেরেশান হয়ে পড়বেন বলে আমি আপনাকে জানাইনি। হ্যাঁ, চাচীজান! না জানার পরও তো আপনি পেরেশান হয়ে থাকবেন চাচীজান। কিন্তু এটা এমন একটা ঘটনা ছিল যা আমার দুই ঠোঁটে মোহর মেরে দিয়েছিল। চাচীজান! এ ব্যাপারে আমি ফাহমিদাকে যতটুকু জানিয়েছি তা আপনিও জানতে পারবেন। কিন্তু টেলিফোনে জানাবার পরিবর্তে আমি নিজে হাজির হয়ে সামনাসামনি আপনাকে বলবো।



www.pathagar.com

বেটা! এ সমস্ত কথা আমিনা আমাকে বলেছে। এজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে জানতো না তুমি কোথায় আছো। নয়তো আমরা তোমাকে খুঁজে বের করে ফেলতাম।

সত্যি চাচীজান! আপনি কাল এখানে আসছেন? না, আমি পালিয়ে যাবনা। চাচীজান! আমি দেরাদুন স্টেশানে আপনাকে স্বাগত জানাবো। ঠিক আছে চাচীজান! আমি এখানে খালাজানের কাছে থাকবো। নাসরীন! খালাজানকে পাঠাও। সে রিসিভার একদিকে রাখতে রাখতে বললো।

সফিয়া ভেতরে এসে রিসিভার উঠিয়ে নিল। সে কতক্ষণ নিরবে শুনতে লাগলো। তারপর বললো, খুব ভালো, আমরা আপনার ইন্তিজার করতে থাকবো। ফাহমিদার আব্বাজানের সাথেও টেলিফোনে কথা বলে নেবেন। হতে পারে উনিও জালিন্ধর থেকে আপনাদের সাথে চলে আসতে পারেন। আমরা কয়েকদিন এখানে থাকবো। কুঠির মালিক একমাস পরে এখানে আসবেন। সে পর্যন্ত পুরো বিলডিংটাই আমাদের অধীনে থাকবে। ফাহমিদার সাথে নিজেই কথা বলে নিন। আজ নাসরীন এত বেশী খুশি যে, সে আপনার ও ফাহমিদার আলাপের মাঝখানে দখল দেবে না। ফাহমিদা বেটি! নাও তোমার চাচীর সাথে কথা বলো।

ফাহমিদা রিসিভার ধরেই বললো, আসসালামু আলাইকুম চাচীজান! চাচীজান! তাকে বেশ কিছুটা দুর্বল মনে হচ্ছে। -না, না, তিনি আমাদের বা আমরা তার কোনো খবর জানতাম না। রাস্তার ওপর ছিল জমজমাট কুয়াশা। তার মধ্যে নাসরীন তাকে আচানক দেখতে পেয়েছিল। হ্যাঁ, চাচীজান! আপনার সাথে অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমি বেচাইন হয়ে আপনার ইন্তিজার করছি। নাসরীন! নাও, চাচীজানের সাথে কথা বলো।

নাসরীন রিসিভার কানে লাগিয়ে বললো, কিসের ইনাম? না, চাচীজান! ইউসুফ ভাইকে পাওয়া যাওয়ার খুশির চাইতে আর বড় ইনাম কি হতে পারে! চাচীজান! ভাইজান আমার ঠিক তেমনটি লাগছেন যেমনটি আগে ছিলেন, কেবল সামান্য কমজোর মনে হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ, চাচীজান!

এরপর তারা অন্য কামরায় বসে আলাপ করতে থাকলো। সফিয়া বললেন, বেটা! আমি বাবুর্চিখানায় কিছু নির্দেশ দিয়ে আসছি। তোমরা ধীরে সুস্থে কথা বলতে থাকো। আমার মনে হচ্ছে, এক-দুদিন আমাদের বেশ ব্যস্ত থাকতে হবে। বেটা! মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমার যে কথাটি সবার আগে জিজ্ঞেস করা দরকার সেটিই আমি ভুলে গেছি। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

খালাজান! ভালোই হলো, আপনি জিজ্ঞেস করলেন। আমার সাথে আমার সিন্ধি দোস্ত আহমদ খান সাহেব এসেছেন। আমরা এখানে নিকটেই একটি কুঠিতে অবস্থান করছি। আমি দীর্ঘক্ষণ থেকে গরহাজির রয়েছি এবং তিনি হয়তো বহুক্ষণ থেকে পেরেশান হয়ে গেছেন।

দেখো বেটা! আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে আমার দৃষ্টির বাইরে রাখতে পছন্দ



www.pathagar.com

করবো না। তুমি কিছুক্ষণের জন্য যাও এবং তাঁকে সাথে নিয়ে খেতে এসো।

খালাজান! এটা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। বর্তমানে আমি তাঁর মেহমান এবং তিনি মেহমান নওয়াজীর ব্যাপারে বড়ই স্পর্শকাতর। প্রথমে তো শেকায়েত করবেন দুপুরে যখন আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম তখন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। আগামীতে আপনি যখনই হুকুম করবেন আমি তাঁকে সাথে করে নিয়ে আসবো।

ঠিক আছে বেটা! তুমি এখন যাও এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ফিরে এসো।

নাসরীন বললো, আম্মীজান! ভাইজান যখন খান সাহেবের কাছে আমাদের পরিচয় দেবেন তখন তিনি তাকে আমাদের এখানে খানা খেতে নিষেধ করবেন না। তিনি খুবই ভালো লোক। নানীজানও তাঁকে জানেন। আমরা যখন ভাইজানের সাথে সফর করেছিলাম তখন তিনি কোয়েটা রেলস্টেশানে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন। ভাইজান! আপনি তাঁকে বলবেন, আমরা অনেকক্ষণ কথা বলবো এবং যদি বেশী দেরী হয়ে যায় তাহলে নাসরীনের পীড়াপীড়িতে হয়েতো থেকেও যেতে পারি সেখানে।

নাসরীন! তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেবার জন্য আমার কোনো বাহানার প্রয়োজন হবে না। তিনি এত বেশী ভালো যে, আমি কেবলমাত্র একটি পত্রে তাঁকে নিজের পেরেশানীর কথা জানিয়েছিলাম, তাতেই তিনি এ সফরে আমার সংগ দেবার জন্য লাহোরে চলে এসেছিলেন।

নাসরীন বললো, আম্মীজান! আমার ভয় হচ্ছে ভাইজান পথ ভুল করবেন। তাই বাবুর্চিকে ওঁর সাথে দিলে ভালো হয়।

একথায় সবাই হেসে ফেললো।

দশ মিনিট পর। পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে ইউসুফ তাদের আবাস গৃহে প্রবেশ করলো। আহমদ খান তখন অস্থিরভাবে কামরার বাইরে টহল দিচ্ছিলেন। ইউসুফের সালামের জবাব দিয়ে তিনি বললেন, ভাই ইউসুফ! তোমার বন্ধুদের তুমি কি এভাবে পেরেশান করে থাকো?

ইউসুফ বললো, খান সাহেব! আমার ওজর কবুল করুন। অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটে থাকে যার ফলে সময় যে বয়ে যাচ্ছে তা আর অনুভবই করা যায় না। খান সাহেব! আপনি বলেছিলেন, সওয়ার যখন পথ ভুলে যায় তখন ঘোড়াকে তার মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়। সে হামেশাই তাকে কোনো ভালো জায়গায় পৌছিয়ে দেয়। খান সাহেব! আমার বুদ্ধির ঘোড়ার লাগাম আমি একেবারেই ঢিলে করে দিয়েছিলাম, আর আমার ধারণা অনুযায়ী যাদের থেকে আমি বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম তারা একটি স্বপ্নের মতো আমার পথে এসে গিয়েছিল। সড়ক ছিল ঘন দূর্ভেদ্য কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তখন আমি সেই আওয়াজ শুনতে পেলাম যার সাথে আমার কান ছিল অতি পরিচিত। তারপর সেই মেয়েটি আমাকে চিনতে পেরে শোরগোল শুরু করে দিল, যাকে আপনি কোয়েটায় দেখেছিলেন।

আর তার বোনও তার সাথে ছিল?



www.pathagar.com

জী হ্যাঁ, ওরা এখানে নিকটেই একটি বাংলোয় অবস্থান করছে। আর আমার মনে হয় কাল পর্যন্ত ওদের কিছু আত্মীয়ও সেখানে এসে যাবে। এখন আপনি যদি ইজাযত দেন তাহলে আমাকে কিছুক্ষণ ওদের সাথে থাকতে হবে।

ভাই তুমি অবাক করলে, ওদের বাড়িতে যাবার জন্য তুমি আবার কারোর অনুমতির প্রয়োজন বোধ করছো!

খান সাহেব! ওরা আমাকে বলছিল, খানা আমি ওদের সাথে খাবো। ওদের খাহেশ ছিল আমি আপনাকেও সাথে নিয়ে যাবো। কিন্তু আমি তাদেরকে বলেছি, সম্ভবত এসময় আপনি আসতে পারবেন না। কাজেই অন্য কোনো সময় দেখা যাবে।

ঠিক আছে ইউসুফ! তুমি এখনই ওদের কাছে যাও। আর কোনো পর্যায়ে যদি তুমি ওদের সাথে কথা বলার জন্য একজন বড় ভাইয়ের প্রয়োজন অনুভব করো তাহলে আমি হাজির আছি।

শুকরিয়া খান সাহেব। আমি অনুভব করছি, আচানক এই ধরনের কোনো পর্যায়ও আসতে পারে।

আচ্ছা ভাই! এখন তুমি এখনই ওদের কাছে পৌছার ব্যবস্থা করো।

কয়েক মিনিট পরে ইউসুফ সফিয়ার অবস্থান স্থলে প্রবেশ করলো। তাকে দেখতেই নাসরীন বলে উঠলো, দেখলেন তো আম্মীজান! ফাহমিদা আপা ঠিক বলেছিল। আপা সবসময় সঠিক কথাই বলে থাকে। আপা বলেছিল, তুমি দেখে নিয়ো, তোমার ভাইজান ঠিক আধ ঘণ্টার আগেই এসে পড়বেন। আর আপনি একথা মানতেই রাজি ছিলেন না।

ফাহমিদা বললো, তুমি একেবারেই দুষ্টু হয়ে গেছো নাসরীন! ইউসুফ ফাহমিদার দিকে তাকালো। দেখলো সে মাথা ঝুঁকিয়ে নিজের হাসি লুকাবার চেষ্টা করছে। সফিয়ার সামনে বসতে বসতে ইউসুফ বললো, খালাজান! আহমদ খান সাহেব আমাকে বলেছিলেন, এখন আমার বেশী সময় আত্মীয়দের সাথে কাটানো উচিত।

সফিয়া বললেন, ফাহমিদা বেটি! টেবিলে খানা লাগাও। আমাদের ছেলের খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সবাই খানা খেতে বসে গেলো। খেতে খেতে ইউসুফ বিস্তারিতভাবে তার বিবরণ সফিয়াকে শুনালো। নাসরীন খাবার খেতে খেতে উঠে চলে গেলো এবং অন্য একটি কামরায় প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ পরে সফিয়া আওয়াজ দিলেন,

'নাসরীন! নাসরীন!' কিন্তু কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

কি হলো ফাহমিদা, সে তো তার খাবারও শেষ করেনি?

'আম্মীজান!' ফাহমিদা জবাব দিল, সে কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে হয়তো।

ইউসুফ জলদি উঠে অন্য কামরার দিকে এগিয়ে গেলো। দেখা গেলো নাসরীন দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'নাসরীন কি হয়েছে?' ইউসুফ সাগ্রহে তার মাথায় হাত রেখে বললো।



www.pathagar.com

নাসরীন শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

নাসরীন! আমি জিন্দা আছি। আল্লাহ আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

ভাইজান! আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরেছে। যখন বিষ খাওয়ার কথা বলছিলেন তখন আমি জোরে চিৎকার করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠনালী থেকে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না। ভাইজান! আমরা আপনার জন্য অনেক দোয়া করতাম। আর আপার কথা থেকে অনেক সময় আমার মনে আশংকা জেগে উঠতো। সে আপনার সম্পর্কে খুব বেশী পেরেশান থাকতো। ভাইজান! আমার বিশ্বাস, আপনার সম্পর্কে কোনো খারাপ খবর শোনার আগেই আমি মরে যাবো।

দেখো নাসরীন! এই ধরনের কথা বলতে নেই। আমাদের সবার জন্য তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ আমাদের প্রয়োজন রয়েছে তোমার স্নেহ-ভালোবাসার।

ভাইজান! আপনি যখন হুকুম দিচ্ছেন তখন আমি অবশ্যই জিন্দা থাকবো।

নাসরীন মুচকি হেসে তার অশ্রু মুছে ফেললো।

ইউসুফ তার হাত ধরে অন্য কামরায় নিয়ে এলো এবং খাবার টেবিলে তাকে বসিয়ে দিতে দিতে বললো,নাসরীন! তুমি কি জান, তোমার খাওয়া, হাসা ও কথা বলা আমার খুবই ভালো লাগে? তোমার কি এতে কোনো আনন্দ হয়নি যে, বিষ মেশানো খাবার খাওয়ার পরও মিসৌরিতে তোমরা আমাকে পেয়ে গেছো?

ভাইজান! আনন্দ এত বেশী হয়েছে যে, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার দিল আচানক ভারী হয়ে উঠেছিল। আপনি ধীরে সুস্থে আপনার কথা শেষ করুন। আমি ওয়াদা করছি, এবার আমার পক্ষ থেকে আর কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হবে না।

নাসরীন নিশ্চিন্তে খানা খেতে থাকলো এবং ইউসুফ তার বাকি বিবরণ শেষ করলো।

খাওয়া শেষ হবার পর সফিয়া কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং তারপর ছেলেমেয়েদের পাশের কামরায় চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। ইউসুফকে বললেন, বেটা! আমি তোমাকে একটি জরুরী কথা বলতে চাই। উঠে গিয়ে দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো এবং আমার কাছে এসে বসো।

ইউসুফ দরোজা বন্ধ করার পর নিকটে এসে বসে বললো, কোনো পেরেশানীর ব্যাপার কি খালাজান?

বেটা! পেরেশানীর ব্যাপার তো ছিল কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানি করেছেন। তবুও এখনো একটি জট খোলা যায়নি। কিন্তু আমার মন বলছে, তাও খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। তুমি তো জানো, নাসরীনের সর্ব কনিষ্ঠ চাচা এখান থেকে এম. বি. বি. এস করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে কয়েকমাস পূর্বে এক নওজোয়ান সম্পর্কে সে লিখেছিল যে, সেও তার সাথে শিক্ষা শেষ করেছে এবং একটি বড় হাসপাতালে তারা একই সাথে কাজ করছে। সে দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদের একটি উচ্চ অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার নাম কামাল উদ্দীন। ফাহমিদার চাচা তার পত্রে প্রায়ই তার কথা লিখেতো যে, সে খুবই প্রতিভাবান এবং উচ্চ



www.pathagar.com

খান্দানের সাথে সম্পর্কিত। মাস তিনেক পূর্বে সে ফাহমিদার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আমরা তার জওয়াবে লিখেছিলাম, ফামিদার বি.এ. পাশ করার আগে কারোর সাথে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। দিন পনেরো পূর্বে একটি পত্র এসেছিল। সে পত্র পড়ে তো আমার মাথায় চক্কর দিয়ে উঠেছিল। তাতে সে লিখেছিল, তারা দুজন সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে সামুদ্রিক জাহাজ যোগে করাচী পৌঁছে যাবে। যদি আমরা করাচী চলে যেতে পারি তাহলে সেখানে তার পিতামাতার সাথে মোলাকাত হয়ে যাবে। নয়তো হায়দরাবাদ চলে যাওয়ার পরিবর্তে তারা ও তাদের সাহেবজাদা সোজা জালিন্ধরে আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদানের কথা ঘোষণা করে দেয়া হবে। কামাল উদ্দীন ও তার পিতামাতা এখনই শাদী পড়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। তারা ফাহমিদার বি.এ. কেন বরং এম.এ. পাশ করারও ইন্তিজার করতে পারবেন। সে কামাল উদ্দীনের কয়েকটা ছবিও পাঠিয়েছিল। বেটা! তুমি চিন্তাও করতে পারবে না আমি কত বেশী পেরেশান ছিলাম। আমি সে চিঠি বিলকিসকেও দিয়েছিলাম। আর আমি মনে করি, সেও খুব পেরেশান হয়ে আছে। নাসরীন সেদিন খুব কান্নাকাটি করেছিল। সে রাগের বশে তার চাচাকে একটি পত্রও লিখে দিয়েছিল। তার কোনো নকল আমি নিজের কাছে রাখতে পারিনি। নয়তো তুমিও তা পড়ে খুব হাসতে। ফাহমিদাও খুব মন মরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেও এচিঠি পড়ে হেসে ফেলেছিল। কিন্তু বেটা! এখন আমরা আর পেরেশান নই। আল্লাহর শোকর তুমি এসে গেছো। আমার ভয় ছিল দেরাদুনের আমাদের মেজর সাহেব আমাদের ওপর বহুত চাপ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিন্ত এজন্য যে, আমার লড়াইটা লড়বে বিলকিস। বিলকিস আমাকে টেলিফোনে কি বলেছে তা আমি তোমাকে বলিনি।

খুব গোস্বা ছিল তার ফাহমিদার চাচার ওপর। সে বলছিল ওই বেকুব কয়েক বছর লণ্ডনে বাস করে মনে করছে সে আকলমন্দ হয়ে গেছে।

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু সে যদি উচ্চ ও ভালো খান্দানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে তাহলে তার ভবিষ্যতও খুব উজ্জ্বল। এক্ষেত্রে ফাহমিদাকে তার ভবিষ্যতের ফায়সালা খুব ভেবে চিন্তে করা উচিত।

নাসরীন কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো। সে বললো, ভাইজান! আমি আপনাকে বলবো সে দেখতে কেমন। তার একটা চোখ একটু উপরে এবং একটা একটু নীচে। নাকটা একটা লম্বা মূলা। গর্দান লম্বা সোরাহীর মতো, যেমন ধরুন উটের গলা।

ইউসুফ বললো, নাসরীন! নিজের চাচার দোস্ত সম্পর্কে এমন কথা বলা ঠিক নয়।

ভাইজান! আমি মিথ্যা বলতে যাবো কেন? যদিও উনি কালো। কিন্তু আমি শ্যামলা বলতে পারি। আর এই ক্যামেরাম্যানরাও ক্যামেরা দিয়ে ছবি ওঠাবার সময় বড়ই বেইমানী করে। আর ইউরোপবাসীরা তো এ বিদ্যায় আমাদের চাইতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারা প্রয়োজনে হাবশীদেরকেও ইংরেজ বানিয়ে নেয়। আমি খুব ভদ্র ভাষায় একটি চিঠি লিখেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, চাচাজান! ইংল্যাণ্ডেও কি এমন কোনো গরম এলাকা আছে যেখানকার লোকেরা আপনার দোস্তের মতো কালো হয়।



www.pathagar.com

আমার প্রশ্নের জওয়াবও তিনি দিয়েছিলেন বড়ই স্নেহসিক্ত ভাষায়। তিনি লিখেছিলেন, ভাই কামাল উদ্দীন সাহেবের মায়ের রং সামান্য উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আব্বু আম্মীর পক্ষ থেকে যেসব চিঠি চাচাজানের কাছে লেখা হয়েছিল এবং চাচা আবদুল আজীজ ও চাচী বিলকিস লিখবেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, তাদের করাচী পৌঁছার পর চাচাজান আর তাদের জালিন্ধরে আসার পরামর্শ দেবেন না। কিন্তু এরপরও যদি তারা এসে যায়, তাহলে আপনি দেখবেন আমি তাদেরকে হায়দরাবাদে না পৌঁছিয়ে দিয়ে দম ফেলবো না। ভাইজান! আমি তার এতগুলি কার্টুন বানিয়েছি যে, প্রতিদিন যদি তার একটি করে কার্টুন দরোজার গায়ে সেঁটে দিই তাহলেও দুমাস কেটে যাবে।

জহীর বললো, আপাজান ওই কার্টুন বিলকিস চাচীজানকেও দেখাবে। আমি তাঁকে একথা আগেই বলে দিয়েছি। তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

সফীয়া বললেন, এখন রাত অনেক হয়েছে। তোমরা ঘুমাতে যাও। সকালে উঠে আবার মেহমানদের স্বাগত জানাবার ব্যবস্থা করতে হবে। নাসরীন বেটি! তোমার ভাইজানকে তার কামরা দেখিয়ে দাও।

বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সাথে সাথেই ইউসুফ গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলো। সকালে সে উঠলো সতেজ হয়ে। উঠানে ইউসুফ যখন কলের মুখে অযু করছিল তখন ফাহমিদা সেখান দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো, ইউসুফ সাহেব! আপনি কেন বলেছিলেন, আমাকে ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আমার ভবিষ্যতের ফায়সালা করা উচিত?

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, আমি কারণও বাতলে দিয়েছিলাম। কিন্তু যদি এ কারণ তোমার ভালো না লেগে থাকে তাহলে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

শোকরিয়া। ওকথাগুলো আমার একদম ভালো লাগেনি। আর এখন ওগুলো কেন আমার ভালো লাগেনি তা আর আপনাকে বুঝাবার প্রয়োজনও আমার না থাকা উচিত। ফাহমিদা আর কোনো কথা না বলে সামনের দিকে চলে গেলো।

ইউসুফ নামায পড়লো তারপর ছড়ি হাতে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো। একটি লম্বা চক্কর দেওয়ার পর সে আহমদ খানের বাসায় পৌঁছে গেলো। তখন সূর্য ওপরে উঠে গিয়েছিল। আহমদ খান ও তার বেটা খান মুহাম্মদ তার ইন্তিজার করছিল। খান মুহাম্মদ বারান্দা থেকে কয়েক কদম দূরে থাকতে তাকে দেখতে পেয়েছিল। সে 'এই তো ইউসুফ সাহেব এসে গেছেন' বলতে বলতে বাইরে বের হয়ে এলো।

ইউসুফ অগ্রসর হয়ে আহমদ খানের সাথে মুসাফাহা করলো। তিনি বললেন, বেটা! নাশ্‌তা আনো। তারপর তারা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গেলেন।

ইউসুফ বললো, কিছুক্ষণ পরে আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে। আর সম্ভবত দুপুরের খাবারে আমি শামিল থাকতে পারবো না।

আহমদ খান বললেন, আমার ভাই! এমন কথা বলতে গিয়ে তোমার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। আমি নিজেও চাই যতদিন ওরা এখানে থাকে ততদিন তুমি ওদের সাথে



www.pathagar.com

বেশী সময় দাও। এতে আমি বেশী খুশি হবো।

শোকরিয়া খান সাহেব। আমি দুঃখিত, দুদিন আমি ও খান মুহাম্মদ সাহেব ভ্রমণে বের হতে পারিনি।

ভাই ইউসুফ! ও হচ্ছে তোমার অতিজা। তুমি যদি ওকে সাহেব বলো তাহলে তো ও বিগড়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ সকালে আমিও তোমাদের সাথে ভ্রমণে বের হতে থাকবো।

ইউসুফ দীর্ঘক্ষণ খান মুহাম্মদের শিক্ষার ব্যাপারে আলাপ করতে থাকলো। উঠে যাবার পূর্বে তার বইগুলো দেখলো তারপর বললো,ভ্রমণের সময় আমি তোমার সাথে ইংরেজী ভাষা ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করবো। তারপর নাশ্‌তা সেরে দুঘন্টা অন্যান্য বিষয় পড়াবো।

আহমদ খান বললেন, ইউসুফ সাহেব! আমার বেটা কিছুটা কমজোর। এর মনে পুঁথিগত বিদ্যার ব্যাপারে আবার যেন এত বেশী ভয় না ঢুকে যায় যার ফলে সে একে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। তাই শুরুতে এর পেছনে এক ঘন্টা সময় দাও। এর পর যখন এ নিজেকে পুঁথিগত জ্ঞানের বোঝা উঠাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে করবে তখন পড়াবার সময় বাড়ানো যাবে।

পনের মিনিট পর ইউসুফ ফিরে গেলো। সফীয়াদের আবাসস্থলে পৌঁছে সে দেখলো তারা নাশতার টেবিলে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

সফীয়া বললেন, বেটা! অনেক দেরী করে ফেললে।

খালাজান! আমি ওজর পেশ করছি। এখান থেকে বের হবার সময় আমি একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমার আসতে একটু দেরী হবে। ভ্রমণ শেষে আমি আহমদ খান সাহেবদের ওখানে গিয়েছিলাম।

ঠিক আছে বেটা! এখন নাশতা খাও। নাসরীন! নওকরকে ডেকে চা আনতে বলো।

নাসরীন দ্রুত উঠে নওকরকে চা আনতে বলে আবার নিজের জায়গায় এসে বসলো।

বেটা! শুরু করে দাও।

খালাজান! এজন্য আমাকে দ্বিতীয় বার ওজর চাইতে হবে। ব্যাপার হচ্ছে, খান সাহেব আমাকে দেখতেই নাশ্‌তা আনালেন এবং আমি সেখানে ওজর পেশ করতে পারলাম না।

নাসরীন বললো, ঠিক আছে ভাইজান! খান সাহেবের ওখানে আপনি নাশ্‌তা করে থাকবেন কিন্তু মনে হয় পরোটা খাননি। আর ফাহমিদা আপা যেমন পরোটা বানান তেমন পরোটা তো নিশ্চয়ই খাননি।

ফাহমিদা তার হাসি লুকাবার জন্য মাথা নিচু করলো আর ওদিকে নাসরীন প্লেটের ঢাকনা উঠিয়ে পরোটা সামনে পেশ করে বললো,ভাইজান! একটু টেস্ট করে তো দেখুন।

ইউসুফ একটি পরোটা উঠিয়ে নিজের প্লেটে রাখলো। এক লোকমা খাবার পর বললো, নাসরীন তুমি ভুল বলোনি।

ভাইজান! আপাজানের ব্যাপারে আমি কখনো ভুল বলি না। আপাজানের পরোটার



www.pathagar.com

মজাটা হচ্ছে এই যে, একবার এক টুকরা ছিঁড়ে গালে দেবার পর খানেওয়ালা পুরা পরোটা স্বতস্ফূর্তভাবে খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

ইউসুফ বললে, না ভাই, তোমাদের বলা উচিত, এক টুকরা খানেওয়ালার পেট যদি আগে থেকেই ভরা থাকে তাহলেও সে আধখানা পরোটা খেতে বাধ্য হয়।

আচ্ছা ভাইজান! এতটুকুই যথেষ্ট। তবে আধখানা খাবার পর তার যদি বাকি আধখানা খাবার ইচ্ছা হয় তাহলে আবার যেন ইতস্তত না করে।

ইউসুফ কয়েক মিনিট পরে কয়েক ঢোক চা পান করে বললো, নাসরীন! তুমি বোধ হয় একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলে যে তোমার আপার হাতের বানানো পরোটা খাবার সাথে সাথেই ঘুম এসে যায়।

সফিয়া জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! তোমার শরীর ভালো আছে তো? বেশ কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে।

খালাজান! আমি দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেছিলাম। কিন্তু ভালো ঘুম হলে আর ক্লান্তি থাকতো না। আসলে দীর্ঘ দিন থেকে আমার ঘুম কম হচ্ছিল। গত রাতে আমার বেশী ঘুমের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আপনাদের সাথে সাক্ষাতের আনন্দে সারা রাত ঘুমাতেই পারিনি। যেসব কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেগুলি আবার আমার মনে জেগে উঠেছিল। তবে এখন আমি একটু শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে যাবো।

ঠিক আছে বেটা! তোমার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। নাসরীন খেয়াল রাখবে যাতে কেউ তোমার ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটায়। আশা করা যায়, দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত বিলকিস এসে যাবে।

খালাজান! তিনি যখনই আসবেন, আমাকে জাগিয়ে দেবেন।

বেটা! তুমি চিন্তা করো না। তিনি তোমাকে দেখে এমন শোরগোল করবেন যে, তুমি নিজেই জেগে উঠবে।

ইউসুফ তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখার পর পাশ ফিরে শুতে শুতেই তার আর একটা স্বপ্ন শুরু হয়ে যেতো। তার ঘুম পাতলা হয়ে আসছিল। এমন সময় আধাঘুমের ঘোরে সে কার আওয়াজ শুনতে পেলো। কে যেন 'আমার বেটা' বলে তার কপালে ঠোঁট ছোয়ালো।

'আম্মীজান!' বলে সে বিড়বিড় করতে করতে চোখ খুললো এবং উঠে বসলো। আচানক তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

বেটা! আমি বিলকিস, তার পাশে বসা মহিলা অশ্রুসজল চোখে বললো। কিন্তু যদি তুমি নিজের দিলের ওপর বোঝা অনুভব না করো তাহলে আমাকে আম্মীজান বলতে পারো।

শোকরিয়া আম্মীজান! যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে হামেশা আপনাকে আম্মীজান বলেই ডাকবো।

ইউসুফ! তোমার একথার অর্থ কি আমি এই মনে করবো যে, আমার প্রতি তোমার



www.pathagar.com

সমস্ত অসন্তোষ দূর হয়ে গেছে। তুমি আমার প্রতি আর রুষ্ট নও। আমি তোমাকে অপদস্থ করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম।

আম্মীজান! আমি আপনার ওপর মোটেই রাগ করিনি। তখনও আমার ওপর আপনার অধিকার ছিল একজন মায়ের।

বিলকিস সফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে তো সফিয়া বোন! আমি বিনা কারণে দিওয়ানা হয়ে যাচ্ছিলাম না। এখন জলদি করে টেবিলে খানা দিয়ে দাও। আমার ছেলের খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

নাসরীন বললো, চাচীজান! আমরা সবাই আপনার ছেলের খিদের দিকে নজর রাখছি'। আপনি দস্তরখান বিছান। খানা এখনি এসে যাবে। ভাইজানের মনে হয় গোসল করতে হবে।

হ্যাঁ বেটা! জলদি গোসল করে নাও।

আম্মীজান! আমি দশ মিনিটের মধ্যে এসে যাচ্ছি।

পনের মিনিটের মধ্যে এসে যেয়ো বেটা। আমি তোমাকে ভালো ভালো কথা শুনাবার জন্য বেচাইন হয়ে আছি।

জী, আমি দশ মিনিটের মধ্যে এসে যাচ্ছি।

ইউসুফ উঠে চলে গেলো। বিলকিস সফিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, সফিয়া বোন! আজকের দিনটি বড়ই মুবারক। তোমাকে আমি এমনসব কথা বলবো যা হয়তো তুমি বিশ্বাসই করবে না। বলা হয়, নেক লোকদের দোয়ায় আছর হয়। আমি জানি, মৃত্যুর পূর্বে ইউসুফের মা কি দোয়া করতো। আর যে ইউসুফ তার মা থেকে নেকী ও পবিত্রতা লাভ করেছে সে কি দোয়া করতো এবং তার দোয়ায় কেমন আছর হবে তাও আমি জানি। এই ধরনের লোকদের দোয়া যখন কবুল হওয়ার সময় এসে যায় তখন চতুরদিক থেকে এমন সব কার্যকারণের উদ্ভব হতে থাকে যা কেউ ধারণা ও কল্পনাও করতে পারে না। সফিয়া ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল পর্যন্ত তোমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহর শোকর, দেরাদুনে ভাইজান বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়নি। নয়তো এ যাত্রায় তাঁর সাথে একচোট হয়ে যেতো। তাঁর বেগম সাহেবা ওই চক্কুর তরফদারী করেছিল। কিন্তু তাকে যখন দু তিনটে কড়া কথা শুনালাম তখন সেও চুপসে গেলো।

আরে বোন! ওই চক্কুটা আবার কে?

নাসরীন বললো, আম্মীজান! আমি বুঝতে পেরেছি। ওই চক্কু সম্ভবত কামালউদ্দীন হবেন।

তাছাড়া আর কে হতে পারে? চলো দস্তরখানে বসো। ভাইজান আসছেন।

কিছুক্ষণ পরে তারা ধীরে সুস্থে খানা খাচ্ছিল। বিলকিস কিছুক্ষণ সস্নেহে ইউসুফকে দেখতে লাগলেন এবং তারপর বললেন,বেটা ইউসুফ! এখনো পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। যদি ফাহমিদার উপস্থিতিতে তুমি একথা বলো যে, আমার পক্ষ থেকে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল সেজন্য তোমার দিলে আর কোনো দুঃখবোধ নেই এবং ফাহমিদা



www.pathagar.com

বলে যে, হ্যাঁ সে একথা বিশ্বাস করেছে, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

চাচীজান! ওর জবাব ছাড়াই আমি আপনাকে এ নিশ্চিন্ততা দিতে পারি যে, উনি আপনার প্রতি মোটেই নারাজ ছিলেন না। আপনি তার পেরেশানী অবশ্যই কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সেজন্য উনি নিজেকেই দায়ী করতেন।

ইউসুফ বললো, চাচীজান! মায়েরা সন্তানদের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাদের মনের অবস্থা টের পেয়ে যান। আর আমি এই বিশ্বাস নিয়ে আপনার সাথে কথা বলছি যে, আপনি আমাকে মাতৃগর্বে গর্বিত একজন সৌভাগ্যবান পুত্র মনে করেন।

আচানক বিলকিসের দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেলো। টপ টপ করে অশ্রু ঝরতে লাগলো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, আমার বেটা! আল্লাহ তোমার হায়াত দরাজ করুন, আনন্দে তোমার জীবন ভরিয়ে দিন, আর তোমার খুশিতে যেন আমিও শরীক থাকি।

নাসরীন বলে উঠলো, আমরাও সবাই চাচীজান।

বিলকিস তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমি জানি, আমরা সবাই এর জন্য এই দোয়াই করে থাকি।

কিন্তু চাচীজান! আপনার চোখে পানি দেখলাম কেন?

বেটি! এ ছিল শোকরানার অশ্রু। তোমাদের মনে আছে ফাহমিদা ইউসুফের কাছে লেখা তোমাদের এক পত্রে লিখেছিল যে, তারা কত সৌভাগ্যবান যারা অন্যদের মধ্যে খুশি বিতরণ করে। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমার এ বেটা দুনিয়ায় খুশি বিতরণ করতে এসেছে। এখন আমিও তাকে খুশি করার জন্য কয়েকটি কথা শুনাতে চাচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে, যারা এর নিকটবর্তী হয় তাদের দুনিয়া বদলে যায়। যারা আমিনাকে দেখেছে তারা কখনো বিশ্বাস করবে না, সে হঠাৎ কোনোদিন এমন পরিস্থিতি অনুধাবনকারী, সহানুভূতিশীল ও কুশলী হয়ে উঠবে যে, তার কথা শুনে আমি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবো। যখন ইউসুফ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল তখন আমি শোক-তাপে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি খুব কাঁদতাম। অনেক দোয়া করতাম। রাতভর আমার ঘুম আসতো না। তারপর যখন আমিনার সাথে মোলাকাত হলো, সে আমাকে বললো, চাচীজান! আমি দুতিন দিন থেকে টেলিফোন করার কথা চিন্তা করছিলাম। এখন আল্লাহর শোকর, আমার কথা শুনতেই আপনি এখানে চলে এসেছেন। ইউসুফ সাহেবের ব্যাপারে আপনার কোনো ভুল ধারণা হয়ে গেছে। আমার অনুমান ছিল এ বিষয়টার প্রভাব তাঁর ওপর খুব বেশী পড়েছে।

আমি সংগে সংগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেটি! আল্লাহর দোহাই আমাকে বলো সে কোথায় আছে এবং কি অবস্থায় আছে? সে বললো, 'চাচীজান! আমি অনুভব করেছিলাম তাঁর আপনার দোয়ার প্রয়োজন। তিনি আচানক তাঁর জীবনের সমস্ত প্রোগ্রাম বদলে ফেলেছেন এবং ফৌজে কমিশন লাভের ফায়সালা করেছেন। আমার পিতা মাতার এবং সম্ভবত আমারও কার্যক্রম থেকে কিছু লোকের ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, আমার সাথে বাগদান করার ব্যাপারে তিনি খুশি অথবা তাঁর কাছে আমার কোনো গুরুত্ব আছে। চাচীজান, তিনি লাহোর থেকে কোথাও যাওয়ার পূর্বে আমার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।



www.pathagar.com

তিনি আমাকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, আমার ব্যাপারে তোমার কোনো প্রকার সুখস্বপ্ন দেখা উচিত নয়। যে সৌভাগ্যবতী মেয়েটিকে তিনি তার হৃদয়ের রাণী বানিয়েছেন তিনি কে তার ব্যাপারে তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। কিন্তু আমি বুঝে নিয়েছিলাম তিনি কে? তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি ফৌজে ভর্তি হয়েই বাইরে কোথাও চলে যাবেন এবং দীর্ঘকাল ফিরে আসবেন না। একথায় আমি মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম।' আমিনা যাওয়ার পূর্বে তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি আংটি বের করে আমাকে দিয়েছিল। এটি ইউসুফের আব্বা তার হাতে পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউসুফের অনুপস্থিতির কারণে তার পিতামাতা এটি তাদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, ইউসুফ সশরীরে হাজির হলে তাদের মেয়ে সানন্দে এটি তার হাতে পরে নেবে। ততদিন পর্যন্ত এটি তাদের কাছে থাকবে ইউসুফের আমানত হিসাবে।

আমি প্রথমে এ আংটি নিজের কাছে রাখতে অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু যখন সে বললো, চাচীজান! এটি সেই সৌভাগ্যবতীর আংটি যিনি ইউসুফ ভাইয়ের দুলহিন হবেন। যাকে আপনি খুব ভালোবাসেন। কাজেই এ আংটি আপনার কাছে রাখার ব্যাপারে আপত্তি করা উচিত নয়। আপনি বলতে পারবেন, এ আংটি ইউসুফ ভাইয়ের পক্ষ থেকে তার বোন দিয়ে গিয়েছিল।

আমার কত আফসোস হচ্ছিল, আমি কখনো তাকে পছন্দ করিনি। কিন্তু একথা বলার সময় তাকে অত্যন্ত সরল, নিরহংকার ও খুবসুরাত মনে হচ্ছিল। আমি তার জন্য এই দোয়া করেছিলাম, আল্লাহ যেন তাকে ইউসুফের মতো একজন জীবনসাথী দান করেন। কোনো কোনো দোয়া অতি দ্রুত কবুল হয়। জানো সফিয়া! যখন তোমার ফোন এসেছিল, আমি সবার আগে আমিনাকে খবর দিয়েছিলাম এবং সে খুব খুশি হয়েছিল। পরের দিন সকালে আমি তখন গাড়িতে উঠে বসেছি এবং গাড়ি ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট বাকি এমন সময় ইউসুফের দোস্ত মনজুর দৌড়ে এসে আমার কামরায় প্রবেশ করলো। সেও খুব খুশি ছিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'চাচীজান! আপনি আমাকে আপনার মিসৌরীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে দিন। তারপর দেখবেন ইনশাআল্লাহ আমিনা অতি শীঘ্রই আপনাকে একটি সুখবর শোনাবে। সকালেই আমি ও আমিনা ইউসুফ সাহেবের পিতার সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি মসজিদ থেকে নামায পড়ে বের হচ্ছিলেন। এমন সময় আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। আমরা তাঁকে জানালাম যে, ইউসুফ বেঁচে আছে এবং নিরাপদে আছে। একথা জানাবার পর তিনি আমাদের জন্য অনেক দোয়া করলেন। তারপর আমিনা তাঁকে বললো, চাচাজান! আপনি ইউসুফ সাহেবের মর্জির বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন কেন?

'তিনি প্রথমে জবাব দিলেন, তোমার ও তোমার পিতামাতার মান সম্মানের প্রশ্নটাই তো আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমিনা সংগে সংগেই বললো, আপনি আমার মুরুব্বী একথা ঠিক কিন্তু ইউসুফ সাহেবের মতো সন্তানের খুশির চাইতে অন্য কোনো জিনিস আপনার কাছে প্রিয় হতে পারে তা আমি কখনো ভাবতেও পারি না। একথা শুনে মিয়া সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, বেটি! তাহলে তুমি একথা মনে



www.pathagar.com

করো যে, ইউসুফের খুশির জন্য আমি আমিনার মতো সরল,নিস্পাপ,নিষ্কলংক মেয়ের হৃদয় ভেঙে দেয়ার কোনো পরোয়া করবো না?

আমিনা জবাব দিল, চাচাজান! সেই সরল নিস্পাপ মেয়েটি এখানে হাজির আছে এবং সে বলছে, ইউসুফ ভাই কারোর হৃদয় ভেঙে দেননি।

আবদুর রহীম সাহেব কিছু বলার পরিবর্তে অবাক হয়ে আমিনাকে দেখতে থাকলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তখনই ষ্টেশানে পৌছে গেছি। ট্রেনটা এত লম্বা এবং প্লাট ফরমে এত ভীড় থাকার ফলে আমরা বহু কষ্টে আপনার কাছে পৌঁছেছি। ততক্ষণে আমিনাও হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম, বেটি! তুমি মনজুর সাহেবের সাথে এসেছো?

জি, চাচীজান! আমরা যথাসময়ে পৌঁছতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইউসুফ সাহেবের ওয়ালিদ সাহেব নাশ্‌তা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। তারপর তাঁর আলাপ দীর্ঘায়িত হয়ে গিয়েছিল। আমরা বহু কষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে অতি দ্রুত ষ্টেশানে এসে জানলাম যে, ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় হয়ে গেছে প্রায়। মনজুর সাহেবকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ট্রেনের দিকে ধাবিত করে দিয়ে আমি কোনো যুতসই জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে এলাম। এতেই যা দেরি হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আল্লাহর শোকর বেটি! আমি তোমাদের দেখা পেলাম। তবে তুমি এমন সময় চলে এসেছো যখন মনজুর সাহেব ইউসুফের ওয়ালিদ সাহেবের কথার জবাবে তোমার কোনো মজার জবাব শুনাতে যাচ্ছিল।

মনজুর বললো, চাচীজান! এখন তো গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, চলুন আমিই বাক্যটা পুরো করে দিচ্ছি, আমিনা জবাব দিয়েছিল, ইউসুফ সাহেব মোটেই আমার হৃদয় ভেঙে দেননি। আমি মনে করি, তিনি কারোর হৃদয় ভাঙতেই পারেন না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী এবং আমি হামেশা তাঁকে নিজের একজন সহানুভূতিশীল ভাই মনে করেছি।

আমি বললাম, বেটি আমিনা! আমি তোমাকে অনেক কথা বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু এখন গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। এখান থেকে রওয়ানা হবার পূর্বে আমি অনেক বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমার নিজের ভাইয়ের খুশির স্বার্থে আমার কামিয়াবির জন্য দোয়া করা উচিত।

সে বললো, চাচীজান! ওখানে পৌছেই আমাকে অবশ্যই টেলিফোন করবেন। আমি নিজেও আপনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো। হতে পারে আচানক যদি কোনো আনন্দ সংবাদ দেবার সুযোগ আসে তাহলে যেন আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি যে, ইউসুফ সাহেবের আব্বাজান ও আমার আব্বাজান এবং সম্ভবত আমি নিজেও তাদের সাথে মিসৌরী পৌছে যাবো। মনজুর সাহেব আপনি ওঁদের টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা লিখে নিন। মনজুর তার নোট বই বের করলো এবং তাতে আমার টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা লিখে দিলাম। তারপর আমি আমিনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করলাম এবং বিদায় নিলাম। তারা দুজন মনজুর ও আমিনা তখন আমার কাছে রহমতের ফেরেশতা মনে হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আমার ইউসুফ বেটার ঝলক দেখতে



www.pathagar.com

পাচ্ছিলাম।

নাসরীন বললো, চাচীজান! আমি মনে করেছিলাম ওই গ্রাম্য মেয়েটি খুবই চালাক। কিন্তু এসমস্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা আমার ভাইজানের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে, যিনি তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুকে তার শিক্ষাদীক্ষায় নিযুক্ত করে এসেছেন।

ইউসুফ বললো, না, নাসরীন! এমন কথা বলো না, ওরা খুবই ভালো লোক।

সফিয়া বোন! যখন আমি গাড়িতে সওয়ার হচ্ছিলাম, তখনই আমি ফায়সালা করেছিলাম যে, কোনো ব্যাপারেই আমরা বিলম্ব করবো না। আমি সেই চঞ্চুর ইন্তিজার করবো না।

নাসরীন বললো, আম্মী! দেখলেন তো, আমার দেওয়া নাম চাচীজান কেমন পছন্দ করেছেন।

মা বললেন, তুমি চুপ করো বেটি। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি।

বিলকিস বললেন, কেন! এ চিন্তা আমাকে বারবার পেরেশান করছিল যে, মিসৌরী বা দেরাদুনে যখন আমাদের খান্দানের লোকেরা একত্র হবেন তখন ইউসুফের পক্ষ থেকে কথা বলবে কে?

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আপনি খামোখা পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন। আপনি বলতে পারতেন, ইউসুফ আমার বেটা এবং আমি তার পক্ষ থেকে কথা বলছি।

হ্যাঁ বেটা! শেষমেশ হয়তো এটাই হতো। কিন্তু আল্লাহ যখন তাঁর কমজোর বান্দাদের মদদ করছেন তখন আমাদের তাঁর শোকর গুজারী অবশ্যই করতে হবে। এখন আমি আমিনার টেলিফোনের অপেক্ষা করছি। আমি টেলিফোনে ফাহমিদার চাচার সাথে এইসব অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বলেছিলাম। তিনি বিস্মিত না হয়ে বরং হেসে ফেলেন। তিনি বললেন, দুনিয়া একটু দেরীতে ইউসুফকে উপলব্ধি করবে। যদি সে আমিনার মতো মেয়ের মনে বিপ্লব সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে আমি অবাক হতাম। আমি সামান্য জোতদার পরিবারে এমন কোনো নওজোয়ান দেখিনি যার জন্য মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তুমি এখনি সেখানে চলে যাও। যদি কোনো বাধা না আসে তাহলে আমিও সেখানে পৌঁছে যাবো। তার জীবনের স্বপ্ন যেন অর্ধসমাপ্ত না থেকে যায়, সেদিকে তোমার দৃষ্টি দেয়া উচিত।

চাচীজান! যে জিনিসটিকে আপনি স্বপ্ন মনে করছেন তা আমার কাছে একটি বাস্তব সত্য। সূর্যাস্তের পর নতুন প্রভাতের উদয় হবে, এর ওপর যেমন আমি বিশ্বাস করি ঠিক তেমনি আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, আমি যা কিছু লিখবো তা অত্যন্ত সাদরে গৃহীত হবে।

ফাহমিদা বললো, চাচীজান! উনি ফৌজে চাকুরী গ্রহণ করার সংকল্প পরিত্যাগ করেছেন।

বেটি! আমি আসার সাথে সাথেই তোমার এ সুখবর শুনানো উচিত ছিল।

আম্মীজান! আমি অনুভব করছি, এ চাকুরীর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ফলে আমাকে কিছুকাল কাঁটা বিছানো পথে চলতে হবে।কিন্তু এর পরেও আমি আনন্দিত। কিন্তু যে



www.pathagar.com

পথে চলা আমার জন্য নির্ধারিত সে পথের কাঁটার প্রতিও আমার নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

বিলকিস বললেন, না বেটা, যারা কেবলমাত্র আল্লার সামনে হাত পাততে জানে তাদের কেবলমাত্র নিজের পথের ফুলের সম্পর্কেই চিন্তা করা দরকার।

খানা শেষ করার পর তারা যোহরের নামায পড়লো। ইউসুফ বিলকিসকে বললো,আপনি আরাম করতে চাইলে নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

না বেটা, আমি টেলিফোনের ইন্তিজার করছি।

আম্মিজান, আপনি শুয়ে পড়ুন টেলিফোন এলে আমি আপনাকে ডেকে দেবো।

না বেটা যতক্ষণ না আমি প্রত্যেকটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না। আমি চাচ্ছি আমার দেরাদুনের ভাইজানের ময়দানে নেমে পড়ার আগেই ওরা সবাই এখানে চলে আসুক। আমার ভয় হয়, জামিলের কারণে সে আবার ওই হায়দরাবাদের চক্রকে জোরেশোরে সমর্থন না জানায়। এ অবস্থায় সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে যাবে। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি আমি তাকে খামোশ করে দিতে পারবো। কিন্তু আমার মিয়া সাহেবও আসছেন কিনা তারও তো কোন খবর পাচ্ছি না।

আম্মিজান, আমার মনে হচ্ছে, আমিনার একটিমাত্র টেলিফোন কল থেকেই অনেকগুলি খবর পাওয়া যাবে।

আমিনা বেটির মধ্যে আন্তরিকতা তো আছে অফুরন্ত কিন্তু সে এখনো এত বেশি হুশিয়ার হয়নি।

ইউসুফ হাসতে হাসতে বললো, আম্মি, আমার বিশ্বাস, এতদিন এসব বিষয়ে সে মনজুরের মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে।

বিলকিস কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। তিনি উঠে রিসিভার উঠিয়ে নিলেন এবং একটু থেমে বললেন,ওয়া আলাইকুমুস সালাম বেটি। আমি খুব ভালো আছি এবং দীর্ঘক্ষণ থেকে তোমার টেলিফোনের ইন্তিজার করছি। সত্যিই বেটি। একথা বলে বিলকিস হাতের ইশারায় ইউসুফকে ডাকলেন এবং বললেন, বেটি একটু জোরে কথা বলো, যাতে ইউসুফ তোমার কথা শুনতে পায়।

হ্যাঁ বেটি! আওয়াজ শোনা গেলো, ভাইজান! আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে অনেক অনেক মুবারকবাদ। আল্লাহ মেহেরবানী করেছেন। সব কাজ ঠিকমত হয়ে গেছে। আপনার আব্বাজান এখনি খাবার টেবিল থেকে উঠে গেলেন। আপনি শুনছেন না আমার কথা?

হ্যাঁ, আমি শুনছি।

তাহলে ভাইজান আমার পক্ষ থেকে মুবারকবাদ গ্রহণ করুন।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আমরা যেন এভাবে পরস্পরকে মুবারকবাদের পয়গাম পাঠাতে থাকি। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি চাচীজানের সাথে কথা বলছিলে।

ভাইজান! বর্তমানে আমার কাছে চাচীজান ও আপনার জন্য আলাদা আলাদা কথা



www.pathagar.com

নেই। আমি দেখেছি, আপনারা দুজন পরস্পরের জন্য কত বেশি শোকার্ত ছিলেন। মিসৌরি পৌছে আমি আপনাদের সবার উচ্চহাসির কলরবে মুখরিত পরিবেশ দেখার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনার সাথে নাসরীনের, তাঁর আম্মার এবং সবচেয়ে বেশি ফাহমিদা বোনের মুখের হাসি আমার কাছে প্রিয়। এঁদের সবাইকে আমার সালাম জানাবেন।

ঠিক আছে, তোমার সাথে কথা শেষ করার পর আমরা তাদেরকে টেলিফোনের কাছে ডেকে আনবো। তুমি তাদের সাথে মন খুলে কথা বলতে পারবে।

তাহলে চাচীজান ও ভাইজান! যে কথা আমি আপনাদের জানাতে চাচ্ছিলাম তা হচ্ছে এই যে, ইনশাআল্লাহ আমার আব্বাজান, ইউসুফ সাহেবের ওয়ালিদ ও ফাহমিদা বোনের চাচাজান আজ সন্ধ্যার ট্রেনে দেরাদুন রওয়ানা হয়ে যাবেন। নাসরীনের আব্বাজানের সাথেও আমাদের কথা হয়েছে। তিনি জালিন্ধর থেকে তাদের সাথে শামিল হয়ে যাবেন। তিনি বলছিলেন, তিনি নাসরীনের নানীকেও টেলিফোন করে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ তিনিও লুধিয়ানা থেকে দেরাদুন রওয়ানা হয়ে যাবেন। আর ভাই ইউসুফ আপনি যদি আমার আব্বাজীকে একথা বলে দেন যে, আপনার এক বোনেরও আপনার খুশিতে শরীক হওয়া জরুরী, তাহলে হয়তো আমিও তাঁদের সাথে পৌছে যেতে পারি।

আচ্ছা, তোমার আব্বাজানকে টেলিফোন দাও।

ভাইজান! তিনি অন্য কামরায় ফাহমিদার চাচার সাথে কথা বলছেন। তবে আমি আপনার পয়গাম তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেবো আর যদি চাচীজান অনুমতি দেন তাহলে আমি তাঁর পক্ষ থেকেও বলে দেবো যে, তিনিও আমার মিসৌরী যাওয়া জরুরী মনে করছেন।

বিলকিস বললেন, হ্যাঁ, বেটি! তুমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে বলে এসো যে, এটি আমার মনের আকাংখা আর যদি তিনি বিশ্বাস না করেন তাহলে তাঁকে ধরে টেলিফোনের কাছে নিয়ে এসো।

চাচীজান, তাঁকে এখানে আনার প্রয়োজন নেই। আম্মীজান আমার কথা শুনছেন।

বিলকিস জিজ্ঞেস করলেন, বেটি! উনি মিসৌরি আসছেন না কেন?

চাচীজান! উনার শরীর ভালো নেই। তবে এমনিতে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। ইউসুফ ভাইজান! বিনা দাওয়াতে আর একজন মেহমান আপনার কাছে পৌছে যাচ্ছেন। তিনি খানা খাওয়ার পরে আপনার আব্বাজানের সাথে চলে গিয়েছিলেন।

ইউসুফ জবাব দিল, এই মেহমান যদি মনজুর হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমার পক্ষ থেকে এই বলে তাকিদ করো যে, তার আসা অত্যন্ত জরুরী। আর তাকে এ কথাও বলে দেবে যে, আমরা তার প্রতি অত্যন্ত শোকরগুজার। ইনশাআল্লাহ আমি দেরাদুন স্টেশানে হাজির থাকবো। এবার তুমি ফাহমিদার সাথে কথা বলো। নাসরীন! তোমার আপাকে ডাকো। ফাহমিদা লাজনম্র পদক্ষেপে টেলিফোনের কামরায় প্রবেশ করলো। ইউসুফ তার হাতে রিসিভার দিয়ে বললো, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্তে কথা বলো।

ফাহমিদা রিসিভার হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে চেয়ারে বসে নিম্নস্বরে ওয়াআলাইকুমুস



www.pathagar.com

সালাম বলার পর বললো, শোকরিয়া, আমি একদম সুস্থ আছি। তোমার সাথে সাক্ষাত হলে আমিও খুব খুশি হবো। আমাদের বাড়িতে সাগ্রহে সবাই তোমার ইন্তিজার করছে। না, না, আমিনা বোন! এতো আমার সৌভাগ্য যে তুমি আসছো। আমিও তোমাকে অনেক কথা বলতে চাই। আল্লাহ হাফেজ। আমি সবাইকে তোমার সালাম পৌঁছে দেবো।

আসরের নামাযের পর ইউসুফ অনেকক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকলো। ফাহমিদা ইতস্তত করে তার কামরায় প্রবেশ করলো এবং কিছুক্ষণ খামুশ দাঁড়িয়ে থাকলো। ইউসুফ সিজদা থেকে উঠে তার দিকে তাকালো এবং নিজের অশ্রুধৌত চোখ দুটি জামার আস্তিনে মুছে নিয়ে বললো, ফাহমিদা! আমার মনে হচ্ছিল আমি দ্বিতীয়বার জিন্দা হয়েছি।

ফাহমিদা মাথা নিচু করে বললো, জী, আমরা দুজন পুনরায় জিন্দা হয়েছি। আর চাচীজানেরও একই অবস্থা। তিনিও নামায শেষে সিজদায় মাথা রেখে অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন। কিন্তু আজকের পর থেকে আমি আর আপনার চোখে অশ্রু দেখতে রাজি নই। আমার মতে আজ আমাদের সবার একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা দরকার। চাচীজানও তাই মনে করেন এবং আম্মীজানও। জহির ও নাসরীনতো দু'দুবার এসে আপনাকে দেখে গেছে। চাচীজানের কান্নার কোনো প্রভাব নাসরীনের ওপর পড়েনি কিন্তু আপনাকে সিজদায় কাঁদতে দেখে নাসরীন কেঁদে ফেলেছিল এবং আমাকে বারবার বলছিল, আপাজান! আপনার আল্লাহর দোহাই, গিয়ে একবার দেখুন ভাইজানের কি হয়েছে। আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও উনি নিজের কষ্ট প্রকাশ করবেন না। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার বোন! তেমন কিছুই হয়নি, কখনো আল্লাহর কাজ দেখে মানুষ হয়রান হয়ে খুশিতে কাঁদতে থাকে।

নাসরীন কামরার মধ্যে প্রবেশ করে বললো, এবার সবাই কান্নাকাটি শেষ করেছে, তাই আম্মীজান ও চাচীজানের মতে এখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বাইরে বেড়িয়ে আসা দরকার।

ইউসুফ বসতে বসতে বললো, নাসরীন সামনে এসো।

নাসরীন সামনে আসতেই ইউসুফ তার মাথা ধরে নিজের দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে কানে কানে আস্তে করে বললো, আমার ক্ষুদে বোনটি কি একথা জানে না যে, আজ থেকে আমার উঠা, বসা ও ভ্রমণ করার সমস্ত প্রোগ্রাম তার আপার ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি হবে?

ভাইজান! আপা তো একথাই বলতে এসেছিলেন যে, আমাদের একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা উচিত। জানিনা এখানে এসে তিনি আবার কোন কথায় মশগুল হয়ে গেলেন। আল্লাহর কসম ভাইজান! তিনি কি চান আমি তার চেহারা দেখে তা পড়ে নিতে পারি। আপাজান! আপনি বাইরে বেড়াতে যেতে চান তাই না?

ফাহমিদা হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল। কয়েক মিনিট পরে তারা সেই একই পথে হাঁটছিল যে পথে মেঘের ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে নাসরীন ইউসুফকে দেখেছিল। এশার কাছাকাছি সময়ে তারা ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলে ইউসুফ সফিয়াকে বললো,



www.pathagar.com

খালাজান! অনুমতি দিলে আমি কয়েক মিনিটের জন্য আহমদ খান সাহেবের সাথে মোলাকাত করে আসতে পারি।

সফিয়া বললেন, বেটা! খানা খেয়ে যাও।

না, খালাজান! খানা খাবার ও নামায পড়ার পর যেতে যেতে আমার দেরী হয়ে যাবে এবং ততক্ষণে খান সাহেব শুয়ে পড়বেন বলে মনে হয়। তাছাড়া খাবার জন্য সবাই আমার অপেক্ষা করছে এই বাহানা দেখিয়ে আমি তাড়াতাড়ি ফিরেও আসতে পারবো।

সফিয়া বললেন, ঠিক আছে বেটা! যাও তবে সংগত ভাষায় খান সাহেবকে বলে দেবে সম্ভবত কাল অথবা পরশু তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে আমাদের কোনো দাওয়াতে আসতে হবে। কাজেই তাঁরা যেন বাইরে কোথাও না যান।

বহুত আচ্ছা খালাজান! চাচীজান! এখন আমি আপনার সাথে একটি পরামর্শ করতে চাই। যদি খান সাহেব কোনো দাওয়াতে আমাদের সবার মেজবান হবার জন্য জিদ ধরেন তাহলে আমার কি করা উচিত?

বেটা! তুমি তাঁকে বলো, তাঁর জিদ করার দরকার নেই। আমরা হাজির হয়ে যাবো। তবে আগামীকাল মেহমানরা আসছেন। ভালো হয়, তুমি খান সাহেব ও তাঁর ছেলেকে আগামীকাল রাতের খাবার দাওয়াত দাও। মেহমানরা সবাই তাঁকে দেখে খুশি হবেন।

আধঘন্টা পর। ইউসুফ খান সাহেবের সাথে কথা বলছিল। আহমদ খান সাহেব ধীরে সুস্থে তার বিবরণ শোনার পর বললো, ভাই ইউসুফ আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি শোকরানার নফলও পড়বো এবং খয়রাতও করবো। আমার যখনই কোনো বড় সমস্যা দেখা দেয় তখন সমস্যার সমাধান হতেই আমি শোকরানার নফল পড়ার অঙ্গীকার করে থাকি। কখনো দশ, কখনো বিশ, কখনো পঞ্চাশ আবার কখনো এক'শ রাকাত নফল নামায পড়ে নিই। এখন তোমার ওয়ালিদ সাহেবের আসার পর তোমার সমস্যার সমাধান হতেই আমি পঞ্চাশ রাকাত নফল নামায পড়বো।

ইউসুফ হেসে বললো, খান সাহেব! আমার মনে হচ্ছে পরশু পর্যন্ত আপনাকে এ নফল পড়তে হবে। যদিও আমি কোনো অঙ্গীকার করিনি তবুও আমি গত পরশু সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর মেহেরবানীর প্রথম বারিপাত দেখেছিলাম এবং এরপর থেকে আমার প্রত্যেক নামাযের পর কয়েক রাকাত করে নফল পড়ার সিলসিলা জারী করা দরকার ছিল। তবে আজ এশার নামাযের পর এ সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে। যখন আমি পূর্ণ ইত্মিনানের সাথে নিজের সমস্ত বিবরণ শুনাবো তখন আল্লাহর রহমতের ওপর আপনার ঈমান অনেক বেশি পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। কখনো কখনো তাঁর রহমতে এমনসব ঘটনা ঘটে যায় যা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি না। খান সাহেব! আমি গত পরশু থেকে স্বপ্ন ও তার তাবির একই সাথে দেখছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম যা আমি এসময় আপনাকে দিতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আগামীকাল রাতের খানা আপনি ও খান মুহাম্মদ তাঁদের সাথে খাবেন। এরপরই সম্ভবত আপনাদের একটি বড় দাওয়াতে শরীক হতে হবে।



www.pathagar.com

বেটা খান মুহাম্মদ! তুমি দৌড়ে যাও, যদি সেই দর্জির দোকান খোলা থাকে তাহলে তাকে বলো, মাপ নেবার জন্য যেন এখনি এখানে চলে আসে।

খান মুহাম্মদ জলদি বাইরে বের হয়ে গেলে ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, খান সাহেব! এসময় দর্জির প্রয়োজন হলো কেন?

আমার ভাই! খুশির সময় ভালো পোশাকের প্রয়োজন হয়। এসমস্ত কথা যা তুমি বললে আমার জন্য অনাকাংখিত নয়। আমি বিশ্বাস করতাম, যদি তারা তোমাকে পছন্দ করে থাকে তাহলে সাত সমুদ্রের ওপার থেকে হলেও তারা তোমাকে খুঁজে আনবে।

খান সাহেব! আমি আপনাকে একথা বলিনি, যদি গত পরশু আচানক আমাদের মোলাকাত না হয়ে যেতো তাহলে কয়েক সপ্তাহ অথবা দুতিন সপ্তাহ পরে আমাদের মাঝখানে দূরতিক্রম্য সাগরের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবার আশংকা ছিল।

আরে ভাই! সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাও। আমি পেরেশান হয়ে গেছি।

খান সাহেব! ব্যাপার হচ্ছে, তাদের ছোট ভাই যিনি এম.বি.বি.এস. করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে গেছেন তিনি ফিরে আসবেন।

তাতে হয়েছে কি? তিনি কি তোমার বিরোধী?

না, খান সাহেব! ঠিক তা নয়। বরং তিনি নিজের সাথে তাঁর সহপাঠী আর একজন প্রার্থীকে সঙ্গে করে আনছেন। তিনি ভাইদেরকে পত্র লিখেও একথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই দৃশ্যপট থেকে আমি তো এমনিতেই গায়েব হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার ব্যাপারটা ওলট পালট হয়ে যেতে পারতো। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যেও তো তেমন কোনো কথাবার্তা হয়নি। তারা কিছু কথা কল্পনা করে রেখেছিল এবং আমি কিছু কথা কল্পনা করে রেখেছিলাম।

আমার ভাই! এটা তো এত বড় আনন্দের কথা যে, সবার আগে একথা তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল। তবে যদি তুমি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি একটা কথা বলতে চাই।

না, খান সাহেব! আপনার মতো ভাইয়ের কথায় আমি কি কখনো কিছু মনে করতে পারি।

ভাই! আমি বলতে চাই, যে মেয়েটি তোমাকে পছন্দ করেছে তার সম্পর্কে আমি একথা চিন্তাও করতে পারি না যে, সে আর কাউকে গ্রহণ করতে পারে।

খান সাহেব! আপনি ঠিকই বলেছেন এবং তার পিতামাতাও হয়তো অন্য কারোর প্রতি খুশি হতেন না। কিন্তু সামান্য একটি মেয়ের ওপর তার আত্মীয় স্বজনদের এ হামলা এতবড় হয়ে দেখা দিতো যে, তার পক্ষে নিরবে অশ্রুবর্ষণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকতো না। আর আমিও তাকে কোনো পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা পছন্দ করতাম না।

আহমদ খান বললেন, ভাই! তোমার এই বৈশিষ্ট্যই তো অন্যের হৃদয় জয় করে নেয়।

খান মুহাম্মদ দর্জীকে সাথে নিয়ে এসে গেলো। আহমদ খান বললেন, ভাই ইউসুফ!



www.pathagar.com

প্রথম তুমি উঠে নিজের মাপ দিয়ে দাও। স্যুট, আচকান, কামিজ ও শালওয়ার সবগুলির মাপ দাও। এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক হওয়া ঠিক নয়। আমি তোমার সাথে একটি চুক্তি করছি। সেটি হচ্ছে এই যে, যখন তোমার কাছে অতিরিক্ত পয়সা থাকবে তখন আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করবো। বর্তমানে মনে করো এটা তোমার অগ্রিম বেতন। কিন্তু হিসাব কিতাব তখন হবে যখন তোমার কাছে যথেষ্ট পয়সা থাকবে। গত সন্ধ্যায়ই আমি টেলর মাষ্টার সাহেবের সাথে কথা বলে নিয়েছিলাম। আচ্ছা, মাষ্টার সাহেব আপনার কাজ করতে থাকুন।

টেলর খান মুহাম্মদের হাতে কপি দিয়ে বললো, জনাব! আপনি লিখতে থাকুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইউসুফের মাপ নেওয়ার কাজ শেষ করলো।

আহমদ খান বললেন, যদি ওখানে তোমাকে যেতে হয় তাহলে এখনি চলে যাও। তাদেরকে আর ইন্তিজারে বসিয়ে রেখো না। আর একটি কথা, নতুন পোশাকের সাথে নতুন জুতাও লাগবে। আগামীকাল সময় করে আধ ঘন্টার জন্য এদিকে এলেই চলবে। আমি নিজেই তোমার সাথে যাবো। নটার কাছাকাছি সময়ে। আর শোনো, দেরাদুন থেকে ওদেরকে এখানে আসার জন্য প্রয়োজন হলে আমি নিজের বন্ধুকে ফোন করে দুটি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

জী, আপনার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে স্টেশান থেকে এখানে পৌছানোর দায়িত্ব হবে মেজর সাহেবের।

## ৫

ট্রেন স্টেশানের প্লাটফরমে এসে থামলো। ইউসুফ জনতার ভীড় ঠেলে সামনের দিকে গেলো এবং নিজের বাপের সাথে কোলাকুলি করলো। এই সঙ্গে তার চোখও ভিজে গেলো। তারপর সে নাসির, আবদুল আজীজ ও আবদুল করিমের দিকে দৃষ্টি দিল এবং মুসাফাহা করার পর তাদের সাথে কোলাকুলি করলো। সবশেষে সে নজর দিল মনজুরের দিকে। মনজুর তখন গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত ছিল। সামনে গিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

ততক্ষণে মেজর বশীর, তার ছেলে ও আরদালী মেহমানদের কাছে পৌছে গিয়েছিল।

আবদুল আজীজ মেজর সাহেবের সাথে মিয়া আবদুর রহীম, ইউসুফ, আবদুল করিম ও মনজুরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ইউসুফকে বললেন, বেটা! তোমার দুজন মেহমান মহিলা কম্পার্টমেন্টে বসে আছে। তুমি ধীরে-সুস্থে তাদেরকে বের করে প্লাটফরমের বাইরে নিয়ে এসো। আমরা ভাই সাহেবের সাথে চলছি। মনজুর সাহেব! আপনি মালপত্রের সঙ্গে আসুন।

ইউসুফ দ্রুত মহিলা কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করলো। সেখানে ফরিদা আহমদ ও আমিনা বসেছিল। আমিনা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ভাইজান! আসসালামু আলাইকুম।

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে সে অগ্রসর হয়ে বেগম আহমদের সামনে মাথা নত



www.pathagar.com

করে দাঁড়ালো। বেগম আহমদ দু'হাত তার মাথার ওপর রেখে বললেন, বেটা! আমি নাসরীনের চাচাকে বলে দিয়েছিলাম, যদি আমি ইউসুফকে প্লাটফরমে না দেখি তাহলে এখান থেকে ফিরে চলে যাবো। আমি হয়তো তোমার সাথে কথাও বলতাম না। কিন্তু আল্লাহর শোকর, এই নেক মেয়েটি আমার সাথী হয়েছিল এবং তার কথা শুনে আমার সমস্ত অভিযোগ দূর হয়ে গেছে। তবুও আমার দুঃখ ছিল, যখন তোমার কোনো কষ্ট হয়েছিল, আমাকে একটু লিখে জানাওনি কেন?

নানীজান! আমি ছোট একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমার দোয়ার প্রয়োজন ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আপনি নিশ্চয়ই আমার জন্য দোয়া করেছেন। আর আমি আমিনা বোনের প্রতিও অত্যন্ত শোকর গুজার। সে আমার জন্য যা করেছে সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। এবার আপনারা গাড়ি থেকে নেমে আসুন। ওরা সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি আপনাকে সাহায্য করবো?

বেগম আহমদ উঠে দাঁড়িয়ে হেসে ফেললেন এবং বললেন, বেটা! সাহায্য করার প্রয়োজন বুড়োদের। আর তোমার মতো সন্তানের মায়েরা কখনো বুড়ি হয় না।

আমিনা বেগম আহমদের ছোট ব্যাগটা উঠিয়ে নিল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, অন্যান্য মালপত্র কোথায়?

সেগুলি পেছনের স্টেশান থেকে ফজল দীন এসে আব্বাজীর কম্পার্টমেন্টে রেখে দিয়েছিল।

ফজল দীনও তোমাদের সাথে এসেছে?

খুশিতে তার অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা তাকে না আনতে চাইলে মনে হয় সে পায়ে হেঁটে এখানে চলে আসতো। সে মনজুর সাহেবের মাধ্যমে আব্বাজীর কাছে সুপারিশ করেছিল।

অবাক কথা, আমি তাকে দেখলামই না!

জী, আপনি তাকে দেখে থাকবেন। কিন্তু নয়া লেবাসে তাকে দেখে চিনতে পারেননি। মনজুর সাহেব তাকে তাঁর বাড়তি তুর্কী টুপিটি দিয়েছিলেন। আব্বাজীর একটি পুরোনো আচকানও তার গায়ে একদম ফিট হয়ে গিয়েছিল। মিসৌরির ঠান্ডা আবহাওয়ায় সে এটা পরতে চাচ্ছিল।

দুপুরে তারা মিসৌরিতে আবদুল আজীজ এবং মেজর বশীরের পরিবারের লোকদের সাথে খানা খাচ্ছিল। মেজর বশীর সন্ধ্যার সময় ছেলেমেয়েদের সাথে করে আনার ওয়াদা করে দেরাদুনে চলে গেলেন। মিয়া আবদুর রহীম, আবদুল আজীজ ও আবদুল করিম খানা খাওয়ার পরই শুয়ে পড়লেন। বেগম আহমদ, সফিয়া ও বিলকিসের সাথে কথা বলতে বলতে মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লেন। সফিয়া উঠে যেতে যেতে বিলকিসকে বললেন, বোন! আমি একটু বাইরে গিয়ে রাতের ব্যবস্থাপনার তদারক করে আসি।



www.pathagar.com

বিলকিস বললেন, চলো ভাই! আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি। আরে ওই মেয়েটি কোথায় গায়েব হয়ে গেলো?

কে আমিনা? সফিয়া হাসতে হাসতে বললেন। আমি তাকে খানা খাওয়ার পর নাসরীনের সাথে যেতে দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে, সে এতক্ষণ ফাহমিদার কাছে বসে আছে।

তারা কামরার বাইরে বের হতেই ইউসুফের সাথে দেখা হলো। বিলকিস জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?

জী, আমি মসজিদে গিয়েছিলাম নামায পড়তে।

আচ্ছা বেটা! এখন আমি তোমাকে দ্বিতীয়বার মুবারকবাদ দিচ্ছি। ফাহমিদার নানীজানের আগমন আমাদের জন্য বড়ই শুভ লক্ষণ। আমার আশংকা ছিল মেজর সাহেব একবার শোরগোল করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ফাহমিদার নানীজান আসতেই এমন কোনো কথা বলে দিয়েছেন যার ফলে তাঁর আর কিছু বলার হিম্মত হয়নি। তারপর তিনি নিজের ভাইদের মেজাজও দেখে নিয়েছিলেন। এবার তুমি এখনি খান সাহেবের কাছে যাও। সেখানে গোসল সেরে পোশাক বদলে ফেলো এবং তাদেরকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসো। আজকের কাজ আমাদের কালকের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়। দাওয়াত পরে হতে থাকবে।

ইউসুফ অবাক হয়ে তাঁর দিকে দেখতে থাকলো। বিলকিস হাসতে হাসতে বললেন, আরে, বেকুবের মতো আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো! তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। একথা বলার সাথে সাথেই তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

সফিয়া মুচকি হেসে বাবুর্চিখানার দিকে চলে গেলেন। ইউসুফ বললো, চাচীজান! এতবড় গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনাবার পরও কি আপনি আমাকে বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকার অনুমতি দেবেন না? কখনো কখনো সন্তান অনেক বড় ইনাম পেয়ে মায়েদের দিকে এভাবেও তো তাকাতে থাকে? ইউসুফ মিটিমিটি হাসছিল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

নাসরীন দৌড়ে বাইরে এলো। সে একই নজরে ইউসুফও বিলকিসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, আবার কি কোনো ঘটনা ঘটে গেছে ভাইজান?

না, কিছু নয়, নাসরীন! কখনো কি খুশির চোটে তোমার চোখে অশ্রু দেখা দেয় না?

সেদিন যখন আপনাকে আচানক পাওয়া গেলো তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি চিৎকার করে কাঁদি। কিন্তু বহু কষ্টে আমি নিজেকে সংযত করেছিলাম। আর যখন আপনি ফাহমিদা আপার সাথে কথায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন তখন আমি মুখ ফিরিয়ে অশ্রুপাত করছিলাম।

ব্যাস, তাহলে মনে করো আজ আমার সেই একই অবস্থা।

উহু, ভাইজান! ওরা হয়তো ভাববে বেশি কথা বলায় অভ্যস্ত মেয়েটি পথে কোথাও কারো সাথে কথায় মেতে গেছে।.আসলে আমি আমিনা আপার নওকরকে একথা বলতে এসেছিলাম যে, আপার বাক্সটি উঠিয়ে এখানে দিয়ে যেতে হবে। তাঁর কিছু জিনিস বের



www.pathagar.com

করতে হবে।

ইউসুফ বললো, তুমি যাও। আমি তাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু ইউসুফ ভাই আপনি ভুলে যাবেন না যেন। একথা বলে নাসরীন ফিরে গেলো এবং ইউসুফ বিলকিসকে বললো, চাচীজান! আমি আরো কিছুক্ষণ বেকুবের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি কি?

বেটা! আমার কাছেও এটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা সত্য। এখন তুমি গিয়ে আরাম করো। তারপর গোসল করে ভালো কাপড় চোপড় পরে ঠিক সময়মত চলে এসো। এমন যেন না হয়, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে আর আমরা ইন্তিজার করতে থাকবো।

চাচীজান! আপনি কেমন করে ভাবতে পারলেন, আমার এখনও ঘুম আসতে পারে? আমার তো আশংকা থাকবে যেন প্রোগ্রামে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। হুকুম করলে আমি মৌলবী সাহেবকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারি।

বিলকিস হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি বড়ই দুষ্টু। তুমি কি মনে করো আমরা একথা চিন্তা করিনি? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করো। প্রথমে তুমি নওকরের সাহায্যে আমিনার বাক্স পাঠিয়ে দাও। তারপর ভেতরে এসো। আমি তোমার সাথে একটি জরুরী কথা বলবো।

অনেক কথা বলুন চাচীজান! আমার আরামের আদৌ প্রয়োজন নেই। আমি নওকরকে পাঠিয়ে দিয়ে এখনই আসছি। সে বাইরে দেবদারু গাছের নিচে আমাদের জন্য চেয়ারও বিছিয়ে দেবে। এ সময়ের মধ্যে আপনি সফিয়া খালাকে বলে আসুন যে, আপনি আপনার ছেলের কান টানতে চান।

না বেটা! লম্বা কথাবার্তা পরে হবে। এখনতো আমি কেবল দুএক মিনিট কথা বলতে চাই।

এক মিনিট পর ফজল দীন বাক্স নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছিল। ইউসুফ ও বিলকিস আবার পরস্পরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। বিলকিস বলছিলেন, বেটা! তোমার মায়ের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল মাত্র স্বল্পদিনের। কিন্তু আমার মনে হতো আমি বছরের পর বছর থেকে তাকে জানি। আমার হৃদয় দিয়ে তাকে ভালোবাসতাম। তুমি কি জান যখন সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল তখন আমি তার সাথে ছিলাম? মৃত্যুর পূর্বে সে আমার কাছে তার মনের কথা বলে গেছে। তার যে কথা আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে, সে তোমাকে যতটা ভালোবাসতো, ফাহমিদাকেও ঠিক ততটাই পছন্দ করতো। ফাহমিদাকে দেখার পূর্বে এধরনের একটি মেয়ের ছবি তার কল্পনার চিত্রপটে আঁকা ছিল। সে ফাহমিদাকে নিজের ছেলের বউ করার জন্য সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিল। আর বেটা, আমার অবস্থাও ছিল একই। তুমি ফাহমিদাকে সফিয়ার মেয়ে নয় বরং আমার কলিজার টুকরা মনে করবে। আর আমি তোমাকে বলতে চাই, তোমার চিন্তাই আমাকে ফাহমিদার জন্য বেচাইন করে রেখেছিল। তাকে তোমার জীবন সঙ্গিনী বানাবার জন্য আমি সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলাম। বেটা! এখন আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করছি। আমাদের স্রষ্টা আমাদের কথা শুনছেন, একথা মনে রেখে এর জবাব



www.pathagar.com

দেবে। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ তুমি ফাহমিদাকে কি পরিমাণ ভালোবাসো?

চাচীজান! এ প্রশ্নের সঠিক জবাব তো ফাহমিদাই দিতে পারবে। তবে বর্তমানে আমি কেবল আপনাকে এতটুকু বলতে পারি যে, যদি এই অলৌকিক ঘটনা না ঘটতো তাহলে আমি কখনো বিয়ে করতাম না।

বেটা! এটিই ছিল আমার বেচাইন হবার কারণ। এখন তুমি দৌড়ে চলে যাও এবং মৌলবীর চিন্তা করো না। স্টেশান থেকে বের হতেই যে ডি.এস.পি. সাহেব তোমার চাচার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন তিনি ঠিক ৪ টার সময় মৌলবী সাহেবকে নিয়ে এসে পড়বেন।

আচ্ছা চাচীজান! আমি এখনো আমার দোস্তের সাথে কোনো কথা বলিনি। আমার মনে হয়, আমি নিশব্দে গিয়ে তাকে জাগিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যাই।

হ্যাঁ, এটা ঠিক। আর শোনো, আর কোনো ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। আমিনা যে আংটিটি আমাকে ফেরত দিয়েছিল সেটি তোমার আব্বাজান দুলহিনের হাতে পরিয়ে দেবেন। তিনি ফাহমিদাকে দেখার জন্য খুবই বেচাইন ছিলেন। এখন জেগে উঠলে আমি তাঁকে তার কাছে নিয়ে যাবো। তোমার বোন আমিনা এত বিপুল পরিমাণ তোহফা এনেছে যে, আমি অবাক হয়ে গেছি। এই তোহফাগুলির মধ্যে দুলহিনকে সাজাবার কাপড় চোপড়ও রয়েছে। সেগুলি খুলে দেখে আমি কম বিস্মিত হইনি। কারণ, সেগুলি ফাহমিদার একেবারে মাপমত এবং মানানসই। সে বলছিল, ফাহমিদার মাপ অনুযায়ী জিনিস বানাবার জন্য তাকে একনজর দেখে নেয়াই যথেষ্ট ছিল এবং আমি তাকে ভালো করেই দেখেছিলাম। আমি লেখাপড়ায় যে পরিমাণ কাঁচা ছিলাম সেলাই কর্মে ছিলাম ঠিক সেই পরিমাণ আগ্রহী, আর ইউসুফ ভাইজানের দুলহিনের কাপড় সেলাই করতে গিয়ে আমি একটি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করছিলাম। বেটা! মেয়েটি বড়ই ভালো। হয়তো আমরা সবাই তাকে ভুল বুঝে আসছিলাম। বেটা! আমি বুঝতে পারছি না তুমি তার ওপর কেমন যাদু করে দিয়েছো।

চাচীজান! আমি তার ওপর কোনো যাদু করিনি। বরং সে নিজের সৎপ্রবণতা প্রকাশ করার জন্য জীবনে একটি সুযোগ পেয়েছিল এবং সেটি সে নষ্ট করেনি। অনেক লোক বন্যার স্রোতের মধ্যে সাঁতার কাটে আবার অনেক লোক বদ্ধ পানিতে ডুবে যায়।

আরে এই ধরনের কথা তো আর এর আগে বলতে পারতো না। এখন যাও, আমাকে কাজ করতে দাও।

আচ্ছা চাচীজান! আল্লাহ হাফেজ।

ইউসুফ মেহমানদের কামরায় প্রবেশ করলো। মনজুর জেগেছিল। ইউসুফ আস্তে করে বললো, নাও জুতোটা পরে নিয়ে একটু বাইরে বের হয়ে এসো। আমি তোমাকে আমার আবাস দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর তুমি ফিরে এসে পোশাক বদল করে ওখানে চলে আসবে। আমরা আহমদ খান সাহেবের সাথে এখানে চা পান করতে আসবো।

মনজুর জলদি উঠে জুতা পরে নিল এবং তার সাথে হাঁটতে লাগলো। রাস্তায় পৌছেই ইউসুফ তাকে বললো, দেখো, ভাই! রাস্তার দিকে নজর দাও। যদি ভুলে যাওয়ার



www.pathagar.com

আশংকা থাকে তাহলে আমি ওখান থেকে তোমার সাথে নওকরকে পাঠিয়ে দেবো।

ভাই, তুমি আমার চিন্তা করো না। আমি বরং তোমার ব্যাপারে আশংকা করছি, তুমি ভুল করে না আবার খান সাহেবকে অন্য কোনো দিকে নিয়ে চলে যাও। কিন্তু তুমি খুব তাড়াহুড়ো করছো। সব ঠিক আছে তো?

সব ঠিক আছে ভাই! তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি, তাই তোমাকে সাথে করে নিয়ে এলোম।

দোস্ত! তুমি যা বলতে চাও, তা তোমার চেহারা থেকে আমি পড়ে নিয়েছি। এখন কি এটাই ভালো হয় না যে, আমি ধীরে সুস্থে ভালো করে গোসল করে কাপড় চোপড় পরে তৈরি হয়ে আসি এবং তুমিও ভালো করে গোসল সেরে এবং পরিপাটি করে পোশাক পরে খান সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

ঠিক আছে, তুমি যাও। কিন্তু এদিকটার কাজ সেরে আমি গিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে খান সাহেবের কাছে নিয়ে আসবো। আর তারপর আমরা অনেক কথাবার্তা বলবো।

দোস্ত! এটাও আমার সৌভাগ্য হবে যে, এখানকার কাজ শেষ হবার পর তুমি এই অধমের সাথে কথা বলা পছন্দ করবে।

আমিনা ফাহমিদার সামনে বসে বলছিল, আমার বোন! সাধারণ পোশাকেও আপনাকে একজন শাহজাদী মনে হয়। আপনার কাপড় সেলাই করতে করতে আমার মনে হচ্ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি। এই কাপড়গুলিকেও আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমি চাই, যতক্ষণ আমি এখানে থাকি কেবল আপনাকেই দেখি এবং আপনার সাথে কথা বলি।

ফাহমিদা আদরের সাথে তার হাত ধরে বললো, আমিনা বোন! তোমার হাত বড়ই সুন্দর। হয়তো আমি কখনো মনোযোগ সহকারে দেখিনি এবং তোমাকে আগের চাইতে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। আম্মীজান আমাকে কয়েকবার বলেছিলেন, তুমি চাইলে দেরাদুন থেকে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় মেয়েকে ডেকে আনি। কিন্তু চাচীজান বলেছিলেন, এসময় আমিনা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সহযোগিতার আমার প্রয়োজন নেই।

অথচ আমি সারা পথে এ চিন্তায় পেরেশান ছিলাম যে, না জানি সেখানে কত সব দুষ্টুমতি চঞ্চলা মেয়ে আমার শাহজাদী ভাবীকে নিজেদের ঘেরাও-এর মধ্যে নিয়ে বসে আছে এবং সেখানে আপনার সাথে আমার হয়তো কথা বলার সুযোগই মিলবে না।

ফাহমিদা মিষ্টি হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে নিল।

বিলকিস কামরায় প্রবেশ করে আমিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটি! তোমার ভাইয়ের দুলহিনকে তার কাপড় দেখিয়ে দিয়েছো?

ফাহমিদা আবার মাথা ঝুঁকিয়ে নিল এবং নাসরীন বললো, আপাজান! এখন তো লোকেরা আপনাকে এভাবে ডাকবে। আপনি কতক্ষণ লজ্জাবোধ করবেন!

আমিনা হাসতে হাসতে উঠলো। সে বাক্স খুলে প্রথমে কিংখাবে মোড়া বিয়ের কনের পোশাক ফাহমিদার সামনে রাখলো। তারপর একের পর এক তিন জোড়া রেশমী



www.pathagar.com

পোশাক বের করে বললো, এগুলিও আমি নিজের ধারণায় আপনার মাপ অনুযায়ী তৈরি করেছি। তবুও এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে আরো বড় করার অবকাশ রাখা হয়েছে। তারপর সে তিন জোড়া সোনালী জুতা সামনে রেখে বললো, এগুলির ব্যাপারে আমার আন্দাজ ভুল হতে পারে। কিন্তু মাপে ঠিক না হলে দোকানদার থেকে এগুলি বদলে নেয়া যেতে পারে। তারপর নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বললো, নাসরীন এ সুটকেস থেকে তোমার নিজের পোশাক বের করে নাও।

নাসরীন দ্রুত কিংখাবের পোশাক বের করলো এবং ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার দিকে দেখতে লাগলো।

আপাজী! একি আমার? নাসরীন জিজ্ঞেস করলো, এমন পোশাক তো দুলহিনের হয়।

দেখো নাসরীন! তুমি আমার শাহজাদা ভাইয়ের শাহজাদী দুলহিনের শাহজাদী বোন। তাই তোমার ব্যাপারে আমার ও আমার আম্মীজানের ফায়সালা এটাই ছিল যে, তোমার পোশাকও একই কাপড়ের হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি এখনো খুলে দেখোনি। এর মধ্যে বিয়ের কনের পোশাকের ব্যাপার স্যাপার নেই। আর তোমার জন্য একটা সাধারণ পোশাকও এনেছি। কিন্তু আজ তোমাকে তোমার শাহজাদী আপার সাথে ছবি তোলার জন্য এ পোশাক পরতে হবে। আমি খুব ভালো কাপড় এনেছি তোমাদের ছবি তোলার জন্য। তারপর বিলকিসকে সম্বোধন করে বললো, চাচীজান! মেহমানদেরকে বাইরের খোলা পরিবেশে বসানো কি সম্ভব হবে? তাহলে বাইরের আলোয় আমি তাদের ছবি তুলতে পারি।

বেটি! ছবির জন্য আরো কয়েকটা ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তাৎক্ষণিক সমস্যা হচ্ছে এই যে, ইউসুফের আব্বাজী ঘুম থেকে জেগে উঠেই তার পুত্রবধূকে দেখতে আসবেন। তুমি জলদি তার লেবাস পালটে দাও এবং এ ব্যাপারে প্রথমে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। একাজে বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। ততক্ষণে দেরাদুনওয়ালারাও আসতে শুরু করে দেবেন এবং তখন আমাদের অন্য কাজ শুরু হয়ে যাবে।

আধঘন্টা পর আবদুর রহীম পাশ ফিরে উঠে বসলেন। তিনি কিছু চিন্তা করছিলেন এমন সময় বিলকিস কামরায় প্রবেশ করে বললেন, ভাইজান! চা পাঠিয়ে দেবো?

না বোন, এসময় আমি এক গ্লাস পানি পান করে সর্বপ্রথম নিজের পুত্রবধূকে দেখবো। অবশ্য আমি বলতে চাই যদি আমার বৌমা ঘুমিয়ে না থেকে থাকে।

না ভাইজান! আমি এখানে পানি আনছি, আপনি তৈরি হয়ে যান।

আবদুর রহীম বললো, আমি কেবল মুখে ঠান্ডা পানির ছিঁটা মারতে চাই। মনে হয় অযুও করে নেয়া উচিত।

ভাইজান ওদিকে গোসলখানা আছে। আপনি চলে যান। আমি আপনার বৌমাকে খবর দিয়ে আসছি।

আবদুর রহীম গোসলখানার দিকে চলে গেলেন। তিনি অযু করে ফিরে এসে দেখলেন, বিলকিস পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি পানি পান করলেন এবং মাথায় পাগড়ি দিয়ে বিলকিসের পিছনে পিছনে চললেন। ফাহমিদার কামরায় প্রবেশ



www.pathagar.com

করে তিনি আসসালামু আলাইকুম বললেন। সফিয়া, আমিনা ও নাসরীন বুলন্দ আওয়াজে এবং ফাহমিদা নিচু স্বরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলো। ফাহমিদা বিয়ের কনের খুবসুরাত পোশাক পরেছিল এবং সোনালী দোপাট্টার একটি প্রান্ত তার নাকের নিচে টেনে রেখেছিল। আবদুর রহীম কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে দুই হাত রাখলেন ফাহমিদার মাথার ওপর। আমিনা দ্রুত ফাহমিদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে পাশের খালি চেয়ারের দিকে ইশারা করে বললো, চাচাজান! তাশরীফ রাখুন।

আবদুর রহীম চেয়ারে বসে পড়লেন। আমিনা ফাহমিদার সামনে বসতে বসতে বললো, চাচাজান! যদি আমি আপনাকে চাঁদের চাইতেও সুন্দরী বউ দেখাই তাহলে সেই ছোট শাহজাদী কি ইনাম পাবে যে ভাই ইউসুফকে কোয়েটা থেকে জালিন্ধরের পথ দেখিয়েছিল?

আবদুর রহীম বললেন, বেটি! এ ব্যাপারে আমার মানি ব্যাগ সামনে আছে, তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ইচ্ছামত ইনাম দেবার দায়িত্ব তোমার।

আমিনা নাসরীনকে ডেকে বললো, নাসরীন এদিকে এসো।

নাসরীন কাছে এলো। আমিনা তার হাত ধরে ফাহমিদার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললো, নাসরীন তোমার আপাজানের কানে কানে বলো, ইউসুফ ভাইয়ের আব্বাজান তাঁর চাঁদের চাইতেও প্রিয়দর্শী বউ দেখতে এসেছেন এবং তিনি এখন সামনে বসে আছেন।

নাসরীন দুষ্টুমীভরা মিষ্টি হাসি নিয়ে ফাহমিদার কানে মুখ লাগালো এবং সে নিজের হাসি সংযত করতে পারলো না। এই সঙ্গে আমিনা তার দোপাট্টা একটু উপরে উঠিয়ে নিল। মিয়া আবদুর রহীম কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তারপর বিলকিসকে সম্বোধন করে বললেন, বোন! কুদসিয়ার স্বপ্নের তাবির এর চেয়ে সুন্দর হতে পারতো না। হায়! আমি যদি কয়েক মিনিটের জন্য একে ইউসুফের মায়ের চোখ দিয়ে দেখে নিতাম। বোন সফিয়া! আপনি আমার প্রতি অনেক বড় ইহসান করেছেন। এখন আমার সবচেয়ে বড় দোয়া হবে এই যে, ইউসুফ যেন এই ইনামের হকদার প্রমাণিত হয়।

বাহ্ ভাই! ইউসুফের আব্বা এখনো জানেন না ইউসুফ এ দুনিয়ায় কি পরিমাণ ইনামের হকদার।

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পেছন দিকে তাকালো। বেগম আহমদ কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। মেয়েরা তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালো। আমিনা সোফার এক দিকে সরে গিয়ে বললো, আসুন এখানে বসুন।

না বেটি! আমি এই শাহজাদীর সাথে এর শাহজাদাকে দেখতে চাই। তুমি ইউসুফকে এখানে বসাওনি কেন?

বিলকিস বললেন, ইউসুফ এখনি এসে যাবে। আপনি তাশরীফ রাখুন। তারপর বিলকিস তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি ডিবা বের করলেন এবং সেটি আবদুর রহীমের হাতে দিয়ে বললেন, নিন, আপনি আপনার পুত্রবধূকে নিজের হাতে আংটি পরিয়ে দিন।

আবদুর রহীম ডিবা খুলে তার মধ্য থেকে আংটি বের করে বেগম আহমদের দিকে



www.pathagar.com

দেখলেন এবং উঠে আংটি তাঁকে পেশ করে বললেন, বোন! এ নির্বাচন আপনার। তাই আমি আবেদন করবো আপনি আপনার দোয়া সহকারে ফাহমিদাকে এ আংটি পরিয়ে দিন।

তিনি উঠে ফাহমিদার সাথে বসে তার সুন্দর হাত ধরে সস্নেহে চুমা খেলেন এবং আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন। দোয়া শেষ করে তিনি একের পর এক আবদুর রহীম, সফিয়া ও ফাহমিদাকে মুবারকবাদ জানালেন। আবদুর রহীম, পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করলেন এবং তা থেকে পাঁচশ টাকার নোট বের করে ফাহমিদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও বেটি! এ সামান্য একটি নজরানা। আহা! আমি যদি বিপুল অর্থভান্ডারের মালিক হতাম এবং এই খুব সুরাত হাত হীরা-মনি-মুক্তা দিয়ে ভরে ফেলতে পারতাম।

ফাহমিদা তার মা ও চাচীর দিকে এক নজর দেখলো এবং আবদুর রহীমের হাত থেকে নোট উঠিয়ে নিয়ে বললো, শোকরিয়া আব্বাজান! এটাই আমার জন্য বিপুল অর্থভান্ডারের চাইতে কম নয়।

তারপর আবদুর রহীম তাঁর পকেট থেকে একশ টাকার দুটি নোট বের করে বললেন, নাসরীন বেটি! এটি তোমার জন্য। ইউসুফের মা তোমাকে রহমতের ফেরেশতা বলতো।

ইউসুফের মায়ের কথা উচ্চারিত হতেই এই ছোট মহফিলে কিছুক্ষণের জন্য নেমে এলো এক বিষাদময় স্তব্ধতা। আবদুর রহীম আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করার জন্য আমিনার দিকে তাকালেন এবং নিজের মানি ব্যাগ তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেটি! যে কাজ আমি তোমার হাত দিয়ে করাতে চাচ্ছিলাম তা আমার নিজের বিবেচনা মতে আমি করে ফেললাম। এখন যদি আমার কোনো ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই মানি ব্যাগ নিয়ে তা দূর করে দাও।

আমিনা বললো, আপনার কোনো ভুল হয়নি। এবার আপনি নামায পড়ে মেহমানদের ইস্তিকবাল করার জন্য তৈরি হয়ে নিন।

তিনি কামরা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর সফিয়া বললেন, বিলকিস বোন আপনি এতো তাড়াহুড়ো করলেন কেন? আপনি ফাহমিদার আব্বাজান ও চাচাজানের জেগে ওঠার ইন্তিজার করতে পারতেন।

ভাই, আমার ওপর এ দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল, এখানে পৌছার সাথে সাথেই আমাকে এ আংটি পরিয়ে দিতে হবে। আর তুমি জানো, আমরা সবাই এই মুবারক সময়ের ইন্তিজারে কত রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি। আর বোন! সত্যি বলছি, যতক্ষণ না বিয়ে পড়ানো হবে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।

বেগম আহমদ বললেন, বিলকিস বেটি! এ সবকিছু ঠিকই হচ্ছে। তবে বিয়ের ফলে আবার মিয়া সাহেব ও তাঁর সাহেবজাদা আগামী কাল আবার এ দাবী করবে না তো যে, আমরা অনতিবিলম্বে বারাত নিয়ে যেতে চাই।

এখানে পৌছার আগেই আমি ইউসুফের আব্বাজানের সাথে এ বিষয়টির ফায়সালা



www.pathagar.com

করে নিয়েছি। আর ইউসুফের ব্যাপারে আমি জানি, সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে ফাহমিদার পা নিজের পথের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করা পছন্দ করবে না। তার প্রোগ্রামে শাদীর মনজিল এখনো অনেক দূরে। আর ফাহমিদার সম্পর্কে আমি জানি, প্রত্যেক ব্যাপারে ইউসুফের চিন্তার সাথে তার চিন্তার অমিল নেই। কি ফাহমিদা, তাই না?

ফাহমিদা হালকা মুচকি হেসে নিজের চোখ নিচু করলো। বেগম আহমদ বললেন, বেটি, তুমি যখন এ ধরনের মুচকি হাসো তখন খুব ভালো দেখায়। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তোমাকে যে মহব্বত করে সে যেন সবসময় তোমার মুচকি হাসি দেখে।

ইউসুফ গোসল করে কাপড় পরে নিল। তারপর অযু করে আসরের নামাযের জন্য দাঁড়ালো। বাইরে আঙিনায় আহমদ খান নওকরকে বলছিলেন, মীরু খান! দর্জী কত ঘন্টা পরে আচকান নিয়ে আসার কথা বলেছিল?

স্যার, দর্জী বলছিল, আমি আধা ঘন্টার মধ্যে এসে যাবো।

তারপর থেকে কতক্ষণ সময় গেছে?

জী, তা প্রায় দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে।

আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তার কাছে দ্বিতীয়বার যাবার চিন্তা তোমার মনে জাগলো না?

স্যার, আমি যাচ্ছি।

তাকে বলেছিলে, বিয়ের জন্য আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে?

জী হ্যাঁ, একথা তো আমি তাকে বলেছিলাম। আর আমি একথাও বলেছিলাম যে, সাহেব নারাজ হচ্ছেন।

তাহলে এখন কি ভাবছো? দৌড় দিচ্ছো না কেন? তাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো।

যাচ্ছি স্যার। হুকুম দিলে তাকে দু-চারটে গালাগালিও করতে পারি স্যার।

বেঅকুফ! বাজারের লোকেরা তোমাকে মার দেবে। তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। নয়তো তাকে বলে এসো, পাঁচ মিনিট পর আমাকে নিজেই যেতে হবে।

যাচ্ছি স্যার।

দশ মিনিট পরে মীরু খান দৌড়ে ফিরে এলো। সে বললো, স্যার, সে আসছে।

কখন আসছে।

স্যার, এখনই আসছে।

তুমি তাকে সাথে করে নিয়ে এলে না কেন?

জনাব, সে আচকান ইস্ত্রী করছিল। যখন সে ইস্ত্রী করে আচকান ভাঁজ করছিল তখন আমি তার থেকে ওয়াদা নিয়ে দৌড় দিয়েছি, যাতে সে সোজা আপনার কাছে চলে আসতে পারে।

আহমদ খান রাগত স্বরে বললেন, বেঅকুফ! আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি তার সঙ্গে এলে না কেন?



www.pathagar.com

স্যার, আমি দেখলাম, আচকান ইস্ত্রী করতে তার যথেষ্ট সময় লাগছে। বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম আপনি রেগে যাচ্ছেন। তাই আমি দৌড়ে চলে এলাম।

আহমদ খান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দর্জীকে আসতে দেখা গেলো। আহমদ খান বললেন, ইয়ার! তোমরা সবসময় মানুষকে অপদস্থ করে থাকো। আমি গতকাল বলেছিলাম, স্যুটে যত বিলম্ব হয় হোক কিন্তু আচকান বিকেলের মধ্যে চাই। আচ্ছা, এখন ট্রাই করো। বেটা খান মুহাম্মদ! ইউসুফ সাহেবের নামায পড়া শেষ হয়ে গেলে তাকে বাইরে নিয়ে এসো।

ইউসুফ বাইরে বের হয়ে এসে বললো, জী, আমার নামায শেষ হয়ে গেছে।

দর্জী আচকান খুলে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো, নিন পরে ফেলুন।

ইউসুফ আচকান পরলো। দর্জী বোতামগুলি লাগাতে লাগাতে বললো, জনাব ভালো কর দেখে নিন। আল্লাহর ফজলে এর মধ্যে কোনোপ্রকার খুঁত নেই।

আচ্ছা, রেখে দাও, যদি কোনো খুঁত থাকেও তাহলে পরে ঠিক করা যাবে।

দর্জী জিজ্ঞেস করলো, জনাব ছোট সাহেব! আপনার স্যুটের জন্য কাপড় দেবেন কবে? আমার কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর নমুনা এসেছে।

খান মুহাম্মদ বললো, আমরা এ কাজটা সেরে তারপর তোমার কাছে যাবো। ইউসুফ সাহেবের স্যুটটি একটু ভালো করে সেলাই করবে। লাহোর পর্যন্ত যেন তোমাকে বিদ্রুপ করা না হয়।

জনাব, আপনি চিন্তা করবেন না। আমার কাজে কোনো খুঁত দেখা দিলে আমি দ্বিতীয়টি বানিয়ে দেবো। একথা বলেই দর্জী সালাম করে চলে গেলো।

আহমদ খান ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই! এখন আমাদের চলা উচিত। কিন্তু তোমার মাথায় কিছু না কিছু থাকা উচিত।

খান মুহাম্মদ বললো, আব্বাজান! এর প্রয়োজন নেই। ইউসুফ ভাইকে খালি মাথায়ও বড় সুন্দর দেখায়।

ইউসুফ বললো, খান সাহেব! মাথার জন্য আমার কাছে একটি অতি মূল্যবান জিনিস আছে। আমি এখনি আপনাকে দেখাচ্ছি।

একথা বলে ইউসুফ কামরার মধ্যে গেলো এবং যখন ফিরে এলো তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল একটি কারাকুলি টুপি। ইউসুফ হেসে বললো, খান সাহেব! আমি বন্ধুদের তোহফা খুব যত্ন করে সামলে রাখি। আর জানিনা আপনার মনে আছে কিনা এ তোহফা আপনি আমাকে কবে দিয়েছিলেন।

ইয়ার, আমার মনে আছে। কিন্তু এ কাপড় পরার জন্য। একেও যেন আবার সামলে তুলে রেখে দিয়ো না।

মনজুর আহমদ গৃহের বাইরে কিছু দূরে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। ইউসুফ, খান মুহাম্মদ ও আহমদ খান সাহেবকে দেখতেই সে দ্রুত সামনে এগিয়ে এলো এবং অভিযোগের সুরে বললো, ইয়ার, তুমি প্রত্যেক জায়গায় দেরিতে পৌঁছুতে চাও।



www.pathagar.com

মেহমানরা সব এসে গেছেন আর আমরা পেরেশান ছিলাম তুমি আবার না কোথাও ভেগে যাও।

ইউসুফ বললো, মনজুর ভাই! তুমি নালায়েক ছিলে না? তাই আমার সাথে যাওনি। এখন তোমাকে একটি জরুরী কথা জিজ্ঞেস করতে হয়।

জরুরী কথা বিয়ের পরে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।

বেঅকুফ! আমি এখনি জিজ্ঞেস করে নিলে তোমার লাভ।

জিজ্ঞেস করে নাও। বান্দা হাজির আছে।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার বিয়ের পরে আমি যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হই যার ফলে মিয়া আবদুল করিম তার সাহেবজাদীর বাগদান তোমার সাথে করার কথা ঘোষণা করার উদ্যোগ নেন তাহলে তুমি খুশিতে পাগল হয়ে যাবে না তো?

দোস্ত! যদি কেউ খুশিতে পাগল হতে পারে তাহলে খোদা মালুম তুমি এতদিনে কত মানুষের মাথা কাটাতে।

তাহলে ঠিক আছে। যখনই সুযোগ পাবে মিয়া আবদুল করিমকে কায়দা করে আমার পাশে বসিয়ে দেবে।

ইয়ার, এ মহফিল খতম হবার আগেই তোমার অনেক লোকের সাথে কথা বলার সুযোগ মিলবে। আর আমার মনে হয় তুমি আমিনাকেও জিজ্ঞেস করতে পারবে।

তারা বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করেছিল। মেহমানরা সেখানে বসেছিলেন বৃত্তাকারে। মাঝখানে রাখা ছিল তিনটি সোফাসেট। মেহমানরা এগিয়ে এসে তাদের ইস্তিকবাল করলেন। তারা একে একে তাদের সাথে গলাগলি করলেন। তারপর আবদুর রহীম অগ্রসর হয়ে বিশেষভাবে আহমদ খান ও খান মুহাম্মদকে স্বাগত জানালেন। আবদুল আজীজ মেহমানদের সাথে আহমদ খানকে পরিচিত করাবার পর তাঁকে ও তাঁর সাহেবজাদাকে ডানদিকের সোফায় বসালেন। মাঝখানের সোফায় ইউসুফ, তার ওয়ালিদ ও ফাহমিদার ওয়ালিদকে বসানো হলো। তাদের বাঁদিকে আবদুল করিম, মেজর বশীর ও দেরাদুন থেকে আগত তাদের কয়েকজন ফৌজী দোস্ত বসলেন। বাদবাকি চেয়ারগুলিতে কয়েকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পুলিশ অফিসার বসলেন। আবদুল আজীজ পুলিশ অফিসারদের সাথে উপবিষ্ট মওলবী সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, মওলানা সাহেব! নেক কাজে আমাদের বিলম্ব করা উচিত নয়। আপনি আপনার কাজ শুরু করে দিন। ফজল দীন মওলবী সাহেবের পিছনে বসেছিল। সে দ্রুত উঠে মওলবী সাহেবের হাত ধরে তাঁকে ইউসুফের সাথে সোফায় বসিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিয়ের পবিত্র অনুষ্ঠান সমাধা হলো। যখন ইউসুফের কণ্ঠে বিয়ের শেষ শব্দাবলী উচ্চারিত হচ্ছিল তখন সে অতি কষ্টে নিজের চোখের পানি রোধ করছিল। সে আকাশের দিকে তাকালো। তার মনে হচ্ছিল আকাশের রং কখনো এতটা আকর্ষণীয় ছিল না। এই পাহাড়-নদী-গাছপালা কখনো এতটা সুন্দর ও মনোরম ছিল না। সে মনে মনে এ শব্দগুলো আওড়াচ্ছিল, ইয়া আল্লাহ! এসব তোমারই মেহেরবানী। আমাকে তওফিক



www.pathagar.com

দাও যেন সারাজীবন তোমার শোকরগুজারী করতে পারি।

একটি মেয়ে দৌড়ে বাইরে এলো এবং আবদুল আজীজকে কিছু বলার পর তার হাতে কোনো জিনিস দিয়ে তারপর আবার ভিতরে চলে গেলো।

আবদুল আজীজ মুচকি হেসে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, বেটা ইউসুফ! আমার একটি কর্তব্য পালনে ক্রটি হয়েছে। তোমার হাতটা এগিয়ে দাও।

ইউসুফ তার হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাতে একটি আংটি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, উপস্থিত মেহমানবৃন্দ! ক্রটির কারণ ছিল এই যে, ইউসুফ সোনার আংটি পরতে অস্বীকার করেছিল। কারণ পুরুষদের জন্য সোনার অলংকার পরা ইসলামী শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কাজেই শেষ মুহূর্তে দেরাদুনে স্বর্ণকারের কাছে লোক পাঠাতে হয়েছে। সেই লোক এইমাত্র এরূপার আংটি বানিয়ে নিয়ে এসেছে।

খুরমা বিতরণ করা হলো। ইউসুফ, তার পিতা ও শ্বশুর এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে মুবারকবাদ দেয়া হলো। মাগরিবের নামায বাড়ির আঙিনায় পড়ার ব্যবস্থা করা হলো। নামাযের পরে ইউসুফ মিয়া আবদুল করিমকে একদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, চাচাজান! একটি কথা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় অতি অল্প।

বেটা! এই ধরনের কাজে আমরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই। তবে তোমার তো আর কোনো সমস্যা দেখা দেয়া উচিত নয়। তুমি সবসময় পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন কথা বলে এসেছো।

জী, হ্যাঁ। আপনি জানেন, আমিনা আমার নিজের মায়ের পেটের বোনের চাইতেও বেশি প্রিয়। আর মনজুরকেও আমি ভালোভাবে জানি। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি আমিনার রেজামন্দি হাসিল করে নিতে পারি।

বেটা! আল্লাহর শোকর, তুমি আমিনার জন্য এত চিন্তা করো। তোমার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় আমিনা তাকে অপছন্দ করবে না।

তাহলে চাচাজী, এক ভাই হিসাবে আমি প্রথানুসারে তার কাছ থেকে একথা জেনে নিতে চাই এবং তারপর এখানে উপস্থিত লোকদেরকে এ সুখবর শুনিয়ে দিতে চাই যে, আপনি নিজের মেয়ের জন্য মনজুর আহমদকে বাছাই করে নিয়েছেন।

বেটা! আমি তোমার প্রত্যেকটি কথার সাথে একমত। কিন্তু এ ব্যাপারে তো তার খান্দানের মুরব্বীদের এখানে থাকা উচিত ছিল।

চাচাজান! আমি তাদের সাথে সাক্ষাত করেছি। তারা এ ব্যাপারে পেরেশান ছিল যে, আপনি তাদের সাথে আত্মীয়তা করা নিজের জন্য মর্যাদাজনক মনে করেন কি না।

মেহমানদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে এদিকে এলো। ইউসুফ হাতের ইশারায় তাকে দাঁড়াতে বলে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, দেখুন, ভিতরে মেহমানদের মধ্যে আমিনা বেগম সাহেবা আছেন। তাকে বলবেন, আপনার ওয়ালিদ সাহেব বাইরে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। খুব জরুরী কথা। যদি আপনি তাকে এখনই এখানে আনতে পারেন তাহলে বড়ই মেহেরবানী হবে।

মেয়েটি মুচকি হেসে বললো, দুলাভাই! আমি এখনই তাকে নিয়ে আসছি।



www.pathagar.com

কয়েক মিনিট পর সে আমিনাকে তাদের সামনে রেখে ভিতরে চলে গেলো। আমিনা জিজ্ঞেস করলো, আব্বাজী! সব ভালো তো? আমি তো আপনার পয়গাম পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আবদুল করিম বললেন, বেটি! ইউসুফ তোমার সাথে কোনো জরুরী কথা বলতে চায়। তুমি জানো, ইউসুফ সাহেবের কথা কখনো খারাপ হয় না। আমি জানি, তুমি ধীরে সুস্থে শুনবে।

ইউসুফ বললো, দেখো বোন! এক ভাই হিসাবে আমি যতটুকু অনুধাবন করি সেদিক দিয়ে বিচার করলে হয়তো এ আলোচনার প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটি একটি ভালো প্রথা, তাই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি। যদি আজই একথা ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, আবদুল করিম সাহেবের গুণবতী কন্যা এবং আমার আদরের বোন আমিনার বাগদান মিষ্টার মনজুর আহমদের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে, তাহলে তুমি এটা অপছন্দ করবে না তো?

আমিনা মাথা নিচু করে বললো, আপনি কি নিজের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন?

আমার ফায়সালার বিরোধিতা করার ক্ষমতা কি তার আছে?

আমিনা মুচকি হেসে এ কথা বলে ফিরে গেলো যে, ভাইজান! যদি তার মধ্যে এ ক্ষমতা না থাকে তাহলে আমার মধ্যে কেমন করে থাকবে?

যখন মেহমানরা রাতের খানা খাবার জন্য দস্তরখানে বসলো তখন ইউসুফ দাঁড়িয়ে বললো, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আমি মিয়া আবদুল করিমের নির্দেশে আপনাদের সামনে একথা ঘোষণা করছি যে, তাঁর সৎগুণ সম্পন্না কন্যা আমিনা বেগমের সাথে জনাব জামাল উদ্দীন আহমদের পুত্র মনজুর আহমদের বাগদান স্থিরীকৃত হয়েছে। আপনাদের কাছে আবেদন আপনারা এদের দুজনের এবং এদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য দোয়া করবেন।

সবাই দোয়া করার জন্য হাত উঠালো এবং মনজুর আহমদ ও আবদুল করিমকে মুবারকবাদ দিতে থাকলো।

নাসরীন দৌড়ে মেয়েদের কামরায় প্রবেশ করলো এবং অতিকষ্টে দম নিয়ে বললো, আমিনা আপা! আমিনা আপা! আপনার বাগদান হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম আপনার বাগদান হয়ে গেছে। এখনই আমি নিজের কানে শুনে এসেছি। আপাজান! ওনার বাগদান হয়েছে ভাইজানের দোস্ত মনজুর আহমদ সাহেবের সাথে। দেখলেন তো তাকে আমি বিনা কারণে পছন্দ করতাম না।

বিলকিস বললেন, নাসরীন! এ খবরের জন্যও তুমি ইনাম পাবে। এখন তুমি প্রথমে তোমার দুলাভাইকে এখানে ডেকে আনো। তাকে বলো, বোনেরা ও চাচীরা তাকে দেখতে চায়।

চাচীজান! এখন তো তারা খানা খেতে শুরু করেছেন।

নানী বললেন, বেঅকুফ! ডেকে আনো তাকে। তোমার আপা তাকে ভুখা রাখবে না। যাও জলদি করো।



www.pathagar.com

নাসরীন দৌড়ে বাইরে বের হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সে ইউসুফকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। ইউসুফ 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো। সে সবার আগে আমিনার মাথায় হাত রেখে তিন'শ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললো, এটি আব্বাজী পাঠিয়েছেন দোয়া সহকারে তোমার জন্য।

নাসরীন বললো, ভাইজান! এদেরকে বলে দিন সত্যিই বাগদান হয়ে গেছে।

কেন, তুমি বলনি নাসরীন?

বলেছি। কিন্তু আমার কথা কে শোনে?

বেগম আহমদ দ্রুত দাঁড়িয়ে ইউসুফের বাহু ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, বেঅকুফের মতো দাঁড়িয়ে কি দেখছো? বসে পড়ো। তোমার জায়গা এখানেই।

ইউসুফ ফাহমিদার সাথে বসে পড়লো। মেয়েরা একের পর এক আমিনাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। বেগম আহমদ তাকে আদর করার পর দু'শ টাকা দিলেন। বিলকিস তার আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে আমিনাকে পরিয়ে দিলেন। সফিয়া রেশমের একটি পোশাক এবং এক'শ টাকা তাকে দিলেন।

বাইরে খাবার মজলিসে আবদুল করিম ইউসুফ সম্পর্কে বলছিলেন, এ নওজোয়ান বড়ই সৌভাগ্যবান। সে যে ঘরে কদম রাখে সেখানেই তার পেছনে পেছনে সৌভাগ্যও চলে আসে। প্রথমবার সে শিকার থেকে ফিরে আমাদের বাড়ি এসেছিল। সেখানে রেখে এসেছিল দুটি বড় বড় বুনো মোরগ। তারপর যে রাতে ডাকাত দল আমাদের বাড়িতে হামলা করতে এসেছিল, সে আচানক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এলাকার সবচেয়ে মশহুর ডাকাতকে পাকড়াও করেছিল। ফলে আমাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ রক্ষা পেয়েছিল এবং মান-ইজ্জত সংরক্ষিত হয়েছিল।

মেহমানরা ডাকাত পাকড়াও করার বিস্তারিত বিবরণ জানার আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। আবদুল করিম বললেন, এসময় ভাই আবদুল আজীজ ছিলেন গুরুদাসপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টর। আর আমি নিজে ইউসুফের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা স্বচক্ষে দেখেছি। আমি বিশ্বাস করি, সে একদিন হবে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। সে যে একদিন এধরনের কাজ করেছিল তখন কেউ একথা বিশ্বাস করবে না। সে একজন উত্তম ঘোড়সওয়ার, উত্তম সাঁতারু এবং উচ্চমানের নৌচালক। ইসলামিয়া কলেজে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন অক্লান্ত কর্মী হিসেবে সে সর্বজন পরিচিত। আমার মতো লোক যে রাজনীতি থেকে সব সময় দূরে থাকতো সেও শুধুমাত্র তারই কারণে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। আর দ্বিতীয় নওজোয়ান মনজুর আহমদ যার সাথে আমার মেয়ের বাগদানের কথা ঘোষণা করা হলো, তার সহপাঠি ও বন্ধু এবং সব কাজে তার সহযোগী। মনজুর একটি শরীফ জমিদার ঘরানার সন্তান এবং তার অনেক আত্মীয় উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত।

আবদুল আজীজ বললেন, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ! আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা এই দুটি মেয়ে, এদের পিতা-মাতা এবং এদের শুভাকাংখীদের জন্য দোয়া



www.pathagar.com

করুন।

দোয়ার পর কিছুক্ষণ সুগভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। এক সময় মেজর সাহেব বললেন, হাজেরানে মজলিস! এবার খানা শুরু করা যেতে পারে।

এক নওকর দরোজার বাইরে থেকে আওয়াজ দিল, বিবিজি! খানায় দুলামিয়ার ইন্তিজার করা হচ্ছে।

নাসরীন বললো, নানীজান! আমি মনে করেছিলাম, ওরা ভুলে যাবে। কিন্তু ওরা তো তাঁর সম্পর্কেই আলোচনা করছে।

ইউসুফ হাসতে হাসতে উঠে বাইরে গেলো। আবদুল আজীজ হাতের ইশারায় দস্তরখানে তাকে নিজের পাশে বসালেন। খাবার মাঝখানে তিনি বলছিলেন, বেটা! আমি বার বার চিন্তা করতাম, যখন আমি নাসরীনের কাছে কোয়েটা থেকে সামনের দিকে নৌকায় এবং তারপর গাড়িতে সফরের ঘটনাবলী শুনেছিলাম তখন গুরুদাসপুরে তোমাকে দেখতেই আমার মনে এ চিন্তার উদয় হলো না কেন যে, তুমিই সেই নওজোয়ান যে ডাকাত পাকড়াও করার কিছুদিন পূর্বে নাসরীন ও তার নানীর সাথে সফর করেছিল?

জনাব, আপনার সাথে প্রথম মোলাকাতেই আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি জালিন্ধরের অধিবাসী একথা জানার পর আমি আর বিস্তারিত আলোচনায় যাইনি এই ভেবে যে, হয়তো তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক বের হয়ে পড়তে পারে। আপনার মনে থাকবে হয়তো, যখন আপনি আচানক একদিন সকালে লাহোরের বাড়িতে দাওয়াত দিতে এসেছিলেন তখন আমি বেশি অবাক হইনি এবং আমি কোনো প্রশ্ন না করেই আম্মীজানের সাথে বের হয়ে পড়েছিলাম।

বেটা! আল্লাহ যা করেন ভালোই করেন। যেহেতু সেই মজার কাহিনীর কোয়েটা থেকে শুরু হয়ে মিসৌরী পর্যন্ত পৌছে যাওয়া অবধারিত ছিল তাই তুমি নাসরীন ও তার নানীজানের কথা বলোনি এবং আমিও তা জিজ্ঞেস করিনি।

চাচাজান! এর মধ্যে সম্ভবত কুদরাতের আর একটি মহত উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ আচানক মায়ের মৃত্যুতে আমি শোকার্ত হয়ে পড়বো এবং চাচী বিলকিসের স্নেহ আমাকে মায়ের শোক ভুলিয়ে দেবে। এ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিকল্প ব্যবস্থা। আমি আমৃত্যু আপনার ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

বেটা! এটা তোমার নেকবখ্‌তির প্রমাণ। নয়তো আমরা আসলে সবকিছু ফাহমিদার জন্যই করেছি। কারণ সে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের সন্তান। আর তুমি একটা খুব ভালো কাজ করেছো। আবদুল করিমের সত্যপ্রিয় ও সরলমনা মেয়েটিকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছো এবং তার জীবন সাথী হিসেবে এমন এক নওজোয়ান তালাশ করে এনেছো যার সাথে সে সৎভাবে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে।

চাচাজান! আমিনাকে বুঝতে আমি ভুল করিনি। আমি জানতাম, সে খুব ভালো মেয়ে। তার কেবল একজন স্পষ্টভাষী স্নেহশীল ভাইয়ের প্রয়োজন ছিল এবং সে অবচেতনভাবে একথা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল যে, আমি তার সেই ভাই। সে



www.pathagar.com

আমাকে সম্মান করতো এবং ভয়ও করতো। আমাদের মাঝখানে যে দূরত্ব থাকা উচিত ছিল তা কখনো কমেনি।

তুমি কি জানো তোমার চাচী কি বলতো?

জি হ্যাঁ, তিনি বলে থাকবেন, আমি যাদুকর। কিন্তু চাচাজান! আন্তরিকতার মধ্যে এক প্রকার যাদু থাকে।

খাওয়া শেষে রুখসাত হবার সময় আহমদ খান বললেন, ভাই ইউসুফ! বোন ও বেটিদের জন্য আমার বাড়িতে তোহফার একটি বাক্স রয়েছে। ভাই সাহেব অনুমতি দিলে নওকর খান মোহাম্মদের সাথে গিয়ে তা নিয়ে আসতে পারে।

আবদুল আজীজ বললেন, খান সাহেব! আপনার কোনো তকল্লুফ করার দরকার ছিল না।

না, ভাই! যদি আপনারা অস্বীকার করেন তাহলে খুব দুঃখ পাবো। ইউসুফ সাহেব হচ্ছেন আমার ভাই।

খান সাহেব! আমি জানি। এতে কোনো অশুভ লক্ষণ নেই। আগামী কাল সকালে এসব দেখা যেতে পারে। এখন কেন কষ্ট করতে যাচ্ছেন।

ভাই সাহেব! আমার কোনো কষ্ট হবে না। যদি ওই জিনিসগুলি আজ রাতে আমার ঘরে আটকে থাকে তাহলে আমার খুব কষ্ট হবে।

ঠিক আছে খান সাহেব! আমি আপনার সাথে আমার নওকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আপনার অনেক মেহেরবানি। একটি দায়িত্ব সম্পাদিত হয়ে গেলে মানুষের খুশি বেড়ে যায়। ইউসুফ সাহেব জানেন কোন্ জিনিস কার জন্য। আমি তার হাত দিয়ে কার্ড লিখিয়েও প্রত্যেকটির গায়ে লাগিয়ে দিয়েছি।

ইউসুফ বললেন, খান সাহেব! আমি তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করবো এবং মনজুর আহমদ সাহেবও আমার কাছে থাকবেন।

ভাই! এ ধরনের কাজে তাড়াহুড়া করতে হয় না। তুমি ধীরে সুস্থে এসো। যখন আসবে, আমার নওকর তোমার পথ দেখতে থাকবে এবং আসার সাথে সাথেই তুমি কফি পান করতে পারবে।

ইউসুফের ওয়ালিদ, আবদুল আজীজ ও তার ভাইয়েরা এবং আবদুল করিম তাদের পিতা-পুত্রকে বাইরের গেট পার হয়ে এসে বিদায় জানালেন। আবদুল আজীজের ইংগিতে তাঁর একজন নওকর ও ফজল দীন তাদের সাথে গেলো। ফজল খুব খুশি ছিল। মনে হচ্ছিল যেন তাকে একটি অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তারা উৎফুল্ল চিত্তে চামড়ার একটি সুন্দর বড় বাক্স মাথায় করে নিয়ে এলো। ফজল দীন সরাসরি ইউসুফকে বললো, খান সাহেব বলছিলেন, এ জিনিসপত্র গৃহকর্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে এবং তিনি বাক্সের মধ্য থেকে যার যার অংশ তাকে নিজ হাতে দেবেন। একেবারে নিচে রেশমী রুমালে বাঁধা আছে দুলহিনের আলাদা পোশাক সেটি এবং এ বাক্স ও গাঁঠরীর যা কিছু আছে সব দুলহিনের।



www.pathagar.com

রাত বারোটায় ইউসুফ মনজুর আহমদকে সাথে নিয়ে আহমদ খানের বাসগৃহে পৌঁছলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে তারা নাশ্‌তা শেষ করার আগেই আবদুল আজীজ আবদুর রহীম ও মিয়া আবদুল করিমকে সঙ্গে করে সেখানে পৌঁছলেন। আহমদ খান, তাঁর ছেলে খান মুহাম্মদ, মনজুর ও ইউসুফ তাদেরকে সম্বর্ধনা জানালেন। নওকর তাদের জন্য চেয়ার পেতে দিতে দিতে বললো, জনাব! মেহমানদের জন্যও নাশ্‌তা নিয়ে আসি?

না, ভাই! আমরা নাশ্‌তা সেরে এসেছি। আবদুর রহীম বললেন।

তারপর তিনি আহমদ খানকে সম্বোধন করে বললেন, খান সাহেব! আমি ও আবদুল করিম আজ ফিরে যাচ্ছি। আমি তো মাত্র এই ক'দিনের ছুটি পেয়েছিলাম আর আবদুল করিম সাহেব অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে এসেছেন।

আহমদ খান একটু পেরেশান হয়ে বললেন, আপনারা আবার আমাদের ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেলেননি তো?

আবদুর রহীম জবাব দিলেন, না, খান সাহেব! ইউসুফ আপনার অনুমতি ছাড়া এখান থেকে সরবে না। গত রাতে সে এ ব্যাপারে সব জানিয়ে দিয়েছে। আপনি তাকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। সেটি সে অবশ্যই পালন করবে। তাছাড়া এমনিতেই সে পার্বত্য এলাকায় ঘোরাফেরা করা বেশি পছন্দ করে।

আহমদ খান বললেন, এখনই আমি মনজুর সাহেবকেও বলছিলাম, তুমিও কিছুদিন আমাদের সাথে থাকো। খান মুহাম্মদের এ বয়সে খুব ভালো সোসাইটির প্রয়োজন। মিয়া সাহেব! এ ব্যাপারে আপনার তো কোনো আপত্তি নেই। যদি মনজুর সাহেব কিছুদিন এখানে থাকেন?

খান সাহেব! আমার কি আপত্তি থাকতে পারে? কলেজে আজকাল ছুটির মওসুম চলছে। আর ছুটির মধ্যে সে ইউসুফ ছাড়া আর কারোর কাছ থেকে বেশি শিখতে পারবে না। কখনো কখনো আমি অনুভব করি আমি নিজেই যদি ছাত্র হতাম তাহলে অন্যের কাছে নয় বরং ইউসুফ সাহেবের কাছে থাকা বেশি পছন্দ করতাম। মনজুর! তুমি আজই বাড়িতে পত্র লিখে দাও।

জি, আমি লিখে দেবো।

আহমদ খান বললেন, মিয়া সাহেব! আপনি বড়ই সৌভাগ্যবান। আল্লাহ আপনাকে ইউসুফের মতো পুত্র দিয়েছেন। তার ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। দুনিয়ায় যে কাজটি সে মন লাগিয়ে করবে সেটিই তার জন্য ভালো হবে। তার মর্জির বিরুদ্ধে তাকে শাহীতখত দান করলেও তা সে পছন্দ করবে না। আপনি জানেন সে ফৌজের একজন অফিসার হতে যাচ্ছিল। এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে নিজের ইচ্ছায়। এজন্য তার কোনো আফসোস নেই এবং হওয়া উচতিও নয়। তার যদি বই লেখার শখ থাকে তাহলে তা পূর্ণ করতে দিন। আমি বই লিখে বড় হতে পারতাম কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি, এই আক্ষেপ তার মনে থাকা উচিত নয়। তার আয় রোজগারের জন্য



www.pathagar.com

আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না। ভদ্রভাবে নিজের খরচ চালিয়ে নেবার মতো একটা ভালো কাজ সে পেয়ে গেছে। যদি সে আরো বেশি অর্থের প্রয়োজন বোধ করে তাহলে আমি তাকে আরো একাধিক ছাত্র যোগাড় করে দেবো।

আবদুর রহীম বললেন, খান সাহেব! এবার আমি নিজের হার মেনে নিয়েছি। কয়েক মাসের মধ্যে আমি রিটায়ার করে গ্রামে চলে যাচ্ছি। এরপর কেউ আমাকে ইউসুফের পথরোধকারী হিসেবে দেখবে না। অবশ্যই আমার আকাংখা ছিল ইউসুফ ভালো ক্লাস পেয়ে এম.এ. শেষ করবে এবং ইনশাআল্লাহ আমার এ আকাংখা পূর্ণ হবে। খান সাহেব! প্রত্যেক বাপের মতো আমিও আমার ছেলের জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহর তার প্রতিটি আরজু পুরা করেন। কিন্তু একটি বিষয় আমাকে খুব বেশি পেরেশান করে দেয়। সেটি হচ্ছে এই যে, আমি কিতাব লিখে কাউকে সচ্ছল জীবন যাপনের উপযোগী অর্থ উপার্জন করতে দেখিনি।

আহমদ খান বললেন, জনাব! ইউসুফ আমাদের চাইতে অনেক বেশি জানে। সে জানে কোন ধরনের বই লিখলে সচ্ছল জীবন যাপনের উপযোগী অর্থ উপার্জন করা যায়। হয়তো সে এমন সব কিতাব পড়েছে যেগুলি আমরা পড়িনি। আর যদি খোদা নাখাস্তা কখনো সে মনে করে যে, সে ভুল পথে ছিল তাহলে সে তো আর কোনো বেঅকুফ নয় যে, অনর্থক একটা ভুল পথে চলতে থাকবে। আপনি তার বাপ। অবশ্যই আপনার তার জন্য দোয়া করা উচিত।

আবদুর রহীম যথেষ্ট মানসিক তিক্ততা অনুভব করলেন। কিন্তু তাঁর করার কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, খান সাহেব! আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি দোয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি।

আহমদ খান জিজ্ঞেস করলেন, আপনার গাড়ি কটায় ছাড়বে?

আবদুল আজীজ জবাব দিলেন, জনাব! এখনো তিন ঘন্টা সময় আছে। এঁরা খানা খেয়ে আরামে গাড়িতে সওয়ার হতে পারবেন।

আহমদ খান বললেন, মিয়া সাহেব! আমরা সবাই আপনাকে রুখসাত করার জন্য স্টেশানে যাবো।

না, জনাব! বিলকুল নয়। আমি তো আবদুল আজীজ খান সাহেবকেও তাকলীফ দিতে চাইনি। কিন্তু তাঁকে যেহেতু আমার সাথে লাহোর পর্যন্ত যেতে হবে, তাই আমি তাকে রুখতে পারি না। আমি ও আবদুল করিম সাহেব খানা খেয়েই রওয়ানা হয়ে যাবো। আবদুল আজীজ সাহেব কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর আমার মনে হয় ইউসুফ দু' তিন দিনের ছুটি নিয়ে রেখেছে তাই তার কাছ থেকে এখান থেকেই রুখসাত নিচ্ছি, যাতে সে নিজের কাজ ঠিকমত শুরু করে দেয়। বেটা! মাঝে মধ্যে পত্র লিখে তোমার খবরাখবর জানিয়ে দেবে। আর এমনি তো আবদুল করিম সাহেব কখনো কখনো ফোন করে খবর নিতে থাকবেন এবং তাঁর কাছ থেকে আমিও জেনে নিতে পারবো। আমার বৌমা এবং তার আব্বা-আম্মার পীড়াপীড়িতে আমিনাও তাদের কাছে কয়েকদিন থাকবে।



www.pathagar.com

একথা বলেই আবদুর রহীম উঠে দাঁড়ালেন। তিনি খান সাহেব, তাঁর ছেলে খান মুহাম্মদ ও মনজুর আহমদের সাথে মুসাফাহা করলেন। ইউসুফ উঠে দাঁড়িয়ে বাপকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো, আব্বাজী! আমি যে গোস্তাখী করেছি সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বাপ স্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেটা! আমার কখনো কখনো নিজের ওপর গোস্বা হয়। কারণ তুমি তো কোনো গোস্তাখী করোনি। আবার আমি এজন্য পেরেশানও হয়ে যাই যে, তোমার ওপর আমি নারাজ হতাম কেন? দেখো, এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি না?

আব্বাজী! আপনিই তো বলতেন, ভালো সন্তানের পিতা-মাতারা কখনো বুড়ো হয় না। আমি সকল প্রকার সদিচ্ছা সহকারে চেষ্টা করতে থাকবো যাতে আপনি আমাকে ভালো মনে করতে থাকেন।

তারা চলে গেলেন। ইউসুফ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো। নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে তার কোনো সঠিক অনুমান ছিল না।

আহমদ খান বললেন, ইউসুফ ভাই! যদি তুমি এভাবে চিন্তায় ডুব দিয়ে থাকো তাহলে এদিন অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এটা কি ভালো হয় না, তুমি কিছুক্ষণ আত্মীয়দের কাছ থেকে ঘুরে এসো। তাছাড়া সেখানে তোমার বিয়েও তো হয়ে গেছে।

খান সাহেব! আমি সেখানে সব সময় যেতে পারি। এখন আমি চিন্তা করছিলাম, আমাকে অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করে দিতে হবে এবং মনজুর আমাকে সাহায্য করবে। খান মুহাম্মদ! তুমি যাও, জলদি তোমার কিতাবগুলি বের করে আনো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। আমি ও মনজুর তোমার কামরায় যাচ্ছি।

আহমদ খান বললেন, অনুমতি দিলে আমিও তোমাদের সাথে এক পাশে বসে যেতে পারি।

ইউসুফ বললেন, খান সাহেব! অবশ্যই আসুন।

কিছুক্ষণ পর তারা নিরবে ইউসুফের আলোচনা শুনছিল। সে বলছিল, দেখো খান মুহাম্মদ! বিগত দিনগুলোয় তোমার যে সময় নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতি পুশিয়ে নেবার জন্য আমাদের এখন কয়েকদিন একটু বেশি কাজ করতে হবে। আজ তোমাকে দু ঘন্টা অংক, দেড় ঘন্টা ইংরাজী, এক ঘন্টা ইতিহাস ও ভূগোলে সময় দিতে হবে। দুপুরের খাবারের পর চার ঘন্টা পাবে বিশ্রামের জন্য অথবা এসময় নিজের ইচ্ছামত কিছু পড়তে পারো। সন্ধ্যায় চায়ের আসরে আমি তোমার প্রশ্নের জওয়াব দেবো। তোমার মনে যে প্রশ্ন জাগবে তা আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। ইতিহাস, ভূগোল অথবা দীন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারো। চিন্তার ক্ষেত্রে তোমার যেসব জটিলতা দেখা দেবে সেগুলি নিসংকোচে আমার সামনে পেশ করবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ সংশয়ে ভোগে তার জন্য জ্ঞানের দরোজা উন্মুক্ত হয় না। এ পৃথিবী, আকাশ, বাতাশ, পাহাড়, নদী ও ঋতুর পরিবর্তন এসবকিছু এমন জিনিস যার সাথে জ্ঞানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর আসল জ্ঞান আমাদের নিয়ে যায় সেই মহান স্রষ্টার দিকে যার হুকুম বিনা গাছের একটি ছোট পাতাও নড়ে না। ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম জিনিসের মধ্যে রয়েছে তোমার জন্য জ্ঞানের



www.pathagar.com

ভান্ডার। তুমি যত বেশি পড়বে ততই অনুভব করবে যে তোমাকে আরো অনেক পড়তে হবে। জ্ঞানের কোনো শেষ নেই। তুমি চলাফেরা-উঠাবসার মধ্যেও আমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকো। তারপর এই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা আমার চেয়ে বেশি যাদের আছে তাদের দিকে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। আজ আমি যেমন তোমার সাথে কথা বলছি তুমিও ঠিক তেমনি প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার সাথে সাধারণ লোকের সাথে কথা বলতে পারবে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটনাচক্রে তোমার আব্বাজানের সাথে আমার মোলাকাত হয়েছিল এবং আমার কোনো কথা তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। আমি চাই তুমি এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করো।

আহমদ খান বললেন, ভাই! এ থেকে বুঝা যায়, আমিও তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। আমার এখনো অনেক কিছু জানার প্রয়োজন রয়েছে। এখন তুমি খান মুহাম্মদকে কিছুক্ষণ পড়াও তারপর কিছু সময় নিশ্চিন্তে শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে এসো। তারা যেন একথা মনে না করতে পারে যে, সাহেবজাদা কাজে মেতে আছে এবং তাদের কথা মনে নেই।

ইউসুফ হাসতে হাসতে বললো, খান সাহেব! তারা যেমন আমাকে জানে তেমনি আপনাকেও জানে এবং আপনাকে আমার বড় ভাই মনে করে।

তাহলে ঠিক আছে, তুমি কিছুক্ষণ খান মুহাম্মদকে ইংরাজী ও অংক পড়াও এবং খানা খাবার পর ওখান থেকে ঘুরে এসো। আজ তোমাকে এর চেয়ে বেশি আর কিছু করতে হবে না।

মনজুর বললো, খান সাহেব! আমার মতে, সে এখন সেখানে যাক এবং সেখানেই খানা খাক। এতে তারা বেশি খুশি হবে। খান মুহাম্মদকে আমি পড়াচ্ছি।

এটাই ভালো। ভাই ইউসুফ! তুমি যাও। কিন্তু থামো। একথা বলে খান সাহেব অন্য কামরায় চলে গেলেন। সেখান থেকে কিছু নোট এনে ইউসুফকে পেশ করে বললেন, একথা আমার অনেক আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। এ সাত'শ টাকা তোমাকে ধার দিচ্ছি। তোমার বেতন থেকে এটা সামান্য সামান্য করে কাটা যাবে। এ সময় তোমার পকেট খালি থাকা উচিত নয়।

খান সাহেব! শোকরিয়া। কিন্তু আমার পকেট একেবারে খালি নয়। রাতে আব্বাজান পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন। আর এখানে যেখানে যা দেবার ছিল তা তিনি নিজ হাতে দিয়ে গেছেন।

আহমদ খান বললেন, ভাই! এ পয়সা তোমার কাছে রাখো। আমার প্রয়োজন হলে আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবো। এ পয়সাগুলি আমার কাছে আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসাবে এবং এগুলি এ উদ্দেশ্যে রেখেছিলাম যে, তোমার প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

ইউসুফ নোট নিয়ে নিজের কোটের পকেটে রাখলো এবং কিছুটা ইতস্ততভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

আচ্ছা ভাই, তাহলে এখন যাও!



www.pathagar.com

ইউসুফ হাসতে হাসতে 'আচ্ছা জনাব আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে সেখান থেকে বের হয়ে গেলো।

রাস্তায় নেমে তার পায়ের গতি এবং দিলের স্পন্দন প্রতি মুহূর্তে দ্রুততর হতে লাগলো। তারপর বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ তার গতি শ্লথ হয়ে গেলো এবং সামনে এগিয়ে যেতে কেমন একটা লজ্জা অনুভব করলো। বারান্দায় নাসরীনকে দেখলো। সে হাসতে হাসতে বললো, ভাইজান! এই বাড়িটিই বলে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

ইউসুফ বললো, আল্লাহর শোকর। তোমার দেখা পেলাম। নয়তো আমার মনে হচ্ছিল অন্য কোথাও এসে গেলাম নাকি।

বাহ্ ভাইজান! এতটা ভুল তো হবার কথা নয়। আপনি দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন, বাড়িঘর এতটা নিঝুম কেন। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, চাচা আবদুল আজীজ, আপনার আব্বাজান ও আমিনা আপাজীর আব্বাজানের সাথে ওরা সবাই চলে গেছে। ওদেরকে স্টেশানে বিদায় জানিয়ে ওরা দেরাদুনে নিজেদের বাড়িতে চলে যাবে। আম্মীজান আছেন বাবুর্চিখানায়। চাচীজানও আছেন ওখানে। এখন তিনি নানীজানের সাথে কথা বলছেন। আর–?

ইউসুফ তার দিকে দেখতে লাগলো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। নাসরীন একটু থেমে আবার বললো, ফাহমিদা আপা ও আমিনা আপা ওই কামরায় বসে আছেন। আপনি পা টিপে টিপে তাদের কামরায় যান তারপর দেখুন তারা কি করছে। দেখবেন তারা এমনভাবে খামুশ হয়ে যাবে যেন তারা একেবারে বোবা। ভাইজান! আপনি বিশ্বাস করবেন না ওরা দুজন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে থাকে।

নাসরীন! আমি প্রথমে আম্মীজান, চাচীজান ও নানীজানকে সালাম করে আসি, এটাই কি ভালো হবে না?

এটাও ঠিক আছে ভাইজান! দেখুন আম্মীজান নিজেই এসে গেছেন।

ইউসুফ আস্‌সালামু আলাইকুম বললো এবং সফিয়া তাকে দোয়া দিতে থাকলো। তারপর তাকে নিয়ে গেলো বিলকিস ও নানীজানের কাছে। নানী উঠে সস্নেহে তার ললাটে চুমু দিতে দিতে বললেন, বেটা! তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গেলে?

নানীজান! আমি গায়েব তো হয়ে যাইনি। চাচীজান জানেন আমি কাছেই এক জায়গায় থাকি। আপনার হুকুম হলে দৌড়ে এসে দেখা করে যাবো।

বেগম আহমদ বললেন, আরে বেটা! জীবনের অক্ষমতার কোনো চিকিৎসা নেই। নয়তো আমি মুহূর্তের জন্য তোমাকে চোখের আড়াল করতে রাজি নই।

প্রথমে বলো, তুমি ফাহমিদার সাথে দেখা করেছো?

জী, আমি প্রথমে আপনাদের কাছে এসেছি।

বেটা! এটা তো ভালো কথা নয়। বাড়িতে এসে তোমার প্রথমে ফাহমিদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা উচিত। সে হয়তো জানেও না তুমি এখানে আছো অথবা তোমার আব্বার সাথে চলে গেছো।



www.pathagar.com

বিলকিস জবাব দিলেন, খালাজান! ইউসুফের ব্যাপারে আমি এই মর্মে নিশ্চিন্ত আছি যে, সে কোনো কাজ করার আগে ফাহমিদাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করবে।

বেটি! এ ধরনের পুরুষরা তো নিরেট উল্লুক হয়ে থাকে। আর আমার বেটা ইউসুফ কখনো এমন হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি এরা দুজন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরস্পরের সাথে পরামর্শ করে নেবে। হুকুম চালাবার অভ্যাস না আমার বেটি ফাহমিদার আছে আর না আছে ইউসুফের।

ইউসুফ বললো, মাজী! আমরা সব সময় আপনাদের দোয়ার মুখাপেক্ষী।

বেটা! আমি যাদেরকে ভালোবাসি তাদের জন্য হর ওয়াক্ত দোয়া করতে থাকি। আর তোমাদের হয়তো এখন বলে দিতে হবে না যে, তুমি ও ফাহমিদা এখন আমার কাছে কত প্রিয়।

আর আমি নানীজান! নাসরীন এগিয়ে এসে বললো।

আরে তুই তো আমার চোখের মনি।

সফিয়া বললো, বেটা! তোমার ধর্মবোনকে কেমন যেন একটু একটু বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। আমি টেবিলে খানা দিচ্ছি। তুমি ওদের দুজনকে নিয়ে খাবার ঘরে চলে এসো।

বিলকিস বললো, হ্যাঁ, বেটা যাও।

নাসরীন পা টিপে টিপে ইউসুফের আগে আগে যেতে লাগলো। সে আস্তে করে ঘরের দরোজা ফাঁক করলো এবং বললো, সম্মানিত ভদ্রমহিলাগণ! দেখুন কে এসেছেন।

তারা কথা বলতে বলতে আচানক খামুশ হয়ে গেলো। ফাহমিদা মাথা নিচু করলো এবং আমিনা উঠে দাঁড়ালো।

ইউসুফ আমিনার মাথায় হাত রেখে বললো, আমিনা বোন! তোমার মন খারাপ করছে না তো?

না, ভাইজান! ফাহমিদা বোনের কাছে বসে কার মন খারাপ হতে পারে! আমার তো মনে হচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে থাকা এবং তার মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ হওয়া উচিত নয়।

ইউসুফ একটি চেয়ারে বসে বললো, আমার বোনের কাছে আমি এটিই আশা করেছিলাম। সম্ভবত চাচীজান ফাহমিদাকে জানিয়ে দিয়ে থাকবেন তুমি আমার প্রতি কত বেশি নজর রাখতে।

ফাহমিদা বললো, জী হ্যাঁ, তিনি কিছু বলেছেন। কিন্তু যে কথাগুলি আপনার সাথে সম্পর্কিত সেগুলি আমি বারবার শুনতে চাই এর মুখ থেকে এবং আপনার মুখ থেকেও।

অবসর সময়ে অতীত ঘটনাবলীর আলোচনার ব্যাপারে আমি ক্লান্তি অনুভব করবো না। তবে আজ থেকে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বো এবং তোমার কাছে যে পাণ্ডুলিপি আছে মাঝে মাঝে এসে তা পড়ে যাবো। ইনশাআল্লাহ আগামী দু তিন মাসের মধ্যে আমি কিতাব রচনা শেষ করে ফেলবো। এটি আজকের পাঠক সমাজে আমাকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তুলবে। আর এই সঙ্গে দ্বিতীয় কিতাবটি লেখাও শুরু করে দেবো। আমার মনে হচ্ছে প্রথম কিতাবটি লেখার পর আমি যতটা খুশি হবো তার



www.pathagar.com

প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাকে ঠিক ততটাই সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। যেসব প্রকাশক নতুন লেখকদের বই ছাপতে ভয় করেন তারা সবচেয়ে ভালো পাণ্ডুলিপির ব্যাপারেও এ ওজর পেশ করে বসবেন যে, যুদ্ধের কারণে কাগজের অভাব দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার পরও দীর্ঘকাল এ ধরনের অবস্থার অবসান না হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ফাহমিদা বললো, আপনি এ ব্যাপারে পেরেশান হচ্ছেন কেন? আপনি নিশ্চিন্তে লিখতে থাকুন। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি, আপনার প্রথম বই ছাপার পর আপনার কামিয়াবির সমস্ত পথ খুলে যাবে।

ইউসুফ বললো, ফাহমিদা! আমার মনে এ আশংকাও আছে যে, কয়েক বছর পর একমাত্র আমার জীবন সংগিনীই আমাকে সফল লেখক হিসাবে জানবে এবং বাকি দুনিয়ার সবাই আমাকে বিদ্রূপ করতে থাকবে এবং এ অবস্থায় তুমিও আমার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে।

ফাহমিদা এই প্রথমবার মনোযোগ সহকারে তার দিকে তাকিয়ে কিছু দেখলো এবং তারপর বললো, আপনি কি আমার দিকে তাকিয়ে একথা বলতে পারবেন?

না। তবে আমি ভয় পাই এই মর্মে যে, খোদা নাখাস্তা আমার প্রথম মনজিল এতদূরে না চলে যায় যে পথে চলতে গিয়ে তোমার পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।

ফাহমিদা হেসে বললো, আমি এই জখমকেও আল্লাহর দান মনে করবো। আমিনা, আমি ঠিক বলছি না?

কথা তো আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু আমি কখনো চাইবো না আপনাদের কারোর পা জখম হোক। আহা! আল্লাহ যদি আমাকে এমন হিম্মত দেন যার ফলে আমি আমার ও ভাইজানের পথের সমস্ত কাঁটা দলিত মথিত করতে পারি।

সফিয়ার কণ্ঠ শোনা গেলো, ইউসুফ বেটা এসে যাও, খানা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

তারা দস্তরখানে বসে খানা খাচ্ছিল। বেগম আহমদ বলছিলেন, বেটা! আমি তোমাদের কারোর চেহারায় খুশির আমেজ দেখছি না। আমার মনে হচ্ছে তোমরা কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলে।

ইউসুফ বললো, নানীজান! আমি কাল থেকে অনুভব করছি আমাকে এবার গুরুগম্ভীর হতে হবে।

এ কথা তো ঠিকই, কিন্তু যেসব হাসি মানুষের চেহারা সুন্দর করে দেয় তা হয় আল্লাহর একটি দান। আমাদের তারও কদর করতে হবে।

নানীজান! আপনি বিলকুল ঠিক বলেছেন। ফাহমিদা তার চেহারা যেভাবে বানিয়ে রাখুক তাকে হাসছে মনে হবে। কিন্তু আমি নিজের সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

বেগম আহমদ খুশি হয়ে বললেন, বেটা! আল্লাহ তোমাকে সর্বক্ষণ হাসিখুশি রাখুন। এবার নিশ্চিন্তে খানা খাও এবং আমাদের কোনো মজার কথা শোনাও।

নাসরীন বললো, নানীজান! আমরা তো ফাহমিদা আপা ও ভাইজানকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছি যে, চণ্ডুর ভয় আর নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে



www.pathagar.com

পারেননি। কখনো কখনো এরা ম্রিয়মান হয়ে পড়েন।

আরে এই চঞ্চুটা আবার কে? বেগম আহমদ জিজ্ঞেস করলেন।

নানীজান! উনি হচ্ছেন ছোট চাচার দোস্ত। তিনি আমাদের এতই পেরেশান করেছিলেন যে, তার ছবি দেখেই আমি তার নাম রেখেছিলাম চঞ্চু।

বেগম আহমদ সফিয়াকে বললেন, বেটি! ফাহমিদার আব্বা ও চাচা কি প্রোগ্রাম বানিয়ে দেরাদুন গিয়েছে তা তুমি এদেরকে বলোনি?

আম্মিজান! আমি সুযোগই পাইনি। এদের কোনো পেরেশানী আছে এবং তা দূর করার জন্য একথা বলা জরুরী বলে আমি মনে করিনি।

নাসরীন মুখ বিকৃত করে বললো, পেরেশান তো হচ্ছেন ইনারা। আপনি এদের সান্ত্বনা দেব্যর জন্যও তো কিছু বলেননি।

সফিয়া ইউসুফকে সম্বোধন করে বললেন, বেটা! ফাহমিদার আব্বা ও চাচা মেজর সাহেবের সাথে এ প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন যে, তারা মেহমানকে রুখসাত করার পর মেজর সাহেবের বাসায় চলে যাবেন এবং সেখান থেকে লন্ডনে তাদের ছোট ভাইকে ফোন করবেন। তাকে জানিয়ে দেবেন যে, গতকাল একটি শরীফ পরিবারের যোগ্যতম ছেলের সাথে ফাহমিদার বিয়ে হয়ে গেছে এবং মেজর সাহেব এজন্য নিজের মনের আনন্দও প্রকাশ করবেন।

নাসরীন বললো, আম্মীজান! চোট চাচাকে কি এ কথা বলা হবে না যে, এখন আর চঞ্চু সাহেবকে পেরেশান হতে হবে না?

বিলকিস বললেন, বেটি! এখন তার সাথে তোমার শত্রুতা খতম হয়ে যাওয়া উচিত। যদি কখনো সে তোমার ছোট চাচার দোস্ত হিসাবে এখানে আসে তাহলে আমাদের তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

চাচীজান! যদি তিনি সদিচ্ছা নিয়ে আসেন, তাহলে আমার দিলেও কোনো বিদ্বেষ থাকবে না। আর যদি আমি অনুভব করি যে, তিনি ভাইজানের প্রতি হিংসা পোষণ করেন তাহলে আমি তাকে ক্ষামযোগ্য মনে করবো না। আমি চাচাজানকেও ক্ষমা করবো না।

এশার নামাযের পরপরই ইউসুফ আহমদ খান, খান মুহাম্মদ ও মনজুরের সাথে একত্রে আহার করলো এবং বললো, খান সাহেব! এবার আমাকে অনুমতি দিন আজ থেকে আমার লেখার কাজ পূর্ণ গতিতে চলতে থাকবে। আগামী দু' তিন মাস আমি যদি কখনো বেওয়াক্ত ঘুমিয়ে পড়ে থাকি তাহলে আপনি আমাকে সময়মত জাগিয়ে দেবেন। অন্যথায় যতটা বিলম্বে আমি জেগে উঠবো ঠিক ততটা সময় বেশি করে আমাকে জেগে থাকতে হবে।

ভাই, এটা হবে খান মুহাম্মদের দায়িত্ব। আমাকে বলো দু'ঘন্টা পরে আমি তোমার জন্য কফি পাঠিয়ে দেবো কিনা?

আচ্ছা জনাব! নওকরকে বলে দেবেন ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে যেন আমাকে কফি দিয়ে যায়।



www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ তেপায়া সামনে রেখে কাগজ নিয়ে লিখতে বসে গেলো। লেখার আগে সে হাত তুলে দোয়া করলো।

'আমার আল্লাহ যে কাজ আমি শুরু করছি সেজন্য তোমার কাছে হিম্মত ও বরকত কামনা করছি।'

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে কলম তুলে নিল এবং লিখতে শুরু করে দিল। তার মস্তিষ্কে ছিল একটি উপন্যাসের সম্পূর্ণ প্লট। তিন মাস পূর্বে নিজের কিতাবের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার জন্য লাহোর থেকে কিনেছিল সে সাদা ও মসৃণ কাগজ। তার ওপর কলম চালাতে লাগলো অতি দ্রুততার সাথে। কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করে যখন সে ঘড়ির দিকে তাকালো তখন দু'টো বেজে গিয়েছিল এবং মনজুর তার বিছানায় আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল। তার বাম দিকে তেপায়ার ওপর কফির পেয়ালা রাখা ছিল। কফি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। মনজুর কামরায় কখন এসেছিল এবং নওকর কখন কফি দিয়ে গিয়েছিল তা সে টের পায়নি। ঠাণ্ডা কফি পান করার পরিবর্তে সে মেঝের ওপর রাখা জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করলো। তারপর কয়েক মিনিট চিন্তা করার পর আবার লিখতে শুরু করলো।

মসজিদ থেকে আযানের আওয়াজ শোনা গেলো। সে কলম রেখে দিল। উঠে অযু করলো। লনে জায়নামায বিছিয়ে নামাযের জন্য দাঁড়ালো। নামায শেষ করে উঠলো সে।

আহমদ খান অন্য কামরা থেকে বের হয়ে বললেন, ইউসুফ! তুমি সারারাত জেগে জেগে লিখছো।

খান সাহেব! যখন লেখার মুড এসে যায় তখন সময় কোন দিক দিয়ে পার হয়ে যায় বুঝতে পারি না। মনজুর কখন এসে শুয়ে পড়েছে এবং নওকর কখন কফি রেখে গেছে তাও দেখিনি।

আহমদ খান বললেন, ভাই! তুমি এখনই বিছানায় শুয়ে পড়ো এবং একটা লম্বা ঘুম দিয়ে দাও। তোমার কামরায় কেউ ঢুকবে না। এটাই ভালো হবে। আমার মনে হয় আমি মনজুর সাহেবকে বলে দেবো সে চুপে চুপে উঠে ড্রইং রুমে চলে আসবে এবং তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে না।

জি, ওকে বলার দরকার নেই। ও আমার সমস্ত ভালো ও মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে জানে।

ঠিক আছে ভাই, এখন তুমি শুয়ে পড়ো।

ইউসুফ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো।

সকালে নাশতার সময় আহমদ খান, খান মুহাম্মদকে বলছিলেন, বেটা! যারা দুনিয়ায়



www.pathagar.com

কিছু লাভ করতে চায় তারা এভাবে কাজ করে। মনজুর সাহেব! তুমি তো তোমার বন্ধুকে ভালো করেই জানো, সে কি এভাবেই সারারাত কাজ করে?

খান সাহেব! এ তার মুডের ওপর নির্ভর করে। যদি মুড এসে যায়, তাহলে রাতের পর রাত সে এভাবে জাগতে পারে। আর যদি মুড না আসে তাহলে কয়েকদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো অথবা ঘোড়সওয়ারী বা নদীতে সাঁতার কাটা ও নৌকা চালানোর মধ্যেই তার আগ্রহ সীমাবদ্ধ থাকে। কখনো সে বই পড়ার মধ্যে এমনভাবে মশগুল হয়ে পড়ে যে, বড় বড় কিতাব নিয়ে দিনরাত পড়ে যেতে থাকে।

আল্লাহর শোকর, এতো সব সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্য খুব ভালো আছে।

খান সাহেব! হাসিখুশি থাকার মধ্যেই তো স্বাস্থ্যের রহস্য লুকিয়ে আছে। আর ইউসুফ সাহেব হামেশা খুশি থাকেন। তার ওপর দিয়ে পাহাড় চলে গেলেও সে কাউকে একথা বুঝতে দেয় না যে, সে কষ্টের মধ্যে আছে খান সাহেব! আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার যা আমি তার মধ্যে দেখেছি তা হচ্ছে এই যে, তার দিলে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় নেই। সে এমন এক ব্যক্তি যে বিপদ থেকে পালাবার পরিবর্তে বিপদের মোকাবিলা করার জন্য দৌড়ে যায়।

আরে ভাই! এতো আমি নিজের চোখে দেখেছি। বেটা খান মুহাম্মদ! তোমার উস্তাদের থেকে তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। যদি ইউসুফের একটি মাত্র গুণ তোমার মধ্যে সৃষ্টি করতে পারো, তাহলেও আমি তোমার জন্য গর্ব করবো।

মনজুর বললো, খান সাহেব! ইউসুফ সাহেবের কারণে কয়েকজন নওজোয়ানের জীবনধারাই পালটে গেছে। আমি নিজে এর সাক্ষী। কারণ আমার মধ্যে যদি কোনো গুণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তা তাঁরই কারণে হয়েছে। আর খান মুহাম্মদ তো এখনো ছোট। ইনশাআল্লাহ সে ইউসুফ সাহেব থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে যেমন এক ছোট ভাই শেখে বড় ভাই থেকে।

আহমদ খান বললেন, ভাই! আমি তো কোহে মুরদারের নেকড়েদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের বদৌলতে ইউসুফ সাহেব আমার অন্তরের এত কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে।

মনজুরের প্রশ্নের জবাবে আহমদ খান কোহে মুরদারে ভ্রমণের বৃত্তান্ত শুনাতে লাগলেন।

ঘটনাবলী শুনাবার পর হেসে বললেন, সম্ভবত তোমাদের কেউ জানে না যে, এই ঘটনার ভিত্তিতেই তার শ্বশুরালয়ের সাথে তার খান্দানের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

খান সাহেব! একথা আমি জানি যে, তাদের খান্দানের একজন বয়স্কা মহিলা ও তাঁর একটি ছোট্ট নাতনী তার সাথে কোয়েটা থেকে সফর করেছিল। ইউসুফ সাহেব তাদের ঠিকানা লিখে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখেছিল। অমৃতসর থেকে গাড়ি বদল করার সময় নিজের সুটকেস নামালো এবং ব্যাগ ভুলে গেলো। ব্যাগের কথা তখনই মনে পড়লো



www.pathagar.com

যখন আমার সাথে সে কোলাকুলি করছিল এবং গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করেছিল। আমি যদি মজবুত করে ধরে না আটকাতাম তাহলে সে সম্ভবত দৌড়ে গাড়িতে চড়ে বসতো।

তারপর নিশ্চয়ই সে খুব নারাজ হয়ে গিয়েছিল তোমার প্রতি?

জী, অনেক বকাবকি করার পর খামুশ হয়ে গিয়েছিল। আমি কি জানতাম কত বড় বোকামি আমি করে ফেলেছিলাম।

আহমদ খান বললো, ভাই! আমার আফসোস হচ্ছে, আমি ইউসুফের সহপাঠি নই এবং তাকে নিকট থেকে দেখতে পারিনি।

খান সাহেব! তাকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ আপনি যত বেশি পাবেন ততটা বোধ হয় আর কেউ পাবে না। আর একটি কথা বলি। আপনি মনে করবেন না আপনাকে খুশি করার জন্য আমি একথা বলছি। সেটি হচ্ছে এই যে, সে আপনাকে ভীষণ সম্মান করে।

ভাই মনজুর! তুমি বিশ্বাস করবে না কিন্তু আসলে প্রথম দিন দেখেই আমি তাকে চিনে ফেলেছি। তার চেহারায় লেখা আছে তার শিরায় আছে শরীফ খান্দানের রক্ত। আর যার শিরায় শরীফ খান্দানের রক্ত থাকে সে হামেশা তাদেরকে সম্মান করে যারা তাদেরকে ভালোবাসে।

আহমদ খান বাবুর্চিকে ডেকে বলে দিলেন, ভাই! এবারের খানা একটু আগেভাগেই তৈরি করে ফেলতে হবে। ইউসুফ সাহেবের জন্য আমাদের খাবার সময় পরিবর্তন করতে হবে। কি মনজুর সাহেব ঠিক নয় কি?

জী হ্যাঁ, সে উঠেই গোসল করবে। তখন যদি খাবার তৈরি থাকে তাহলে ভালো কথা। যখন সে কাজ শুরু করে দেয় তখন দেরী করে ওঠার কারণে নাশ্‌তার পরিবর্তে খানা খেয়ে নেয়। আর তখন তার সামনে থাকে দীর্ঘ ভ্রমণের প্রোগ্রাম। খান মুহাম্মদ! তোমার দীর্ঘ ভ্রমণের বড় শখ, এবার তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে এবং তুমি বুঝবে ভ্রমণ কাকে বলে।

আহমদ খান বললেন, ভাই! আমিও যাবো তোমাদের সাথে। তবে আমার একটা দোষ আছে। যারা দ্রুত চলে তারা রাস্তায় কারো সাথে কথা বলে না। আর যদি কেউ আমাদের সাথে কথা না বলে তাহলে আমার বড়ই খারাপ লাগে।

খান সাহেব! এ অভাব আমি পুরা করে দেবো। আমি ইউসুফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে নেবো, আমরা কোন্‌দিকে যাবো এবং তারপর আমি তার পেছনে আপনার সাথে হেঁটে চলতে থাকবো। আর যদি ইউসুফ ও খান মুহাম্মদ বেশি দূর এগিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বড় জোর ফেরার পথে আমরা তাদের সাথে মিলবো।

ইয়ার! এ নিয়ম তখনই হবে। তবে এর মানে এই নয় যে, আমরা অনেক পেছনে থেকে যাবো। কয়েক দিন অভ্যাস করার পর আমিও দীর্ঘ ভ্রমণে অভ্যস্ত হয়ে উঠবো। হ্যাঁ ভাই! দেরাদুন থেকে এক দোস্ত শিকারের দাওয়াত দিয়েছে। যদি ইউসুফের বাঘ শিকারের খায়েশ থাকে তার সব ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।



www.pathagar.com

## ৬

কিতাব লেখার মধ্যে ইউসুফ এত বেশি নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, পাঁচ দিন পর্যন্ত সে ফাহমিদাদের বাড়িতেও যেতে পারেনি। ষষ্ঠ দিনে যথারীতি দেরীতে জেগে উঠলো সে। আমিনার নওকর ফজলদীন এবং ফাহমিদার ভাই জহির তার জন্য অপেক্ষা করছিল। খান মুহাম্মদ বললো, এরা সকাল থেকে এসে বসে রয়েছে। হয়তো আপনার শরীর ভালো নেই এই ভেবে এরা পেরেশান হয়ে গিয়েছিল।

ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে জহিরের সাথে মুসাফাহা করলো এবং স্নেহভরে তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, ঘরে সবাই ভালো আছে তো?

জি হ্যাঁ, আব্বাজান নিজেই আপনার খবর জানতে আসছিলেন, কিন্তু নানীজান বললেন, তোমরা যাও এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এসো।

যদি নানীজান হুকুম দিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে জাগিয়ে দেয়া তোমাদের উচিত ছিল।

না, জনাব! নানীজান যদি জানতে পারতেন যে, আপনি সারারাত জেগে লিখেছেন এবং আমি আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছি-তাহলে তিনি আজ আমার দফারফা করতেন।

তারা সবাই আমার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন। এখন প্রত্যেকের কাছে মাফ চাইতে হবে।

না, ভাইজান তা নয়। নারাজ হবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দুদিন আপনি আসেননি। আমরা ফজল দীনকে পাঠিয়েছিলাম। সে আপনার নওকরের কাছ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছিল যে, আপনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন তাই দেরীতে ওঠেন। ফজল দীন প্রত্যেক দিন কোনো সময় আপনার নওকরের কাছ থেকে খবর নিয়ে যেতো। তারপরও আপনার শরীর ভালো নেই বলে নানীজানের সন্দেহ হয়েছে।

আহমদ খান বললেন, ইউসুফ সাহেব! তুমিও ভাই চূড়ান্ত করে দিয়েছো। তোমার দিনে অন্তত একবার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। এখন জলদি খানা খেয়ে নাও এবং এদের সাথে রওয়ানা হয়ে যাও। তবে এদের নানীজানকে বলবে এ ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই।

নওকর খানা রেখে দিয়ে গেলো। ইউসুফ বললো, জহির এসো।

জী, আমি এসময় কিছুই খাবো না। আর আমার মনে হয় আপনি এখনো নাশ্‌তাও করেননি। আপনি এখন সামান্য কিছু খেয়ে নিন আর দুপুরের খানা আমাদের সাথে খেয়ে নেবেন। আব্বাজানের যাবার পূর্বে বাড়িতে ভ্রমণের প্রোগ্রাম তৈরি হচ্ছিল।

ইউসুফ কয়েক গাল খাবার পর পানি পান করলো। তারপর উঠতে উঠতে বললো, খান সাহেব! আমি ওখান থেকে ঘুরে আসছি। মনজুর সাহেব! যদি তোমার জন্য কোনো পয়গাম থাকে তাহলে আমি ফজল দীনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো।



www.pathagar.com

সে তাদের সাথে কামরা থেকে বের হলো। কিন্তু আঙিনায় পৌছে বললো; জহির ভাই! এক মিনিট দাঁড়াও। আমি এখনি আসছি।

সে দৌড়ে নিজের কামরার দিকে চলে গেলো। খবরের কাগজে মোড়া একটি কাগজের বান্ডিল হাতে নিয়ে ফিরে এলো। হাঁটতে হাঁটতে ফজল দীনকে বললো, জজল দীন! এই কাগজগুলির জন্য আমার একটি ফাইল দরকার। তোমাকে আমি পয়সা দিচ্ছি। দেখো এখানে কোনো দোকানে পাওয়া যায় কিনা।

জহির বললো, এখানে না পাওয়া গেলে দেরাদুনে অবশ্যই পাওয়া যাবে। অথবা কোনো দোকানদারের মাধ্যমে আনানো যাবে। আর নয়তো কেউ না কেউ দেরাদুনে যাওয়া আসা করছেই।

তারা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে ফাহমিদা, আমিনা ও নাসরীনকে বারান্দায় দেখা গেলো। নাসরীন উঠে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, ভাইজান! আপনি খুব পেরেশান করে দিলেন। জহিরের ব্যাপারে তো বলতে পারি তার বুদ্ধি একটু কম আছে কিন্তু ফজল দীনের কি হয়ে গিয়েছিল? আমি তো ভাবছিলাম বুঝি আপনি আর একটা ডাকাত পাকড়াও করেছেন এবং ফজল দীন তাকে বাঁধার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে।

দেখো নাসরীন! এদের কারোর কোনো দোষ নেই। ব্যাপারটি ছিল এই যে, আমি লেখা শুরু করে দিয়েছি এবং সারারাত আমি লিখি। তারপর ফজর নামাযের পর সকাল বেলায় আমি শুয়ে পড়ি। এখন তোমার আপাজানই এ ফায়সালা ভালো করতে পারবে যে যা কিছু আমি লিখছি এরপর আমার ঘুমানো উচিত কিনা। তুমি তাদেরকে দোষ দিতে পারো যারা তোমাদের পাঠানো লোকদেরকে আমাকে উঠানোর অনুমতি দেয়নি। কিন্তু আমি চাই, কোনো ফায়সালা করার আগে ফাহমিদা যদি একবার এই কাগজগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, তাহলে মনে হয় ফায়সালাটা বেশি সঠিক হবো।

একথা বলে ইউসুফ কাগজের বান্ডিল ফাহমিদার সামনে রাখলো।

ফাহমিদা হেসে বললো, আমি না পড়েই বলছি যদি আপনি সারারাত জেগে লিখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই কোনো ভালো জিনিস লিখেছেন।

আমিও তাই মনে করি। কিন্তু তুমি এটা ভালোভাবে পড়ে কোনো মতামত প্রকাশ করার পরই আমি পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারবো। আর বোন আমিনার খবরাখবর নিতে পারিনি বলে আমি তার কাছে ওজর পেশ করছি।

নাসরীন বললো, কিন্তু ভাইজান! আমার অভিযোগ হচ্ছে, আপনি সব সময় আমাকে ভুলে যান। আপনার খবরাখবর নেবার জন্য আমি প্রত্যেক দিন ফজল দীনকে পাঠাতাম এবং তার মাধ্যমে এদের সবাইকে সান্ত্বনা দিতাম, একথা হয়তো আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না।

আচ্ছা নাসরীন! প্রথমে আমাকে নানীজানের কাছে নিয়ে চলো এবং তাঁর কাছে আমার সুপারিশ করো।

ভাইজান! আমার সুপারিশে কিছু আসে যায় না। তিনি খুবই রেগে আছেন এবং সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার মনে হয় ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার আওয়াজ শুনলে



www.pathagar.com

দোয়া দিতে দিতে জেগে উঠবেন। ভাইজান! প্রথমে আমি মনে করতাম, আমাদের বাড়িতে ফাহমিদা আপার জন্য সবচেয়ে বেশি দোয়া করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় এখন আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি দোয়া করা হয়।

নানী বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, বক্‌বকানো মেয়েটি ছেলেকে ভেতরে আসতে দেবে, না কি বাইরেই তার মগজ চেটে সাফ করে দেবে?

দেখলেন ভাইজান? নাসরীন হাসতে হাসতে বললো, কারো প্রশংসা করলে এ হচ্ছে পুরস্কার। ভাইজান! জলদি ভেতরে যান। নয়তো নানীজান আমাকে আরো কিছু বলে দেবেন।

ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে বললো, নানীজান! আমার ছোট্ট বোনটিকে কিছু বলবেন না। এবড়ই সাদাসিধে এবং আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে।

শোকরিয়া ভাইজান! নাসরীন হাসতে লাগলো।

বেগম আহমদ হাসতে হাসতে ইউসুফকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে সফিয়া ও বিলকিস বেগমও বেগম আহমদের কামরায় প্রবেশ করলেন। নাসরীন কামরায় প্রবেশ করতে করতে বললো, ভাইজান! আমি আম্মীজান ও চাচীজানকে বলে দিয়েছি যে, আপনি কিতাব লেখায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন, সারা রাত ধরে কিতাব লিখতেন এবং দিনের বেলা ঘুমাতেন। এজন্য এখানে আসতে পারেননি।

আমরা তাকে লিখতে মানা করেছিলাম, তুমি একথা কোথা থেকে জানলে? বিলকিস তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন?

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আমার কিছু ত্রুটি হয়েছে এবং সে বিষয়টা আমি অনুভব করছি। আমি কোনো দোকান থেকে ফোনও করতে পারতাম। কিন্তু কখনো কখনো আমি এমন মুডে এসে যাই যার ফলে অনেক কিছু ভুলে যাই। তবে সামনের দিকে আর এমন হবে না।

বিলকিস নিজের হাসি লুকাতে গিয়ে বললো, দেখো ইউসুফ! এমন মুডে আমিও এসে যেতে পারি, ভবিষ্যতে একথা মনে রেখো।

ইউসুফ জবাব দিল, চাচীজান! আজ ঘর থেকে বের হতেই আমি অনুভব করেছিলাম যে, আমি আপনার মুড খারাপ করার কাজ করে ফেলেছি।

বিলকিস হেসে উঠলো, তুমি বড়ই নালায়েক।

চাচীজান! আমাকে নালায়েক বলুন তাতে আপত্তি নেই কিন্তু এভাবে হাসতে থাকবেন। হাসলে আপনাকে কেমন লাগে মা-জীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

বেগম আহমদ হেসে বললেন, একথা ঠিক কিন্তু তুমি খুব বেশি চালাক হয়ে যাচ্ছো। ঘুষ দিয়ে নিজের কথার স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছো।

ভালো মায়েরা সব সময় সন্তানদের কথা মেনে নেন।

নাসরীন বললো, ভাইজান! আম্মী ও নানীজানও সামান্য কিছু ধমক ও বকুনি দেবার পর আমার কথা মেনে নেন।

বিলকিস বললেন, বেটা! মনজুর কোথাও গায়েব হয়ে গেছে এবং আমাদের সাথে



www.pathagar.com

দেখা করেও যায়নি। আমরা বড় অবাক হয়েছি।

চাচীজান! সে গায়েব হয়ে যায়নি। আমার সাথেই থাকে। আরো কিছুদিন এখানে থাকবে।

সফিয়া বললেন, বেটা! আমরা এখান থেকে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি। পরশু রোববার মিসৌরির বাইরে কোথাও কোনো নদীর কিনারে পিকনিক করার প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। দেরাদুন ওয়ালারা সবাই সেখানে আসবে। তারা সেই জায়গাটির বড়ই প্রশংসা করছিল।

জী, আমি সেই জায়গাটি দেখে এসেছি। সম্ভবত একে কেম্পটি ফল্‌স বলা হয়। আমার ধারণা ছিল সেখানে জলপ্রপাত আছে। একদিন ভ্রমণে বের হয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এটি একটি নদী। এর পানি পরিষ্কার ছিল। এর বিভিন্ন জায়গায় অত্যধিক মোটা লোকেরা গোসল করছিল। অনেকে নদীর কিনারে বসে বালবাচ্চাসহ আম ও লিচু খাচ্ছিল। বিভিন্ন জায়গায় আম ও লিচুর খোসা ও দানার স্তূপ জমে উঠেছিল। মাছিও ভন ভন করছিল।

বিলকিস বললেন, আল্লাহর কসম, আমি সেখানে যাবো না।

ইউসুফ বললো, আমরা ওই একই দূরত্ব অতিক্রম করে আর একদিকে যেতে পারি। সেদিকে আছে একটি মনোরম সুদৃশ্য পাহাড়। এটা কোনো রাজার মালিকানাধীন। তারা পাহাড়ে ভ্রমণ করার জন্য আট আনা পয়সা নিয়ে থাকে এবং এটি তাদের আয়ের উৎস।

বেগম আহমদ জিজ্ঞেস করলেন, এ পাহাড়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিশ্চয়ই সেই রাজাকে বিরাট সেনাদল মোতায়েন করতে হয়েছে।

নানীজান! এ ব্যাপারে আমি খবর নিয়েছি। মোট তিন জনকে নিয়ে রাজার সেনাদল গঠিত। তাদের একজনের কাছে আছে একটি একনলা বন্দুক। তাকে আপনি কম্যান্ডার ইন চীফ বলতে পারেন। বাকি দুজনের কাছে আছে একটি করে বর্শা। পাহাড়টি এতই সুন্দর ছিল যে, পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত ঘুরে এসে আমি তাদেরকে একটি টাকা উপহার দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, ভাই এটা তোমদের ইনাম। তিনজনে ভাগ করে নিয়ো। পাহারাদার অনেক দূর পর্যন্ত আমার সাথে এসেছিল এবং বিদায় জানাতে গিয়ে বলেছিল, সাহেব! আপনি যদি খারাপ না মনে করেন তাহলে একটি আবেদন জানাই। সেটি হচ্ছে, মিসৌরিতে নিশ্চয়ই ভালো ভালো লোকের সাথে আপনার দেখা হয়ে থাকবে। তাদেরকে বলবেন, এ পাহাড়টির নাম 'হাতির পা'। ভ্রমণকারীদের যদি আপনি একটু এদিকের পথ দেখাতে পারেন তাহলে বড়ই মেহেরবানী হবে। আমার মনে হয়, আপনারা সেখানে গেলে খুব খুশি হবেন। পাহাড়ের নিচে ও পাদদেশে দু-তিনটি পরিষ্কার জায়গায় কাঠের তৈরি বেঞ্চি পাতা আছে। কাছেই একটি জায়গায় ছোট একটি ঝরণা থেকে পরিষ্কার পানিও পাওয়া যায়।

সফিয়া বললেন, আম্মীজান! আমার মতে এখানে ধর্মশালার চাইতে ভালো আর কোনো জায়গা নেই। সেখানে পানির নহর আছে। এত ঠান্ডা পানি যে, আমরা মাত্র এক ঢোক করে পান করতে পারবো। সেখানে জলপ্রপাত ও নদী আছে। সেখান থেকে



www.pathagar.com

কিছুদূর চলার পর আমরা হ্রদের কিনারায় পৌঁছে যেতে পারি।

বিলকিস বললেন, এখানে তো তোমরা এসেছো দেরাদুনওয়ালাদের কারণে। আমার মনে হয় এই 'হাতির পা'ও একটি তামাশা।

ইউসুফ বললো, চাচীজান! যদি আপনি এভাবে চিন্তা করেন তাহলে আমি আপনাকে সকাল সন্ধ্যায় কেবলমাত্র ক্যাম্পবেল বেক রোডে বেড়াবার পরামর্শ দেবো, আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। মিসৌরি আমার এজন্য সুন্দর লাগে যে, এখানে নাসরীন আমাকে আচানক দেখতে পেয়েছিল এবং তারপর খালাজান ও আপনাদের সবাইকে আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। নয়তো জানি না কিছুদিন পরে আমি কোথায় পৌঁছে যেতাম।

বেগম ফরিদা আহমদ বললেন, যারা দেরাদুন থেকে আসে তাদেরকে এই রোডের ওপর দু'তিন চক্কর ঘুরিয়ে আনো। আমরা কোনো পাহাড়ে যাবো না। শহরের বাইরে পাহাড়ে হিংস্র জানোয়ার থাকে। আর তাছাড়া সাপ তো থাকবেই, এতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় জায়গাটির নাম কি, যেখানে নদী প্রবাহিত হয়? ওখানে আমরা যাবো না। এইসব ভূঁড়িওয়ালা বেনিয়ারা খানাপিনা করার জন্য যেখানে যায় সেখানে অবশ্যই কলেরার জীবানু সাথে করে নিয়ে যায়। তোমরা শোননি, কোথাও কলেরার প্রাদুর্ভাব না হলেও হরিদ্বারে অবশ্যই হবে। বেটা ইউসুফ! কতই না ভালো হতো যদি তুমি কাংগড়ায় যেতে এবং সেখান থেকে পত্র লিখে আমাদের সবাইকে ডেকে নিতে।

নানীজান! যদি আমি জানতাম আপনারা সবাই আমার পত্র পেয়ে পৌঁছে যাবেন, তাহলে আমি এপত্র লিখে রওয়ানা হয়ে যেতাম যে, আমি কাংগড়ায় ওমুক জায়গায় যাচ্ছি, যদি কেউ আমাকে তালাশ করতে চান তাহলে ওখানে পৌঁছে যান। কিন্তু সে সময় ঘটনাবলী আমাকে এত বেশি মর্মাহত করেছিল যে, এ ধরনের চিন্তা আমার মাথায় আসতো না। আমার মনে হতো, আমি নিজেই নিজের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছি।

আরে বেটা! তুমি আমার কাছে এসে গেলে না কেন? বেগম আহমদ গাঢ় স্বরে বললেন।

নানীজান! আমি আপনাকে আমার পেরেশানীর অংশীদার বানাতে চাইনি।

বিলকিস বললেন, তাহলে এটাই স্থিরীকৃত হলো, দেরাদুনের মেহমানদের সাথে এখানে আশেপাশে চক্কর লাগনো হবে। তুমি নিশ্চয়ই সেই সব রাস্তা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিয়েছো যেগুলিতে ঘুরিয়ে মেহমানদের অতি দ্রুত ক্লান্ত করে দেয়া যাবে।

জী, এটাই যথার্থ হবে। আমার মনে হয়, তারা আসতেই নাশ্‌তা টাশ্‌তা করিয়ে নিয়ে ভ্রমণের জন্য নিয়ে যাবো। আর তারপর দু'ঘন্টা ভ্রমণের পর তাদের কেউই সন্ধ্যার আগে বিছানা থেকে ওঠা পছন্দ করবে না।

অন্য কামরা থেকে আমিনা নাসরীনকে ডাকলো। সে দৌড়ে গেলো। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে তার মায়ের কানে কানে কিছু বলে ইউসুফের দিকে তাকাতে লাগলো।

সফিয়া বললেন, বেটি যাও। ইউসুফকে এখনি পাঠাচ্ছি। সে চা পান না করে যাবে না। আর দেখো ইউসুফের জন্য ভালো করে চা বানিয়ে ফাহমিদার কামরায় নিয়ে যাবার জন্য নওকরকে বলো। ফজল দীনকে বলে দাও, সে তার জন্য কাবাবও তৈরি করে



www.pathagar.com

দেবে। ইউসুফের নাম বললে সে ভালো কাবাব বানাবে।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ অন্য কামরার দরোজায় গিয়ে দাঁড়ালো। আমিনা সামনে বসেছিল। সে তাকে দেখতেই উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু ফাহমিদা চামড়ার একটি সুদৃশ্য ফাইলের মধ্যে রাখা পাণ্ডুলিপি ঘাঁটাঘাটি করছিল। সে নিজের জায়গায় বসে রইলো। আমিনা বললো, ফাহমিদা বোন! কিতাব রচনাকারী যদি আচানক সামনে এসে যান তাহলে কিতাবের গুরুত্ব কি কম হয়ে যায় না? বিশেষ করে এ সময় যখন আপনি তা একবার পড়ে ফেলেছেন।

ফাহমিদা হঠাৎ মাথা উঠালো। ইউসুফের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, মাফ করবেন আমি কাগজগুলি ফাইলবন্দী করার পরও চেক করছিলাম, যাতে আমার কোনো ভুল না হয়ে যায়। চেক করতে করতে কোনো কোনো পৃষ্ঠা আবার পড়তে শুরু করেছিলাম।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, তাহলে আমি অর্ধেকের বেশি কামিয়াবী হাসিল করে ফেলেছি, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ফাহমিদা জবাব দিল, আমি আপনার কামিয়াবির সঙ্গে অর্ধেক শব্দটি জুড়ে দেওয়া কখনো পছন্দ করবো না। আমার মতে কামিয়াবী যদি আশানুরূপ হয় তাহলে তাকে একশ ভাগ বলা যায়। আমার মনে হচ্ছে, উপন্যাস জগতে আপনার কামিয়াবী আপনার আব্বা এবং এই সঙ্গে আমার আব্বার চাইতেও অনেক বেশি হবে। লেখার সময় আপনি প্রকাশনা সমস্যার কথা চিন্তা করবেন না। জহির যে দোকান থেকে এ ফাইল তালাশ করে এনেছিল আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমাদের এই ধরনের আরো অর্ধ ডজন ফাইল লাগবে। যদি এর চাইতে আরো উন্নতমানের হয় তাহলে তাও আমরা কিনে নেবো। ভবিষ্যতে আপনার প্রত্যেকটা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকা উচিত। আর আমি সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকবো যখন আপনার লেখা কাগজের প্রত্যেকটা পাতাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হবে।

ইউসুফ বললো, ফাহমিদা! আমি তোমার শোকরগুজারী করছি। তুমি হামেশা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছো। আল্লাহর দরবারে হাত উঠাতে গিয়ে প্রত্যেকবারই আমি অনুভব করি আমার দোয়া কবুল হচ্ছে এবং তা কবুল হচ্ছে এই জন্য যে, আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের অনেকের আওয়াজ আমার ফরিয়াদের সাথে শামিল হয়ে গেছে।

আপনার আমিনা বোনকেও এ নিশ্চয়তা দেয়া দরকার যে আপনি তার জন্য দোয়া করে থাকেন। কারণ যত দোয়া সে আপনার জন্য করে তা কোনো মায়ের পেটের বোনও তার ভাইয়ের জন্য করে না।

ইউসুফ মুচকি হেসে আমিনার দিকে তাকিয়ে বললো, কেন আমিনা, আমি তোমার জন্য দোয়া করি একথা কি তোমাকে বলে দেবার প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ আমি বলতে চাই, তোমার দিল কি তোমাকে কিছু বলে না?

আমিনা বললো, ভাইজান! যখনই আমার দিলে কোনো খুশির জোয়ার আসে, আমি অনুভব করি আপনি আমার জন্য দোয়া করছেন। আর তাছাড়া আপনিই তো আমাকে



www.pathagar.com

দোয়া করা শিখিয়েছেন। কখনো কখনো আমি ভাবি, ফাহমিদা বোনের বাড়ি জালিন্ধরে না হয়ে যদি আমার মতো আপনার কোনো আশে পাশে হতো তাহলে কয়েক বছরে আপনি তাকে কত কিছুই না শিখিয়ে দিতেন।

জানিনা আমি তাকে কি শিখাতে পারতাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি অবচেতনভাবে তার থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

আমিনা! ইনি তোমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছেন না। একথাও তো বলা যেতে পারে যে, আমরা দুজন পরস্পর থেকে অনেক কিছু শিখতাম। আর অবচেতনভাবে আমার কাছ থেকে কি শিখেছেন তা কেউ জানতেও পারতো না। কিন্তু আমি যা কিছু শিখতাম তা সবাই জানতে পারতো। যেমন ধরো এঁর কাছ থেকে শিখতাম ঘোড় সওয়ারী এবং বন্দুক ও পিস্তল চালানো। আর যদি সম্ভব হতো তাহলে কোনো নহর, হ্রদ বা নদীতে সাঁতার কাটাও শিখে নিতাম। হয়তো আমার মনে নৌকা চালানোর শখও জেগে উঠতো। ইনি আমাকে কিনা শিখাতে পারতেন তা এখন আমাকে ভাবতে হবে। কিন্তু তুমি তো গ্রামে ইনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতে।

তওবা বোন! শহরেও আমার সম্পর্কে প্রচারণা ছিল যে, আমি কাউকে ডরাই না। আর গ্রামে তো আমি গিয়েছিলাম একথা ভেবে যে, ওখানে অনেক স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ওখানে ইউসুফ ভাইকে দেখে আমার দম বের হয়ে যেতো। আপনি দেখুন না। তিনি সেই মশহুর ডাকাতকে ধরলেন যার নাম শুনে মানুষ ভয়ে কাঁপতো। কিন্তু আমার দিলে তাঁর ভয়ের সাথে সাথে আর একটি প্রেরণাও সৃষ্টি হয়েছিল, বহুদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমার কোনো অনুভূতিই ছিল না। সেটি ছিল তাঁর আনুগত্য করার প্রেরণা। আমি তাঁর প্রত্যেকটি কথা পূর্ণ গুরুত্বসহকারে শুনতাম এবং তাঁদের বাড়ির মহিলাদের কথাও আমার দিলে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতো। সম্ভবত শুরু থেকেই আমি তাঁকে মানবতার গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ মনে করতাম। আমার জন্য তাঁর সামান্য ইশারাও হুকুম হিসাবে গণ্য হতো। আমার ভাই ছিল ছোট। আর তাঁর সম্পর্কে আমি অনুভব করতাম, যদি ইউসুফ সাহেবও আমার ভাই হতেন তাহলে তাঁকে নিয়ে আমি কত গর্ব করতাম। তারপর আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি ছিল সেদিন, যেদিন ইউসুফ ভাই নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে অন্য কারোর সাথে নয় সরাসরি আমার সাথে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন এবং নিজের বাগদানের ব্যাপারে নিজের পিতা ও আমার পিতা-মাতার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, আমি যেন কোনো সুখস্বপ্ন না দেখি। তখনি আচানক আমি উপলব্ধি করলাম, তিনি এতবড় মানুষ যিনি দুনিয়ায় কোনোদিন কাউকে ধোকা দিতে পারেন না। কারোর মনোকষ্ট বরদাশ্ত করতে পারেন না। এই এক মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, ইউসুফ সাহেব আমার ভাই এবং হামেশা আমার ভাই ছিলেন। এখন একথা স্বীকার করতে আমি মোটেই লজ্জিত নই যে, এক সেকেন্ডের জন্য একথা চিন্তা করতে আমার জমিনে প্রোথিত হওয়া উচিত ছিল যে, তাঁর সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হবার ধারণার সাথে জড়িত করে আমি কেম নিজের ভবিষ্যত কল্পনা করেছিলাম! এখন আমি নিজের ভাই ও



www.pathagar.com

ভাবীর সামনে অকপটে একথা স্বীকার করবো যে, আমাদের বাড়িতে যখন বাগদানের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল তখন কল্পনায় আমি ইউসুফ সাহেবকে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে দেখে আতংকিত হতাম। ফাহমিদা বোন! আপনি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু একথা সত্য যেদিন আমি প্রথম আপনাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখেছিলাম সেদিনই আমার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, যদি ইউসুফ সাহেব আমার ভাই হতেন তাহলে আমার পিতামাতাকে বলতাম, আমি আমার হবু ভাবীকে দেখেছি। ইউসুফ সাহেবের মাতার ইন্তিকালের পর আমার মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ফাহমিদা বোনকে তিনি খুব বেশি পছন্দ করতেন। তারপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, আমি নিজেই একটি ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নিরুপায় হয়ে গেলাম। আমি জানতাম, এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একমাত্র ইউসুফ সাহেব ছাড়া আর কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। কিন্তু আমার এই বাহাদুর ভাই নিজের একটি চোরাবালিতে আটকে পড়েছিলেন। আচানক একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন এবং আমি অনুভব করলাম, মহান আল্লাহ আমাকে ও আমার ভাইকে চোরাবালি থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমার এই ভাই এখন কোথাও দূরে চলে যাচ্ছেন।

আমি উপলব্ধি করলাম আমাদের মুরব্বীদের ভুলের কারণে ইউসুফ সাহেবের জীবনে এমন সব সংকট সৃষ্টি হয়ে গেছে যার ফলে তিনি নিজের জীবনের সুন্দরতম স্বপ্নগুলি ভুলে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তিনি আর কিতাব লিখবেন না। বরং চাকুরি নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাবেন। তিনি যেতে যেতে আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়ে গেলেন। কিন্তু এরপর থেকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম এজন্য যে, আমার ভাই চলে গেছেন আহত ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে। মনজুর সাহেবের সাথে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই মনজুর সাহেব আমার বিরাট সাহায্যকারী প্রমাণিত হলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সাথে কোনো কথা বলার আগে এক রাতে আমি মনে মনে ফায়সালা করলাম আমি প্রথমে চাচী বিলকিসের বাড়িতে যাবো। আল্লাহ্‌র শোকর, আমার এ ফায়সালা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমার বক্তব্য শুনে চাচী বিলকিস যে পরিমাণ শোকার্ত হয়েছেন তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। তারপর আমার দিলে এমন এক আবেগ সৃষ্টি হলো যা এক ভাইয়ের জন্য এক বোনের দিলে সৃষ্টি হতে পারে। আমার আব্বাকে নিয়ে আমি ইউসুফ সাহেবের ওয়ালিদের কাছে পৌঁছলাম। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় তিনি নাকি বড়ই কঠিন হৃদয়। কিন্তু ছেলের জন্য কোনো বাপ কঠোর হতে পারেন না। ইউসুফ সাহেবের ওয়ালিদের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি আমার কথা শোনার পর অতি কষ্টে নিজের অশ্রু সংবরণ করলেন।

ইউসুফ বললো, আমার বোন! কেউ তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল একথাও তোমার মনে নেই। তুমি এতসব কথা বলে দিয়েছো যে, ফাহমিদাও কাঁদবার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

নাসরীন দরোজার কপাটের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে ভেতরে প্রবেশ করে বললো, আল্লাহর দোহাই, আপাজান! এবার কান্নাকাটি বন্ধ করুন। এখনি ফজলদীন



www.pathagar.com

বাজার থেকে গোশ্‌ত এনে গরম গরম কাবাব তৈরি করে ফেলেছে এবং চা-য়ে দম দেয়া হচ্ছে। অনুমতি দিলে এখানে নিয়ে আসি। নয়তো আম্মীজান, চাচীজান ও নানীজান এসে আপনাদের এরকম শোকার্ত দেখলে আবার এর কারণ জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমাকে সবকিছু বলতে হবে।

আমিনা দ্রুত উঠে বললো, ভাইজান! আল্লাহ্‌র দোহাই একে মানা করুন। এ যখন ভেতরে ঢুকছিল তখন আমি হাতের ইশারায় একে থামিয়ে দিয়েছিলাম। এভাবে আমাদের সমস্ত কথা শোনার সুযোগ এ পেয়ে গেছে। এখন এ আমার সমস্ত কথা ওদের কাছে উদগীরণ করবে?

নাসরীন অগ্রসর হয়ে হাসতে হাসতে আমিনাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আপাজান! এ কেমন করে হতে পারে! আপনি আমাকে বিশ্বাস করে আপনাদের কথা শোনার সুযোগ দিয়েছেন আর আমি আপনাদের বিশ্বাসের ওপর খড়্গাঘাত করবো?

ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো, সুবহানাল্লাহ! আমাদের ঘরে সাহিত্য রসের ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

ফজল দীন দরোজার কাছে এসে আওয়াজ দিল, জনাব চা রেডি। হুকুম দিলে এখানে নিয়ে আসি।

ইউসুফ বললো, না ভাই! টেবিলে চা রেখে দাও। আমরা সবাই ওখানে যাচ্ছি।

জনাব! জলদি আসেন। নয়তো কাবাব ঠান্ডা হয়ে যাবে।

নাসরীন বললো, ফজল দীন! তুমি কোনো চিন্তা করো না। এক মিনিটের মধ্যে সবাই ওখানে পৌঁছে যাবে। ওখানে ঠান্ডা পানিও রেখে দাও।

বিবিজী! আমি লেমনও এনেছিলাম।

আমিনা বললো, দেখলে ফজল দীন কত দূরের চিন্তা করে। প্রথমে লেমনের শরবত, তারপর কাবাব ও চা। আর এরপর হয়তো ভ্রমণ করার জন্য কিছু সময় বের হয়ে আসবে। ভাইজান! আপনার রাতের খানা আমাদের সাথে খেতে হবে। আপনি নাসরীনকে জিজ্ঞেস করে নিন। সে তার আপার চেহারা দেখে বুঝতে পারে তিনি কি চাচ্ছেন।

নাসরীন বললো, সব কথা তো বলা যায় না। নয়তো আমি এক ঘন্টা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপাজান রাতের খানা খাবার পরও কিছুক্ষণ কথা বলা পছন্দ করবেন। আজ সম্ভবত চাঁদের দশ তারিখ। তাই তিনি কিছুক্ষণ আঙিনায় অথবা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করবেন। কিন্তু এটা ভাইজানের মুডের ওপর নির্ভর করছে। ভাইজানের ওপর যদি লেখার মুড সওয়ার হয়ে যায় তাহলে আপাজান তাঁর দশ মিনিট নষ্ট করাও পছন্দ করবেন না। আর আমি নিজেও এটা পছন্দ করবো না। ইয়া আল্লাহ! আমরা আবার কথা শুরু করে দিয়েছি। চা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তবে যতক্ষণ ভাইজান টেবিলে না বসবেন ততক্ষণ ফজল দীন টেবিলে কাবাব রাখবে না।

তারা সবাই হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। দু' মিনিট পরে চায়ের টেবিল ঘিরে বসেছিল সবাই। সবার আগে বেগম আহমদ কাবাব একটুখানি নিয়ে খেয়ে দেখলেন



www.pathagar.com

এবং ফজল দীনের প্রশংসা করলেন। এরপর সবাই একের পর এক ফজল দীনকে প্রশ্ন করতে লাগলো, ফজল দীন! তুমি এই কাবাবে কি এমন বিশেষ জিনিস দাও? বিলকিস বললো, কোনো কামিয়াব বাবুর্চি নিজের গোপন কথা প্রকাশ করে না। তবে আমি আমিনা বেটিকে জিজ্ঞেস করে নেবো। তার কোনো কথা আমিনার জন্য গোপন কথা হতে পারে না।

ফজল দীন পেরেশান হয়ে বললো, বিবিজী! আল্লাহর দোহাই, আমার প্রতি বিশ্বাস করুন। আমি সব কিছু আমিনা বিবিজী থেকে শিখেছি এবং তিনি শিখেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। মিয়া সাহেব বলেছিলেন, কয়েক বছর আগে তাঁদের ওখানে একজন অত্যন্ত হুশিয়ার বাবুর্চি থাকতো। সে উত্তর প্রদেশের এক নবাবের বাবুর্চির বেটা ছিল। যখন নবাব সাহেবের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো তখন বাবুর্চির তিন বড় ভাই বড় বড় হোটেলে চাকুরি নিল। ছোট ভাইটি মিয়া সাহেবের কাছে চলে এলো। সে সময় মিয়া সাহেব সবেমাত্র বিয়ে করেছিলেন। বেগম সাহেবা ভালো ভালো খাবার তৈরির কৌশল শেখার জন্য তাকে উস্তাদ মেনে নিয়েছিলেন। যখন বেগম সাহেবা কোনো ভালো খাবার তৈরি করা শিখে নিতেন তখন মিয়া সাহেব বন্ধু বান্ধবদের দাওয়াত দিতেন। মেহমানরা যখন খাবারের প্রশংসা করতো তখন মিয়া সাহেব বাবুর্চিকে ইনাম দিতেন। সে দশ বছর পর্যন্ত মিয়া সাহেবের বাড়িতে চাকুরি করেছিল। এক বড় দাওয়াতে এক বড় ব্যবসায়ী মেহমান হিসাবে এসেছিলেন। এই দাওয়াতে বাবুর্চি বিশেষ খাবার তৈরি করেছিল। এর ফল এই হয়েছিল, সেই ব্যবসায়ী দ্বিগুণ বেতন দিয়ে এই বাবুর্চিকে তার সাথে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর অনেক বাবুর্চি এসেছে গেছে। তাদের থেকে আমি কিছু কিছু শিখেছি। কিন্তু নবাব সাহেবওয়ালা বাবুর্চি বেগম সাহেবাকে যে কাবাব বানানো শিখিয়েছিল তা আমিনা বিবি থেকে আমিও শিখে নিয়েছি।

আমিনা বললো, আমাদের বাবুর্চি একবার কোনো কাহিনী শুরু করলে তা আর শেষ হতে চায় না। এটাও আল্লাহর শোকর যে, সে ডাকাতকে পালংকের পায়ার সাথে বেঁধে ফেলার কাহিনী শুরু করে দেয়নি। নয়তো আমরা সবাই মনে করতাম বুঝি আমাদেরকেও বেঁধে ফেলা হচ্ছে।

ইউসুফ বললো, আরে ভাই! এটা তো ছিল তার একটি কৃতিত্ব। আর যার কৃতিত্ব যত বড় হয় সে ততই গর্বভরে তা বর্ণনা করে। আমিনা ও তার পিতা মাতার সৌভাগ্য বলতে হবে যে, ফজল দীন পুরোপুরি বাবুর্চি হয়ে যায়নি। কারণ যদি তাই হতো তাহলে একটা মশহুর ডাকুকে খাটের পায়ার সাথে বেঁধে রাখার খেয়াল তার মনে কেমন করে জাগতো? যদি সে একজন সফল বাবুর্চি হতো তাহলে বলতো, জনাব! আমাকে দিয়ে পোলাও-বিরিয়ানী বানিয়ে নিন, শাহী কাবাব ইত্যাদি বানিয়ে নিন, এসবই আমি পারবো কিন্তু এই ভয়ংকর ডাকুকে বেঁধে ফেলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

ফজল দীন সঙ্গে সঙ্গেই বললো, ইউসুফ সাহেব! আল্লাহর কসম, আপনি বিলকুল ঠিক বলেছেন। কাবাব আমি এজন্য বানাই যে, আপনি কাবাব পছন্দ করেন। নয়তো আমার মধ্যে বাবুর্চির কোনো গুণ নেই।



www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, কাবাব তো আমিনাও পছন্দ করে।

জী হ্যাঁ। তিনি পছন্দ করেন নিছক আমার মন রাখার জন্য।

ফাহমিদা কাবাব খেতে খেতে বললো, ভাই ফজল দীন! আমি কিন্তু তোমার মন রাখার জন্য নয় বরং যথার্থই বলছি, তুমি সত্যিই ভালো কাবাব তৈরি করো।

শোকরিয়া বিবিজী! কিন্তু আসলে আপনি যে কাবাব তৈরি করবেন তা-ই হবে খাবার লায়েক।

নাসরীন বললো, একজন শিক্ষিত লোকই আপাজানের কোনো জিনিসের সঠিক প্রশংসা করতে পারে। যদি কারোর মধ্যে শিক্ষার অভাব থাকে তাহলে সে আপাজানের হাতের রান্না করা কোনো খাবারের সঠিক প্রশংসাও করতে পারবে না।

জহির বললো, নাসরীন আপা ঠিক বলেছেন। আমাদের উস্তাদ বলেন, শিক্ষা না থাকার কারণে মানুষের মস্তিষ্কের কয়েকটি কোষ বন্ধ থেকে যায়।

ফজল দীন বললো, সাহেবজী! একথা তো আমিও জানি। কিন্তু খাবার স্বাদ তো লবন, মরিচ ও মসলাপাতির সাথে সম্পর্কিত।

নাসরীন বললো, এ কথাটিই তো তুমি বুঝতে পারছো না। খাবারের মধ্যে বিশেষ ধরনের ঘ্রাণ থাকে, যাকে শিক্ষা ছাড়া তুমি বর্ণনাই করতে পারবে না।

ফজল দীন বললো, জনাব! গুড়ওয়ালা পোলাও এর ঘ্রাণ তো আমি বহুদূর থেকে পেয়ে থাকি।

বিলকিস বললো, এজন্য শিক্ষার নয়, কিছুটা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আর তা আল্লাহ তোমাকে অনেক দিয়েছেন। নাসরীন অনর্থক তোমাকে পেরেশান করছে। তোমার একথা বলে দেয়া যথেষ্ট নয় যে, তুমি ডাকাতদের বাঁধতে জানো, আর কিছু জানো না।

বিবিজী! আমি সবার সামনে মিথ্যা বলতে পারি না। আমি এখনি নিজের বোকামির মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেছি যে, আমি ইউসুফ সাহেব ও আপনাদের সবার পছন্দসই কাবাব বানাতে পারি। আসলে আমি একটা ভুল বিতর্কে ফেঁসে গেছি, এটা আমার দুর্ভাগ্য। এর ফলে আপনারা চা-ও নিশ্চিন্তে পান করতে পারছেন না। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার চা গরম করে আনছি। কাবাবও আরো তৈরি করে আনছি।

সফিয়া বললেন, না, ফজল দীন! এবার তুমি নিশ্চিন্তে বাবুর্চিখানায় গিয়ে বসে চা খাও। আমরা ডাক দিলে আমাদের নওকরকে এদিকে পাঠিয়ে দিয়ো।

জী, আমি নিজেই তো একজন নওকর।

না, ফজল দীন! তুমি আমাদের মেহমান।

মাগরিবের নামাযের পর ইউসুফ সফিয়াকে বললো, খালাজান! আপনি অনুমতি দিন আমি রাতের খাবারের জন্য আর এখানে থাকতে পারছি না। কিছুক্ষণ ফাহমিদার সাথে কয়েকটা জরুরী আলাপ সেরে তার কাছে ওজর পেশ করবো। আশা করি সে অসন্তুষ্ট হবে না। চাচীজান এখন নফল নামায পড়ছেন। নামায শেষ করলে আমি তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেবো।



www.pathagar.com

সফিয়া বললেন, বেটা! যদি ফাহমিদা তোমার সাথে ভ্রমণ করতে যেতে চায় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

না, খালাজান! এমন কোনো প্রোগ্রাম নেই। আমরা বাইরে খোলা বাতাসে কয়েক মিনিট টহল দেবো এবং তারপর আমি বিদায় নেবো।

তারপর সে জহিরকে বললো, জহির! ফজল দীনকে বলো, দুটো চেয়ার এনে যেন লনের একদিকে রেখে দেয়। যখন আমি ফাহমিদার সাথে কথা বলতে থাকবো তখন তোমরা আমিনা আপা ও নাসরীনের সাথে কিছু দূর বেড়িয়ে এসো, যাতে তারা অস্বস্তি অনুভব না করে। কিন্তু বেশি দূর যাবে না। ফজল দীনকে একথাও বলে দাও, সে যেন খান সাহেবের বাসায় যায় এবং বলে আসে আমি এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। আর মনজুর সাহেবকে যেন বলে আসে, আমি গিয়েই লেখা শুরু করে দেবো।

দশ মিনিট পর। ইউসুফ প্রশস্ত লনে দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিল এমন সময় তার কানে এলো পায়ের আওয়াজ। ফাহমিদা এগুচ্ছিল তার দিকে। আশপাশের সমস্ত দৃশ্যাবলী তার দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। সাদা লেবাসের মতই তার দোপাট্টাও সাদা ছিল। তার পায়ের স্যান্ডেলও ছিল সাদা। সে প্রথমবার এই অনুভূতিসহ তার দিকে দেখছিল যে, এর আগে কখনো এতো মনোযোগ সহকারে তাকে দেখেনি। অথবা তার দৃষ্টি এক লহমার বেশি তার চেহারার উপর টিকে থাকতে পারেনি। আচানক তার দৃষ্টির সামনে অপরিচিতির পরদা ঝুলে পড়তো। কিন্তু এখন সে নারীত্বের এই মূর্তিমান সৌন্দর্য ও মহিমাকে নিজের হৃদস্পন্দন অনুভব না করেই দেখতে পাচ্ছিল। যখন সে নিকটে এসে থেমে গেলো, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ফায়সালা করতে পারলো না তাকে কি বলতে হবে। তারপর হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা খুশির মুহূর্তে আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেও ভুলে যাই। আমি তোমার সাথে এখানে বসে কথা বলার অনুমতি নিয়েছি। ঐ চেয়ারে গিয়ে বসার জন্য তোমাকে আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই তো?

জী, মোটেই নেই। ফাহমিদা হাসতে হাসতে বললো।

ইউসুফ উপলব্ধি করলো সমগ্র বিশ্বচরাচরে যেন আনন্দের হাসি উপচে পড়ছে। ফাহমিদা নিকটের চেয়ারটিতে বসে পড়লো। ইউসুফ সামনে এগিয়ে এসে বললো, না, তোমার জন্য ঐ চেয়ারটিই বেশি আরামদায়ক হবে।

আমি তো ঐ দুটো চেয়ারের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখছি না। ফাহমিদা দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো।

ঐ চেয়ারে বসার পরেই তুমি পার্থক্য বুঝতে পারবে।

ফাহমিদা অন্য চেয়ারটিতে বসে পড়লো। ইউসুফ তার সামনে বসতে বসতে বললো, এখন বলো কোনো পার্থক্য অনুভূত হচ্ছে?

জী না, একদম নয়। আমি ওখানে বসে থাকলেও আপনি আমার সামনে থাকতেন। এখন এখানে বসেছি তাও আপনি আমার সামনে আছেন।

ইউসুফ ধীরে সুস্থে চেয়ারে বসতে বসতে বললো, ফাহমিদা! মাথা উঠিয়ে উপরের



www.pathagar.com

দিকে দেখো।

সে একটু ঘাড় উঠালো। ইউসুফ বললো, আমি আশা করছিলাম আকাশের চাঁদ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং আমি কখনো ওদিকে আবার কখনো এদিকে দেখবো। অনুভব করছি, তোমার সামনে চাঁদও অর্থহীন হয়ে গেছে। আমি এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও চাঁদের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করবো না। এতদিন আমি তোমাকে দেখতে পারিনি, এজন্য তুমি অবাক হচ্ছো না?

জী, আমার তো রাগও হতো। কিন্তু আপনি যা কিছু লিখেছেন তা পড়ে আমার সমস্ত অভিযোগ দূর হয়ে গেছে। আমি অনুভব করছি, এক লহমার জন্যও আপনার কাছ থেকে আমি আলাদা ছিলাম না।

ইউসুফ হাসতে হাসতে বললো, ধরো, সমস্ত বইটা লিখে শেষ করে আমি তোমার কাছে আনতাম। আর এই কিতাবের প্রত্যেকটি পাতা তোমাকে একথা বিশ্বাস করাবার জন্য যথেষ্ট হতো যে, কিতাব লেখার জন্য যে সময় আমি গায়েব হয়ে গিয়েছিলাম সে সমগ্র সময়ে তুমি সর্বদা আমার দৃষ্টির সামনে ছিলে এবং আমি যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম তখন শোয়ার পূর্বে তোমার সাথে কথা বলতাম এবং সেখানে স্বপ্নেও তোমাকে দেখতাম, তাহলেও কি এখন তুমি যেমন মুডে আছো তখনো তেমনি থাকতে?

মুডের ফায়সালা তো তখন হতো যখন আমি আপনার লেখা পড়ে ফেলতাম। কিন্তু এরকমও তো হতে পারতো, আমি এতবেশি ক্রুদ্ধ হয়ে যেতাম যে, পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েই পড়ে দেখার আগেই ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতাম।

না, ফাহমিদা! আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এ প্রশ্ন করছি, আমি কয়েক মাসের কাজ কয়েক সপ্তাহে করে ফেলেছি– এ চিন্তা কি তোমার আসেনি? আমি তখনই কলম রেখে দিতাম যখন লিখতে লিখতে আমার হাত অবশ হয়ে যেতো এবং চোখ ঝিমিয়ে পড়তো। আমার এখন একথাও মনে নেই, আমি কঘন্টা লিখতাম এবং কটার সময় ঘুমাতাম। তারপর যখন স্বপ্নে তোমার আওয়াজ শুনতাম তখন আমার সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যেতো।

যদি এসব কথা আপনি এ উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে থাকেন যে, আপনি জানতে চান আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কষ্ট সহ্য করার হিম্মত আমার মধ্যে কি পরিমাণ আছে, তাহলে শুনুন, আপনার পথের ফুল যদি আমার জন্য হয় তাহলে আমি তার কাঁটারও অংশীদার। অক্ষমতা ও নিরুপায় অবস্থায় আপনার সাথে আমি জীবনের সমস্ত তিক্ততা ও রুঢ়তা বরদাশ্ত করতে রাজি। কিন্তু যদি কোনো অক্ষমতা না থাকে তাহলে একদিনের বিচ্ছিন্নতাও আমার জন্য হবে দুঃসহ। বর্তমান অবস্থায় ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনাকে দুনিয়ায় পরিচিতি হতে হবে। এজন্য রাতের নিসঙ্গতায় ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে লিখে যেতে হবে এবং বুকে পাথর বেঁধে নিজের মেহনতের ফলের ইন্তিজার করতে হবে। আমিও কিছু শিক্ষা লাভ করতে চাই। কিন্তু আপনার থেকে দূরে অবস্থান করেও আমি অবশ্যই এ নিশ্চিন্ততা লাভ করবো যে, আমরা যে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করছি তাতে অবশেষে পথে একদিন পরস্পর সম্মিলিত হবো। কিন্তু আমাদের পরস্পরের



www.pathagar.com

এ অঙ্গীকার অবশ্যই করতে হবে যে, এ দুনিয়ায় আমাদের কামিয়াবির আশা পূর্ণ হোক বা না হোক আমাদের কাছে পরস্পরের জন্য খুশির অভাব হবে না। আপনাকে যদি কখনো হতাশার মরুভূমি অতিক্রম করতে হয়, তাহলে সেখানে এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাকে ভুলবেন না। আপনি প্রতিদিন না পারেন প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ দিন আমাকে অবশ্যই পত্র লিখবেন। প্রথমত আপনি যেখানেই থাকবেন সেখানে কোনো না কোনো টেলিফোনে আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন। নয়তো আমি আপনার খবর জেনে নেবো। আর চরম পেরেশানীর মধ্যেও আমরা যে একাকী নই এ অনুভূতি জাগ্রত করার মতো আপনজন আমাদের সবসময় থাকবে।

ফাহমিদা! এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কখনো পেরেশান হতে দেবো না। আমি তোমার কাছে আর একটি ওয়াদা করতে চাই। কখনো নিরাশ না হলেও পেরেশান অবশ্যই হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমার পথ যতই দুর্গম হোক না কেন, মনজিল যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন ইনশাআল্লাহ নিজের কামিয়াবির ব্যাপারে আমার বিশ্বাস কখনো নড়ে যাবে না। আমি অনুভব করি হতাশার প্রবল তুফানের মধ্যে তোমার দোয়া হবে আমার বিরাট সহায়ক। আল্লাহ তোমার হাত দুটি এত সুন্দর করে বানিয়েছেন যে ঐ হাতজোড়া যখন দোয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রসারিত হবে তখন তোমার প্রত্যেকটি দোয়া কবুল হবে। ফাহমিদা! তোমাকে ভালোবাসা ও তোমার থেকে দূরে থাকার জন্য বিরাট হিম্মতের প্রয়োজন। কিন্তু আমি ইনশাআল্লাহ এ পরীক্ষায় পূর্ণ সফলকাম হবো। আজ সারা রাত লিখবো এই সংকল্প নিয়ে এখন আমি যাচ্ছি। আমার লেখার মধ্যে পাঠকরা তোমার সেই ছবি দেখবে যা ইতিপূর্বে আমিও দেখিনি। ফাহমিদা আমার এ উপন্যাস যখন প্রকাশিত হবে, এর প্রথম কপি দেখে আমি আল্লাহ্র শোকরগুজারী করবো এবং তারপর তোমাকে ডাকবো। ফাহমিদা! তোমার ইউসুফ আজ পয়দা হয়েছে। এখন কোনো মজলিসে তুমি একথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করবে না যে, তোমার জীবনসাথি একজন ঔপন্যাসিক এবং একজন জীবনশিল্পী।

ইউসুফ একথা বলে দাঁড়ালো। ফাহমিদা দাঁড়িয়ে বললো, আমার ঔপন্যাসিক ইউসুফ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বয়স আমি সেই দিন থেকে গণনা করবো যেদিন আপনার সাথে বিয়ে হয়েছিল। চলুন আমি আপনাকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসছি।

শোকরিয়া, চলো আমরা কথা বলতে বলতে কিছুদূর যাই। তারপর আমি আচানক আল্লাহ হাফেজ বলে তোমার কাছ থেকে রুখসাত নেবো। আমি আশা করবো অন্য সবার কাছে ওজর পেশ করার জন্য তুমি যথাযথ শব্দ তালাশ করে নেবে।

ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো, অন্য সবাই যথেষ্ট বিচার বিবেচনা ও বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু আপনার পাণ্ডুলিপি?

ওটা আপাতত তোমার কাছে থাকবে। গতকাল আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। তুমি আগামীকাল ফজল দীনের হাতে এই পয়গাম দিয়ে মনজুরের কাছে পাঠাবে যে, নানীজান



www.pathagar.com

তাকে স্মরণ করেছেন। আর আমিনাকেও বলে দেবে, সে যেন কিতাব পত্র বের করে রাখে। মনজুর আগামীকাল থেকে তাকে পড়ানো শুরু করবে।

ঠিক আছে, কোনো না কোনো বাহানায় মনজুর সাহেবকে অবশ্যই আসতে হবে। নয়তো আমিনার বিষণ্নতা বেড়ে যাবে।

না, ফাহমিদা! ও মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে বুঝতে দীর্ঘ সময় লাগে। প্রথমে তার বাহ্যিক চেহারা-সুরাত দেখার পর আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে, তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছার পর আমাকে এত বেশি অবাক হতে হবে।

আমার মনে হয় আপনার সেই প্রথম কথাটিই বেশি সঠিক ছিল যেটি আপনি বিলকিস চাচীকে বলেছিলেন। সেটি ছিল এই যে, আমিনার নিজের সদগুণাবলী প্রকাশের জন্য সুযোগের প্রয়োজন ছিল এবং এ সুবর্ণ সুযোগ সে আপনার কারণে লাভ করে।

ফাহমিদা! একটু চাঁদের দিকে দেখো।

ফাহমিদা থেমে গিয়ে চাঁদের দিকে দেখতে থাকলো। তারপর মুচকি হেসে বললো, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

ফাহমিদা! আমি বলতে চাই, যদি তুমি আমার জীবনে না আসতে তাহলে কারোর জন্য জীবন বিসর্জন দেবার এ অনুভূতি আমার মধ্যে জাগতো না। আমার.একথার মধ্যে একটুও বাড়াবাড়ি নেই।

ফাহমিদা অতি দ্রুত তার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বললো, আল্লাহর দোহাই এমন কথা বলবেন না। আমাদের দোয়া করা উচিত, আমরা যেন একে অপরের খুশি দেখার জন্য জীবিত থাকি। তিনি দাতা। তিনি আমাদের অনেক কিছু দিতে পারেন। আর আমার প্রতি তো তিনি বড়ই মেহেরবান। আমার মতে প্রত্যেকটি মেয়ে নিজের স্বপ্ন নিয়ে এ দুনিয়ায় আসে। আপনি ভুলে একটি পান্ডুলিপি গাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন এবং নাসরীন তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তারপর সেই স্বপ্ন একটি বাস্তবে পরিণত হতে থাকলো। একদিন আমি আপনাকে দেখতে পেলাম। সেই সাক্ষাতগুলির প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। প্রত্যেক নামাযের পর আমি যে দোয়াগুলি করতাম তাও আমার মনে আছে। তারপর আমি স্বপ্ন দেখলাম এবং আচানক তা বাস্তবে পরিণত হলো। আপনার মনে আছে, মিসৌরীর পথে যখন আপনাকে পেলাম তখন নিজের আনন্দ প্রকাশের জন্য আমার কাছে অশ্রুজল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

যদি তুমি নিজের অশ্রু লুকাতে বেশি ব্যস্ত না হতে তাহলে হয়তো আমার চোখেও শোকরের অশ্রু দেখে নিতে। তাই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলির স্মৃতি হবে আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আমরা কথা শুরু করেছিলাম কোথা থেকে এবং এ আমরা চলে এলাম কোথায়?

ফাহমিদা বললো, জনাব! কথা হচ্ছিল এই মর্মে যে, আমরা যদি পরস্পর না মিলতাম তাহলে আমরা পরস্পরকে কতটা ভালোবাসতে পারি তা অনুধাবন করার সুযোগ পেতাম না। অথবা খোদা নাখাস্তা যদি আমাদের সাক্ষাত না হতো তাহলে আমরা আল্লাহর এই পুরস্কার থেকে কি পরিমাণ বঞ্চিত হতাম?



www.pathagar.com

ইউসুফ হাসতে হাসতে বললো, আমার মনে হয় এবার আমার অনুমতি নেয়া উচিত। এমন যেন না হয়ে যায়, এভাবে কথা বলতে বলতে আমি কেবল একজন কবি হয়েই থেকে যাই এবং আমার পরিবর্তে তোমাকে উপন্যাস লিখতে হয়।

জী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে একজন কবি হতে দেবো না।

কথায় কথায় আমরা এতদূর চলে এসেছি যে, আমরা সময়ের হিসাব রাখতে পারিনি। এখন ফিরে চলো। আমি তোমাকে বাড়ির গেট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

আপনার মনে এ চিন্তা এলো কেমন করে যে, আমি একা ফিরে যেতে পারবো না?

চিন্তা আসুক বা না আসুক, তুমি এটা কেমন করে ভাবতে পারলে যে, আমি এখান থেকে সোজা ঘরে চলে যাবো এবং নিজের কাজ শুরু করার সময় বারবার আমার মনে এ প্রশ্ন জাগবে না যে, তুমি সহি সালামতে ঘরে পৌঁছে গেছো কিনা, আর ফাহমিদা এসময় কি করছে একথা জিজ্ঞেস করার বাহানায় আমি আচানক সেখানে পৌঁছে যাবো?

আচ্ছা আসুন জনাব! একথা বলে ফাহমিদা পেছন ফিরে বললো, আপনার কাজের ক্ষতি হবে এ অনুভূতি যদি আমার না থাকতো, তাহলে আমি আপনাকে কোনো লম্বা পথ ধরতে বলতাম। তখন আপনি দেখতেন ঘন্টার পর ঘন্টা চলার পরও আমার মধ্যে কোনো ক্লান্তিবোধ জাগছে না।

ইউসুফ বললো, যখন আমি নিজের কাজ শেষ করবো, তখন একটি অতি দীর্ঘ ভ্রমণে বের হবো।

আরো কিছুক্ষণ চলার পর তারা অন্য একটি সড়কের কাছে পৌঁছে গেলো। এটি তাদের পথের সাথে মিলে গিয়েছিল। ইউসুফ বললো, আমার মনে হয়, আমিনা, নাসরীন ও জহির অন্যদিক থেকে লম্বা চক্কর কেটে ফিরে আসছে। আমি নাসরীনের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি।

তা তো আমিও শুনতে পাচ্ছি।

যদি আমরা ধীর পদক্ষেপে চলি তাহলে বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় তারা আমাদের সাথে মিলিত হবে। তখন আমি তোমাকে গেটে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে যাবো।

আমার মনে হয় তারাও আমাদের দেখতে পেয়েছে। তাই তাদের গতিও দ্রুত করে দিয়েছে। আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে নেয়াই কি ভালো হবে না? তবে শর্ত হচ্ছে আপনার লেখার মুড যদি খারাপ না হয়ে যায়।

ফাহমিদা! যদি তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও তাহলে চলো আমরা লনে গিয়ে বসে পড়ি এবং ততক্ষণ কথা বলতে থাকি যতক্ষণ তোমার ওপর নিদ্রা প্রভাব বিস্তার না করে। এরপরও ফিরে গিয়ে আমার লেখার মুড খারাপ হবে না।

ভাইজান! ভাইজান! নাসরীন হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে বললো, আমরা আজ এত দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেছি যা আপনিও মনে হয় কোনোদিন করেননি। জহির শর্ত লাগিয়েছিল, আমিনা আপা আমাদের সাথে চলতে পারবেন না। পুরো দু কেজি আমের শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি ক্লান্ত হয়ে পেছনে রয়ে গেছেন।

নাসরীন! তুমি জানো, বড় বোনেরা ছোট ভাইদের থেকে শর্ত জিতে নেয় না।



www.pathagar.com

ইতিমধ্যে আমিনা ও জহির পৌঁছে গিয়েছিল।

ইউসুফ বললো, আমিনা! আমার জন্য তোমার লেখাপড়ার অনেক দিন নষ্ট হয়ে গেছে। মনজুর তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি তাকে আটকে রেখেছি। এজন্য যে, যেকদিন আমি তোমাকে সময় দিতে পারবো না, মনজুর এসে তোমাকে পড়িয়ে দিয়ে যাবে।

ভাইজান! আমারও এখানে আর বেশিদিন থাকার ইচ্ছা নেই। আমি ফাহমিদা আপাদের বাড়ির লোকদের থেকেও শুনেছি তাঁরাও ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ইউসুফ বললো, আমিও অনুভব করছি, এখানে আমার জন্য একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু কিতাব খতম হওয়া পর্যন্ত এ শূন্যতা আমার কাছে খুব বড় হয়ে দেখা দেবে না। আমি ফাহমিদা ও তোমার কাছ থেকে একটি পরামর্শ চাই। আমার মনে হয়, দেরাদুন থেকে মেহমানরা এলে আহমদ খান সাহেব খাবার দাওয়াত দেবার চেষ্টা করবেন। এ বিষয়টা কেবল আমার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হলে আমি অস্বীকার করতে পারতাম না কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়ির মুরব্বীরাই ভালো ফায়সালা করতে পারেন। তবুও আমি চাইবো তোমাদের দু'জনের ভোট আমার সাথে থাকবে।

নাসরীন বললো, ভাইজান! আমার ভোটও আপনার সাথে থাকবে এবং জহিরেরও আর ফজল দীনেরও। পরামর্শ এই হবে যে, আমাদের আহমদ খানের দাওয়াত রদ করা উচিত নয়। আর যখন আমি নানীজানকে স্মরণ করিয়ে দেবো যে, খান সাহেব কোয়েটায়ও আমাদের দাওয়াত করেছিলেন তখন তিনিও দাওয়াত কবুল করার প্রশ্নে আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন।

ইউসুফ বললো, আমি ঠিক করেছি, দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হবে কোনো হোটেলে অথবা খান সাহেবের বাসগৃহে। আর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রান্নাবান্না ও আহার করাবার জন্য মেজর সাহেবকে দেরাদুন থেকে যোগ্য লোক পাঠাতে হবে। যদি খান সাহেব এ বিষয়টি উত্থাপন করেন তাহলে আমি সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে তাঁর সাথে আলোচনা করে স্থির করবো। আমার কেবল এজন্য আফসোস হবে যে, আমি একদিন লিখতে পারবো না।

আমিনা বললো, ভাইজান! আপনার আরাম করার জন্যও তো একটি দিন থাকা দরকার।

যখন কোনো সন্তোষজনক জিনিস লেখা হয়ে যায় একমাত্র তখনই আমার আরাম করার অনুভূতি জাগে।

দশ দিন পর। সন্ধ্যার সময় ইউসুফ ও ফাহমিদা আবার একবার লনে বসে কথা বলছিল। ইউসুফ বলছিল, এ দিনগুলি কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলো। যদি বার বার কোনো প্রোগ্রাম বানানো এবং তা বাতিল করে দেয়ার ইখতিয়ার আমার থাকতো তাহলে আমার কিতাব শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকতে, আমি এ চেষ্টাই করতাম। কিন্তু আমাদের ছোট ছোট ইচ্ছাগুলি সময়ের গতিধারা পরিবর্তন করতে পারে না!



www.pathagar.com

ফাহমিদা বললো, আমার মনে হয় আমি যখন থাকবো না তখন বরং আপনি আরো বেশি ধীরে সুস্থে লিখতে পারবেন।

জীবন আমাদের এটিই শেখায়, প্রত্যেক অক্ষমতা ও অসহায়তাকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতের আলোর প্রত্যাশায় চারপাশের অন্ধকার থেকে বেপরোয়া হয়ে আমরা এগিয়ে যেতে থাকবো। কিন্তু যতক্ষণ তোমার চিন্তা আমার চোখে আলোক সঞ্চার করবে ততক্ষণ চারপাশের অন্ধকারের কোনো অনুভূতিই আমার মধ্যে জাগবে না।

ফাহমিদা বললো, যদি আপনি নারাজ না হন তাহলে আমি আবেদন করবো আমাকে এখান থেকে বিদায় দিন এবং স্টেশান পর্যন্ত যাবার কষ্ট করবেন না। আব্বাজান, আম্মাজান, বিলকিস চাচী ও নানীজান সবাই এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত যে, সারারাত কাজ করার পর সকালে আপনার আরাম করার প্রয়োজন হবে। তাই আপনি সকালে এসে আমাদের কেবল বিদায় জানিয়ে চলে যাবেন এবং তারপর আরাম করবেন। রেলস্টেশানে আপনার থেকে আলাদা হবার সময় লোকেরা আমাকে অশ্রু ঝরাতে ও কান্নাকাটি করতে দেখবে এটা নিশ্চয়ই আপনি পছন্দ করবেন না।

আমি তোমার বিদায় হাসি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের আকাংখা হৃদয়ে পোষণ করে নিয়ে যাবো না।

বিদায় হাসি সহকারে আমি আপনাকে কেবল এই ঘর থেকেই রুখসাত করতে পারি। কিন্তু যখন আমি মিসৌরি থেকে মোটরে চড়বো তখন নিজের অশ্রু সংবরণ করার ক্ষমতা আমার থাকবে না। আমি মনে করতাম আমি খুব সাহসী এবং অনেক কিছু বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু যখন আপনার থেকে আলাদা হবার বিষয় আসে, আমার মধ্যে আর কিছুই থাকে না।

আলাদা হবার ধারণা আমার জন্যও অনেক কষ্টকর। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করতে পারি না যে, সবকিছু ভুলে গিয়ে আমি তোমার সাথে ওই গাড়িতেই সওয়ার হয়ে যাব না। ফাহমিদা! আমি যে একজন ঔপন্যাসিক এবং এখনই আমার উপন্যাস খতম করতে হবে, একথা ভুলে যাবার আশংকাও আমার আছে।

ফজল দীন এসে বললো, জনাব! মনজুর সাহেব এসেছেন।

তাকে এখানে নিয়ে এসো এবং এখানে আরো একটি চেয়ার রেখে দাও। একথা বলে ইউসুফ ফাহমিদাকে সম্বোধন করে বললো, আমি মনজুর ও আমিনাকে বিশেষভাবে কিছু কথা বলতে চাই। তুমি আমিনাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। কারণ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দীর্ঘদিন থেকে বলছে, আমিনা, তার পিতামাতা ও তার ছোট ভাই যে কোনো সময় একটি বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। সম্ভবত আমি তোমাকে বলিনি, আমি মনজুরকে আমিনাদের বাড়িতে একজন পাহারাদার হিসাবে রেখে এসেছিলাম আর এখন আমিনার সাথে মনজুরের বাগদান হয়ে গেছে। তাই তার জন্য কিছু বিপদ দেখা দিতে পারে। এখন তুমি আমিনাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তারপর প্রয়োজনে তোমাকেও সবকিছু জানিয়ে দেয়া হবে। তবে আমার মনে হয় আপাতত এর প্রয়োজন নেই।

ফাহমিদা উঠে ভিতরে চলে গেলো। তার ভিতরে যাবার সাথে সাথেই মনজুর



www.pathagar.com

সেখানে চলে এলো। কিছুক্ষণ পরে আমিনা সাদা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে নাসরীনের হাত ধরে লাজনম্র পদক্ষেপে সেখানে এসে ইউসুফের পাশের চেয়ারটিতে বসলো।

ইউসুফ মনজুরকে বললো, ভাই! আমার আর একটি ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের ব্যাপারটি যদি আমি আরো কয়েক ঘন্টা আগে চিন্তা করতাম এবং আমিনার আব্বাজীর সাথে আরো কয়েক মিনিট আলোচনা করে নিতাম, তাহলে এতদিন পর্যন্ত আমি নিজের মনের ওপর যে বোঝা অনুভব করে আসছিলাম তা নেমে যেতো। আমি যদি সামান্য বুদ্ধি ব্যবহার করতাম তাহলে সেই সন্ধ্যায়ই এ বাড়িতে একটি বিয়ের পরে একটি বাগদানের পরিবর্তে আর একটি বিয়ের ঘোষণাও হয়ে যেতে পারতো। আমি আমিনা, তার পিতামাতা ও তার ছোট ভাইটির সম্পর্কে যত বেশি চিন্তা করি তত বেশিই অনুভব করি যে, কোনো প্রকার বিলম্ব না করেই তোমাদের শাদী হয়ে যাওয়া দরকার। কারণ আমি লাহোর ত্যাগ করার আগে তোমদের কাছে যেসব আশংকার কথা প্রকাশ করেছিলাম সেগুলি এখন আমাকে খুব বেশি পেরেশান করছে। আমি আমার সৎমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু ফাহমিদার ব্যাপারে আমি এতটুকুও মেনে নিতে পারবো না যে, সে তার হাত থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে পান করুক। আমিনার মা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শী কিন্তু এই সঙ্গে সরলমনাও। তাঁর কাছে আমি সমস্ত ব্যাপারটা বলিনি। আর আমার ওপর কি হতে যাচ্ছিল তা হয়তো আমিনাও বলতে পারেনি। কাউকে কেবল ভয়ংকর বলে দেয়াই যথেষ্ট হয় না। প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় যে বয়োবৃদ্ধ মহিলাটি আমার নানী হয়েছেন তিনি সাধারণ অবস্থায় আমিনার মায়ের মেজাজ দেখে তাঁর ধারে ঘেঁসবার সাহস করবেন না। আর তার অবস্থায় নির্বোধ ব্যক্তিও যথেষ্ট ভয়ংকর হয়। তাই যে কোনো অবস্থায় তোমাদের তাদের হাত থেকে কোনো জিনিস নিয়ে খাওয়া উচিত নয়। আমি ফজল দীনকেও বুঝিয়ে দিয়েছি যে, তোমার বাবুর্চিখানা তাদের আনাগোনা থেকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকতে হবে। আর স্বামীটিকে আমি একটি নির্বোধ বৃদ্ধ বলে মনে করি এবং কোনো কোনো সময় তাদেরকে সেখান থেকে দ্রুত বিদায় করে দেয়াই তোমাদের প্রচেষ্টা হতে হবে। বাইরে জমিজমা দেখাশুনা এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজকর্মেও কায়েমদীনকে একজন বেতনভূক কর্মচারী হিসাবে দেখা দরকার। অবশ্য তার এই ধরনের স্ত্রীর হাতে তার নিজের প্রাণও নিরাপদ নয়।

আমি তোমাদের একথা বলার প্রয়োজন এজন্য অনুভব করেছি যে, এরা এত বেশি ভয়ংকর না হলেও এরা যার ভক্ত ও অনুগত সেই কোকে শাহ, বিষ বিক্রি করাই যার পেশা এবং যার প্রভাব বলয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে হচ্ছে, সে যখন অনুভব করবে যে, কিছুলোক তার সম্পর্কে জেনে ফেলেছে এবং তাদের কারণে সে যেকোনো সময় আইনের আওতায় এসে যেতে পারে তখন তারও তার প্রভাব বলয়ের লোকদের প্রথম কাজ হবে এমন সব লোকদের দ্রুত খতম করার অভিযান চালানো যারা তাদের অপরাধের সাক্ষী হতে অথবা যাদেরকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে।

মনজুর বললো, ভাই সাহেব! আমাদের তুলনায় এ বিপদের আশংকা আপনার জন্য বেশি বলে মনে হচ্ছে।



www.pathagar.com

আচ্ছা, আমি কবে এটা অস্বীকার করলাম? আমি সুযোগ পাইনি। নয়তো লাহোর ত্যাগ করার আগে এ পীরের সন্ধান করতাম। প্রথম সাক্ষাতের পরই আর সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস করতো না। তাকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলার প্রয়োজন যে, আমরা একটি ভয়ংকর দুশমনের সন্ধান পেয়ে গেছি। আর কেবল আমরাই নই, আমাদের পরিচিত জনদের বিশজনেরও বেশি লোক জানে, কোকে শাহ্ কে এবং সে কিসের ব্যবসায় করে? আর তাৎক্ষণিকভাবে কাদেরকে গ্রেফতার করে তার অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে? তারপর তার কোন্ বিশেষ মুরীদকে সে কোন্ বিষ বিক্রি করে? তাছাড়া তার বিষের প্রভাব থেকে কারা প্রাণরক্ষা করতে পেরেছে? এবং এই বিষ কোন্ ল্যাবরোটরীতে তৈরি হয়? এর নমুনা কোথায় সংরক্ষিত আছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে তোমদের সামনে এ বিষয়টি থাকতে হবে যে, যতক্ষণ না তাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলা হয় ততক্ষণ তাদের গৃহের আঙিনা থেকে দূরে রাখতে হবে। আমিনা আমি তোমাকে বলছি, তোমার বাগদানের জন্য মোবারকবাদদানকারী লোকদের ভীড়ের মধ্যে তাদের শামিল না হওয়া উচিত। যদি তুমি অনুভব করো, আমার সৎমা বারবার তোমাদের বাড়ি আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে এবং তার কারণে তার পিতামাতার ও পীর সাহেবের মুরীদ ইত্যাদির সেখানে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে আমার সাথে কি ঘটনা ঘটেছিল তা সুস্পষ্টভাবে তোমার আব্বাজানকে জানিয়ে দেয়া তোমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। তখন তোমার আব্বাজানের কি করা উচিত তা আর তাঁকে বলে দেবার প্রয়োজন হবে না। কায়েম দীনের বিবি যদি তার মেয়েকে একথা বুঝাতে পারে যে, আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের খান্দানের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, তাহলে সে তোমার ভাই, আব্বা ও তোমার বিরুদ্ধে কি না করতে পারে!

আমিনা বললো, কোনো ভাই তার বোনের জন্য এত রহস্যময় হবে না যেমন আপনি আমার জন্য। হায়! যদি আমি বোন হিসাবে নিজের দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করার অধিকার লাভ করতে পারতাম।

আমিনা! এ অধিকার আমি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কখনো করবো না। তোমার মনের কথা নিসংকোচে বলে ফেলো।

ভাইজান! আমি এখনো ভয়ে ভয়ে একথা বলছি যে, আপনার ওপর আমার কয়েকবার গোস্বা হয়েছে কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে পারিনি। আপনার মনে আছে একদিন ভীষণ গোস্বার মধ্যে আপনি আপনার আম্মার কবরের কাছে চলে গিয়েছিলেন। বাড়ির সবাই পেরেশান ছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি কোথায় গেছেন এবং কেন গোস্বা করছেন। ভাইজান! বিশ্বাস করুন আমি তখনো চেরাগ বিবির গলা টিপে ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তা করতে পারিনি। তবে আমি যখন শুনলাম আপনাকে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছে তখন আপনার ওপর আমার ভীষণ গোস্বা হচ্ছিল। কারণ যখন আপনি অনুভব করছিলেন যে ওই বিষের প্রভাবে আপনি মরতে বসেছেন সেসময় চেরাগ বিবি আপনার অবস্থা জিজ্ঞেস করতে আসলে



www.pathagar.com

আপনি গলা টিপে তাকে ওখানেই শেষ করে দিলেন না কেন? আল্লাহর কসম, যদি আপনার কিছু হয়ে যেতো এবং আমি তা জানতে পারতাম তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনার প্রতিশোধ নিতাম। আমি আমার নিজের হত্যাকারীকে মাফ করতে পারতাম কিন্তু আপনার হত্যাকারীকে নয়। ভাইজান! আমি এখনো চিন্তা করি, আপনি ছাড়া এ দুনিয়া কেমন বিরান হয়ে যেতো!

আরে পাগলী! এ কারণেই তো আমি তোমার ভবিষ্যত জীবনের জন্য একজন বিশ্বস্ত সাথি তালাশ করেছি। আমার ওয়ালিদ সাহেব তোমার আব্বাজীর ধন দৌলত সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন কিন্তু সম্ভবত পুরো জানেন না। তবুও একদিন তিনি বলেছিলেন, 'মিয়া সাহেব দৌলত কামাবার ব্যাপারে যত বেশি হুঁশিয়ার সম্ভবত দৌলত সংরক্ষণের ব্যাপারে ততটা হুঁশিয়ার প্রমাণিত হবেন না। আমার আশংকা হচ্ছে, দূরের ও নিকটের কিছু আত্মীয় তাঁর ধন দৌলত হস্তগত করার চেষ্টা করবে।' সে সময় আমি এ কথাকে তেমন আমল দেইনি। কিন্তু বিষ মেশানো খাবার গিলে ফেলার পর আমি উপলব্ধি করলাম, লোভী লোকেরা কত সহজে নিজেদের পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারে এবং তোমার মাথার ওপর কত বড় বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। লাহোর ত্যাগ করার পূর্বে আমি ইশারা ইংগিতে তোমাকে কয়েকটি কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। তবে মনজুরকে আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

ভাইজান! আমার নিরাপত্তার জন্য আপনি এত বেশি চিন্তিত এজন্য অবশ্যই আমি গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমি ওই বুড়ী ডাইনী ও তার কালা পীরের ব্যাপারে মোটেই ভীত সন্ত্রস্ত নই।

দেখো আমিনা! তোমার জন্য ওই কালা পীরের মুর্খ মুরীদানই বেশি ভয়ংকর। তারা ভাবনা-চিন্তা না করেই তার হুকুম তামিল করে যায়। ওই মুরব্বীদের মধ্যে এমন কোনো মহিলাও থাকতে পারে যে কোনো মূল্যবান তোহ্ফা নিয়ে তোমাদের বাড়িতে হাজির হলো, তোমাদের মেহমান হয়ে অবস্থান করলো এবং খাবারে বিষ মিশিয়ে দিল। অথবা এমন কোনো পেশাদার অপরাধীও হতে পারে যে পেছন থেকে ছোরা মেরে দিয়ে ভেগে গেলো। অর্থাৎ নিজের আশপাশ সম্পর্কে তোমার চোখ সব সময় খোলা থাকতে হবে।

নওকর ট্রেতে শরবতের গ্লাস বসিয়ে নিয়ে এলো। নাসরীন আসছিল তার সাথে। সে গ্লাসগুলি একেকজনের হাতে উঠিয়ে দিল। ইউসুফ লেবুর শরবত কয়েক ঢোক পান করার পর বললো, নাসরীন! তোমার আপাজান কি করছে?

ভাইজান! তিনি নিজের কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখছেন।

ইউসুফ বললো, কেন, তুমি কি অনুভব করোনি এসব ব্যাপার ছোট বোনরাই সামাল দিয়ে থাকে? তুমি যাও এবং তাকে পাঠিয়ে দাও। আর ফজল দীনকে এখানে আরো কয়েকটা চেয়ার দিতে বলো।

নাসরীন বললো, ভাইজান! আমি এখানে আর একটি চেয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আম্মাজান বলছিলেন, খানা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে এবং আপনাদের খাবার জন্য উঠতে হবে। আব্বাজানও এসে যাচ্ছেন। তিনি এসে গেলেই টেবিলে খানা দেয়া হবে।



www.pathagar.com

আপাজানও বলছিলেন আপনি আজ খেয়ে যাবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ফাহমিদাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

নাসরীন দৌড়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফাহমিদাকে আসতে দেখা গেলো। আমিনা উঠে তাকে কাছে বসাতে বসাতে অভিযোগের সুরে বললো, বোন! কোনো কাজ থাকলে আমি করে দিতাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে হেফাজতের সাথে রাখার শখও আমার বলতে গেলে প্রায় হবির মতো। আর আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখাও তো আনন্দদায়ক। আমার আফসোস হচ্ছে, আপনি আমাদের আলোচনা শুনতে পারলেন না।

আচ্ছা ভাই! আমি পথে তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনে নেবো।

আমিনা ইউসুফকে সম্বোধন করে বললো, ভাইজান! আপনি দেরাদুন রেল স্টেশান পর্যন্ত আমাদের সাথে যাবেন না একথা শুনে আমি একটু অবাক হয়েছি।

না ভাই, এটা আমার একার নয়, আমার ও ফাহমিদার দু'জনের সম্মিলিত ফায়সালা। বাকি লোকদের দায়িত্ব ফাহমিদা নিয়েছে। আর এ ব্যাপারে মনজুর আমার সাথে একমত। এখন তোমার অভিমত বলো।

ভাইজান! আমি বলতে চাচ্ছি, যখন গাড়ি চলতে শুরু করে, ছোট বোন জানালার বাইরে মাথা বের করে এবং ভাই তাকে আল্লাহ হাফেজ বলতে বলতে তার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দেয়, ভাইয়ের তখনকার সেই স্নেহের পরশ থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি না। কিতাব আপনি পরে লিখবেন। কিন্তু বোনকে বিদায় দেবার জন্য তো বারবার আসবেন না।

ইউসুফ কিছুক্ষণ খামুশ থাকার পর বললো, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এখন ফাহমিদা সাহেবার হুকুম কি? আমার এই দুষ্টু বোনটি একটি সহজ বিষয়কে কঠিন করে দিয়েছে।

ফাহমিদা আমিনার মাথায় তার হাতের স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললো, এ দুষ্টু কেবল আপনার প্রিয় বোন নয়, আমারও প্রিয়। দেরাদুন থেকে রুখসাত হবার সময় হয়তো আমি নিজের অশ্রু লুকাতে সক্ষম হবো কিন্তু আমিনার চোখের অশ্রু বরদাশ্‌ত করতে পারবো না।

আমি হার মানছি। তোমরা এখান থেকে যখন রুখসাত হবে তখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে নিশ্চিন্তে আল্লাহ হাফেজ বলতে পারবো, আমার নিজেরও এ কথায় বিশ্বাস ছিল না, এখন একথা স্বীকার করতে আমি মোটেই সংকোচবোধ করছি না। তোমাদেরকে এভাবে রুখসাত করার কথা চিন্তা করতে গিয়ে, আমার মুড এতই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল যে, লেখা তো দূরের কথা হয়তো আমি ঘুমাতেও পারবো না।

আমিনা বললো, ফাহমিদা বোনেরও এ কথা চিন্তা করতে গিয়ে ঘুম আসেনি। আপনাকে খুশি করার জন্য ইনি নিজে বাহাদুর সাজবার চেষ্টা করছিলেন। নয়তো তাঁর দিলের অবস্থা আমি জানি। ভাইজান! বিশ্বাস না হলে এঁকে জিজ্ঞেস করে নিন। ইনি এখান থেকেই বিদায় নেয়ার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন কেমন করে, এজন্য কি ইনি আফসোস করছেন না।



www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, বোন! আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল যে, আগামীতে এ ধরনের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়েও আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কয়েক বছর পরে নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করতাম যে, সে সময় আমরা দুজন এত বড় বোকামী করেছিলাম কেমন করে।

ফাহমিদা বললো, আপনি হয়তো ভুলে যেতেন কিন্তু আমি ভুলতাম না কোনোদিন।

বিলকিস বেগম আহমদকে নিয়ে বাইরে এলেন এবং মনজুর তাড়াতাড়ি উঠে দুটো চেয়ার এনে সেখানে রেখে দিল। সে বেগম আহমদকে আদব সহকারে সালাম দিয়ে বললো, মা-জী, তাশরীফ রাখুন।

বেঁচে থাকো বেটা! তোমাকে ও আমিনাকে দেখে আমার খুব খুশি লাগে।

মনজুর বললো, মা-জী! ইউসুফ সাহেব যখন কোয়েটা সফরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আপনার কথা বলতো তখন এই সঙ্গে একথাও বলতো যে, মা-জীর অনেক বিষয় আমার আম্মীজানের সাথে মিলে যায়। যখন আমি প্রথমবার দেখেছিলাম তখন অনুভব করেছিলাম, আম্মীজান যেন আচানক কোয়েটায় এসে গেছেন।

বেটা! ইউসুফ আগেও আমাকে একথা বলেছিল। কিন্তু যতদিন আমি কুদসিয়াকে দেখিনি, নিজের ব্যাপারে আমি অনেক সুধারণা পোষণ করতাম। তবে তাকে প্রথম দেখার পর আমি মনে মনে বলেছিলাম, হায়! আমি যদি তার মতো হতাম। বিলকিস বলতো, আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি ফিরেছি কিন্তু এ ধরনের মহিলা আর কোথাও দেখিনি। আল্লাহ ইউসুফকে সহী সালামতে রাখুন। আমি কখনো কখনো তার মধ্যে দেখি তার হালকা ঝলক। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে এমন কোনো জিনিস থাকে যা দ্রষ্টার চোখে তাকে প্রিয় করে তোলে। সে জিনিসটি আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। এখনি কুদসিয়া আমার সামনে এসে গেলে আমি কখনো তার কপাল, কখনো চেহারার আদল, কখনো চোখ দুটি আবার কখনো তার উচ্চতা ও শারীরিক কাঠামোর প্রশংসা শুরু করে দেবো। তখন তোমরা অনুভব করতে পারতে যে কোনো কোনো লোক আপাদমস্তক আল্লাহর নিয়ামত লাভে ধন্য হয়। তাদেরকে যারা দেখে তাদের কণ্ঠে স্বতস্ফূর্তভাবে 'সুবহান্নাল্লাহ'! 'সুবহানাল্লাহ'! ধ্বনিত হয়।

ফাহমিদা বললো, আব্বাজান এসে গেছেন। আমি খানার খোঁজ নিয়ে আসছি।

আমিনা বললো, আমিও আপনার সাথে যাচ্ছি।

খাবার টেবিলে ইউসুফ খুব ভালো মুডেই ছিল। বিশেষ করে ফাহমিদার আব্বাজানকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল। তিনি বাইর থেকে এসেই ইউসুফকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে ও গালে চুমো খেলেন। তিনি মনজুরের সাথেও কোলাকুলি করলেন এবং আমিনার মাথায় স্নেহসিক্ত হাত রাখলেন। খেতে খেতে তিনি বললেন,

বেটা ইউসুফ! আমি জরুরী কথা প্রায় ভুলে যাই। সকালে রুখসাত হবার সময় আমার মনে থাকবে না, তাই মনের মধ্যে না রেখে এখনি বলে দিচ্ছি। ব্যাপার হচ্ছে, ফাহমিদা তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার সদ্য লেখা উপন্যাসের পান্ডুলিপি আমাকে



www.pathagar.com

দেখিয়েছে। তা পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। আল্লাহ যে তোমাকে একজন বড় ঔপন্যাসিক হিসাবে পয়দা করেছেন এ বিশ্বাস তোমার কখনো শিথিল হওয়া উচিত নয়। ফাহমিদা বলছিল, কাগজের অভাব জনিত সংকটের কারণে তুমি পাবলিশারদের ব্যাপারে খুব বেশি পেরেশান হয়ে পড়েছো। বেটা! তুমি নিশ্চিন্তে তোমার লেখার কাজ চালিয়ে যেতে থাকো। তুমি এই আত্মবিশ্বাস সহকারে লিখতে থাকো যে, তোমার এই লেখা একদিন প্রকাশিত হবে, বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করবে এবং এ ময়দানে তোমার জন্য কামিয়াবির পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তোমার ভরসা থাকা উচিত আল্লাহর সাহায্যের ওপর।

ইউসুফ জবাব দিল, জী, আল্লাহর সাহায্যই তো আমার সবচেয়ে বড় সহায়। কিছুদিন যেমন আমি নিশানাবিহীন পথে পথহারার মতো চলার পর নিজের আসল পথ ও মনজিলের দিকে ফিরে এসেছি এবং যেমন চরম নিরাশার মধ্যেও আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে নিয়েছেন ঠিক তেমনি আগামীতে কঠিনতর পরীক্ষার মধ্যেও ইনশাআল্লাহ আমি তাঁর রহমতের ব্যাপারে হতাশ হবো না।

বেটা! আমি তোমার জন্য সবসময় দোয়া করতে থাকবো। আমি মনে করি তোমার জন্য আরো বহু লোক দোয়া করে থাকে। যদি তোমার সারারাত লিখতে হয়, তাহলে কাল সকালে আমাদের রুখসাত করার জন্য তোমার এখানে আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। সারারাত লেখার পর সকালে তুমি আরাম করবে, এটাই কি ভলো হবে না? আজ খানা খতম করার পর আমরা পরস্পর এখান থেকেই বিদায় নিতে পারি।

ফাহমিদা বললো, আব্বাজান! ওই প্রোগ্রাম এখন বাতিল হয়ে গেছে। ইউসুফ সাহেব আগামীকাল রেলওয়ে স্টেশানে যাবেন আমাদের বিদায় জানাবার জন্য।

আর এই পরিবর্তনের জন্য আমি কাকে মোবারকবাদ দেবো?

ফাহমিদা বললো, আব্বাজান! এজন্য মোবারকবাদের প্রথম হকদার তো হচ্ছে আমাদের বোন আমিনা। তবে আমাদের ইউসুফ সাহেবেরও শোকরিয়া জানানো উচিত। কারণ তিনি নিজের প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে রাজি হয়ে গেছেন।

ইউসুফ বললো, খালুজান। এই নাদানিতে আমরা দুজনই শামিল ছিলাম। আমরা দুজনই মনে করেছিলাম, প্রয়োজনের সময় আমরা পাথর হয়ে যেতে পারি। কিন্তু তারপর হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম, আমরা নিছক মানুষই। আর মানুষকে মাত্র সামান্য সময়ের জন্য পাথর হয়ে যেতেও অনেক কষ্ট করতে হয়।

বেটা! আরো কিছুক্ষণ তোমার সাথে কথা বলতে পারবো বলে আমি খুশি। আমি তোমাকে বলতে চাই অনেক কথা। যখন তুমি এ কিতাবটি লিখে শেষ করবে, আমাকে এক কলম লিখে জানিয়ে দেবে। আমি তোমার কাছে এসে যাবো। নয়তো তুমিই আমার কাছে এসে যেয়ো।

খালুজান! কিতাব শেষ করার পর আমাকে কোনো ভালো প্রকাশকের খোঁজে লাহোর যেতে হবে। যাবার পথে ইনশাআল্লাহ আপনাকেও সালাম করে যাবো।

বেটা! কেবল সালাম নয়, তুমি সেখানে অবস্থান করবে এবং আমার অনুমতি ছাড়া



www.pathagar.com

সামনের দিকে যাবে না।

খালুজান! আপনি জানেন, আপনার ইশারা আমার জন্য হুকুমের পর্যায়ভুক্ত।

বেগম আহমদ বললেন, বেটা! এবার তোমার এদিকে যাওয়া আসার সময় লুধিয়ানায়ও থামতে হবে।

নানীজান! লাহোরের কাজ শেষ করে ফেরার পথে আমি লুধিয়ানায় আসবো।

বেটা! ফেরার পথে কেন? যাবার পথে কেন নয়? এবং তারপর প্রত্যেকবারেই বা কেন নয়?

মা-জী! আসলে যাবার সময় আমার কাছে থাকবে কিতাবের পাণ্ডুলিপি এবং আমার সবসময় মনে হতে থাকবে আমি যেন কোথাও এটা হারিয়ে না ফেলি। আমি পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে আপনাদের কাছে আসতে চাই।

বেটা! আমি তো দোয়া করবো, আল্লাহ যেন সেদিন অতি দ্রুত আনেন যখন তোমরা দুজন একসাথে আমার কাছে আসবে।

খানা শেষ করার পর নিজেদের অবস্থানস্থলের দিকে আসার পথের মসজিদে মনজুরের সাথে ইউসুফ এশার নামায পড়লো। নামায শেষ করার পর জনৈক বুযর্গ মওলবী সাহেব তার সাথে মুসাফাহা করে বললো, ইউসুফ সাহেব! জহির বলছিল তারা আগামীকাল চলে যাচ্ছে। আল্লাহর শোকর আপনার সাথেও দেখা হয়ে গেলো।

জী, আমি সম্ভবত অনেক দিন এখানে থাকবো এবং ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে অনেকবার দেখা হবে।

মওলবী সাহেব বললেন, আপনি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী একথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের দাওয়াত দেবার ব্যবস্থা করছি, আমি চাই আপনি তাদের সামনে কিছু বলবেন।

জনাব! একাজের জন্য আপনি আমাকে যখন ইচ্ছা ডেকে পাঠাতে পারেন। কিন্তু আমার জন্য কেবল যোহর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়টিই ব্যয় করা সম্ভব হবে।

যদি আমরা জুমার নামাযের পরপরই আপনার বক্তৃতা করার সময় নির্ধারণ করি?

এটাও ভালো সময়।

আর মনজুর সাহেব! আপনিও বক্তৃতা করতে পারবেন?

জনাব! নিরুপায় অবস্থায় মানুষ সব কাজ করতে পারে। কিন্তু আমি যে আগামীকাল চলে যাচ্ছি।

ইউসুফ বললো, আচ্ছা মওলানা সাহেব! এবার আমাদের অনুমতি দিন।

মওলবী সাহেব তাদের মসজিদের দরোজা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে দুজনের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে কোলাকুলি করলেন এবং তারপর উভয়কে আল্লাহ হাফেজ বলে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন।

ইউসুফ বাড়িতে এসেই লিখতে বসে গেলো। সে একটানা শেষ রাত পর্যন্ত লিখে চললো। তারপর আধঘন্টার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ফজরের আযান শোনা গেলো। সে উঠে অযু করে নামায পড়ে নিল। তারপর নওকরকে ডেকে বললো, আমার



www.pathagar.com

জন্য শীঘ্রই নাশ্‌তা নিয়ে এসো। মনজুর জেগে উঠলে তাকে বলে দেবে, আমি ভ্রমণ শেষে এখানে না এসে খালুজানের বাসায় চলে যাবো এবং ফজল দীনকে তার মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দেবো।

আহমদ খান তাঁর কামরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফ সাহেব! কোথায় যাবার প্রস্তুতি হচ্ছে? আর আজ তো তুমি একদম ঘুমাওনি।

খান সাহেব! আমি ওদেরকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে দেরাদুন থেকে ফিরে আসবো তারপর আরাম করবো ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমি বেশি ক্লান্তি অনুভব করি তবে সম্ভব হলে কয়েক ঘন্টার জন্য মেজর সাহেবের বাড়িতে বিশ্রাম নেবো।

আহমদ খান বললেন, ভাই! এখানে এসে আরাম করলেই বেশি ভালো হবে।

ঠিক আছে খান সাহেব! আমি নিজেও একথা চিন্তা করছিলাম যে, ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই দেরাদুনে অবস্থান করার প্রোগ্রাম বদলে যাবে।

আহমদ খান বললেন, আমার মতে এখন নামাযের সময় কাজেই তুমি মনজুর সাহেবকেও জাগিয়ে দাও। আমিও নামায পড়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা একসাথে নাশ্‌তা করবো।

খান সাহেব! আমি এজন্য একটু তাড়াহুড়া করছিলাম যে, মিয়া সাহেবের সাথে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

ইউসুফ সাহেব! একটি কথা আমিও তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম, তোমার শ্বশুরালয়ের লোকেরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে বর্তমানে তোমার আয় রোজগারের উপায় কি? তুমি তাদেরকে বলতে পারো, তুমি খান মুহাম্মদের গৃহে শিক্ষক এবং আমার সেক্রেটারী। তোমার বেতন এখন মাসিক পাঁচশ টাকা। থাকা-খাওয়ার সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর। পরবর্তী পর্যায়ে এই বেতন যথাযথ মর্যাদা অনুসারে বৃদ্ধিও হতে পারে। আর তাছাড়া মিসৌরিতে তোমার লেখার ও পড়ার ব্যাপারে পূর্ণ আজাদি থাকবে।

নওকর চা ও নাশ্‌তা এনে ইউসুফের সামনে তেপায়ার ওপর রেখে দিল। আহমদ খান উঠতে উঠতে বললো, ইউসুফ! তুমি তাড়াতাড়ি নাশ্‌তা করে চলে যাও। আমি মনজুর ও খান মুহাম্মদকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিচ্ছি।

ফাহমিদা ফজরের নামাযের পরে কুরআন তেলাওয়াত করছিল, এমন সময় নাসরীন দৌড়ে এসে বললো, আপাজান! আচ্ছা বলুন তো এই এতো সকালে কে এসেছে?

ফাহমিদা কুরআন শরীফটা বন্ধ করে জুযদান মুড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং কুরআনের গায়ে আলতোভাবে একটা চুমো দিয়ে সেটি আলমারির মধ্যে রেখে দিল। তারপর নাসরীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে মনোযোগ সহকারে তাকে দেখে বললো, নাসরীন! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে কে এসেছে?

জী হ্যাঁ।

ফাহমদা বললো, তোমার সওয়ালের জওয়াব তোমার চেহারার গায়ে লেখা আছে। আর সেটি হচ্ছে, তুমি ইউসুফ সাহেবকে দেখে এসেছো।



www.pathagar.com

ভাইজান এসময় এসে যাবেন একথা আমি চিন্তাই করতে পারছিলাম না আপাজান। এই নিন তাঁর কাগজপত্র। একথা বলে সে কাগজের ছোট একটা বান্ডিল ফাহমিদার হাতে তুলে দিল।

বাইর থেকে আওয়াজ এলো, আমিও ভাবতে পারছিলাম না যে আমি এসময় আসবো। এখন অনুমতি হলে ভেতরে আসতে পারি।

ফাহমিদা চাপা স্বরে নাসরীনকে কিছু বললো। সে বাইরে বের হতে হতে উচ্চস্বরে বললো, ভাইজান! এসে পড়ুন। আপাজান বহুক্ষণ থেকে আপনার ইন্তিজার করছেন।

সত্যিই সে বলছে, সে আমার ইন্তিজার করছে?

জী হ্যাঁ, তাঁকেই জিজ্ঞেস করে নিন।

আমি কেন জিজ্ঞেস করবো? যদি সে বলে থাকে তাহলে ঠিকই বলেছে।

ফাহমিদা কামরা থেকে বের হতে হতে বললো, নাসরীন তুমি কতক্ষণ তার পথ আটকে থাকবে? তুমি কি বুঝতে পারছো না উনি সারারাত জেগেছেন?

ইউসুফ বললো, সারারাত লেখার পর আমি ঘুমাবার প্রয়োজন অনুভব করিনি, একথা ঠিক। আর যদি আমার ধারণা ভুল না হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত তুমিও ঘুমাতে পারোনি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেখে আমরা ক্লান্ত একথা কেউ বলতে পারবে না। আমি এক ঘন্টা আগেও আসতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম তোমরা পেরেশান হয়ে যাবে।

আপনি এক ঘন্টার পরিবর্তে দুঘন্টা আগে এলেও আমি পেরেশান হতাম না। তখনো আপনি দেখতেন আমি আপনার জন্য ইন্তিজার করছি। নাসরীন! যাও, নওকরকে জলদি নাশ্‌তা তৈরি করতে বলো। আব্বাজান পনর বিশ মিনিটের মধ্যে ভ্রমণ শেষ করে এসে যাচ্ছেন।

সফিয়া তাঁর কামরা থেকে বের হয়ে এলেন। ইউসুফ তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সামনে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, বেটা, আজব ব্যাপার! আমি নামায পড়তে উঠে দেখলাম ফাহমিদা বারান্দায় টহল দিচ্ছে। সে আমাকে বললো, তুমি শিগগির এসে যাচ্ছো। আমি তাকে বলছিলাম সকাল পর্যন্ত লেখার পর নিশ্চয়ই তুমি অন্তত বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমাবে। আমরা তৈরি হয়ে গেলে ফজল দীনকে পাঠিয়ে দেবো ডেকে আনার জন্য আর নয়তো মনজুর প্রথমে এসে গেলে তাকে দিয়ে ইউসুফকে ডেকে পাঠাবো।

বিলকিস কামরার বাইরে বের হয়ে বললেন, দেখলে বোন, আমি না বলছিলাম ইউসুফ আচানক এসে যাবে।

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আমি ভেবেছিলাম ক্লান্তি দূর করার জন্য কিছুক্ষণ ঘুমাবার চাইতে বরং আপনাদের সাথে কথা বলাই ভালো হবে।

বিলকিস বললেন, দেখো বেটা, তুমি ফাহমিদার অধিকার নষ্ট করো না। আমি জানি, তোমরা দুজন সকালের প্রতীক্ষায় সারারাত নির্ঘুম কাটিয়েছো। এখন তোমরা নিশ্চিন্তে কথা বলো। আমি ও সফিয়া তোমাদের নাশ্‌তা তৈরির ব্যবস্থা করছি।

ইউসুফ ফাহমিদা ও নাসরীনের সাথে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো। আমিনা



www.pathagar.com

বিছানার ওপর শায়িত অবস্থায় কিতাব পড়ছিল। তাদের দেখে দ্রুত 'আস্সালামু আলাইকুম ভাইজান' বলে উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, মনে হচ্ছে গত রাতে আমার ছাড়া আর কারোর চোখে ঘুম আসেনি। দু'তিন বার আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। আমি দেখলাম ফাহমিদা বোন আপনার পুরানো পাণ্ডুলিপি পড়ছেন। দ্বিতীয়বার চোখ খুললে দেখলাম তিনি কামরার বাইরে চলে যাচ্ছেন। ফজরের নামায পড়ে আমি আবার ঘুমাবার এরাদা করলাম তখন মনে হলো ফাহমিদা বোন অস্থিরভাবে ভেতর বাইরে পায়চারী করছেন। সম্ভবত আমি তাকে বলতে শুনলাম, আপনি এখনই এসে যাবেন। তখন আমি এ কিতাবটি নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ভাইজান! আমার দিলও সাক্ষ্য দিচ্ছিল, আপনি নামায শেষ করে আরাম করার পরিবর্তে সোজা আমাদের এখানে চলে আসবেন।

ইউসুফ হেসে বললো, এতো সৌভাগ্যের কথা। আমাকে যারা ভালোবাসে তারা আমাকে এত বেশি জানে যে, আমার দিলের এরাদাও তাদের কাছে গোপন থাকতে পারে না।

ফাহমিদা বললো, আল্লাহর আনুগত্যকারীদের কোনো কথা তাঁর মখলুকদের কাছে গোপন থাকে না। নেকী ও পবিত্রতা তাদের চেহারাকে এমন আয়নায় পরিণত করে যার ফলে তাদের দিলের অবস্থা গোপন থাকতে পারে না। আমার আশংকা ছিল, আপনি আমার জন্য একটি বিরাট গোলকধাঁধায় পরিণত হবেন। কিন্তু আজ থেকে সে আশংকা দূর হয়ে গেছে।

এবার তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার এই মর্মে যে, আমাদের নিশি জাগরণ ব্যর্থ হয়নি। আমি যদি তোমাকে একথা জানিয়ে দেই তাহলে মনে হয় খারাপ হবে না যে, রাতে লেখার সময় যখন আমার মন এদিকে চলে আসতো; আমি অনুভব করতাম তুমিও আমারই মতো সকালের ব্যাপারে নিশ্চয়ই পেরেশান হচ্ছো।

আমিনা বললো, ফাহমিদা বোন! রাতভর জাগলে মনে হয় খিদে বেশি লাগে, তাই আমি নাশতার কতদূর হলো একটু জেনে আসি।

ইউসুফ বললো, আসল ব্যাপার হচ্ছে, নামায পড়ার পরপরই এদিকে আসার আগে আমি নওকরকে নাশ্তা দেবার কথা বলে দিয়েছিলাম। এভাবে কিছুটা সময়ও অতিবাহিত হয়ে যাবে। যাহোক যখন সবাই নাশতা খেতে বসবে আমিও তাদের সাথে বসে যাবো। কাজেই এ সময় আমার যে ক্ষুধা অনুভূত হবার কথা ছিল তা হচ্ছে না।

ফাহমিদা বললো, যদি আপনি নামাযের পরপরই এসে যেতেন তাহলে আপনার প্রতীক্ষায় আমাকে গেটের আশেপাশে পাইচারি করতে দেখতেন।

আমার এই ভুলের জন্য আমি দীর্ঘক্ষণ আফসোস করতে থাকবো।

আফসোস করার কোনো প্রয়োজন নেই। আগামীতে আপনার মনকে জিজ্ঞেস করে নেবেন আপনাকে কি করতে হবে। আমার বিশ্বাস, আমার ব্যাপারে আপনার মন আপনাকে ভুল পরামর্শ দেবে না।

রাতে আমি যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলাম তা নাসরীনের হাতে দিয়েছিলাম।



www.pathagar.com

সেগুলিকে সতর্কতার সাথে আগের ফাইলে রেখে দিয়ো। প্রত্যেক পনর দিন পরে আমি তোমার জন্য একটি প্যাকেট পাঠিয়ে দেবো এবং কিতাবের শেষ পৃষ্ঠাগুলি নিয়ে জালিন্ধরে চলে আসবো। তারপর সেখান থেকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিয়ে লাহোর চলে যাবো। লাহোর সফরের কামিয়াবির জন্য তোমাকে এখন থেকেই দোয়া শুরু করে দেয়া উচিত।

ফাহমিদা বললো, আমি আপনার জন্য অনেকগুলি দোয়া করবো। তবে হামেশা প্রথম দোয়া হবে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা।

আমার জন্য আর একটি দোয়াও করবে, যেন আমি জীবনে এমন কোনো ভুল না করি যার ফলে তোমাকে হারিয়ে বসি। কারণ আমার জন্য এর চেয়ে কঠিন আর কোনো শাস্তি হতে পারে না।

আমি অনেক দোয়া করবো। আমরা হাজারো ভুল করলেও পরস্পর থেকে দূরে থাকতে পারবো না। আমার এ বিশ্বাসে কোনো ফারাক দেখা দেবে না।

সফিয়া ডেকে বললেন, ফাহমিদা বেটি! তোমার আব্বাজান এসে গেছেন। এখনই নাশতা খাবার জন্য এসে যাও।

কিছুক্ষণ পর তারা সবাই খাবার টেবিলে খোলামেলা কথাবার্তায় মেতে উঠেছিল। নাসরীনের আব্বা বলছিলেন, দশটার আগে মেজর বশির এবং তার বন্ধু এ বাড়ির মালিক এখানে এসে পড়বেন। তারপর আমরা স্টেশনের দিকে রওয়ানা হবো। আমাদের সাথে যারা মোলাকাত করতে চান তারা ওখানেই চলে আসবেন। বেটা ইউসুফ! এখনো অনেক সময় আছে। তাই তুমি ভেতরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ো। আমরা তোমাকে দশটার সময় জাগাবো। আর আমি মনে করি আমাদের সবারও একটু আরাম করা দরকার। মোটর গাড়ি এসে গেলে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা তাতে সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিতে পারবো। গাড়ি যেতে অনেক সময় লাগবে।

এগারোটা দশ মিনিটে গাড়িগুলি দেরাদুন স্টেশনের বাইরে থামলো। সবাই গাড়ি থেকে নামতে লাগলো। ফজল দীন ও মনজুর মালপত্র নামাচ্ছিল।

ইউসুফ ফাহমিদাকে বললো, মনে হচ্ছে, বহুলোক তোমাকে রুখসাত করার জন্য এসে গেছে। ভেতরে গিয়ে হয়তো আমার বিদায় জানাবার সুযোগ হবে না। তাই এখনি যদি কোনো মনের কথা থাকে তাহলে বলে ফেলো।

ফাহমিদা বললো, এ সময় এবং এরপর ঘরে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত আবার তারপর যতক্ষণ আমি পুনর্বার আপনাকে না দেখবো ততক্ষণ আমার দিলে আপনার জন্য দোয়া ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

ইউসুফ আমিনার দিকে তাকিয়ে থাকলো, আমিনা! হয়তো আমি তোমার মতো বোনের শোকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। কতবড় বোঝা তুমি চুপিসারে আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছো। আমি ফাহমিদার সামনে তোমার এহসানের শোকরিয়া আদায় করতে চাই। যদি তুমি গতকাল আমাকে সাহায্য না করতে তাহলে সম্ভবত



www.pathagar.com

সারাজীবন আমি এজন্য অনুতাপ করতাম যে, আমি মিসৌরিতে মাথা কুটতে থাকলাম অথচ দেরাদুনে তোমাদের বিদায় জানাতে আসতে পারলাম না। আমিনা! আমি তোমার অশেষ শোকর গুজারী করছি।

ভাইজান! আমার এ আকাংখাটি কোনো ছোটখাটো আকাংখা ছিল না। যখন গাড়ি চলতে থাকবে এবং আমি জানালা থেকে মাথা বের করে বাইরে দেখবো তখন আমার মহান ভাইটি আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেবেন। ভাইজান! যে অবস্থা আপনি বর্ণনা করেছেন তার প্রেক্ষিতে আমি আরজ করতে চাই, আপনি লাহোর এলে আমাদের বাড়িতেই উঠবেন। আমি মনজুর সাহেবকেও বলে দেবো, তিনি যেন আপনার প্রোগ্রামের ব্যাপারে পুরোপুরি খবর রাখেন। মনজুর সাহেব! আপনি কি শুনছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শুনছি। অবশ্যই তাঁর প্রোগ্রামের খবর সবার আগে আমিই জানবো, এ ব্যাপারে এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

ইউসুফ বললো, আহমদ খান সাহেব ভাড়াটে বাড়িতে টেলিফোন নেবার ফায়সালা করেছেন। তিনি গতকাল বাড়ির মালিককে ডেকেছিলেন। আশা করি আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমি টেলিফোনের খবর দিতে পারবো।

আমিনা বললো, ভাইজান! এতো বড়ই আনন্দের কথা। কিন্তু আপনার প্রথম টেলিফোন আসা দরকার ফাহমিদা বোনের কাছে।

আরে পাগলি! তুমি একথা চিন্তাই করতে পারলে কেমন করে যে, টেলিফোন করার জন্য এর চাইতে ভালো আর কোনো ক্ষেত্রের কথাও চিন্তা করতে পারি। যাহোক আমি তোমার শোকর গুজারী করছি। তারপর হঠাৎ তার কি মনে হলো, সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু নোট বের করে বললো, ফাহমিদা! এই নাও, আমাকে খান সাহেব বেতনের কিছু অগ্রিম দিয়েছিলেন। এগুলো তোমার কাছে রেখে দাও।

না, না, একদম না, কখখনো না। প্রবাসে এগুলি আপনার অনেক বেশি দরকার হবে।

ইউসুফ পেরেশান হয়ে বললো, আমি মনে করছিলাম তুমি এতে খুশি হবে।

আমি তো ভাবছিলাম, আমার কাছে যত টাকা জমা হয়ে গেছে সব আপনাকে দিয়ে যাবো। কিন্তু আমি ভয় করছিলাম আপনি আবার রেগে না যান। দেখুন যতদিন আপনার কিতাব প্রকাশিত না হবে ততদিন আমাদের এক একটি পয়সা সামলে রাখতে হবে। আমি চাই এ দুনিয়ায় আমরা যেন মাথা উঁচু করে চলতে পারি।

কয়েক মিনিট পরে তারা ওয়েটিং রুমের ভেতরে বাইরে দেরাদুনের আত্মীয় স্বজন এবং মেজর সাহেবের বন্ধু বান্ধব, তাদের বেগমবৃন্দ ও তাদের ছেলে মেয়েদের ঘেরাও এর মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সবার সাথে ইউসুফ, আমিনা ও মনজুরের পরিচয় করানো হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা রুখসাতদাতাদের সাথে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করার পর ট্রেনে সওয়ার হলো। শাসরীন গাড়িতে ওঠার আগে ইউসুফকে জড়িয়ে ধরে বললো, নানীজান বলছিলেন, আপনার এত বেশি মেহনত করা উচিত নয় এবং নিজের স্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। আপনার সুস্থতার খবর আমাকে দিতে থাকবেন



www.pathagar.com

ভাইজান। নয়তো আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

আমার ছোট বোনটিকে অসুস্থ হতে দেবো না। এবার জলদি গাড়িতে উঠে বসো।

সবার শেষে নাসির উদ্দীন ও মনজুর ইউসুফের সাথে কোলাকুলি করলো। গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। তারা লাফিয়ে গাড়িতে সওয়ার হয়ে গেলো। ইউসুফ কয়েক মুহূর্ত প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলো। গাড়ি অনেক দূর চলে গিয়েছিল। ইউসুফ তার কাঁধে কারোর স্পর্শ অনুভব করলো। তিনি বলছিলেন, চলুন ইউসুফ সাহেব, আমরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। এ ব্যক্তি ছিলেন মেজর বশীর। সে তাঁর সাথে ষ্টেশানের বাইরে বের হয়ে এলে মুরতজা খান জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফ সাহেব! আপনি আমার সাথে মিসৌরি চলে যাবেন নাকি মেজর সাহেবের সাথে যাবার প্রোগ্রাম আছে?

মেজর বশীর বললেন, তোমরা দুজনই আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে তারপর যাবে।

মুরতাজা খান বললেন, না জনাব, আমার এখনো ক্ষুধা নেই। কাজেই মিসৌরিতে গিয়ে তারপর খাবো।

ইউসুফ বললো, মেজর সাহেব! আপনি যদি আমাকেও অনুমতি দেন তাহলে আমিও সোজা মিসৌরি পৌঁছে যাবো। সেখানে আহমদ খান সাহেব খাবার নিয়ে আমার ইন্তিজার করছেন। আমি সারারাত লিখেছি। কাজেই মিসৌরি পৌঁছেই খাবার খেয়ে শুয়ে পড়তে চাই। তারপর সে বেগম বশীরের দিকে ফিরে বললো, চাচীজান! আশা করি আপনি খারাপ মনে করবেন না। আমি ওয়াদা করছি, যখনই আপনারা হুকুম করবেন আমি হাজির হয়ে যাবো।

না বেটা! এতে খারাপ মনে করার কিছুই নেই। তুমি বরং গিয়ে আরাম করো। আমরা কোনোদিন ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়ে তোমাকে এবং খান সাহেব ও তাঁর ছেলেকে দাওয়াত করে আনবো। আমাদের দিলে খান সাহেবের মেহমানদারির বিরাট প্রভাব পড়েছে।

মেজর বশীর বললেন, আমি তাঁকে অবশ্যই দাওয়াত করবো। বড়ই ভালো লোক। ঠিক আছে বেটা! আসসালামু আলাইকুম। মেজর বশীর হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করলেন এবং ইউসুফ মুরতাজা সাহেবের ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। মিসৌরি পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তারা পরস্পর অনেক খোলামেলা হয়ে গিয়েছিল। মুরতাজা খান ইউসুফকে অতি আগ্রহভরে শিকারের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু ইউসুফ এ দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলো না। সে বললো, খান সাহেব! কিছুদিনের জন্য আমি খুব বেশি ব্যস্ত আছি। নিজের কাজটা শেষ করার পর আপনার সাহচর্যে দিন রাত শিকার করতে আমি মোটেই ক্লান্তি অনুভব করবো না।

মিসৌরি পৌঁছে ইউসুফ অনুভব করলো, এ শহরটি তার জন্য একসময় ছিল বড়ই আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু এখন যেন এর সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিশেষ হয়ে গেছে। শহরটি তার কাছে খুবই ছোট হয়ে গেছে। খান সাহেব যেখানে নিজের গাড়ির জন্য গ্যারেজ ভাড়া নিয়েছিলেন সে জায়গাটি ছিল তাদের আবাস স্থল থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। সেখানে



www.pathagar.com

না নেমে সে এলো মুরতাজা খান সাহেবের আবাসস্থলে। সেখানে এসেও তার মনে হলো এ গৃহটিও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

মুরতাজা খান বললেন, দেখো ভাই! তোমার মিসৌরি অবস্থান করার ব্যাপারে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আমার এখানে থাকতে পারো।

জী, শুকরিয়া! আহমদ খান সাহেব আমাকে আর কোথাও থাকতে দেবেন না। তবে এ আহবানের জন্য আমি আপনার শোকর গুজারী করছি। এখন অনুমতি দিন, আহমদ খান সাহেব এতক্ষণ হয়তো আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। যদি আপনি আমাদের সাথে যেতে রাজি হন তাহলে খান সাহেব খুবই খুশি হবেন।

ঠিক আছে ভাই, আবার কখনো দেখা যাবে। তুমি আমার চিন্তা করো না। এখানে আমার নওকর খাবার ব্যবস্থা করে রেখে থাকবে।

ইউসুফ মুসাফাহা করে সেখান থেকে রওয়ানা হলো। কিছুক্ষণ পরে সে আহমদ খান ও খান মুহাম্মদের সাথে খানা খাচ্ছিল।

খানা শেষ করে আহমদ খান বললেন, দেখো ইউসুফ! এবার তুমি সোজা নিজের কামরায় চলে যাও এবং বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে থাকো। তুমি নিজে জেগে না ওঠা পর্যন্ত এখানে কেউ তোমাকে জাগাবে না। হ্যাঁ, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি, এ সপ্তাহে এখানে টেলিফোন এসে যাচ্ছে। আমি বাড়ির মালিককে এক মাসের অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি। যদি শীতকাল পর্যন্ত তোমার এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি ওয়াদা করেছেন বাড়তি ভাড়া ছাড়াই দেরাদুনে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

ইউসুফ উঠতে উঠতে বললো, খান সাহেব! আগামীকাল থেকে আমি খান মুহাম্মদের জন্য দিনের বেলা তিন ঘন্টা করে সময় দেবো এবং রাতে নিজের কাজ করবো। যে গতিতে আমি লিখে যাচ্ছি তাতে আশা করা যায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ শেষ করে ফেলবো।

আরে ভাই, এত তাড়াতাড়ি কিতাব শেষ করে ফেলবে?

খান সাহেব! এর কিছু অংশ আমি আগেই লিখে ফেলেছি। এ কিতাবটি চূড়ান্তভাবে বিন্যস্ত করার সময় হয়তো এর মধ্যে কিছু কাটছাঁট করতে হবে। তাই এ কাজের জন্য আমাকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। তাছাড়া তুষারপাত দেখার ইচ্ছাও আছে।

আর যে পাণ্ডুলিপি তুমি গাড়ির মধ্যে ভুলে রেখে এসেছিলে তার কি হলো?

খান সাহেব! সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। পরে কোনো সময় সেটা পূর্ণ করতে হবে।

ভাই, তুমি বড়ই হিম্মতওয়ালা। আমার পক্ষে একটা পত্র লেখাও তো কষ্টকর হয়। এবার তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।



www.pathagar.com

## ৭

খান মুহাম্মদের ছুটি খতম হয়ে গিয়েছিল। আহমদ খান ও ইউসুফকে খান মুহাম্মদ দেরাদুনে পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছিল। এরপর থেকে আহমদ খানের আবেদন ক্রমে ইউসুফ তাঁকে ইতিহাস ও ইংরেজী পড়ানো শুরু করেছিল। অবসর সময়ে সে খবরের কাগজ পড়তো এবং দেশের রাজনীতির ওপর মন্তব্য করতো। ইউসুফ তার নিজের গৃহপরিবেশ ও লাহোর ইসলামিয়া কলেজ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে উদগ্র কামনা সংগে করে নিয়ে এসেছিল বর্তমানে প্রতিদিন তা বেড়েই চলছিল। কখনো কখনো সে হিন্দুদের সংকীর্ণমনতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং কংগ্রেসের কূটকৌশল ও প্রতারণা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে খবরের কাগজে পাঠাতো। পাঠকবৃন্দ অনুমান করছিল যে, তার প্রবন্ধগুলির ভাষার তিক্ততা ধীরে ধীরে বেড়ে চলছে। সে বারবার একথার পুনরাবৃত্তি করছিল যে, একজাতি তত্ব মেনে নেবার ফলে মুসলমানদের পরিণতি এছাড়া আর কিছুই হবে না যে, তারা এই ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের নতুন শূদ্রে পরিণত হবে।

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা তথা আর্যরা হিন্দুস্তানের প্রাচীন জাতিদের ওপর বিজয় লাভ করেছিল। তারপর থেকে তারা এদেশের আদি অধিবাসীদেরকে চিরন্তনভাবে নিজেদের পদানত করে রাখার জন্য এমন একটি ধর্মীয় বিধান তৈরি করে নিয়েছিল যার ফলে যেন তারা কোথাও মাথা উঁচু কর দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। অর্থাৎ শূদ্র একবার শূদ্র হয়ে যাবার পর তার চৌদ্দপুরুষ শূদ্র হিসাবেই জন্মলাভ করতে থাকবে। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে যদি সামান্যতম মানবতাবোধ থেকে থাকে তাহলে তাদের আগামী সংঘাতময় দিনগুলোয় একথা প্রমাণ করতে হবে যে, মুসলমান একটি আলাদা জাতি এবং হিন্দুস্তানের এক জাতীয়তাবাদের অধীনে শূদ্র হয়ে থাকার তুলনায় বরং তারা মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় মনে করে।

একদিন আহমদ খানের সাথে আলোচনা প্রসংগে সে বললো, খান সাহেব! আমার উপন্যাসের শেষ চ্যাপ্টার এ সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে, এটার ওপর আর একবার নতুন করে চোখ বুলিয়ে সংশোধন করার পর আমি কয়েকদিনের জন্য লাহোর থেকে ঘুরে আসতে চাই।

আহমদ খান বললেন, দেখো ভাই! তোমার সাথে আমার কাজ কখনো শেষ হবে না। আমি মনে করি তুমি আমার সারা জীবনের সাথি এবং যখনই তুমি প্রয়োজন মনে করবে নিজেই আমার কাছে চলে আসবে। আমার একটি বাড়ি পাঞ্জাবে এবং অন্যটি সিন্ধুতে।



www.pathagar.com

খান সাহেব! এ দুটি বাড়িই আমার কাছে সমান প্রিয়। আগামীর দিগন্তে আমি একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আভাস দেখতে পাচ্ছি। কখনো আমি অনুভব করি হয়তো আমাকে পাকিস্তানের লড়াই করবার জন্য আচানক ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তারপর জানিনা কটা ময়দানে আমাকে লড়তে হবে।

কখনো কখনো আমার মনে হয় তোমার যোগ্যতা থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করার জন্য আমাদের একটি খবরের কাগজ বের করা দরকার। করাচী থেকে কাগজ বের করার জন্য আমি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবো। আমার এক বন্ধু বেলুচিস্তান থেকে কাগজ বের করতে চায়। তুমি চাইলে দুটি পত্রিকার দেখাশুনার দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করা যেতে পারে।

খান সাহেব! এর জবাব আমি একটু ভেবেচিন্তে দেবো। অবশ্য কোন্ ময়দানে আমার বেশি প্রয়োজন তা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। তবে এখন আমি এ কিতাবটি ছাপতে এবং দ্বিতীয় কিতাবটি লিখতে চাই।

আরে ভাই, তাও হয়ে যাবে। তোমার কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি। যখনই তুমি নিসংগতা অনুভব করবে এখানে চলে আসবে। তোমার খিদমতের জন্য সবসময় একজন নওকর এখানে থাকবে। শীত মওসূমে তুমি দেরাদুনেও থাকতে পারবে। সেখানে খান মুহাম্মদ ছুটির দিনগুলো তোমার সাথে কাটাতে পারবে। তোমার কাছ থেকে কিছু শিখতে থাকবে সে। আমি চাই তুমি লাহোরে ও তোমার গ্রামের কাজগুলো ধীরে সুস্থে শেষ করে এখানে ফিরে এসো। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি সিন্ধু যেতে না হলে তোমাকে রুখসাত করে তবে আমি যাবো। আমি আশা করবো, তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাকবে আমাকে পত্র লিখে জানাতে থাকবে। তবে কিতাব ছাপাবার ব্যবস্থা এখন না হলেও কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তোমাকে যে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে চান তুমি অবশ্যই সেখানে পৌঁছে যাবে। আর অবশ্যই কখনো একথা লিখতে ভুলবে না যে, আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক মজবুত করার কারণ ছিল সেই দুটি নেকড়ে। আল্লাহ্ জানেন, কোথায় কোথায় ঘুরতে ঘুরতে শেষে তারা কোহে মুরদারে পৌঁছে গিয়েছিল! নয়তো কোয়েটায় এমন একজন লোকও দেখিনি যে সেখানকার পাহাড়ে কোনোদিন নেকড়ে দেখেছিল।

অক্টোবরের শেষ দিন। ফাহমিদা বালাখানার ছাদে বসে রোদে গা গরোম করছিল। নাসরীন দৌড়ে এসে সিঁড়িতে উঠে চেঁচিয়ে বললো, আপাজান! জল্‌দি নিচে নেমে আসুন। তিনি এসে গেছেন।

ফাহমিদার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। নাসরীন নিচের ছাদে দাঁড়িয়ে বললো, আপাজান! আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলছিনা। ভাইজান এসে গেছেন, তিনি নিচে আম্মীজানের সাথে কথা বলছেন। জহির আব্বাজানকে ডাকতে গেছে। তাড়াতাড়ি আসেন না, অত কি ভাবছেন?

ফাহমিদা ধীরে ধীরে নিচে নামতে নামতে বললো, বেঅকুফ, আমি জানি।



www.pathagar.com

আপনি কেমন করে জানেন আপা? আপনি ছাদে বসে তাঁকে দেখতে পেলেন কেমন করে?

ব্যস, বললাম, আমি জানি।

আপাজান! অদ্ভূত ব্যাপার, আপনি খুশি হবার পরিবর্তে আবার আমাকে ধমক দিচ্ছেন।

না ভাই, তুমি আমার অতি আদরের বোন। কিন্তু যে কথা তুমি জানো না, বুঝতে পারো না সে ব্যাপারে খামুশ থাকাই ভালো। একথা বলে ফাহমিদা স্নেহভরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

আপাজান, আমাকে বলুনতো কি আমি জানি না?

ভাই, তুমি জানো না, তোমার ভাইজান গতকাল রাত এগারটার সময় ফোন করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আজ আসছেন। যতক্ষণ তিনি এখানে থাকবেন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাবেন। কাজেই তুমি ঢোল পিটিয়ে লোকদের এখানে জড়ো করার ব্যবস্থা করো না। তোমার প্রথম কাজ হবে উপরের কামরায় তাঁর মালপত্র রেখে দিয়ে আসা।

আপাজান! সবকিছু হয়ে যাবে, আপনি নিচে চলুন তো। ভাইজান পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন হয়তো।

ফাহমিদা হাসতে হাসতে বললো, তুমি বড়ই বেঅকুফ। দেখো এখন নামাযের সময় হয়ে এলো। তুমি গিয়ে বলো, আমি নামায পড়ে আসছি। কিন্তু একথা ইউসুফ সাহেবকে নয়, আম্মিজানকে বলবে। তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

আপাজান! একথা তাঁর কানেও তো বলতে পারি। আর যদি কানে কানে না বলে বুলন্দ আওয়াজে বলি, তাতেই বা ক্ষতি কি?

দুষ্ট, আমি জানি তুমি তোমার ইচ্ছা মতো বলবে। তবে যাহোক যদি তোমার মুখ বন্ধ করতে না পারো তাহলে এভাবে বলতে পারো যে, ফাহমিদা আপা আপনাকে সালাম বলছেন এবং আসরের নামায শেষ করেই তিনি আপনাকে খোশ আমদেদ জানাবার জন্য নিচে আসছেন।

আপাজান, তিনি তো খুবই খুশি হবেন। কিন্তু আমাকে মার খেতে হবে। তাই আম্মিজানের সামনে কথা বলার পরিবর্তে আমি সুযোগের ইন্তিজার করতে থাকবো।

আচ্ছা এখন যাও, আর আমার মাথা খেয়ো না।

নামাযের পরে ফাহমিদা নিচে নামলো। ইউসুফ বারান্দায় বসে সফিয়া ও নাসরীনের সাথে কথা বলছিল। সে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো এবং ইউসুফ ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে উঠে দাঁড়ালো।

ফাহমিদা বললো, জনাব! আপনি বসে থাকুন। আমাকে লজ্জিত করবেন না।

ইউসুফ ফাহমিদাকে জবাব দেবার পরিবর্তে সফিয়াকে সম্বোধন করে বললো, খালাজান! আপনিই বলুন আমি কোনো ভুল কথা বলেছি? মানুষ যাদেরকে সম্মান করে তাদের জন্য উঠে দাঁড়াতে আনন্দ অনুভব করে কি না?



www.pathagar.com

বেটা! আমি মনে করি, মানুষ যদি পরস্পরের দিলের অবস্থা জানে তাহলে তাদের লৌকিক আচরণের প্রয়োজন থাকে না।

না খালাজান! তা নয়। ফাহমিদার জন্য আমার উঠে দাঁড়ানো একটি অসচেতন ক্রিয়া ছিল মাত্র এবং অসচেতনভাবে এমনি অনেক ক্রিয়াই আমার দ্বারা হয়ে থাকে। কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, আমার দৃষ্টি কোথাও গিয়ে আটকে যায় এবং তখন আমার চার পাশের কোনো খবরই আমার থাকে না। অর্থাৎ এটাকে আপনি ঠিক এভাবে বিচার করতে পারেন যে, ফাহমিদাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমি যখন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম তখন এখানে আমাকে যে আর কেউ দেখছে তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

সফিয়া বললেন, বেটা! আমি তোমার কথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের কেউ আচানক তোমার সামনে আসবে এবং তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে বসবে, আপনি কে?

না খালাজান! আমার ভয় হচ্ছে আমি অনেক লোককে ভুলে যাবো। অনেক নকশা আমার মনের আকাশ থেকে মুছে যাবে। কারণ যারা বেশি চিন্তা করে তাদের অনেক কিছু ভুলে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এ গৃহের কোনো ব্যক্তি তার আওতায় আসবে না।

আচ্ছা বেটা! আমি একটু বাবুর্চিখানা থেকে ঘুরে আসি। তোমরা নিশ্চিন্তে আলাপ করতে থাকো। সফিয়া উঠে চলে যাবার পর ইউসুফ আঙিনায় নিজের সুটকেসের ওপর রাখা চামড়ার সুন্দর ব্যাগটি দেখিয়ে বললো, ফাহমিদা! ওর মধ্যে কিতাবের বাকি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তুমি ধীরে সুস্থে ভালো করে ওটা পড়ে নাও। আর যে পাণ্ডুলিপিগুলি আমি এ পর্যন্ত তোমাকে পাঠাতে থেকেছি তা বের করে আমার কামরায় রেখে দাও। গাড়িতে যে পাণ্ডুলিপিটি আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেটির কথা বলছি না কিন্তু। বরং এ উপন্যাসটির সাথে সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপিগুলি। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলি রিভাইজ করে এখান থেকে চলে যাবো। আর তুমি যদি কোথাও কোনো ভুল দেখো তাহলে তা সংশোধন করে দিয়ো।

নাসরীন বললো, ভাইজান! আমার বড়ই আফসোস হচ্ছে। কারণ আমি আপনার কোনো কাজে লাগছি না। মনে হয় আব্বাজান এসে গেছেন।

ফাহমিদা বললো, আমার মনে হয় আমাদের বৈঠকখানায় চলে যাওয়া উচিত।

তারা বৈঠকখানার দিকে যাচ্ছিল এমন সময় নাসরীনের আব্বা ও জহিরকে দেউড়ির দিক থেকে আসতে দেখা গেলো। ইউসুফ এগিয়ে গেলো এবং নাসিরুদ্দীন সাগ্রহে মুসাফাহা করার পর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বৈঠকখানায় তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বিদ্যুতের আলোয় ভালো করে দেখে বললেন, বেটা! আল্লাহর শোকর, তোমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো আছে।

জী, আমি কাজও অনেক করেছি আবার স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রেখেছি। আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম শেষ করে ফেলেছি। এখন কিতাবের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লাহোরের পথে রওয়ানা হয়ে যাবো। বন্ধুরা আমাকে যেসব চিঠি পাঠিয়েছে তা থেকে



www.pathagar.com

জেনেছি নতুন বই প্রকাশ করার যেসব সমস্যা ছিল সেগুলি কমেনি। আবার আমার সমস্যা কিছুটা বেড়ে গেছে এজন্য যে, বর্তমানে তথাকথিত একদল সমালোচকেরও আবির্ভাব ঘটেছে যারা কোনো জাতীয় ভাবধারা, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী ও সহায়তা দান করে অথবা কোনো নৈতিক ভাবধারার আহবায়ক এমন ধরনের সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটি ব্যূহ তৈরি করে ফেলেছে।

বেটা! যখন তুমি কোনো জিনিসের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তখন কোনো সমালোচকের কলম মানুষকে সেদিকে তাকানো থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আমি কোনো সমালোচক নই কিন্তু তোমার রচনায় আমি এমন সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি যাকে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে জনপ্রিয়তার ছাড়পত্র দেয়া হয়। তবে কখনো এজন্য দীর্ঘ ইন্তিজার করতে হয়। কিন্তু হিম্মত করে টিকে থাকলে এবং সবরের সাথে ইন্তিজার করলে তুমি নিজের মেহনতের ফসল কাটতে পারবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেটা! আমি তোমাকে কেবল একটিমাত্র নসিহত করবো এবং তা হচ্ছে এই যে, জীবনে তুমি কখনো হিম্মতহারা হয়ো না।

আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী এই যে, আমি কখনো হিম্মত হারিয়ে বসি না। আমার পথে যে সমস্ত কঠিন বাধা ছিল আমি যদি সে সমস্তর বিবরণ আপনাকে দিতে থাকি তাহলে আপনি অনুভব করবেন যে, এমন পর্যায়ের হতাশার ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও এ ধরনের একটি কিতাব লেখা একটি অলৌকিক ঘটনা হিসাবেই গণ্য হবে। আর খালুজান! বর্তমানে আমি অনুভব করি, আমি একা নই। আল্লাহর মহা অনুগ্রহে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, আমি ব্যর্থ হবো না। প্রত্যয়হীনতার ক্ষুদ্র একটি সময়কাল আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু এ কেবল এতটুকুই ছিল যে, আচানক আমার চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার হঠাৎ আলোর অভ্যুদয় হলো এবং আমার জগত আলোয় আলোময় হয়ে গেলো। খালুজান! যদি আমি এ দুনিয়ায় আপনার, খালাজানের এবং বিলকিস চাচীর স্নেহমমতার স্পর্শ নাও পেতাম তাহলেও আল্লাহর রহমতের প্রতি আমার বিশ্বাসে এতটুকুও চিড় ধরতো না।

বেটা! প্রত্যেক পিতাই কামনা করে তার মেয়ের জীবনসাথি হবে এমন এক যুবক যে হবে শরীফ, নেকবখ্ত ও বাহাদুর। ফাহমিদার ভবিষ্যত ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমি অনুভব করতাম সে সাধারণ মেয়েদের থেকে আলাদা। তোমাকে দেখার পর আমি অনুভব করলাম বুঝি আল্লাহর দরবারে আমার কোনো দোয়া কবুল হয়েছে।

খালুজান! আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আপনার সদাকাংখা পূর্ণ করতে পারি।

নাসরীন দরোজায় উঁকি দিয়ে বললো, আব্বাজান! আম্মী জিজ্ঞেস করছেন খানা কি এখনি টেবিলে রাখবেন, না আপনারা এশার নামায পড়ে তারপর খাবেন।

বেটি, পাশের মসজিদে নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমরা প্রথমে নামায পড়ে নেবো, এটাই ভালো হবে। হতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য মেহমানও এসে যাবে।



www.pathagar.com

এসো বেটা ইউসুফ!

ইউসুফ উঠে তাঁর সাথে চলতে লাগলো।

নাসরীন জিজ্ঞেস করলো, আম্মীজান! অন্য মেহমান আবার কে?

বেটি! আমি কয়েকদিন থেকে খালেদার আগমনের আশা করছি। কিন্তু সে কোনো পত্র লেখেনি।

ফাহমিদা বললো, আম্মিজান! খালেদা আপার তো পত্র লেখার অভ্যাস নেই। হাসান আলী ভাইয়ের কোনো প্রোগ্রাম থাকলে তিনিই কখনো কখনো পত্র লিখে জানিয়েছেন। নয়তো কারোর মারফত খবর পাঠিয়ে দেন।

খানা খাওয়ার প্রায় দেড় ঘন্টা পরে ইউসুফ উপরের তলার কামরায় পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তার পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশগুলির ওপর দ্বিতীয়বার নজর বুলাচ্ছিল। কিন্তু নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সে দ্রুত নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। সকালে ফজরের আযান শুনেই তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে নামাযের জন্য বাইরে এলো। ফিরে এসে দেখলো ফাহমিদা তার বিক্ষিপ্ত কাগজগুলো ঠিকঠাক করছে। সে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললো, রাতে আমি বাকি পাণ্ডুলিপিগুলি পড়ে নিয়েছি এবং সেগুলি অন্য ফাইলে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আমি আর একবার কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে চাই।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, এগুলি যদি তোমার দ্বিতীয়বার পাঠের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে তাহলে আমার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাকে আশাবাদী হওয়া উচিত।

ফাহমিদা বললো, আমার মন চায় এগুলি বারবার পড়ি। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, গ্রামের আলোচনা সম্পর্কিত আপনার কিতাবের পাণ্ডুলিপিগুলি আমি অন্তত তিনবার পড়েছি। চতুর্থবার আমি নিজের হাতে তার একটি অনুলিপিও তৈরি করে নিয়েছি। তার কোনো কোনো অংশ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, তা আমি বারবার নাসরীনকে দিয়ে পাঠ করিয়ে শুনেছি। পাঠ করা যদি আপনার রচনার ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় অর্ধেক বা অন্তত এক তৃতীয়াংশও আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলেও আপনি একজন সমকালীন সর্বাধিক সফলকাম লেখক হিসাবে গণ্য হবেন।

আমার প্রথম পাণ্ডুলিপি তুমি পড়েছিলে এটাই ছিল আমার সৌভাগ্য। আর যখনই আমি তোমার মুখ থেকে এধরনের কথা শুনি তখনই আমার অন্তর থেকে নাসরীনের জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে অগণিত দোয়া। কারণ একজন নামগোত্রহীন অজানা অচেনা লেখককে সে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এমন এক মেধাবী বুদ্ধিমতী মহিলার সঙ্গে যার কোনো রায় ভুল হতে পারে না।

নাসরীন সত্যিই একটি অদ্ভুত মেয়ে। সে এমনভাবে আপনার পরিচিতি দান করেছিল যে, আপনার পাণ্ডুলিপি পড়তে শুরু করে আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার অপরিচিত নন।

তোমার মনে আছে, আম্মিজান যখন প্রথম তোমাকে দেখেছিল, তাঁর অবস্থা কেমন হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তুমিই তার পুত্রবধূ হতে পারো। তাই



www.pathagar.com

আল্লাহর এত বড় নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়, এজন্য তিনি সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন।

বিলকিস চাচী শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমাকে বলেছেন। আমি নিচে গিয়ে নাশ্‌তার খবর নিয়ে আসছি।

নাসরীন দৌড়ে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আপাজান! নাশ্‌তা তৈরি হয়ে গেছে, আব্বাজানও এসে গেছেন এবং আপনাদের ইন্তিজার করছেন।

আপনি নাসরীনের সাথে চলুন। আমি এখনি আসছি।

নাসরীন কামরার মধ্যে প্রবেশ করে হাসতে হাসতে বললো ভাইজান! এক মেহমান আপনার কাছে আসছেন। আপনি তার জন্য তৈরি হয়ে যান।

দেখো নাসরীন! যদি তুমি এখন কথা বলতে চাও, তাহলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকো, আমি হাতের কাজটা শেষ করে নিই তারপর তোমার সাথে কথা বলবো।

ভাইজান! কিছুলোক আপনাকে দেখতে এসেছেন। আমরা তাদের নিচে বসিয়ে রেখেছিলাম, যাতে আপনার সময় নষ্ট না হয়। তাদের ধরন ধারণ থেকে মনে হয় তারা আপনার জন্য কয়েক ঘন্টা ইন্তিজার করতে পারেন। তাদেরকে বড়ই জেদী মনে হচ্ছে।

এক সুবেশী মহিলা কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, দেখো সাহেবজাদী! তুমি আমাদের সুপারিশ করতে এসেছো এবং এসেই আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে শুরু করেছো।

জী, আমি ভাইজানের মুড ঠিক করছিলাম। ভাইজান! আপনি জানেন, ইনি কে?

ইউসুফ আচানক আদবের সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, খালেদা আপা! আস্‌সালামু আলাইকুম।

এক নবীন কিশোর কামরায় প্রবেশ করে বললো, আচ্ছা জনাব! বলুন তো আমি কে?

তুমি খালেদা আপার ছেলে উমর।

উমর পিছন ফিরে আওয়াজ দিয়ে বললো, আব্বাজান! এসে পড়েন। ইউসুফ সাহেব সবকিছু জানেন।

খালেদার স্বামী হাসান আলী হাসতে হাসতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং নাসরীন দ্রুত গিয়ে অন্য কামরা থেকে চেয়ার এনে সেখানে রাখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সফিয়া ও ফাহমিদাও সেখানে এসে গেলো। সবাই চেয়ারে বসে নিশ্চিন্তে আলাপ জুড়ে দিল।

হাসান আলী বললেন, ইউসুফ সাহেব! আমি কখনো কখনো গরম কাপড় সংগ্রহ করার জন্য নদী পেরিয়ে ধারিওয়াল চলে যেতাম। আমি একটি গ্রাম অতিক্রম করে যেতাম। গ্রামটির বাইরে মসজিদের সাথেই একটি নতুন কুঠি তৈরি হচ্ছিল। সেটি সম্ভবত একটু উপরের দিকে ছিল। তাই অনেক দূর থেকেও দেখা যেতো।

জী, ওটি আমাদের মেহমান খানা। একটু বুলন্দ জায়গায় ওটি বানানো হয়েছে।

শুনতাম এই গ্রামে একটি খুবই মশহুর খানদানের বসতি আছে। কিন্তু আমার



www.pathagar.com

দুর্ভাগ্য, তাদের সাথে পরিচিত হতে পারিনি। এখন আর আমি সফর করি না। তবে কখনো সুযোগ পেলে সোজা তোমাদের বাড়িতে চলে যাবো।

ভাইজান! আপনি যখন আমাদের গ্রামে যাবেন তখন সেখানে আমাদের বাড়ি আর জালিন্ধরের এই বাড়ির মধ্যে কোনো কোনো বিষয় দেখবেন একই রকম।

উমর বললো, জী, আমিও আপনার কাছে যাবো এবং শিকার করার জন্য আপনাকে আমাদের নিজেদের গ্রামে নিয়ে যাবো। আমাদের এলাকায় অনেক শিকার পাওয়া যায়।

উমর! তোমাদের গ্রাম যদি পতন থেকে নদীর ওপারে দুতিন মাইল দূরে হয়ে থাকে তাহলে সেখান দিয়ে আমি কয়েকবার গিয়েছি।

শিকারে আমি সবসময় আপনার সাথি হতে চাই। আব্বাজান তো এখন আর শিকারে যান না। কিন্তু তার স্মৃতিস্বরূপ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে আমাদের বাড়িতে দুটি চিতাবাঘ, একটি ভল্লুক ও একটি বাঘের চামড়া রক্ষিত আছে।

খালেদা বললেন, ভাই ইউসুফ! বাপ বেটা উভয়ের শিকার ছাড়া আর কোনো শখ নেই। উমরের শখ তার বাপের চাইতে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। শিকার করা এবং চামড়া সংরক্ষণ করা এ পর্যন্ত তবু যাহোক বিষয়টা সহনীয় হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, উমর যে পশুই শিকার করে আনে, তা নীলগাই, হরিণ বা ময়ূর যাই হোক না কেন, কোনো কারিগরকে বহু টাকা দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে তা ভরাট করে কোনো বড় কামরার মধ্যে এনে বসিয়ে দেয়। দেরাদুনের আশেপাশেই শিকার করে। উমর তোমার শিকারের কাহিনী শুনতে বড়ই আগ্রহী।

অবশ্য শিকারের জন্য আমার কাছে সময় ছিল না। মিসৌরি ত্যাগ করার মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমি মেজর সাহেবের শিকারী দোস্ত নাসের আলী খানের সাথে গিয়েছিলোম। সেখানে আমি একটি বারোশিংগা, দুটি হরিণ ও একটি চিতাবাঘ শিকার করেছিলাম।

উমর বললো, নিশ্চয়ই আপনি মিসৌরিতে বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন।

আরে না! ভোজের আয়োজন করতাম আমি কার জন্য? আমি একটি হরিণ ও বারোশিংগা মেজর সাহেবকে পেশ করে দিয়েছিলাম এবং বাকি শিকার নিয়ে গিয়েছিলেন আহমদ খান সাহেব। ভোজের আয়োজন অবশ্যই তাঁদের বাড়িতে হয়েছিল এবং আমিও সেখানে ছিলাম।

আমি শুনেছি সেখানে বড় বড় অজগর সাপ দেখা যায়।

অবশ্যই দেখা যায়। পনর ফুট লম্বা একটি অজগর আমি শিকারও করেছিলাম। যথেষ্ট ভারী ছিল সেটি। খান সাহেবের এক সাথি তার চামড়া ছাড়াবার জন্য দেরাদুনের কোনো কারিগরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

উমর জিজ্ঞেস করলো, আপনি সেখানে কোনো বাঘ মারেননি?

আরে, শিকার করতে মাত্র সেখানে একবার গিয়েছিলাম। আবার কখনো গেলে হয়তো বাঘও মারতে পারবো।

উমর বললো, এবার যখন আপনি যাবেন তখন অবশ্যই আমি আপনার সাথে যাবো।



www.pathagar.com

খালেদা বললেন, ইউসুফ সাহেব! আমাদের গৃহে আর কোনো চামড়া রাখার জায়গা নেই।

আপাজান! আমার মতে, মরা প্রাণীর দেহের মধ্যে তুলা ইত্যাদি ভরে দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার শখটা হয় সাময়িক। উমরের মন অতি শীঘ্রই এর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে। আপনি সম্ভবত পড়ে থাকবেন, অষ্ট্রেলিয়ার কোনো উপজাতি শত্রুদের মাথার খুলিকে কৃত্রিম উপায়ে অনেক ছোট করে নেয় এবং তারপর একটি দড়িতে গেঁথে এগুলির মালা তৈরি করে ঘরে টাঙিয়ে রাখে। মালা যত লম্বা হয় তার মালিককে তত বড় সরদার মনে করা হয়।

উমর পেরেশান হয়ে বললো, আপনি এমন একটি কথা বললেন যার ফলে আমি নিজের মমি করে রাখা জন্তুগুলিকে দেখে নিজেই বিরক্তি বোধ করবো। কিন্তু তাদের চামড়া সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনার কোনো আপত্তি নেই।

যে কাজ তুমি আগ্রহ সহকারে করবে তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। এমনও হতে পারে, কোনোদিন তুমি এর চাইতেও বেশি আগ্রহ সহকারে কিতাব পত্র পড়তে শুরু করে দেবে এবং ঘরে বসে বসে মাত্র কয়েক বছরে এত বেশি জ্ঞান লাভ করবে যে, তোমার সাথে আলাপ আলোচনায় মানুষ প্রভাবিত হবে।

হাসান আলী বললেন, ইউসুফ সাহেব! তোমার সাথে সাক্ষাত হবার কারণে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি। উমর তোমার সাথে আরো মেলামেশা করবে। একে পড়াতে পারে এমন কোনো শিক্ষক যদি তুমি আমাদের তালাশ করে দিতে পারো তাহলে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি তাকে যথোপযুক্ত মাসোহারা দেবো।

ভাইজান! চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ্ উমরের জন্য একজন ভালো শিক্ষকের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হাসান আলী বললেন, এজন্য যে মাসোহারা বলবে তা আমি সানন্দে দিতে রাজি আছি।

ভাইজান! আমি যাকে পাঠাবো সে লোভী হবে না। আপনি যে মাসোহারা দেবেন তা সানন্দে গ্রহণ করবে সে।

খালেদা বললেন, ভাই ইউসুফ! আমি দুটি মুবারকবাদ লাভের হকদার হয়ে গেছি। তোমার সাথে মোলাকাতের কারণে একটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার জীবনের একটি মহা সংকট থেকে আমি উদ্ধার লাভ করেছি। যদি তুমি কখনো কখনো শিকার করার বাহানায় আমাদের গ্রামে এসে যাও তাহলে উমর তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

আপাজান! আমার শিকারের শখ না হলেও ফুরসত পেলে অবশ্যই সেখানে এসে যাবো।

ফাহমিদা মাথা ঝুঁকিয়ে খামুশ বসেছিল। আচানক নাসরীন বলে উঠলো, ভাইজান! আপনি আপাজানকে খুবই পেরেশান করেছেন। আমি তাকে চোখ মুছতে দেখেছি।

আমি তাকে পেরেশান করেছি?



www.pathagar.com

ফাহমিদাকে নিরবে বসে থাকতে দেখে ইউসুফ অস্থির হয়ে বললো, ফাহমিদা! আমি এমন কি কথা বলেছি?

ফাহমিদা কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, আপনি এমন জঙ্গলে কেন গিয়েছিলেন যেখানে চিতাবাঘ ও অজগর সাপ থাকে?

নাসরীন বললো, ভাইজান! আপনি অনেক বাহাদুর তা আপাজান জানেন কিন্তু হিংস্র জন্তু ও ভয়াল অজগরের সামনে বাহাদুরী প্রকাশ করে কি লাভ? অজগরটি পনর ফুট লম্বা ছিল একথা শুনে তো আমি এখনো কাঁপছি। আপনি তো মেপে দেখেননি, সেটি তো এর চেয়েও বেশি লম্বা হতে পারে। একথায় সবাই হেসে উঠলো।

ইউসুফ বিদায় নেবার পর দশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে লাহোর থেকে তার কোনো খবরাখবর আসেনি। একদিন সফিয়া লাহোরে বিলকিসকে ফোন করে তার সম্পর্কে এবং সে কোথায় আছে জানতে চাইলেন।

বিলকিস জবাব দিলেন, বোন! আমি যখন লাহোরে আছি তখন সে আর কোথায় অবস্থান করতে পারে? আমিনা তার বাপ মা'কে সাথে করে নিয়ে এসেছিল। সে ইউসুফকে তাদের বাড়িতে নিয়ে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু সে জবাব দিয়েছিল, আমি কাজ শেষ করে চাচীজানকে নিয়ে তোমাদের ওখানে যাবো। আমিনা দুবার আমাদের বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করেছে। ইউসুফের আব্বা কয়েকদিন আগে রিটায়ার করেছেন। তিনি লাহোর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন। ইউসুফ কয়েক দিনের মধ্যে গ্রামে যাবার প্রোগ্রাম তৈরি করছে। নাসরীনের চাচা ছুটিতে আসছেন। আমরা সবাই ইউসুফের সাথে তাদের গ্রামে চলে যাবো, আপাতত এ প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। আমার সেই পরদেশী গাছ দেখার বড় ইচ্ছা, যার সম্পর্কে এতকিছু শুনে এসেছি। ইউসুফ এখন এখানে নেই। সে রাতে ফিরে এলে আমি তখনই ফোন করার ব্যবস্থা করবো। আমার মনে হয়, কোনো পেরেশানীর কারণে সে আপনাকে চিঠি লেখা সংগত মনে করেনি। এখনো পর্যন্ত এখানকার কোনো পাবলিশার তাকে আশাপ্রদ জবাব দেয়নি। কিন্তু তার ব্যাপারে আপনাদের চিন্তান্বিত হবার প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ্ তার সব ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবে। টেলিফোনে কথা হলে তাকে উৎসাহিত করবেন। হ্যাঁ, মনজুর আহমদ তার সাথে ছায়ার মতো থাকছে। বড়ই ভালো ছেলে। ফাহমিদা, নাসরীন ও জহিরকে আমার অনেক অনেক স্নেহ ও প্রীতি জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।

এগারোটার সময় ইউসুফ বাসায় ফিরলো। বিলকিস অস্থিরভাবে তার ইন্তিজার করছিলেন।

সে বললো, চাচীজান! প্রফেসর সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেলো। আসলে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন এম.এ-এর প্রস্তুতির ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য।

বেটা! তুমি নামায পড়ে নিয়েছো?

চাচীজান! আমি ভেবেছিলাম ঘরে এসে নামায পড়বো।



www.pathagar.com

ইউসুফ অযু করতে থাকলো। ইত্যবসরে বিলকিস উঠে টেলিফোন কল বুক করলো।

ইউসুফ নামায শেষ করে দেখলো বিলকিস টেলিফোনের কাছে বসে আছেন। একটি চেয়ার টেনে তার সামনে বসতে বসতে ইউসুফ বললো, চাচীজান! মনে হচ্ছে আপনি আমাকে কোনো কথা বলতে চাচ্ছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।

হ্যাঁ বেটা! আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি সফিয়াকে পত্র লেখনি কেন?

চাচীজান! আমি আজই পত্র লিখেছি। কিন্তু তিনি কি আপনার কাছে কোনো অভিযোগ করেছেন?

না বেটা! সফিয়া অভিযোগ করলেও আমি পেরেশান হতাম না। কিন্তু যে অভিযোগ করতে পারে না, তার ব্যাপারেই আমি বড় পেরেশান হয়ে গেছি। আর এখনি তার ফোন আসবে।

ইউসুফ মুচকি হাসলো। সে বললো, চাচীজান! যখন আপনি তার টেলিফোন শুনবেন, আপনার পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। আমার ব্যাপারে যে কথা কেউ জানে না তা ফাহমিদা জানতে পারে। আমি এসেই এর ইন্তিজাম করেছি। প্রতি তৃতীয় দিবস ফোন মারফত সে জানতে পারে আমার খবরাখবর।

বেটা! তুমি পত্র লিখে থাকলে সে নিশ্চয়ই ঘরে আলোচনা করতো।

চাচীজান! এখানে আমার এক বোন আছে। সে প্রতি তৃতীয় দিন ফোনে ফাহমিদাকে জানিয়ে দেয়, আমি কি করছি এবং কি অবস্থায় আছি। বাড়ির লোকেরা জানতে পারেনি। কারণ পয়গাম দেয়া হয় কেবলমাত্র ফাহমিদার জন্য। আমাদের কোনো কোনো ব্যাপার এমন আছে যাতে আমরা অন্য কাউকে শরীক করতে চাই না।

টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। বিলকিস টেলিফোন উঠিয়ে বললো, ফাহমিদা বেটি! আমি বিলকিস বলছি। আজ সফিয়া টেলিফোনে আমাকে একথা জানিয়ে খুব পেরেশান করে দিয়েছিল যে, ইউসুফের কোনো খবরই তোমরা জানো না। বেটি! ইউসুফের প্রথম দায়িত্ব ছিল, তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অবহিত রাখা। আর যদি সে তার এ দায়িত্ব পালন করে থাকে, তাহলে তুমি তোমার বাপ-মা'কে তার সম্পর্কে কিছুই জানাওনি এর কারণ কি?

চাচীজান! ইউসুফ সাহেবের পেরেশানীতে শরীক হওয়া আমি কেবল আমার নিজের হক বলে মনে করি। তাই আব্বাজান ও আম্মীজানকে পেরেশান করা সংগত মনে করিনি। আর আপনার সম্পর্কে তো আমি জানি, আপনি সব কথাই জানতে পারেন। যদি এ ব্যাপার না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে লিখতাম বা টেলিফোন করতাম। হ্যাঁ, চাচীজান! ঠিক নয় কি? দিন ওনাকে রিসিভার দিন।

বিলকিস রিসিভার ইউসুফের হাতে দিলেন। ইউসুফ বললো, হ্যাঁ আমি ভালো আছি। অনেক বেশি ঘোরাফেরা করছি তাই স্বাস্থ্যও কিছুটা ভালো হয়ে গেছে। তুমি পেরেশান হয়ো না এবং মাঝে মধ্যে আব্বাজান ও আম্মিজানকে আমার কুশলবার্তা জানিয়ে শান্ত্বনা দেবে। এজন্য আমিনার ডিউটি লাগিয়েছিলাম। কিতাবের ব্যাপারটি যথাপূর্বং একই অবস্থায় রয়ে গেছে। আজ একজন দায়িত্বশীল প্রকাশক পাণ্ডুলিপি পড়ার ওয়াদা



www.pathagar.com

করেছেন। কিন্তু কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও চড়ামূল্যের কারণে প্রকাশকরা চোখে অন্ধকার দেখছেন। আমি পূর্বোক্ত প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি দিয়ে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে চলে যাচ্ছি। আজ জনৈক প্রফেসরের পরামর্শক্রমে আমি ইতিহাসে এম.এ. পড়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। কিছু বই আগেই আমার কাছে ছিল। এখন আবার কয়েকটি কিনে নিয়েছি। গ্রামে যদি তেমন কোন জরুরী কাজ না দেখা যায় তাহলে আমার ফিরতে বেশি দেরি হবে না। আমি এম.এ-এর প্রস্তুতির সাথে সাথে দ্বিতীয় কিতাবটি লেখার কাজও শুরু করে দিতে চাই। এখানে এসে আমি অনুভব করছি, পাকিস্তান আন্দোলনে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে লাহোর, করাচী অথবা কোয়েটার মধ্য থেকে কোনো একটি শহরকে নিজের কর্মতৎপরতার কেন্দ্র বানাতে হবে। আহমদ খান সাহেবের সাথে বসে এ ব্যাপারে কোনো প্রোগ্রাম বানিয়ে নেবো। তাঁকে পত্র লিখেছি। তাঁর জবাব আসার পর আমাকে কোয়েটা অথবা করাচী যেতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছি আমার পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি আমাকে টেলিগ্রাম করবেন। আসলে কোনো জটিলতার কারণে নয় বরং নিছক সতর্কতামূলকভাবে আমি জানিয়েছিলাম যে, গ্রামে এমনসব ব্যাপার ঘটে থাকে যার ফলে কখনো এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম বানিয়ে গেলেও এক মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় সেখানে থাকতে হয়। তবে বর্তমানে আমার সামনে তেমন কোনো জটিল সমস্যা নেই। বড় জোর দু তিন দিন গ্রামে থাকবো, তারপর ফিরে আসবো। যদি চাচাজান ও চাচীজান আমার সাথে যেতে পারেন তাহলে খুব খুশি হবো। খালাজানকে আমার সালাম জানাবে। গ্রামে যাওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় তাঁর সাথে কথা বলে নেবো।

রিসিভার রাখতে রাখতে সে বললো, চাচীজান! আপনাকে শোকরিয়া জানাই। এবার আর আমার প্রতি নারাজ নন নিশ্চয়ই?

বেটা! আমি পূর্বেও তোমার প্রতি নারাজ ছিলাম না। যদি তুমি ফাহমিদাকে খুশি রাখতে পারো, তাহলে দুনিয়ায় তোমার চাইতে বেশি আর কেউ আমার কাছে প্রিয় হবে না।

চাচীজান! আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

বেটা! আজ সকালে তোমার চাচাজানের ফোন এসেছিল। তিনি দুদিনের মধ্যে এখানে এসে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের সাথে তোমাদের গ্রামে যাবেন।

এতো বড়ই খুশির খবর চাচীজান!

আমরা ট্যাক্সি চড়ে যাবো। মওসুমও ভালো। কাজেই সোজা তোমাদের গ্রামে পৌঁছে যাবো।

চাচীজান! আমি নিশ্চিত, গ্রামের মেয়েরা আপনাকে দেখে অনুভব করবে, আমার আম্মীজান বুঝি জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

না, বেটা! আমি কখনো এ সুখকর অনুভূতি লাভ করতে পারি না যে, কেউ আমাকে দেখে কুদসিয়া মনে করবে।



www.pathagar.com

তৃতীয় দিন রোববার ইউসুফ মিয়া আবদুল করিমের বাড়িতে পৌঁছে গেলো। মনজুর বারান্দায় আমিনা ও তার ভাই আলী আকবরকে পড়াচ্ছিল। তারা সবাই তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো। ইউসুফ বললো, আরে ভাই! তোমরা নিজেদের কাজ জারী রাখো। আমিনা! তোমার আব্বাজী কোথায়? আমি তাঁর সাথে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

তিনি নাশ্‌তা করার পর নিজের কামরায় চলে গেছেন। আসুন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

ইউসুফ তার সাথে চলতে চলতে বললো, আমিনা! আমার আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কে হয়, তাহলে তাতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

ভাইজান! এখনো আমি যে আপনার বোন এ ব্যাপারে আপনার মনে কোনো সন্দেহ রয়ে গেছে?

মোটেই নয়। তুমি বোনের চাইতেও কিছু বেশি। কিন্তু কখনো কখনো আমি আমার কর্তব্যের সীমা অতিক্রম করে না যাই এ ভয় আমাকে পীড়িত করে।

ভাইজান! এক বোনের দায়িত্ব এবং ভাইয়ের কর্তব্যের সীমারেখা কোথাও শেষ হয়ে যায় না।

আরে, তুমি তো একজন সাহিত্যিক হতে চলেছো।

ভাইজান! আমি একজন অনেক বড় সাহিত্যিকের বোন এবং এতটা বুদ্ধিহীনা নই যে, আপনার থেকে কিছু শিখবো না। সে এগিয়ে গিয়ে একটি প্রশস্ত কামরার দরোজা খুলে দিল। সেখানে মিয়া আবদুল করিম আরাম কেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি সালাম বিনিময়ের পর ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করলেন। তাকে নিজের সামনে বসিয়ে বললেন, বেটা! তোমাকে দেখলে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

ইউসুফ উঠে দরোজা বন্ধ করতে করতে বললো, জনাব! আমি চতুর্থ দিন এখান থেকে নিজের গ্রামে যাবো। চাচা আবদুল আজীজ পরশু আসবেন। তিনি ও চাচী বিলকিসও আমার সাথে যাবেন। কিন্তু তারা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। অবশ্য আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না আমাকে কতদিন সেখানে থাকতে হবে। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অনুভূতি আমাকে আপনার কাছে টেনে এনেছে। অনেক চিন্তা ভাবনার পরে আমি অনুভব করছি আপনি যত দ্রুত আমিনার বিয়ে দিয়ে দেবেন তত তাড়াতাড়ি আমার মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। চাচাজান! আমিনা যদি আমার আপন মায়ের পেটের বোন হতো তাহলেও আমি তার জন্য মনজুর আহমদের চাইতে ভালো পাত্র জোগাড় করতে পারতাম না। সে একটি ভালো খান্দানের অত্যন্ত শরীফ ও নির্ভরযোগ্য সন্তান। আমি অনতিবিলম্বে এই গৃহের সাথে সম্পর্কিত তার দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছি।

বেটা! আমরা সেইসব পুরনো লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা একবার কাউকে নিজের শুভাকাংখী মনে করে নেবার পর আর তার ব্যাপারে নিজের মত বদলায় না। এখন আমরা জানি, তুমি আমিনার যোগ্য ও বাহাদুর ভাই। আমি নিজের ও আমার স্ত্রীর পক্ষ



www.pathagar.com

থেকে তোমাকে তারিখ নির্ধারণ করার পূর্ণ ইখতিয়ার দিচ্ছি। এ ব্যাপারে তোমার আমিনাকে জিজ্ঞেস করারও দরকার নেই। তবে শুধু একটি কথা অর্থাৎ তারিখ ঘোষণা করার পর আমাদের অন্তত বিশ দিন সময় দিতে হবে।

চাচাজান! আমি আপনার শোকরগুজারী করছি। আপনি কি আজ থেকে বিশ বা পঁচিশ দিন পরের তারিখ সংগত মনে করবেন?

বেটা! পঁচিশ দিন পরের তারিখ তুমি আজই ঘোষণা করতে পারো। আর মনজুর আহমদকেও বলতে পারো, নিজের বাড়িতে গিয়ে প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য আজ থেকেই তার ছুটি। দাওয়াতনামা ছাপার ব্যাপারে আমার মুনশী যথেষ্ট হুশিয়ার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ততদিন তুমি গ্রাম থেকে ফিরে আসতে পারবে তো?

জী, এখন তো আমি মনে করছি, গ্রামে আমার অবস্থানের সময় আরো কমে আসবে। চাচাজান! আপনি খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নিয়েছেন তো?

বেটা! চিন্তা করার জন্য যখন তোমার মতো জওয়ান বেটা রয়ে গেছে তখন বুড়োদের পেরেশান হবার দরকার নেই। আবদুল আজীজ সাহেব এলে আমাকে ফোন করে দিয়ো। তোমার সাথে গিয়ে নিজের গ্রামটা একবার ঘুরে আসতে আমারও মন চাচ্ছে। কিন্তু যখন থেকে তুমি লাহোর এসে গেছো তখন থেকে আর ওখানে থাকতে মন চাচ্ছে না। আমাকে কায়েম দীন ও নিজের মুন্শীর ওপর নির্ভর করতে হয়। কখনো আমি সেখানে যাবার ইচ্ছা করলে আমিনা ও তার মা ভীষণভাবে বাধা দিতে থাকে। কায়েম দীনের স্ত্রী আলেম বিবির প্রতি তারা বড়ই বিরূপ হয়ে উঠেছে। আমিনা অবশ্য বিনা কারণে কারোর প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল এবং সে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, আমাদের মধ্য থেকে কেউ সেখানে যাবে না যেখানে আলেম বিবি বাবুর্চিখানা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে।

আপনি তার কালাপীরকে বরদাশ্ত করবেন কেমন করে। সে তো পেশাদার অপরাধীদের কাছে বিষ বিক্রি করে। কালাপীর কার কাছে বিষ বিক্রি করেছে এ ব্যাপারে আমি তাদেরকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কিন্তু আমিনার কাছে কোনো জবাব ছিল না। হয়তো সে লোকমুখে শোনা কথায় বিশ্বাস করেছে। আপনি কি পীর কোকে শাহকে দেখেছেন?

আরে বেটা! তাকে একবার নয়, কয়েকবার দেখেছি। সে মূর্খ লোকদের কাছে তাবিজ বিক্রি করে পয়সা কামায়। কিছু লোক তার তাবিজের আছর দেখে তার মুরিদ হয়ে গেছে।

আলেম বিবি মনে হয় এদের একজন।

সে তো অবশ্যই তাদের একজন আর কায়েম দীনকেও তার সাথে চলতে হয়। হয়তো চেরাগ বিবির ওপরও এর কোনো প্রভাব পড়েছে কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, সারারাত ধরে যে ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগী করে সে বিষও বিক্রি করতে পারে।

চাচাজী! আমিনা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে যদি কোনো বিষয় অনুভব করে থাকে তাহলে তার পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। ওই পীর কোকে শাহ কি কখনো আপনাদের



www.pathagar.com

গ্রামেও এসেছিল?

হ্যাঁ, কখনো কখনো আসতো। তবে কায়েম দীনের ঘর যেহেতু আছে হাবেলীর এক কোণে এবং এর একটি দরোজা বাইরের দিকেও খোলে তাই তার সাথে আমার মোলাকাত খুব কমই হয়েছে। তবে প্রত্যেক মোলাকাতে আমি তাকে একটি করে টাকা অবশ্যই দিতাম। আর এর কারণ এই ছিল যে, আলেম বিবি, কায়েম দীন এবং তার সাথে সাক্ষাতকারী লোকেরা তার কেরামতির বড় বড় কাহিনী বর্ণনা করতো।

চাচাজী! আমি আপনাকে পেরেশান করতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হয়, যেসব উপায়ে এই পেশাদার অপরাধীটি সম্পর্কে আমিনার কাছে কিছু তথ্য পৌঁছে গেছে, সেখান থেকে আমিও কিছু তথ্য পেয়েছি। ফলে তার ব্যাপারে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, আপনার বাড়ির এমন প্রত্যেক ব্যক্তির হেফাজত করা উচিত যার ওপর পীর কোকে শাহ'র প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে। আমি পুরোপুরি সুযোগ পাইনি। নয়তো কোকে শাহ সম্পর্কিত আমার অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয়ে যেতো এবং আপনার সামনে পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি এসে যেতো।

আবদুল করিম বললেন, বেটা! তুমি তো অবাক করে দিলে। এ বিষয়ে তোমার সাথে কথা বলার আগে তাকে আমি ভালো লোক না হলেও কমপক্ষে বেকুব মনে করতাম। কিন্তু এখন তার কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে, সে তো মহাভয়ংকর চীজ। একথা আমি এখন বুঝতে পারছি। তোমার বাপ যখন চেরাগ বিবিকে বিয়ে করলেন, আমি খুশি হয়েছিলাম এই মর্মে যে, তারা একটি ভালো পরিবার পেয়ে গেছে। কিন্তু আমিনা বলতো, ইউসুফ সাহেবের ওপর জুলুম করা হয়েছে। চেরাগ বিবি তার সৎমা হবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি তো তোমার সাথে কথা বলছিলাম আমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। বদমাশ কোকে শাহ'র ব্যাপারটি নিয়ে পরে কখনো আলোচনা করা যাবে।

চাচাজী! এ ব্যাপারে আমি খুশি নই। তবে খারাপ লোকদের প্রতি ভালো সময়েও নজর রাখতে হবে। সাপ থেকে কোনা সময়ই আমাদের বেখবর থাকা উচিত নয়।

বেটা! আমি তো এখন চিন্তা করছি আলী আকবর অনেক ছোট। তাই আমার বিভিন্ন জায়গায় পা ছড়াবার চাইতে বরং বেশিরভাগ সম্পদ লাহোর ও লায়ালপুরে কেন্দ্রীভূত করা উচিত।

চাচাজী! আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যাপারে মনজুর আপনাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবে। এখন আমাকে অনুমতি দিন। আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে আমি আমিনাকে একথা বলে যাই যে, তোমার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা হয়ে গেছে।

ইউসুফ কামরা থেকে বের হয়ে সোজা আমিনা ও মনজুরের কাছে না গিয়ে লনে নেমে পড়লো এবং দুটি সুদৃশ্য ফুটন্ত গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে ফিরে চললো। আমিনা মুচকি হেসে ছোট ভাই আলী আকবরকে বললো, যাও দৌড়ে গিয়ে মালিকে ভাইজানের জন্য এখনি সুন্দর করে গোলাপের একটি গুলদস্তা বানিয়ে দেবার কথা বলে এসো।

এখন আমার মাত্র দুটি গোলাপের প্রয়োজন ছিল। এই নাও আর এই সঙ্গে আমার পক্ষ থেকে মুবারকবাদও গ্রহণ করো। মনজুর সাহেব! তোমার প্রস্তুতির জন্য আজকের



www.pathagar.com

দিনসহ চব্বিশ দিন সময় পাচ্ছো। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে তুমি নিজের বাড়িতে চলে যাও। কারণ পঁচিশতম দিনে তোমাকে নিজের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এখানে আসতে হবে। আমি কয়েকদিনের জন্য নিজের গ্রামে যাচ্ছি। তবে আমি যথাসময়ের কিছু পূর্বে এখানে পৌঁছে যাবার চেষ্টা করবো।

মনজুর কিছু বলার পরিবর্তে অবাক হয়ে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওদিকে আমিনা তার ঘাড় নিচু করে বসেছিল। ইউসুফ কিছু চিন্তা করে বললো, দেখো ভাই! মিয়া সাহেবের সাথে আমি যে কথাগুলি বলেছি এখন সেগুলির পুনরাবৃত্তি করার এখানে কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না। তবে এখান থেকে যাবার পূর্বে আমিনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমি এত দ্রুত বিয়ের ফায়সালা করে কোনো বাড়াবাড়ি করলাম না তো?

আমিনা অশ্রুভরা চোখ তুলে বললো, ভাইজান! যখন আপনি ভাইয়ের দায়িত্ব অনুভব করেন তখন আপনার বোন তার ভাইয়ের ইখতিয়ার ব্যবহার করা থেকে তাকে কেমন করে রুখতে পারে।

আরে দুষ্টু! আমি তোমাকে হাসিমুখে দেখতে চাই।

আমিনা বললো, এ কোনো হাসির কথা ছিল না। তবে আপনি আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। কখনো কখনো আপনার মতো ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যও বোনদের চোখে অশ্রু দেখা যায়।

## ৮

চতুর্থ দিন ইউসুফদের ট্যাক্সি রেলওয়ে ক্রসিংয়ের ওপর পৌঁছুলো। সেখান থেকে একটা রাস্তা ইউসুফদের গ্রামের দিকে চলে গেছে। সেখানে বাবলা গাছের নিচে সরদার বেলাসিং এবং আরো কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল। বাহলু দৌড়ে এলো এবং ইউসুফ ও আবদুল আজীজকে ঝুঁকে সালাম করে বললো, জী, সামনের দিকে একেবারে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ঠিক আছে। কাল সকাল থেকে আমাদের গ্রামের লোকেরা এ কাজে হাত দিয়েছিল। সরদার বেলাসিংয়ের কাছে যখন এ খবর গেলো যে, আপনি ও ইন্সপেক্টর সাহেব তাশরীফ আনছেন তখন তিনিও তার লোকজন নিয়ে এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফলে অতি দ্রুত কাজ শেষ হয়ে গেছে।

বেলাসিং সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। ইউসুফ গাড়ি চালাচ্ছিল এবং আবদুল আজীজ তার পাশে বসেছিলেন। তারা উভয়ে নেমে এলেন। বেলাসিং উভয়ের সাথে অতি উৎসাহে করমর্দন করলেন এবং ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! বলো তোমার মেহমান ঘুঘুর গোশ্ত পছন্দ করেন কিনা?

সরদারজী! ঘুঘুর গোশ্ত কে পছন্দ করে না?

আমার একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ বছর ঘুঘু এসেছে অনেক। আমি জাল পেতে অনেক ঘুঘু শিকার করেছি। যখন শুনলাম ইউসুফ আসছে, আমি বলেছিলাম,



www.pathagar.com

আগামীতে আমার শিকার আর কারোর জন্য হবে না। তোমার মেহমান যতদিন এখানে থাকবেন ততদিন দুবেলা আমি ঘুঘু সরবরাহ করবো। এখন তুমি যাও। গ্রামে তোমার ইন্তিজার করা হচ্ছে।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে বেলাসিং আবার বললেন, দেখো ইউসুফ! আমার মেয়ে অজিত বলছিল, আমার ভাই যদি ট্যাক্সি করে আসে তাহলে তাকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হবে। আমি পথ বানিয়ে দিয়েছি। যদি তুমি সেখানে এক মিনিটের জন্য দাঁড়াও তাহলে সে ও তার মা ইন্সপেক্টর সাহেবের বেগম সাহেবাকে সালাম করার সুযোগ পাবে। এটা তো আর তেমন কোনো কথা নয়। সে এবং তার মা তোমাদের বাড়িতেও যেতে পারতো কিন্তু অজিত এ নিয়ে গর্ব করবে যে, তার শেরদিল ভাই তার সেই গাড়িটি যাতে এতবড় সরকারী কর্মকর্তা সওয়ার ছিলেন সোজা তাদের বাড়ির দরোজায় এনে দাঁড় করিয়েছিল।

ইউসুফ কিছু পেরেশানী প্রকাশ করতেই পিছনের সিট থেকে বিলকিস বলে উঠলেন, ঠিক আছে ভাই, আমরা আপনার মেয়েকে অবশ্যই দেখবো। চলো ইউসুফ!

ইউসুফ গাড়ি স্টার্ট করলো। কিছুদূর যাবার পর বিলকিস বললেন, বেটা! আমার মনে হচ্ছে এ নাম আমি শুনেছি। হ্যাঁ, সম্ভবত সে সফিয়া ও আমাদের মেয়েদের সাথে সাক্ষাত করেছিল। তোমাকে কি কেউ বলেছে?

হ্যাঁ, চাচীজান! এটা সম্ভবত তখনকার কথা যখন ওরা ধর্মশালায় যাচ্ছিল এবং এ মেয়ে নিজের গ্রাম থেকে অন্য কয়েকটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পথের স্টেশান থেকে ওদের সাথে সওয়ার হয়েছিল।

বিলকিস বললেন, তোমার চাচা এ ব্যাপারে আমাকে বিদ্রুপ করলে আমার কিছুই করার নেই, আমি অবশ্যই সে পরদেশী গাছ দেখবো।

চাচীজান! যদি আপনি প্রথমে বলতেন, তাহলে আমি আগাম পত্র লিখে রাস্তা মেরামত করিয়ে রাখতাম এবং আমরা পরদেশী গাছের পাশ দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতাম। এখন কোনোদিন অতি প্রত্যুষে ঘোড়া তৈরি করে রাখবো। আপনার প্রাতভ্রমণ হয়ে যাবে, সকালে বন ময়ূরও দেখবেন এবং মনভরে পরদেশী গাছ দেখে নেবেন।

গাড়ি বেলাসিং-এর হাবেলীর ফটকে থামলো। ভেতর থেকে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। অজিত ও তার মা বাইরে বের হয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যে গ্রামের নারী ও শিশু কিশোররা সেখানে জমায়েত হয়ে গেলো।

ইউসুফ গাড়ি থেকে নেমেই বললো, চাচী! আপনি ভালো আছেন তো? অজিত বোন! তুমিও ভালো আছো?

অজিত অশ্রুসজল চোখে বললো, চাচীর মৃত্যুর খবর যখন শুনেছিলাম, পিতাজীকে অনেক মিনতি সহকারে বলেছিলাম, আমাকে লাহোর নিয়ে চলো। জবাবে তিনি বলেছিলেন, পাগলী! তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে? যদি ভগবান একজনের বদলে অন্যজনের প্রাণ নিতে পারেন, তাহলে আমি কেঁদে কেঁদে মিনতি করে বলতাম, ভগবান! আমাকে নিয়ে নাও এবং আমার চাচীকে ফিরিয়ে দাও। আপনি এসেছেন কিন্তু এই



www.pathagar.com

বোনটিকে সান্ত্বনা দিতে পারেননি, যাকে মৃত মাতাজী 'বেটি' বলে ডাকতেন।

ইউসুফ বললো, অজিত! এটি আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল। তুমি হিম্মত অটুট রাখো।

ভাই! এক মিনিট থামুন। আমি এখনি আসছি। মা! এদের যেতে দিয়ো না। নয়তো যে কথা তুমি নিজেই ভুলে গেছো সেজন্য আবার আমাকে গালাগালি করবে।

ইউসুফ পেরেশান হয়ে বললো, চাচীজী! কি ব্যাপার?

বেটা! ব্যাপার হচ্ছে, অজিতের পিতা ইন্সপেক্টর সাহেবের কথা প্রায়ই বলতেন। যখন তিনি শুনলেন যে, তুমি ইন্সপেক্টর সাহেব ও তাঁর বেগম সাহেবাকে নিয়ে আসছো তখন খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, ইন্সপেক্টর সাহেবের বেগম সাহেবার আমাদের গৃহ থেকে খালি হাতে চলে যাওয়া উচিত নয়। আপনারা এখানে থেমেছেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য। নিন, অজিত এসে গেছে। বেগম সাহেবা যদি আমাদের ছোট্ট তোহফাখানি কবুল করে নেন তাহলে আমরা খুব খুশি হবো।

অজিত সামনে এগিয়ে এসে ছোট একটা গাঁঠরী বিলকিসের হাতে তুলে দিল। বিলকিস আবদুল আজীজ ও ইউসুফের দিকে তাকালেন। ইউসুফ বললো, চাচীজান! এটা আপনাকে নিতেই হবে।

বিলকিস গাঁঠরীটি হাতে নিয়ে একদিকে রেখে দিলেন। তারপর দুই হাত অজিতের মাথার ওপর রেখে বললেন, বেটি! তুমি খুব ভালো মেয়ে। আল্লাহ তোমাকে সৌভাগ্যবতী করুন।

ইউসুফ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললো, যদি আমি জলদি ফিরে না যাই, চাচাজীর সাথে মোলাকাত করতে অবশ্যই আসবো।

কিছুদূর গিয়ে বিলকিস গাঁঠরী খুলে দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে ফুলের কারুকাজ করা লাল রঙের দুটি কাপড়। বিভিন্ন রঙের রেশমী ধাগা দিয়ে মনোমুগ্ধকর ডিজাইন করা ও বুটি তোলা হয়েছে। তিনি বললেন, ইউসুফ! যদি আমি জানতাম এখানে দুটো আছে তাহলে একটা ফেরত দিতাম। এ দুটি চাদরের ওপর কয়েক মাস ধরে কাজ করা হয়েছে। আর এ কাজ এত সূক্ষ্ম ও উন্নত পর্যায়ের যে আমি চিন্তাও করতে পারি না গ্রামীণ পর্যায়ে এমন জিনিস তৈরি হতে পারে।

চাচীজান! এ কাজ আমাদের এলাকায় প্রচুর হয়। আমার মায়ের হাতের ফুল তোলা চাদর খুবই জনপ্রিয় ছিল। হয়তো আমাদের ঘরে কোনো সিন্দুকের মধ্যে তার কোনোটা পাওয়া যেতে পারে।

বিলকিস বললেন, নিজের মায়ের প্রত্যেকটি নিশানী যত্ন করে সংরক্ষণ করা দরকার। এখন আমি চিন্তা করছি এই মেয়েকে আমি কি দেবো?

চাচীজান! ও মেয়ে আপনার থেকে কিছুই নেবে না।

এ কেমন করে হতে পারে! তুমি তার কাছে আমার সুপারিশ করবে।

চাচীজান! যদি আপনি জরুরী মনে করেন তাহলে তার জন্য আগামীকাল আমরা শহরে গিয়ে এক জোড়া গরম কাপড়ের শাল কিনে আনবো এবং তার বিয়ের সময়ও আপনার পক্ষ থেকে কোনো তোহফা পাঠাবেন।



www.pathagar.com

কয়েক মিনিট পরে তারা ঘরে বসে খানা খাচ্ছিল। আবদুল আজীজ ও বিলকিস আসায় আবদুর রহীম খুব খুশি হয়েছিলেন। খাবারের মধ্যে একটি বড় পাত্রে ছিল ঘুঘুর ভুনা গোশ্‌ত। আবদুর রহীম বলছিলেন, এটি এমন এক ব্যক্তির তোহফা যে আপনাকে আন্তরিকভাবে সম্মান করে। সে আপনার আসার খবর শুনতেই বলেছিল, যতদিন ইন্সপেক্টর সাহেব আপনার বাড়িতে মেহমান থাকবেন ততদিন তাঁর খাবার জন্য দুবেলা ঘুঘু সরবরাহ করতে থাকবো। সে বলেছিল এ বছরের মতো এত ঘুঘু আর কোনো বছর আসেনি।

আবদুল আজীজ বললেন, মিয়াজী! তিনি রেল লাইনের পারে আমাদের জন্য ইন্তিজার করছিলেন। আর আমরা তার গ্রাম অতিক্রম করার সময় তার মেয়ে বিলকিসকে এমন সুন্দর একটি তোহফা দিয়েছে যা দেখে সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এ তোহফা হচ্ছে রেশমের রং বেরংয়ের ধাগা দিয়ে কারুকাজ করা দুটি চাদর।

ইউসুফ সারাদিন গ্রামের লোকদের সাথে সাক্ষাত করে কাটালো। গ্রামের মেয়েরা বিলকিসকে ঘিরে ধরেছিল। একজন বলেই ফেলেছিল বিলকিসকে একটু দূর থেকে দেখলে কুদসিয়া বেগম বলে মনে হবে। সরল মেয়েদের মনে এমনই দাগ কেটে বসে যে, বিলকিসকে তারা নিকট থেকে কুদসিয়া মনে করতে থাকে।

মিয়া আবদুর রহীম আবদুল আজীজকে মেহমানখানায় নিয়ে গেলেন। পশ্চিমের দিকে যেখানে নতুন ঘর তৈরি হচ্ছিল সে জায়গা তাঁকে দেখালেন। তিনি বললেন, আবদুল আজীজ সাহেব! আমি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি যে, এটি হবে আমাদের নতুন মেহমানখানা। প্রথমে আপাতত মেহমানখানায় একটি কামরা তৈরি করা হবে এবং এটি হবে আমার ছেলে ও বৌমার ঘর। আমি এসেই এ কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। ইনশাআল্লাহ্‌ দুমাসের মধ্যেই এটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পশ্চিম দিকে রয়েছে আমাদের নিজেদের কৃষি জমি। ইউসুফ যখনই চাইবে নতুন মেহমানখানার জন্য নিজের ইচ্ছামতো আরো বাড়তি জমিন নিজের বাড়ির সাথে সংযুক্ত করতে পারবে। আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে বড় কেউকেটা হতে পারুক বা না পারুক তার সাথে বহু লোক সাক্ষাত করতে আসবে। তাই আমি ভেবে রেখেছি, সে বৃহত্তর বাড়ি বানাতে চাইলেও তাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। পশ্চিম দিকে আমাদের রয়েছে তিন একর জমি। সে চাইলে সেখানে বাগান করে সমস্তটা বাড়ির সাথে জুড়ে দিতে পারবে। ভাই সাহেব! আমার জীবনের একটি খায়েশ আপনি পূর্ণ করতে পারেন। সেটি হচ্ছে, আমি সকালে উঠে নামায পড়তে মসজিদে যাবো তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে নিজের পুত্রবধূ ও তার সন্তানদের দেখবো। চাকুরী থেকে রিটায়ার করার পরে আমার মনে হচ্ছে, চাকুরীর দিনগুলির মতো একদিন জীবনের এদিনগুলিও পূর্ণ হয়ে যাবে। ফাহমিদা বেটিকে না দেখলে হয়তো আমার এ আকাংখা এত বেশি উদগ্র হতো না। আমার জীবদ্দশায়ই তাকে তার এ গৃহের দায়িত্ব বুঝে নেয়া উচিত। মিসৌরি থেকে এসেই আমি এ প্রোগ্রাম তৈরি



www.pathagar.com

করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। নাসির সাহেব বা সফিয়া বোনের কাছে একথা বলার সাহস করতে পারছিলাম না। কিন্তু আপনি ইউসুফের চাচার দায়িত্ব পালন করছেন এবং নিজের মায়ের পরে ইউসুফ এ দুনিয়ায় বিলকিস বোনকে সবচেয়ে বেশি ইজ্জত করে। এ বিষয়টি আমি আপনার হাতে সোপর্দ করছি। জীবনে সে যা কিছু হতে এবং করতে চায় সেটা অবশ্যই তার ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এখন যেসব ছোট ছোট আদরের সোনামনিদের মধ্যে আমি ফাহমিদা ও ইউসুফের চেহারা দেখতে পাবো তাদেরকে আদর ও সোহাগ করাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা।

আবদুল আজীজ বললেন, মিয়া সাহেব! এতো আমার এবং আমার চাইতে বেশি বিলকিসের আন্তরিক কামনা। এজন্য আমরা পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবো। তবে এখন থেকে আমাদের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়ে যাওয়া উচিত। যখন আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে যাবে তখন আমরা অযাচিতভাবে এসে আপনার নাতি নাতনীদের দেখে যাবো। তখন আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না যেমন করা হয় অযাচিত মেহমানের সাথে।

ভাইজান! আপনি কী বলেন! আপনার জন্য সারাজীবন এ গৃহটি হবে বিলকিস বোনের ভাইয়ের গৃহ। আর যখন আপনি আসবেন না, আমি ইউসুফের মাধ্যমে আপনাকে এখানে ডাকিয়ে আনবো। তাছাড়া ফাহমিদা যখন লাহোরে থাকবে তখন আমি সময়ে অসময়ে তার কাছে চলে যাবো। তারপর আমি বাচ্চাদেরকে চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরিয়ে আনবো।

আবদুল আজীজ বললেন, এসব কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ইউসুফ তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য কিছু সময় চায় তাহলে আপনি যেন তাড়াহুড়া করবেন না।

জনাব! ইউসুফ আমার ছেলে। আমি তাকে ভালো করেই জানি। আমি এত জানি, যখন সে সংসার করার ফায়সালা করবে তখন দুনিয়ায় খাড়া হবার জায়গা পেলো কি পেলো না, সেদিকে তাকাবে না।

মিয়া সাহেব! আমরা সবাই এমন করে থাকি। আমার মতে, একথা এখন বিলকিসের সামনে উঠাবেন না। নয়তো তার মনে যদি একবার এ ধরনের চিন্তা জাগে যে, একাজটা জলদি হয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে আমাকে আর চিন্তা করার সুযোগ দেবে না।

জনাব! আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যে, কুদসিয়া মৃত্যুর পর বিলকিস বোন ও আপনার স্নেহ ইউসুফকে বিপুল সহায়তা দান করেছে। যখন আমি ফাহমিদার বাপ মা ও আপনাদের খান্দানের অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে ভাবি তখন আমি অনুভব করি মহান আল্লাহ একজন জখমীকে হাত ধরে এমন এক গৃহের দরোজায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে অনেক স্নেহশীল ও প্রীতিপরায়ণ লোক আছেন।

মিয়া সাহেব! সে ছেলেও তো এমন যাকে দেখেই সবাই ভালোবাসবে। আমি একথা ভেবে অবাক হতাম যে, এমন ছেলের বাপ তার প্রতি নারাজ হয়ে গিয়েছিল কেমন করে?

আবদুর রহীম জবাব দিলেন, আজীজ সাহেব! মানুষ মাত্রই ভুল করে। যদি প্রত্যেকটি কথা সময় মতো বুঝতে পারা যেতো, তাহলে জীবনটা হয়ে উঠতো পরম



www.pathagar.com

আরামদায়ক। আমি কখনো কখনো অনুভব করি, ইউসুফ আমার সমস্যাগুলি সম্পর্কে যত বেশি জানে ততই সেগুলি আমার কাছে বলতে দ্বিধা করে।

মিয়াজী! আমাদের এধরনের বিষয়গুলি নিয়ে অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় যেগুলি অনুধাবন করার ফল আমাদের জন্য ভালো হয় না। তাছাড়া দুনিয়ায় সবকথা জানার প্রয়োজনও হয় না। যদি কোনো কথা আপনাকে বলার দরকার হতো তাহলে ইউসুফ তা বলে দিতো। আপনার জন্য ভালো হবে, আপনি অতীতের ধাঁধার উত্তর খোঁজার চাইতে বরং আগামীর রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে যান।

আজীজ সাহেব! ফাহমিদাকে দেখার আগে আমার মনে একথা কখনো জাগেনি যে, পুত্রকে ঘিরে পিতার রঙীন স্বপ্নও ডালপালা বিস্তার করতে পারে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ইউসুফ ও তার মেহমানরা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বের হলো। বেলা সিং আবদুল আজীজকে চড়ার জন্য তার বলিষ্ঠ সুন্দর ঘোড়াটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিলকিস তার ক্যামেরা বের করে আবদুল আজীজকে দিয়ে বললেন, জনাব! আপনি আমার চাইতে ভালো ফটোগ্রাফার। আমি এখান থেকে যাবার সময় পরদেশী গাছগুলোর ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।

আবদুল আজীজ ক্যামেরা নিয়ে বললেন, ছবির জন্য আমাদের আরো কিছুক্ষণ ইন্তিজার করতে হবে। কারণ এজন্য যথেষ্ট আলোর প্রয়োজন।

বিলকিস বললেন, ঠিক আছে, ততক্ষণ আমরা আশেপাশে ঘোরাফেরা করবো।

সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পরে তারা পরদেশী গাছগুলোর চারদিকে চক্কর লাগবার ও ছবি তোলার পর ফিরে আসার পথে আবদুল করিমের নতুন গ্রামের মধ্য দিয়ে চলছিল। ইউসুফকে দেখে গ্রামের বেশ কিছু লোক সমবেত হয়ে গেলো। হর দয়াল সিং প্রথমে মাথা ঝুঁকিয়ে আবদুল আজীজকে সালাম করলো এবং তারপর কয়েকজনকে বললো, তোমরা তাড়াতাড়ি যাও এবং কায়েম দীনকে বলো ঘরের দরোজা খুলে দিতে, মেহমান এসে গেছেন।

ইউসুফ বললো, ভাই! ইনাদের কাছে এখানে বসার সময় নেই। হাবেলীতে কায়েম দীনের সাথে আর কে থাকে?

জী, তার সাথে আছে তার স্ত্রী, তার ছেলে এবং তার পীরজীও এসেছেন আর তাদের সাথে কিছুদিন থেকে আরো দুজন অচেনা লোকও থাকছে।

ইউসুফ বললো, চাচাজান! সুযোগ পেলেই আপনি ওদের ছবি তুলে নেবেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউসুফ হরদয়াল সিংকে জিজ্ঞেস করলো, তার কাছে কি আরো এমন লোক যাওয়া আসা করে যাদেরকে তোমরা জানো না?

জী, বহু লোক আসে।

এ ধরনের লোকদের দিকে নজর রাখবে। কোনো পেশাদার অপরাধী এসে এখানে অপরাধমূলক কাজ করে যাবে, এমন যেন না হয়।

ঠিক আছে জনাব। তবে সাধারণভাবে তার কাছে যারা এসে বসে অথবা কখনো



www.pathagar.com

রাতেও অবস্থান করে তাদের অধিকাংশই হয় গাঁজাখোর। আমি জানিনা, কালাপীর, যাকে লোকেরা কোকেশাহ্ বলে থাকে, তিনি নিজে গাঁজা খান কিনা। কিন্তু তার চোখ দুটি বড়ই ভয়ংকর।

হাবেলী থেকে তিনজন লোক বাইরে বের হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেশ লম্বা ও সুঠামদেহী। ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, জনাব! আপনিই কি পীর কোকে শাহ?

সে ব্যক্তি একটু হতভম্ব হয়ে এক কদম পিছিয়ে গিয়ে কিছুটা কম্পিত স্বরে বললো, জনাব! আমি জানতাম না আপনি আমাকে চেনেন। বুড়ো হয়ে গেছি। স্মরণ নেই কবে মোলাকাত হয়েছিল।

ইউসুফ বললো, আসলে আমরা অন্য জায়গায় যাবার পথে কায়েম দীনের খবরাখবর নেবার জন্য এখানে থেমে গিয়েছিলাম।

কোকে শাহ বললো, সে কোথাও বাইরে গেছে।

ইউসুফ মুখ ফিরিয়ে আবদুল আজীজকে ইংরেজীতে বললো, এ ব্যক্তি এসব এলাকায় ব্যাপকভাবে বিষের কারবার করে।

আবদুল আজীজ কোকে শাহের দিকে মনোযোগ সহকারে দেখে বললেন, এমনও হতে পারে, এ ব্যক্তি ইংরেজী ভাষা বোঝে। ইতিমধ্যে আমি এর তিনটি ছবি তুলে নিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে কিছুটা সতর্ক হয়ে গেছে।

ইউসুফ কোকে শাহের দিকে ফিরে বললো, পীরজী! আপনার সাথে সামান্য একটা কাজ ছিল। কায়েম দীন এসে গেলে আমি কাউকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

জনাব! ছোট-বড় কাজ কায়েম দীনকে মাঝখানে না এনেও করা যেতে পারে। বলুন, আমি জনাবের কি খিদমত করতে পারি?

ইউসুফ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে কোকে শাহের হাত ধরে বললো, পীরজী! আপাতত আপনি এ খিদমতটি করতে পারেন, আমাদের মেহমানরা গ্রামের আকর্ষণীয় জিনিসের ছবি তোলার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। আপনি এক কদম এগিয়ে আসুন এবং নিজের সাথিদের বাহু ধরে দাঁড়িয়ে থাকুন তারপর রেডি বলার সাথে সাথেই চোখ খুলে দেবেন। যখন তারা শোকরিয়া বলবেন তখন চোখের পলক ফেলতে পারেন।

কোকেশাহ্ বললেন, এইসব মর্যাদাশালী লোকেরা আমাদের মতো গরীবদের ছবি নিয়ে কি করবেন?

সাঁইজী! ছবির আবার আমীর গরীব নেই। কখনো কখনো কোনো গরীবের ছবি দেখে মনে হবে তিনি বুঝি বাদশাহ। আর আপনি তো এমনিতে আছেনই বাদশাহ্।

আবদুল আজীজ রেডি বললেন, ইউসুফ দ্রুত পেছনে সরে গেলো এবং তারা চোখ খুলে ক্যামেরার দিকে দেখতে লাগলো। 'শোকরিয়া' আবদুল আজীজ বললেন এবং তারপর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের তিনজনের ক্লোজআপ স্ন্যাপ নিলেন।

ইউসুফ ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে নিচ্ছিল এমন সময় আলেম বিবি কোণের ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে এলো। সে দূর থেকে চিৎকার দিল, আরে ভাই! মেহমানদের থামাও। কায়েম দীন এখনি এসে যাবে। আমি আপনাদের জন্য ঠিকেদার সাহেবের ঘর খুলে



www.pathagar.com

দিচ্ছি। তারপর সে কাছে এসে বললো, আরে বেটা ইউসুফ! তুমি আমাকে চিনতে পারোনি? আমি চেরাগ বিবির মা।

জী, আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমরা এখন খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি। সময় পেলে আবার আসবো।

বিলকিস জিজ্ঞেস করলেন, বেটা ইউসুফ! ওই ডাইনীগোছের মেয়েমানুষটি কে ছিল?

চাচীজান! ওটি ছিলেন আলেম বিবি। আমার মনে হয় আপনি ওকে আগেও একবার দেখেছেন।

বেটা! সে এমন ডাইনীদের একজন যারা প্রতি মিনিটে নিজেদের চেহারা বদলায়। আমিনা বলতো, চেরাগ বিবিকে যারা ইউসুফ ভাইজানের সৎমা বানিয়েছে তারা তাঁর ওপর বড়ই জুলুম করেছে, এখন আমি তার এই কথার অর্থ বুঝছি।

আবদুল আজীজ ইউসুফের দিকে ফিরে বললেন, তুমি কি ওই পীরকে প্রথমবার দেখেই চিনে ফেলেছিলে?

জী হ্যাঁ। এর একটি কারণ হচ্ছে, তার সম্পর্কে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে তার একটি ছবি আমার মনের পাতায় অংকিত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দুজন অপরিচিতের মাঝখানে সে যেমন নেতার মনোভাব নিয়ে আসছিল তা দেখে আমার পক্ষে একথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন ছিল না যে, সে পীর কোকে শাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। তার জন্য আমার মনে ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।

আবদুল আজীজ বললেন, আমি তার সাথে আগমনকারী লম্বা ঢ্যাংঢেঙে লোক দুটিকে লক্ষ্য করছিলাম। পুলিশে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে একথা বলছিল যে, তারা চোর, ডাকাত ও নরহত্যাকারীও হতে পারে। এই ধরনের লোকদের ওপর নজর রাখার জন্য তোমার গ্রামের দায়িত্বশীল লোকদের বলে দেয়া উচিত ছিল। ওই দুজনের ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, ওরা, গাঁজা, আফিম, সিদ্ধি ইত্যাদির নেশাও করে থাকে। আমি সহসাই এই গ্রামের আশেপাশে কোনো অপরাধমূলক দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছি। এই পেশাদার অপরাধী ফকিরের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার।

তারা ভুট্টা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া পাকদণ্ডী ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ শোনা গেলো ঘোড়ার দ্রুত দৌড়ে আসার আওয়াজ। টাট্টু ঘোড়ার নাংগা পিঠে সওয়ার হয়ে জগজিত সিং আসছিল। সে পথে ইউসুফকে বললো, সাহেবজী! আপনি তো আমাকে কোনো হুকুম দিয়ে গেলেন না?

ইউসুফ আবদুল আজীজকে বললো, এ হচ্ছে সেই ছেলে যে জামগাছের পাতার মধ্যে লুকিয়ে অর্জুনসিং ডাকু ও তার সাথিদের কথাবার্তা শুনেছিল।

আবদুল আজীজ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি লেখাপড়া শুরু করেছো কি না?

জি হ্যাঁ, আমি নিয়মিত স্কুলে যাই।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, জগজিত! তুমি ওই পীরকে জানো যে কায়েম দীনের কাছে থাকে?

জী হ্যাঁ, তাকে আমি ভালো করেই জানি। আর তার দুই সাথিকেও জানি, যাদের



www.pathagar.com

মুখ থেকে শরাবের গন্ধ আসে। পীরজীকে আমি একদিন পণ্ডিত দীননাথের বৈঠক খানা থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছি। সেদিন তিনজন লোক তার সাথে ছিল। তাদের দুজনকে আপনারা আজ তার সাথে দেখেছেন। তৃতীয়জন ছিল একজন শিখ। সে মুখের ওপর নেকাব বেঁধে রেখেছিল। একদিন আমি সরদার বেলা সিংয়ের গ্রামের এক ব্যক্তি ভগবান সিং ও তার ভাই লক্ষণ সিংকে পীরের এক সঙ্গীর সাথে বসে থাকতে দেখেছিলাম। তার চোখটি ছিল একটু টেরা।

ইউসুফ বললো, আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তুমি হঠাৎ কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে। যাক ভালোই হলো তুমি এখানে দেখা করতে এসেছো। এখন তুমি ফিরে যাও এবং এই পীর ও তার সাথিদের সম্পর্কে যা কিছু শুনবে ও জানবে তা সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে জানাবে। কোনো বিশেষ কথা হলে নিজে আমার কাছে না এসে তোমার বাপকে পাঠিয়ে দেবে।

তারা নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি পেয়ারা বাগানে পৌছে কায়েম দীনকে আসতে দেখলো। ইউসুফ তাকে দেখতেই আবদুল আজীজের দিকে ফিরে বললো, চাচাজান! যখন আমি তার সাথে কথা বলবো, আপনারা বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। তিনি সাধারণ লেবাসে আপনাকে চিনতে পারবেন না। আবার চাচীজান সঙ্গে থাকার কারণে তাঁর চিন্তা কখনো ওদিকে যেতেই পারবে না। আমার মনে হয়, আমার আসার কথা শুনে সে সকালে আমাদের গ্রামে গিয়েছিল।

আবদুল আজীজ বললেন, দেখো বেটা! তুমি যে ব্যক্তির কোনো বড় অপরাধের সাক্ষী তার ব্যাপারে তোমাকে অতি সতর্ক থাকতে হবে।

চাচাজান! আপনি আমার চিন্তা করবেন না।

কায়েম দীনের কাছে পৌছে সে ঘোড়া থামালো। আবদুল আজীজ ও বিলকিস তাদের ঘোড়া দ্রুত করে দিল। কায়েম দীন পেরেশান হয়ে একবার সামনে এবং একবার পেছনে দেখতে লাগলো। ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম বলে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে বললো, আমি আপনার খবর নিতে গিয়েছিলাম।

কায়েম দীন বললো, আমি আপনার অবস্থা জানতে গিয়েছিলাম। গতকাল রাতে একজন আমাকে বলেছিল আপনি গ্রামে এসেছেন। আপনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

জী হ্যাঁ, আমি আপনাদের মশহুর পীর কোকে শাহ এবং তার সাথে আরো দুজন ভয়ংকর লোককে দেখলাম। ওরা কোথা থেকে এসেছে?

পীরজীর কাছে বহুদূর থেকে লোকেরা তাদের মুরাদ পূর্ণ করার জন্য আসে।

আমার ভয় হচ্ছে আপনি পীরজীর সাহায্যে লোকদের মুরাদ পূর্ণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই না কোনো বিপদে ফেঁসে যান। আজকাল জামানা হয়ে গেছে অত্যন্ত খারাপ।

আপনি আলেম বিবির সাথে দেখা করেননি?

উনিও বাইরে বের হয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের রুখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু



www.pathagar.com

মেহমানদের তাড়া ছিল তাই আমরা থামতে পারিনি।

আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সেই আপনাকে এ ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারতো যে, হাবেলীতে একমাত্র তাদেরকেই থাকার অনুমতি দেয়া হয় যাদের সততা সম্পর্কে আলেম বিবি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। আপনার মেহমানরা কারা?

এরা লাহোরের বাসিন্দা। খুব প্রভাবশালী খান্দানের লোক।

আমি গ্রামে আসছিলাম। এরাও ভ্রমণ করার বাহানায় আমার সাথে এসেছেন। আর বেগম সাহেবার পরদেশী গাছ দেখার খুব শখ ছিল।

জী, ধনীদের শখও হয় অদ্ভুত। আমরা পরদেশী গাছের কাছেই থাকি। অথচ আমি একটু নিকট থেকে পরদেশী গাছ দেখতে চাই, একথা আলেম বিবি কোনোদিন আমাকে বলেনি। সে চাইলে সকাল-সন্ধ্যা সেখানে যেতে পারে। চেরাগ বিবি একবার আমার সাথে সেপথ দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় সেও একবার গাছগুলির দিকে নজর উঠিয়ে দেখেনি।

ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিস ঘরে থাকে তার কদর কেউ করে না। আচ্ছা, আপনি আমাকে বলুন, যে ধরনের লোক আমরা আজ দেখেছি তেমনি আর কত লোক আপনাদের পীর সাহেবের কাছে আসা যাওয়া করে? তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি চুরি, ডাকাতি বা হত্যাকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে তাহলে আপনারা কিভাবে তাদেরকে উদ্ধার করবেন? তখন আপনাদের পীর সাহেবের কি অবস্থা হবে?

দেখুন ইউসুফ সাহেব! পীর-দরবেশদের কাছে সব ধরনের লোকরাই আসে। কিন্তু আজ থেকে আমাদের হাবেলীতে পীর সাহেবের যে মুরীদই অবস্থান করবে সে যে কোনো ভয়ংকর ও ক্ষতিকর লোক নয় সে ব্যাপারে আমি অবশ্যই খেয়াল রাখবো।

আচ্ছা, এখন আমি চলি। আমার সাথিরা এতক্ষণ গ্রামে পৌছে পেরেশান হয়ে গেছেন হয়তো।

ইউসুফ ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে পৌছে দেখলো আবদুল আজীজ ও বিলকিস ঘোড়া থেকে নেমে তার ইন্তিজার করছেন।

চৌকিদার পিরানদিতা ইউসুফের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো, সাহেব জী! আপনাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে সরদার বেলাসিং ঘুঘুর একটি টুকরী পৌছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন, ইন্সপেক্টর সাহেব ফিরে যাবার দু তিন দিন আগে যেন তাকে খবর দেয়া হয়। তিনি বড় একটি টুকরীতে ঘুঘু ভরে তাদের গাড়ির ওপর চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। বাহাদুর সিংও এসেছিলেন। তিনি আবার দু'টার সময় আসবেন বলে গেছেন। ইন্সপেক্টর সাহেব আপনার সাথে এসেছেন জেনে তিনি খুব খুশি। পরশু তার বোনের বিয়ে। ইন্সপেক্টর সাহেবকে ও আপনাকে সেদিন তার গ্রামে বিয়ের দাওয়াতে যেতে হবে বলে গেছেন।

আচ্ছা, তিনি এলেই আমাকে খবর দেবে।

দুপুরের খাবার ছিল পোলাও এবং ঘুঘুর গোশতের তরকারী। পোলাও-এর মধ্যেও



www.pathagar.com

ঘুঘুর গোশ্‌ত দেওয়া হয়েছিল। আবদুল আজীজ বললেন, ইউসুফ! এবার সরদার বেলা সিংয়ের কাছে মনে হয় ওজর পেশ করে দেয়া উচিত যে, ভাই আর নয়। এখন তো আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।

চাচাজান! ওজর তো আমি পেশ করবো। কিন্তু একটি বাড়াবাড়ি আপনাকে মেনে নিতেই হবে। তিনি এক টুকরী ঘুঘু আপনার গাড়ির মাথায় বসিয়ে লাহোরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার মনে আঘাত দিতে আমি পারবো না। আর একটি কথা জেনেছি। বাহাদুর সিং এখানে এসেছিল। আবার আসবে। পরশু তার বোনের বিয়ে। এ বিয়েতে আপনাকে তার বাড়িতে যেতে হবে। এক ঘন্টার জন্য হলেও যেতে হবে। সে ও তার আত্মীয়রা এজন্য খুব জিদ করবে। আমার বিশ্বাস, বাহাদুর সিংকে দেখার পর আপনি তার মনে আঘাত দিতে পারবেন না। তার গ্রামের পথ খুবই ভালো। আপনি এখান থেকে খাল পর্যন্ত যাবেন। তারপর খালের বাঁধের ওপর দিয়ে চার-পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করার পর তার গ্রামে পৌছে যাবেন। আব্বাজানও যদি আপনার সাথে যেতে পারেন তাহলে তারা আরো খুশি হবে।

গোলাম নবীর স্ত্রী বললো, ইউসুফ! তোমার চাচার কাছ থেকে সে বিশ দিন আগে এসে আমাদের দুজনের সেখানে যাবার ওয়াদা নিয়ে গেছে।

আবদুর রহীম বললেন, হ্যাঁ ভাই! তোমাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত। আবদুল আজীজ সাহেবের বেগম সাহেবার সাথে আমাদের বাড়ির কোনো মহিলারও যাওয়া উচিত। ইউসুফের দাদির সফর করার ক্ষমতা থাকলে আমি তাঁকে যেতে বলতাম।

চেরাগ বিবির ধারণা ছিল এ ব্যাপারে তাকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে। কিন্তু যখন আবদুর রহীমও তাকে কোনো গুরুত্ব দিলেন না তখন তিনি গভীরভাবে অনুভব করলেন, এখনো এ পরিবারে তিনি অপরিচিতই থেকে গেছেন। আলেম বিবির নসিহতগুলি তখন তার মনে পড়তে থাকলো। আবদুর রহীম ও আবদুল আজীজ খানা খাবার পর মসজিদে চলে গেলেন। আবদুর রহীম নামায পড়ার পর ঘরে চলে এলেন। আবদুল আজীজ ও ইউসুফ মেহমানখানায় বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাহাদুর সিং তার সাইকেল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। একটি গাছের গায়ে সেটিকে ঠেশ দিয়ে রেখে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলো। ইউসুফ কামরার বাইরে বের হয়ে এলো এবং বাহাদুর সিং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সে আবদুল আজীজকে স্যালুট দেবার পর বললো, চাচাজী! আপনারা আসায় খুব খুশি হয়েছি। আমি যখন শুনেছি আপনি ইউসুফের সাথে এসেছেন তখন আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যদি সারা মাসের বেতন আমার পকেটে থাকতো তাহলে খবরটা যে এনেছিল সবটাই তাকে দান করে দিতাম। কিন্তু তখন আমার পকেটে ছিল মাত্র একটি টাকা।

ইউসুফ বললো, এবং সেটাই তখন তুমি পীরানদিতাকে দিয়ে দিলে।

জি, নিশ্চয়ই পীরানদিতা তোমাকে বলেছে আমার খুশির বিশেষ কারণ কি ছিল।



www.pathagar.com

আবদুল আজীজ বললেন, তোমার বোনের বিয়ের খবর আমরা পেয়েছি। পরশু আমরা নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

চাচাজী! আমি জানি আপনার সময় কত মূল্যবান। আপনার সময় বাঁচাবার জন্য আমরা বরযাত্রীদের দ্রুত রুখসাত করার ব্যবস্থা করবো।

অত বেশি তাড়াহুড়া নেই আমাদের। ইউসুফের দোস্তের খুশিতে আমরা পূর্ণ অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবো। তবুও সন্ধ্যার আগেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।

জনাব! এতো হবে আপনাদের বড়ই মেহেরবানী। আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলার সময়ও পেয়ে যাবো। কারণ বরযাত্রীরা তিনটের মধ্যে ফিরে যাবে। আমি মনে করবো আমার বোন বড়ই সৌভাগ্যবতী, যার বিয়েতে এমন সব দেবতা সদৃশ ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেছিলেন।

ইউসুফ বললো, আচ্ছা ভাই! আমরা সেখানে গিয়ে তোমার সম্পর্কেও কোনো সুখবর শুনতে পাবো কিনা?

ইয়ার! ভগবানের দোহাই, চাচাজীর সামনে এমন কথা বলো না।

তাহলে এর মানে হচ্ছে, যা শুনেছি সব সত্য।

ইয়ার! আমি কিছুই জানিনা। একথা বলে বাহাদুর সিং চলে যেতে লাগলো।

ইউসুফ দরোজা পর্যন্ত তার পেছনে ধাওয়া করে বলতে থাকলো, আরে ভাই, আমার দিকে তাকাও।

বাহাদুর সিং ফিরে ইউসুফের দিকে তাকালো। সে তার উপরের ঠোঁট হাত দিয়ে ঢেকে রেখে দাঁত লুকাতে লাগলো।

আরে দোস্ত! সত্যিই তুমি কিছু জানোনা?

বাহাদুর সিংয়ের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার উপরের দাঁত বাইরে বের হয়ে এলো। ইউসুফ বললো, দোস্ত হাসলে তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। পথে বেলা সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো না। তাহলে তোমার অট্টহাসি শুনতাম।

ভাই সাহেব! যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তাহলে তুমি কিছু না কিছু জানবে। আর তুমি জিজ্ঞেস না করলে কে জিজ্ঞেস করবে?

ইউসুফ বললো,বাহাদুর সিং! তুমি আমার দোস্ত বলেই যে শুধু আমি জিজ্ঞেস করবো তাই না বরং অজিতকে আমি নিজের বোন মনে করি, এজন্যও জিজ্ঞেস করবো।

দোস্ত! এর মানে তাহলে এই দাঁড়ায়, আমার মতো সেও সৌভাগ্যবতী।

আচ্ছা, আমরা পরশু এগারোটার পরে যেকোনো সময় পৌঁছে যাবো। আমাদের জন্য সেখানে আর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

বর যাত্রীরা আম বাগানে খাট ও শতরঞ্জীর ওপর বসেছিল। একদিকে বিশ পঁচিশটা চেয়ার পাতা ছিল। সেখানে বসেছিল বর ও বর্ষীয়ান সম্মানিত লোকেরা। তাদের সাথে



www.pathagar.com

বসেছিল পুলিশের কয়েকজন অফিসারও। খালের পাড়ে একটি কার দেখা গেলো। তিন চারটি ক্ষেতের মধ্য দিয়ে রাস্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটি ধরে এগিয়ে ক্রমে গাড়িটি বাহাদুর সিংয়ের হাবেলীর সামনে থেমে গেলো। সেখানে গ্রামের মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল। তারা বিলকিস ও ইউসুফের চাচীকে গাড়ি থেকে বের হবার সাথে সাথেই নিজেদের ঘেরাও এর মধ্যে নিয়ে নিল। ইউসুফের চাচী বললেন,একটি জিনিস মোটরের মধ্যে রয়ে গেছে, আমাকে সেটি বের করে নিতে দাও।

ইউসুফ গাড়ীর দরোজা খুলে সেখান থেকে একটি গাঁঠরী বের করে দিয়ে বললো, চাচীজান! ওদেরকে বলে দেবেন, এর মধ্যে এক জোড়া আছে আমাদের তরফ থেকে এবং বেশি মূল্যবান দ্বিতীয় জোড়াটি দিয়েছেন ইন্সপেক্টর সাহেবের বেগম সাহেবা।

ইউসুফ, আবদুল আজীজ ও তার চাচা গোলাম নবী বাগানে পৌঁছতেই উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে স্বাগত জানাল। বাহাদুর সিং বরের সাথে বসা শ্বেতশ্মশ্রুধারী শিখকে আবদুল আজীজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, ইনি আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেব এবং ইন্সপেক্টর সাহেব! ইনি হচ্ছেন বরের পিতা সরদার জগত সিং।

আবদুল আজীজ জগজিত সিংয়ের সাথে মুসাফাহা করলেন এবং তারপর একের পর এক আরো কয়েকজনের সাথে মুসাফাহা শেষ করে দ্বিতীয় লাইনে সরদার বেলা সিংয়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে থাকলেন। বাহাদুর সিং এগিয়ে এসে বললো, চাচাজী! আপনাদের তিনজনকে সামনের দিকে যাবার জন্য বলা হচ্ছে। আপনারা বরের বাঁদিকে খালি চেয়ারগুলিতে গিয়ে বসুন।

সরদার জগত সিং কয়েক মুহূর্ত মনোযোগ সহকারে ইউসুফকে দেখতে থাকলেন তারপর উঠে ইউসুফের দুটি বাহু আঁকড়ে ধরে বললেন, আরে কাকাজী! তুমি আমাকে চিনতে পারোনি?

ইউসুফ তার সাথে কোলাকুলি করতে করতে বললো, সরদারজী! আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

বাহাদুর সিং জিজ্ঞেস করলো, সরদারজী! আপনি ইউসুফ সাহেবকে জানেন?

বেটা! আমি তাকে খুব ভালো করেই জানি। ওরই কারণে আমি মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমরা একটি দীর্ঘ সফরে সঙ্গী ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমরা সফরের অনেক কথা ভুলতে পারি কিন্তু একজন বাহাদুর সাথিকে কখনো ভুলতে পারি না। বেটা! শুনাও সেই ছোট্ট শাহজাদী ও তার নানীজীর অবস্থা এখন কেমন?

সরদারজী! তারা খুব ভালো আছে এবং আপনাকে ভোলেনি।

জগত সিং আবদুল আজীজকে সম্বোধন করে বললেন, ইন্সপেক্টর সাহেব! এ হচ্ছে এমন এক শেরদিল বেটা যার সাথে আমি ভয়াল তুফানের মধ্যে সিন্ধু নদী পার হয়েছিলাম। যখনই আমি বিশ মাইল চওড়া এলাকা নৌকায় সফর করার কথা চিন্তা করি তখনই আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। গরমে আমাদের দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে নিষ্ঠুর ও অভদ্র মাঝিরা আরোহীদের নৌকার ছাউনির মধ্যে ঢুকে বসে থাকতে বাধ্য করছিল। তারপর কোনো এক মাঝি গোস্তাখি করে বসলো। অমনি এই শেরদিল



www.pathagar.com

বেটা এক চড় মেরে তাকে নৌকা থেকে নিচে নিক্ষেপ করলো।

আবদুল আজীজ মুচকি হাসলেন এবং বললেন, সরদারজী! যে শাহজাদী সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন সে হচ্ছে আমার ভাতিজী এবং যার সাথে মাঝি গোস্তাখি করেছিল তিনি ছিলেন তার নানী। কিন্তু আপনি বাহাদুর সিংয়ের কাছ থেকে যখন শুনবেন এই শেরদিল বেটা তারপর এখানে পৌছে কি করেছিল তখন আরো বেশি খুশি হবেন।

জী, আমি অনেক কিছু শুনেছি! আর আপনি শুনে অবাক হবেন যখন ইউসুফ বলেছিল আমাদের গ্রাম ওমুক রেল স্টেশানের কাছে তখনই আমি বলেছিলাম তুমি আবদুর রহীমের ছেলে।

ইউসুফ বললো, সরদারজী! আমাদের এ দুলহা ভাই সেই ছেলেটি নয়তো যে আপনাকে নৌকায় করে পৌছে দিতে এসেছিল?

না বেটা! এ হচ্ছে তার ছোট ভাই বচন সিং। এরা আমার সাথে দরিয়ার কিনারে থাকে। ভগত সিংও দুমাসের ছুটি নিয়েছে। সে ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রামেই থাকবে। আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তোমাদের বাড়িতে তো সবসময় ভালো ঘোড়া থাকে। কোনোদিন ভ্রমনে বেরিয়ে চলে এসো। আমরা খুব খুশি হবো।

সরদারজী! আপনি আসুন না কখনো আমাদের গ্রামে।

বেটা! হয়তো আমিও কোনোদিন এসে যাবো। কিন্তু এখন একটু বুড়ো হয়ে গেছি তো। তাই চলাফেরা করতে ভয় পাই। তোমার পিতাজীকে আমার সালাম বলো। আমি এদিকে যখনই কোনো আত্মীয় বাড়িতে আসতাম তখনই তোমার দাদা চৌধুরী নূর মুহাম্মদকে সালাম করার জন্য অবশ্যই যেতাম। কেমন সব ভালো লোকগুলি চলে গেলেন এ দুনিয়া থেকে। এ বিষয়টি আমাকে বড়ই আনন্দিত করেছে যে, বাহাদুর সিং ও তার বাপ এই এলাকায় বন্ধুত্বের যোগ্য লোক বাছাই করতে ভুল করেনি।

বাহাদুর সিং বললো, এই খান্দানের সাথে সরদার বেলা সিংও গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ।

বেটা! আমি জানি। তোমার বাপের সাথে যখনই দেখা হয়, সে সবচেয়ে বেশি সরদার বেলা সিংয়ের কথা আলোচনা করে। সরদার বেলা সিংজী! যদি কোনোদিন শিকার করতে আমাদের গ্রামের দিকে এসে যায় তাহলে খুবই খুশি হবো। ভগত সিং বেটা! বাহাদুর সিং তো অবশ্যই আসবে কিন্তু তোমাকে তার বন্ধুর কাছ থেকেও এ ওয়াদা নেওয়া উচিত যে, সে আমাদের ভালোবাসার খাতিরে না হলেও অন্তত নিজের বোনের সাথে দেখা করার জন্যও যেন কখনো ওখানে আসে।

বাহাদুর সিং বললো, জী, যখন ইউসুফ সাহেব এই মর্মে পত্র পাবে যে, এক বোন তার জন্য বড়ই উদাস হয়ে পড়েছে তখন তিনি অবশ্যই আসবে।

বরযাত্রীরা খাবার জন্য উঠতে লাগলো। বাহাদুর সিং এসে ইউসুফদেরকে বললো, মুসলমান মেহমানদের খাবারের ব্যবস্থা আমাদের গ্রামের অভিজাত মুসলমান পরিবার মীরান বখ্শের ওখানে করা হয়েছে। কাজেই আপনারা এখানে বসে থাকেন। তাদের



www.pathagar.com

বাড়ির লোকেরা খাবার নিয়ে এখানে পৌঁছে যাবে।

ইউসুফ বললো, বাহাদুর সিং! আমরা এখানে পৌঁছতেই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, আমরা খাবার খেয়েই ঘর থেকে বের হয়েছি। এমন একটা সাদা কথা তুমি বুঝতে পারলে না কেন?

ভাই! বুঝতে না পারার কথা নয়। আমি একথা বাবাকেও বলেছিলাম। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমরা মুসলমান মেহমানদের খাবার ব্যবস্থা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার চৌধুরী মীরান বখ্শের বাড়িতে করে রেখেছি। মনে করেছিলাম সবাই দু এক লোক্মা খেয়ে নিলে আমাদের মর্যাদা রক্ষা হতো। আর যদি তা না হয় তাহলে অন্তত চা বা দুধের সাথে কিছু মিষ্টি তো তোমাদের অবশ্যই খেতে হবে।

আবদুল আজীজ বললেন, আমরা চা বা দুধ খেতে অস্বীকার করিনি। তবে চায়ের পরিবর্তে ঠাণ্ডা দুধই ভালো হবে। মিষ্টির প্রয়োজন নেই। যদি কেউ খেতে চায় খেতে পারে।

তাহলে আপনারা এখানেই বসুন এবং ইচ্ছামত ঠাণ্ডা দুধ পান করুন। কিছুক্ষণ পর আপনাদের জন্য চা-ও এসে যাবে।

ইউসুফ বললো, আরে ভাই! চা তো আমরা ঘরে গিয়েই পান করবো। তুমি কারো হাত দিয়ে ঠাণ্ডা দুধ পাঠিয়ে দাও এবং মেহমানদের প্রতি যত্ন নাও।

সাড়ে তিনটেয় বর-কনে রুখসাত হলো। ইউসুফ ও তার চাচা গোলাম নবী সম্মানিত মেহমানদের সাথে বাগানে বসে গেলো। ইউসুফ বাহাদুর সিংকে ডেকে একদিকে নিয়ে গেলো এবং তার কানে কানে বললো, বাহাদুর সিং! এখনো পর্যন্ত তোমার বাপ ও বেলা সিংয়ের সাথে কোনো কথা হয়েছে বলে কি তুমি জানো?

দোস্ত! মনে হয় আমার ভাগ্যটা এবার ভালো নয়।

সে আবার কেমন?

আরে দোস্ত! সে এখানে এসে গেছে।

কে?

জী! সে-ই অজিত কোর। আমরা তাদের সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। সরদার বেলা সিং ও অজিত কোর সকালেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু অজিতের মা কোনো কারণে আসতে পারেনি। তিনি আমার বোনের জন্য তোহফা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করি, এর মধ্যে দুর্ভাগ্যের কি দেখলে?

দুর্ভাগ্যের কথাটা হচ্ছে এই যে, অজিত কোরের উপস্থিতিতে তো আর বাগদানের কথাবার্তা চলতে পারে না।

কেন হতে পারবে না? বরং এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হতে পারে না।

দোস্ত, তুমি জানো না সরদার বেলা সিংয়ের সাথে কথা বলতে সবাই ভয় পায়।

আমি তো মনে করি, যে তার সাথে কথা বলবে সে তার শোকরগুজারী করবে। সে নিজে তো আর একথা বলতে পারে না যে, অজিত কোরের জন্য আমি বাহাদুর সিংকে পছন্দ করেছি।



www.pathagar.com

ইউসুফজী! তোমার কথা আলাদা। তুমি বলতে পারো কিন্তু আর কারোর বলার সাহস নেই।

দেখো বাহাদুর সিং! প্রথমে তোমার বাপের সাথে আমি একথা বলবো।

ইউসুফজী! এখনি কথা বলে নাও। আমি এখনি গিয়ে তাঁর কানে কানে বলে আসছি যে, তুমি তাঁর সাথে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাও।

এক মিনিট পরে বাহাদুর সিংয়ের পিতা দ্রুত পা ফেলে ইউসুফের নিকট চলে এলেন। ইউসুফ তাঁকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে লাগলো, সরদারজী! মাথার ওপর কোনো কাজ এসে পড়লে দেখা যায় আপনারা মহাচিন্তায় পড়ে গেছেন। অথচ সরদার বেলা সিংকে তার মেয়ের সম্বন্ধের জন্য কথা বলার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তাহলে আপনি এখনো কথাটা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন কেন?

আরে বেটা! আমার ভাবনার কারণটা এজন্য যে, সেও আমার মতই একজন আনাড়ি ও কর্কশ স্বভাবের লোক।

চাচাজী! তাঁর মনটা বড়ই পরিষ্কার। আসুন আমার সাথে। এখনি তাঁর সাথে কথা হয়ে যাক। একথা বলে ইউসুফ তাঁর হাত ধরে টেনে সরদার বেলা সিংয়ের কাছে হাজির হলো। বেলা সিংয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, চাচা বেলা সিং! সরদার সাহেব আপনার সাথে একটা জরুরী কথা বলতে চান।

বেলা সিং দ্রুত তাদের নিকট পৌঁছে গেলেন। ইউসুফ একদিকে সামান্য একটু হেঁটে গিয়ে বললো, সরদারজী! আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাহাদুর সিং আমার বন্ধু এবং অজিত কোরকে আমি নিজের বোন মনে করি। আপনাদের সন্তানদের সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত জরুরী আলোচনা আছে। কিন্তু এটি হতে পারছে না কেবলমাত্র এজন্য যে, আপনারা উভয়েই ভয় করেন যদি আমি আলোচনা শুরু করি তাহলে অন্যজন আমার মাথা ভেঙে ফেলবে। তাই আমাকে মাঝখানে আসতে হয়েছে। আমার আবেদন, আপনারা দুমিনিট নিজেদের মধ্যে নিশ্চিন্তে আলাপ করে নেবেন, যাতে মেহমানদের আমি বলতে পারি যে, চলে যাবার আগে আপনারা বাহাদুর সিং ও অজিত কোরের পিতা-মাতাকে তাদের নতুন সম্বন্ধের জন্য মুবারকবাদ দিয়ে যাবেন। আমার কাজ কেবল এতটুকুই ছিল। যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে আপনাদের উভয়ের কাছে মাফ চাচ্ছি। আর যদি আমি ভুল না করে থাকি তাহলে আপনারা এদের সবার সামনে গলাগলি করুন।

বেলা সিং বাহাদুর সিংয়ের পিতার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, সরদারজী! আমি তো মেয়ের বাপ কিন্তু আপনার জন্য কথা বলা তো কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না।

ভাই সাহেব! আমি যতটা আপনাকে ভালোবাসি ঠিক ততটাই ভয়ও করি। এখন আমরা অন্য কোনো কথা বলার আগে কেন একথাটা মেনে নেব না যে, আবদুর রহীমের বেটা আমাদের দু'জনের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান। আমরা অতি শীঘ্রই তোমাদের বাড়িতে



www.pathagar.com

যাবো।

চাচাজী! এ কাজ যদি পরশু সম্ভব হয় তাহলে আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে। আমার এই মেহমানও বাগদানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বাহাদুর সিংয়ের বাপ বললেন, ঠিক আছে। ইন্সপেক্টর সাহেবের কারণে আমরা পুলিশের আরো কয়েকজন অফিসারকেও দাওয়াত দিতে পারবো।

বেলা সিং বললেন, ইউসুফ! তোমার জন্য নিশ্চয়ই অজিত কোরকে ইন্সপেক্টর সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর সাথে গাড়িতে বসিয়ে বাসায় পৌঁছিয়ে দেয়া কঠিন হবে না। সে যে ঘোড়ার পিঠে এসেছিল তোমার চাচা তার পিঠে চড়ে চলে যাবেন।

ঠিক আছে আমি অজিত কোরকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবো।

ইউসুফ হাতের ইশারায় বাহাদুর সিংকে ডেকে বললো, দোস্ত! দৌড়ে গিয়ে কোনো মেয়েকে বলো সে যেন ইন্সপেক্টর সাহেবের বেগম এবং আমার চাচীকে গিয়ে বলে যে, মোটর যাবার জন্য তৈরি আছে এবং সরদার বেলা সিং বলেছেন যে, অজিত কোর ঘোড়ার পরিবর্তে আমাদের সাথে গাড়িতে করে বাড়ি যাবে।

বাহাদুর সিং বিস্ময় ও আনন্দ মিশ্রিত আবেগ সহকারে একবার ইউসুফ ও একবার বেলা সিংয়ের দিকে তাকাতে লাগলো। বেলা সিং বললো, যাও বেটা, দেরী করো না।

বেলা সিংয়ের মুখ থেকে বেটা সম্বোধন শুনে বাহাদুর সিং অনুভব করছিল তার জীবনে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছে। নিজের হাসি লুকিয়ে সে বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলো এবং সামনে গাছের ছায়ায় বসা মেয়েদের মধ্য থেকে এক পৌঢ়া ভদ্র মহিলাকে ডেকে বললো, মাসি! আমার একটি কথা শুনে যান।

ভদ্র মহিলা সামনে এলে সে তাকে বললো, মাসি! আপনি একটু ইন্সপেক্টর সাহেবের বেগম অথবা ইউসুফ সাহেবের চাচীর মধ্য থেকে কোনো একজনকে ডেকে দেবেন কি?

ঠিক আছে বেটা! আমি এখনই ডেকে আনছি। কিছুক্ষণ পরে ইউসুফের চাচী দরোজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাহাদুর সিং মাথা নীচু করে বললো, চাচীজান! ইন্সপেক্টর সাহেব তৈরি আছেন। আপনারা জলদি আসুন এবং সরদার বেলা সিংয়ের মেয়েকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। সেও গ্রাম পর্যন্ত আপনাদের সাথে যাবে। আর চাচা গোলাম নবী গাড়ির বদলে ঘোড়ায় চলে যাবেন। কিন্তু চাচীজান! আপনারা জলদি করবেন কিন্তু। তাঁরা ওদিকে দাঁড়িয়ে আপনাদের ইন্তিজার করছেন।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েরা গাড়িতে চড়তে লাগলো। বেলা সিং বললেন, বেটি অজিত! আমি তোমাদের পেছনে আসছি। তোমার মাকে বলো, সে যে কাজটি করতে বলেছিল সেটি হয়ে গেছে।

গাড়ি চলতে লাগলে ইউসুফ পেছনে না তাকিয়ে বিলকিসকে ইংরেজীতে কাজের ধরণ বুঝাতে লাগলো। সে বললো, আপনি আমার নাম না নিয়েও ঐ যুবতী মেয়েটিকে মুবারকবাদ দিতে পারেন এই মর্মে যে, তার বাগদানের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে এবং ঐ পক্ষ আগামী পরশু তাদের বাড়িতে আসবে। বিলকিস অজিত কোরের মাথার ওপর হাত রেখে বললেন, বেটি! তুমি কি জানো তোমার মা তোমার বাপকে আসার সময় কি



www.pathagar.com

কাজ করতে বলেছিলেন?

জ্বী, বাড়িতে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে একথাটা আমি আপনাকে জানাবো। হয়তো তিনি শহর থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

ইউসুফ বললো, অজিত কিছু জানলে এখানে আসতো না। আপনি তাকে নিজের মেয়ে মনে করুন এবং খোলাখুলি তার সাথে আলাপ করুন।

ভাইজান! কোনো ভালো কথা হলে আপনি নিজেই বলছেন না কেন।

আরে ভাই! কথাটাতো মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা তো বলা যায় না।

অজিত কোরের চেহারা অকস্মাত লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। সে দুহাতে নিজের চেহারা লুকাতে গিয়ে বললো, আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করছি না।

বিলকিস বললেন, আরে বেটি! কোনো ভালো কথা হলে আমি কমপক্ষে তোমাকে মুবারকবাদ তো দিতে পারতাম।

চাচীজান! আপনি যখন কথা বলেন আপনার মুখে যেন ফুলের পাপড়ি ছিটান। এ অবস্থায় আমি কেমন করে আপনাকে মানা করতে পারি। আপনি যা বলবেন তাতেই আমি আনন্দ অনুভব করবো।

বেটা ইউসুফ! শহরে পৌঁছে কোনো ভালো কাপড়ের দোকানের সামনে কিছুক্ষণের জন্য একটু গাড়ি থামিয়ে রেখো।

ইউসুফ কিছুক্ষণ পরে একটি দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দিল। তারা গাড়ি থেকে নামলো। বিলকিস বললেন, বেটি! আমি এখান থেকে কিছু কাপড় নিতে চাই। আমি চাচ্ছি তুমি কাপড়ের রং পছন্দ করে দেবে।

চাচীজান! আমার পছন্দের কোনো জিনিস আপনারও পছন্দ হবে, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে।

আরে বেটি! তুমি সাধারণ মেয়ে নও। যে চাদরগুলি তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেগুলি আমি বারবার খুলে দেখেছি। ফুল ও নকশার কারুকাজের জন্য তুমি যে রং পছন্দ করেছো তা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি।

ইউসুফকে দেখেই দোকানদার হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ইউসুফ তাকে বললো, শেঠ সাহেব! বেগম সাহেবা আমাদের মেহমান, তিনি কাপড় কিনতে চান, এমন কাপড় তাঁকে দেখান যা তিনি লাহোর গিয়েও কাউকে গর্বভরে দেখাতে পারেন।

বিলকিস বললেন, আমি রেশমের দুই জোড়া এবং এক জোড়া গরম পোশাক চাই। আপনার স্টকের সর্বোত্তম মানের কাপড়টিই দেখাবেন। আর এছাড়া একটি গরম চাদরও দেবেন। ইউসুফ! এখানে কোনো ভালো জুতার দোকান আছে?

দোকানদার বললো, এখান থেকে একটু সামনের দিকে গেলেই আপনারা জুতার দোকান পেয়ে যাবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা কাপড়ের গাঁঠরী গাড়িতে রেখে দিয়ে জুতার দোকানে পৌঁছে গেলেন। বিলকিস বললেন, অজিত বেটি! তুমি এখানে এক জোড়া ভালো জুতা পায়ে দিয়ে দেখাও তো। এসো আমি নিজে তোমার জন্য পছন্দ করে দিচ্ছি।



www.pathagar.com

তারা দোকানে ঢুকলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অজিত কোরের হাতে একজোড়া সোনালী জুতা সহ তাদের বের হয়ে আসতে দেখা গেলো। অজিত কোর গাড়িতে বসে বললো, চাচীজান! আমার পা একটু লম্বা, আপনি জুতা জোড়া পরে দেখুন এগুলি আবার আপনার পায়ে বেশি বড় না হয়ে যায়।

বেটি! যদি তুমি ভালো করে পরে দেখে নিয়ে থাকো তাহলে ঠিকই আছে। আমি যা কিছু এখান থেকে নিয়েছি সব তোমার জন্য। কেবল একটি জোড়া তোমার মায়ের জন্য।

চাচীজান! আমার জন্য এতগুলি জিনিস?

বেটি! সেই আসল কাজের জিনিস আমরা পেলাম না। কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছি। তাই এখান থেকে যা পাওয়া গেলো তাই নিয়ে নিলাম।

অজিত একটু চিন্তা করে বুলন্দ আওয়াজে বললো, ভাইজান! মেহমান এসব কিছু আমার জন্য কিনছেন একথা যদি আপনার জানা থেকে থাকে তাহলে আমাকে সবকিছু জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল।

ইউসুফ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো তারপর গাড়ি যখন রেল লাইন পার হয়ে পথের একদিকে মোড় নিল তখন বললো, অজিত গাড়ির মধ্যে বসে এসব কি শোরগোল করছো। এ মেহমানরা হচ্ছেন আমার চাচা ও চাচী। যদি তোমার বাগদানের দিন আমার মা জীবিত থাকতেন এবং তোমার জন্য তোহ্‌ফা আনতেন তাহলে কি তুমি তা নিতে অস্বীকার করতে?

ভাইজান! তিনি যদি মাটি দিয়ে আমার আঁচল ভরে দিতেন তাহলে আমি ভাবতাম সোনা দিয়ে ভরে দিয়েছেন।

আচ্ছা, তাহলে খামুশ থাকো এবং এধরনের সব ব্যাপারে বিলকিস চাচীকে আমার মায়ের জায়গায় মনে করবে।

অজিত কোর কাপড়ের গাঁঠরী দুহাতে উঠিয়ে তার ঠোঁটে ও চোখে ঘসলো। তারপর কান্না থামিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললো, চাচীজান! কেন জানিনা প্রথম দিন আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল ভাই ইউসুফের মা বুঝি আবার এ দুনিয়ায় চলে এসেছেন।

বেটি! নিজের মনোবল অটুট রাখার চেষ্টা করো। এখন আমি তোমাকে হাসিখুশি দেখতে চাই। কারণ পরশু আমরা তোমার বাগদানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসবো।

এত তাড়াতাড়ি চাচীজান?

হ্যাঁ, বেটি! আমরা আর বেশিদিন থাকতে পারবো না। তাই তোমার ভাই আমাদের উপস্থিতিতে এ শুভ কাজটা সম্পন্ন করার কথা চিন্তা করেছে।

অজিত কোর নীচু হয়ে বিলকিসের কোলে তার মাথাটা রাখলো এবং বিলকিস স্নেহভরে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলেন।

রাতে খাবার পরে আবদুর রহীম, তাঁর চাচা ও মেহমান বসে আলাপ করছিলেন। ইউসুফও সেখানে ছিল। আবদুর রহীম ইউসুফকে সম্বোধন করে বললেন, বেটা! গোলাম



www.pathagar.com

নবীর খবর নাও, সে ফিরে এসে ঘরে শুয়ে পড়লো না তো?

আব্বাজান! চাচাজী ফিরে এলে সোজা এখানে আসবেন। তবুও আমি খবর নিয়ে আসছি।

ইউসুফ উঠে চলে গেলো এবং একটু পরে ফিরে এসে বললো, আব্বাজান! উনি এখনো আসেননি। মনে হয় পথে কোথায় থেমে গেছেন। আমি নওকরকে বলে এসেছি, তিনি এসে গেলে সোজা যেন এখানে চলে আসেন।

আবদুর রহীমের বৃদ্ধ চাচা নিসার আহমদ বললেন, আবদুর রহীম! তুমি এখনো নিজের ভাইকে একটি বাচ্চা ছেলে মনে করো দেখতে পাচ্ছি।

চাচাজী! ছোট ভাই তো বাচ্চাই হয়ে থাকে।

আবদুল আজীজ বললেন, আরে ভাই! যদি আমি জানতাম আপনি এত বেশি পেরেশান হয়ে পড়বেন, তাহলে যে কোনোভাবেই হোক তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে আসতাম।

এমন সময় বাইরে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো। ইউসুফ বললো, আব্বাজান! ঐ চাচাজান এসে গেছেন।

পাঁচ মিনিট পরে গোলাম নবী আবদুর রহীমের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, ভাইজান! ফেরার পথে আমাকে বেলা সিংয়ের সাথে কিছুক্ষণ শহরে যেতে হয়েছিল। সেখানে সে হালুইকরের দোকানে মিঠাইয়ের অর্ডার দিয়েছিল।

এই রাতের বেলা তার মিঠাই তৈরির কি দরকার ছিল।

পরশু তার মেয়ের বাগদানের অনুষ্ঠানের জন্য এই মিঠাইয়ের প্রয়োজন। আগামীকাল সে আপনাকে দাওয়াত দেবার জন্য এখানে আসবে। আমাকে জোর তাকীদ দিয়েছে আমি যেন ভাইজানকে পরশু কোথাও যেতে না দেই। ইন্সপেক্টর সাহেব ও বেগম সাহেবাকে সেখানে সে নিজেই দাওয়াত দিয়েছে। তার বাড়িতে তাঁরা তোহ্ফাও রেখে এসেছেন, এতে সে বেজায় খুশি।

আবদুর রহীম বললেন, ইউসুফ! আমাদের পক্ষ থেকে একটি ভালো তোহ্ফা কেনার জন্য তোমাকে একটু শহরে যেতে হবে।

বহুত আচ্ছা! আব্বাজান! আমাদের শহরে যদি কোনো ভালো জিনিস না পাই, তাহলে চাচীজানকে সাথে নিয়ে আমি বাটালায় চলে যাবো।

## ৯

রাত এগারটার সময় বেলা সিংদের গ্রামের দিক থেকে লোকজনের চিৎকার এবং সাথে সাথে কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ আওয়াজও শোনা যেতে লাগলো। কখনো এই শোরগোলের মধ্যে মেয়েদের আহাজারি এবং একই সাথে মদ্যপদের প্রলাপ ধ্বনিও ভেসে আসছিল। চৌকিদার আওয়াজ দিল, লোকেরা জেগে ওঠো। বেলা সিংয়ের গ্রামে ডাকাত পড়েছে।



www.pathagar.com

ইউসুফ তার ঘোড়া নিয়ে গলির বাইরে চলে এলো। সেখানে দাঁড়িয়েছিল গ্রামের কিছু লোক। সে টর্চের আলো তাদের ওপর ফেলতে ফেলতে বললো, যার যার বন্দুক হাতে তুলে নিন। যাদের হাতে বন্দুক নেই তারা অন্য কোনো হাতিয়ার তুলে নিন। অন্ধকারে আপনাদের টর্চও কাজে লাগবে। অনতিবিলম্বে আমাদের সরদার বেলা সিংয়ের বাড়ির দিক থেকে তাদের গ্রামে ঢুকতে হবে। কাউকে পথে দেখলে তাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে টর্চের আলো ফেলে তাকে চিনে ফেলা। যদি কারো চেহারা নেকাব ঢাকা থাকে তাহলে আপনাদের কাজ হবে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘিরে ফেলা অথবা এমনভাবে আঘাত করা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। ভালু! তুমি সোজা থানায় চলে যাও। সেখানে ছোট বড় সব অফিসাররাই জানেন যে, ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ সাহেব আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছেন। কাজেই দারোগার কানে একথা পৌঁছাতে তোমাকে কোনো বেগ পেতে হবে না যে, বেলা সিংয়ের গ্রামে কোনো বড় রকমের অঘটন ঘটে চলছে।

ইউসুফ বারোজনের একটি দল নিয়ে এগিয়ে চললো। তারা ঝিল থেকে কিছু দূরে ঘন গাছপালার কাছে পৌঁছে যাবার পর ইউসুফ বললো, এখান থেকে ঘোড়া আর সামনে যেতে পারবে না, কাজেই আমি গাছগাছালির বাইরে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং তোমরা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চলো।

হঠাৎ একটি গাছের আড়ালে টর্চের আলো দেখা গেলো এবং সাথে সাথেই একটি হৃদয়বিদারক আওয়াজ শোনা গেলো, ইউসুফ ভাই! আমি অজিত কোর। সামনে গিয়ে দেখুন, আমাদের বাড়িতে লাশ ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। বাবা বিছানায় শায়িত অবস্থায় আমাকে ডেকে বলেছিলেন, বেটি! আমার খুব পিপাসা লেগেছে। কূয়া থেকে তাজা পানি এনে আমাকে পান করাও। আমি বাইরের হাবেলীতে গিয়ে কূয়ার পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে বালতি নামিয়ে পানি তুলছিলাম। সহসা আমি ওদেরকে এই ছাদের পেছনে নামতে দেখলাম। এ ছাদটি ভগবান সিংয়ের বাড়ির ছাদের গায়ে লেগে আছে। তারপর আমি দেখলাম, কয়েকজন লোক দেয়াল টপকে আমাদের বাড়ির ভেতরে লাফিয়ে পড়ছে। বাইরের হাবেলীতে বুড্ডা সিং ও গংগা সিং ঘুমাচ্ছিল। আমি প্রথমে বাইরের হাবেলী ও বাড়ির মাঝখানের দরজাটিতে শিকল লাগিয়ে দিলাম এবং তারপর বুড্ডা সিং ও গংগা সিংকে জাগালাম। গংগা সিং বললো, তুমি পেছনের বাড়ির ছাদ থেকে যাদেরকে আমাদের ছাদে নামতে দেখেছো তারা ভগবান সিং ও তার সাথিরা ছাড়া আর কেউই হতে পারে না। যদি বাইর থেকেও কিছু লোক পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে থাকে তাহলে তাদের মোকাবিলা করার জন্য আমি আমার সবকটি কুকুরের গলার শেকল খুলে দেয়া ছাড়া আর এখন কোনো পথ দেখছি না। এখানে যতগুলি কুকুর ছিল সবই সরদারজী বাইরের হাবেলীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা কত বড় জুলুম! আমি আওয়াজ দিয়ে পিতাজীকে সাবধান করে দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এমন সময় ভেতর থেকে মাতাজীর চিৎকার শুনলাম। সাথে সাথেই আমার মনে হলো পিতাজীকে ওরা মেরে ফেলে দিয়েছে। ওরা যেন কাকে লাঠি পেটা করছিল আর সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার



www.pathagar.com

দিচ্ছিল। বুড্ডা সিং দেউড়ির ছাদে উঠে চিৎকার দিয়ে গ্রামবাসীদের ডাকতে লাগলো। গংগা সিং আমাকে ধরে বাইরে এনে বললো, অজিত বেটি! তুমি হাবেলীর বাইরে কাঠের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারো। আমি কুকুরের গলার শেকল খুলতে এবং নিজেদের অন্যান্য লোকদের জাগাতে চলে যাচ্ছি।

আমি কাঠের স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করতে করতে বাড়ির চারপাশে পৌঁছে গেলো। কয়েকজন লোক ছাদে উঠে চিৎকার করতে করতে বুড্ডা সিংকে লাঠি পেটা করছিল। তাদের মধ্যে ভগবান সিংয়ের গলা ছিল সবার ওপরে। তারা শরাবের নেশায় মত্ত ছিল। তারা চিৎকার দিয়ে বলছিল, বেলা সিংয়ের মেয়ের সন্ধান করো। তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কুকুরের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে উন্মত্ত পাশব লীলায় যারা মত্ত ছিল তারা এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। গ্রামের কিছু লোক বাইরে বের হয়ে পড়েছিল। তখনো ভগবান সিংয়ের ছোট ভাই কাহার সিং পিতাজির ওপর লাঠি বর্ষণ করে চলছিল। কুকুর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে মাটিতে পড়ে গেলো। সাথে সাথেই একটি কুকুর তার গলা কামড়ে ধরলো। তাদের মধ্যে ছয় সাত জন খৃষ্টানও ছিল। গ্রামের লোকেরা কেউ তাকে কুকুরের খপ্পর থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলো না। আমাদের চারটি কুকুর আমি যে কাঠের স্তূপের মধ্যে লুকিয়েছিলাম সেখানে এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। ভগবান সিং তার সাথিদের গালাগালি করতে করতে সামনে এগিয়ে এসে বললো, বদমাশের দল! এদিকে এসে দেখো, এখানে কেউ লুকিয়ে আছে। সে এগিয়ে এসে কাঠের স্তূপের ওপর একজায়গায় বর্শা মারলো। তখনই কুকুরগুলি একসাথে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভগবান সিং চিৎকার দিতে দিতে পালাতে লাগলো। সে ঝিলের পানিতে লাফিয়ে পড়লো। কুকুররা তার পিছু ছাড়লো না। কিন্তু সে গভীর পানিতে পৌঁছে যাবার পর কুকুরগুলি ফিরে এলো। ফলে ভগবান সিং সাঁতরে ঝিল পার হয়ে অন্যদিকে উঠে গায়েব হয়ে গেছে। ইউসুফ ভাই! এসব কিছু দেখার পরও আমি বেঁচে আছি। হয়তো বেঁচে আছি এজন্য যে, এতিম বোনের মাথার ওপর হাত রাখার মতো ভাই এখনো বেঁচে আছে। আমি আপনার কাছে যাচ্ছি শুনে এই খৃষ্টান প্রতিবেশিটি আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য সাথে এসেছে।

একজন খৃষ্টান এগিয়ে এসে বললো, মিয়াজী! সরদার বেলা সিং আমাদের প্রতি বড়ই কৃপাশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন গরীবের বাপ।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, যারা বাইরে থেকে এসেছিল তোমাদের কেউ কি তাদের কাউকে চিনতে পেরেছে?

জী না, সরদার বেলা সিংয়েরও কোনো দুশমন থাকতে পারে বলে আমরা ভাবতেও পারি না। ভগবাম সিংয়ের সাথে তাঁর বনিবনা হতো না। এর কারণ ছিল এই যে, এ গ্রামে সরদার বেলা সিংয়ের জমিজমা ছিল সবার চেয়ে বেশি এবং ভগবান সিং দীর্ঘদিন থেকে অনুভব করছিল যে, অনেক বেশি দর হেঁকেও সে তাঁর জমি কিনতে পারছিল না। ভগবান সিংয়ের গায়ে সেদিনই আগুন লেগে গিয়েছিল যেদিন বেলা সিং তার দাদার



www.pathagar.com

আমলের পুরাতন নওকরকে নিজের একটি ক্ষেত বিনামূল্যে দান করেছিলেন। এই দুশমনির ব্যাপারে শেঠ দীননাথেরও হাত ছিল। কাহার সিং মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, খারাপের ফল ভালো হয় না। যখন এরা দুভাই গ্রেফতার হয়ে যাবে তখন এদের সংগী সাথিদেরও খোঁজ পাওয়া যাবে।

ইউসুফ অজিত কোরের মাথায় দুহাত রেখে বললো, আমার বোন! তোমার জখমের গায় লাগাবার মতো মলম কোনো মানুষের কাছে নেই। আমরা কেবলমাত্র এই দোয়া করতে পারি, আল্লাহ্ তোমাকে এই শোক বরদাশ্‌ত করার হিম্মত দান করুন। তোমার পিতা-মাতার রক্ত বৃথা যাবে না, এতটুকু নিশ্চয়তা আমি তোমাকে দিতে পারি। তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে আল্লাহ্‌র জমিন ঐ জালেমদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এখন তুমি ঐ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে যাও। দুজন লোক তোমার সাথে যাবে। আমাকে এখানে পুলিশের অপেক্ষা করতে হবে এবং এছাড়া আরো একটি কাজও করতে হবে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে যদি আমি শুনি, আমার বোন খুবই সাহসী তাহলে আমি খুশি হবো।

অজিত কোর কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। দুজন লোক তার সাথে চলতে লাগলো। কিছুদূর চলার পর অজিত কোর পেছন ফিরে বললো, ভাইজান! আমাদের দুটি ঘোড়াই বাড়ির মধ্যে বাঁধা রয়েছে। প্রয়োজন হলে আপনি সে দুটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনার এ ঘোড়াও দ্রুত ফিরে আসছে।

ঠিক আছে অজিত, তুমি চলে যাও।

ইউসুফ তারপর পিরানদিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, পিরানদিতা! তুমি এই গ্রামের লোকদের সাথে চলে যাও এবং বেলা সিংয়ের হাবেলী থেকে ছোট ঘোড়াটা নিয়ে এখনি মিয়া আবদুল করিমের গ্রামে পৌছে যাও। সেখানে হরদয়াল সিংয়ের ছেলে জগজিত সিংকে তোমার পেছনে বসিয়ে এখানে নিয়ে এসো। তোমাকে সোজা হরদয়াল সিংয়ের বাড়িতে যেতে হবে। তুমি কিজন্য এসেছো তা যেন কেউ ঘূর্নাক্ষরেও জানতে না পারে। হরদয়াল সিংকে তাকিদ দিয়ে বলে আসবে তিনি যেন পীর কোকে শাহ এবং তার দুই মুরীদের প্রতি নজর রাখেন এবং এই সঙ্গে তার কাছ থেকে একথা জেনে আসবে যে, বিগত আট প্রহরে তারা কত ঘন্টা হাবেলীর মধ্যে অবস্থান করেছে এবং কত ঘন্টা বাইরে ছিল। যদি হরদয়াল সিং হাবেলীতে না থাকেন তাহলে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাবে। গংগাসিং কোথায়?

এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে বললো, জী, আমি এখানে।

ইউসুফ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে। কিন্তু তার আগে ভগবান সিং ও তার সাথিদের গ্রেফতার করে ফেলা দরকার। তোমরা কুকুর নিয়ে বের হয়ে পড়ো। আমার সব লোকেরাই তোমার সাথে থাকবে। এখান থেকেও যারা তোমার সাথে যেতে চায় তাদের ডেকে আনো। শরাবের নেশায় বিভোর হত্যাকারীরা বেশীদূর যেতে পারবে না।

জনাব তারা ঝিলের পারে কোথাও পড়ে আছে হয়তো। কুকুর তাদেরকে শিগগির



www.pathagar.com

খুঁজে বের করে ফেলবে।

কুকুরগুলি অন্য লোকদেরও তাড়া করেছিল। যদি তাদের কারোর কাপড়ের টুকরা পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে তাকেও ধরা সহজ হবে।

একথা আমিও জানতাম, ভগবান সিংয়ের সাথে বেলা সিংয়ের বনিবনা ছিল না। কিন্তু ভগবান সিং এতটা হিংস্র হয়ে উঠবে একথা কেউ ভাবতেও পারে না। অজিত কোর বলেছে, ওরা নাকি ঘরের কোনো জিনিসও নিয়ে যায়নি।

গংগা সিং বললো, ভগবান সিং ও তার ভাই হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং আমার স্থির বিশ্বাস তাদের সাথে চোরও ছিল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলে বিবি অজিত কোর তার বাবা-মার রক্ত দেখে বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। যে কুকুরটি কাহার সিংয়ের গলা কামড়ে ধরে রেখেছিল তাকে আমি অতি কষ্টে ছাড়িয়ে এনেছিলাম। টর্চের আলোয় আমি কেবল কাউকে মূল্যবান জিনিসপত্রে ভরা বড় সিন্দুকটার তালা ভাঙতে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার যেন মনে হচ্ছে অজিত কোরের মায়ের গলায় সোনার নেকলেস ও হাতে রুলি ছিল না। কিন্তু আমরা অতিদ্রুত বাইরে বের হয়ে এসেছিলাম। তাই নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলতে পারছি না।

ইউসুফ বললো, আমার মতে তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাফিরা কর'র চাইতে বরং ঘ্রাণ শক্তি সম্পন্ন কুকুরের পেছনে পেছনে থাকো। এভাবে চোরের সন্ধান পেতে পারো। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, আশেপাশের ক্ষেতে ভগবান সিংয়ের সন্ধান করবে খুব ভালো করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা সরদার বেলা সিংয়ের দুর্দশাগ্রস্ত বাড়িতে পাহারা দিতে চাও তারা আমার সাথে এসো।

আধঘন্টা পরে কারের হর্ণ শোনা গেলো। ইউসুফ বাইরে বের হয়ে এলো। ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ কার চালাচ্ছিলেন। ইউসুফদের বাড়ির পাঁচজন সশস্ত্র বন্দুকধারী তাঁর সঙ্গে ছিল। ইউসুফ বাইরে বের হয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা করলো এবং বললো, চাচাজী! আমি গ্রাম থেকে বের হতেই ভাল্লুকে থানায় পাঠিয়েছি এবং সেখানে আপনার কথা বলার জন্যও তাকে বলে দিয়েছি। সাধারণত এতক্ষণে পুলিশের এসে যাওয়া উচিত ছিল।

বেটা! সাধারণত পুলিশ ঠিক সময়ে উপস্থিত হয় না। যদি এখানে তোমার বিশেষ কোনো কাজ না থাকে তাহলে আমার সাথে থানায় চলো।

চাচাজান! আমি আশা করছি পুলিশ আসতে আসতেই আমরা ঘাতকদের পালের গোদাকে গ্রেফতার করে ফেলতে পারবো এবং সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বাইরের কয়েকজন সাহায্যকারীর সন্ধান পেয়ে যাবো।

আবদুল আজীজ বললেন, আমরা সেই মেয়েটির মুখ থেকে অনেক হৃদয় বিদারক কথা শুনেছি। আমার মনে হয়, থানা ইনচার্জের সাথে দেখা করার পর আমি জেলা হেড কোয়ার্টার থেকে একবার ঘুরে আসবো। আমরা চলে যাবার পর পিরানদিতা তোমাদের ঘোড়া ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু দিনের আলো ফুটে বের হবার আগে তোমার এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। আমি তোমাদের লোকদেরকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

ইউসুফ বুলন্দ আওয়াজে বললো, পিরানদিতা! তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে থানায়



www.pathagar.com

পৌঁছে যাও। আমি ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে আসছি।

বেটা! তোমার আসার দরকার কি?

চাচাজান! এর কারণ হচ্ছে, আমি এখন সেখানে আপনার একাকী যাওয়া পছন্দ করছি না। আমি গাড়ি চালাচ্ছি, আপনি নিজের রিভলবার নিয়ে বসে থাকুন।

এক মিনিট পরে গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতবেগে শহর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছিল। ইউসুফ বলছিল, চাচাজান! এ কেসটি যতই হৃদয় বিদারক ততই এর তদন্তও হবে চমকপ্রদ।

আবদুল আজীজ জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! তোমার মনে কোনো চিন্তা জাগছে কি?

জী হ্যাঁ, কিছু চিন্তা আমার মনে জাগছে। সকাল পর্যন্ত আমি আপনাকে জানাতে পারবো আমার কোন কোন সন্দেহ কতটুকু সঠিক এবং কতটুকু অমূলক ছিল।

আবদুল আজীজ একটু চিন্তা করে বললেন, বেটা! আমি মনে করছি আমার ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে না। আমি থানার টেলিফোনে হেড কোয়ার্টারের কোনো দায়িত্বশীল অফিসারের সাথে কথা বলে নেবো এবং তারপর তোমার সাথেই ফিরে আসবো।

চাচাজী! থানায় পৌঁছে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। বাহাদুর সিং ও তার আত্মীয়দেরকে এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানাতে হবে যে, অজিত আমাদের বাড়িতে নিরাপদ আছে। কিন্তু বেলা সিংয়ের বাড়ি জনহীন থাকলে চলবে না। দারোগাকে বলে বাহাদুর সিংয়ের কাছে কাউকে পাঠিয়ে দিন।

আমি ভাবছি, এ হিন্দু দারোগা বংশী দাস নতুন এসেছে এবং দীননাথের মতো লোক যদি এই হত্যাকান্ডে জড়িত বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সে ইনসাফের দাবী পূর্ণ করতে পারবে না। এ এলাকায় সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট সংকীর্ণমনা হিন্দুদের চাপের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকার জন্য উন্নত পর্যায়ের চারিত্রিক শক্তি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন।

আমি থানায় গিয়ে খবর নিচ্ছি। কোনো পরিচিত ডি. এস. পি. অথবা এস.পি'র সাথে আমার কথা হতে পারে। এ নতুন দারোগা চেহারা সুরাতে কোনো ভালো ঘরানার বলে মনে হয়, এ ব্যাপারে তোমার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। আমি এও আশা করছি, সে নিশ্চয়ই এতটুকু জেনে থাকবে যে, যদি সে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করে তাহলে তার প্রভাব কেবলমাত্র এ থানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

তাদের গাড়ি থানার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলে তারা দেখলো প্রেম সিং ও কয়েকজন সিপাহী পুলিশের পোশাক পরে রাইফেল হাতে নিয়ে ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ গাড়ি থেকে বের হতেই প্রেম সিং এগিয়ে এসে তাঁকে স্যালুট করলো।

ইন্সপেক্টর বললেন, ভাই! তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছো। ফোনের সাহায্যে জেলা হেড কোয়ার্টারে কোনো বড় অফিসারকে বেলা সিংয়ের হত্যার খবর জানিয়ে দেয়া হয়েছে কি?

প্রেম সিং বললো, জি, আমরা তো ভাল্লুর এখানে পৌঁছার সাথে সাথেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। এখন দারোগা সাহেবের অপেক্ষায় আছি। তিনি এসে প্রথমে ইন্সপেক্টর



www.pathagar.com

অথবা ডি.এস.পি. সাহেবকে ফোন করবেন এবং তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ডি.এস.পি কে?

জি, তিনি হচ্ছেন সরদার বচন সিং এবং তিনি আপনাকে খুব ভালো করেই জানেন।

হ্যাঁ, তিনি একজন ভালো অফিসার এবং আমার সাথে কাজও করেছেন।

প্রেম সিং বললো, মহারাজ! আমি দারোগা বাবুকে আপনার আগমন সংবাদ জানিয়ে আসি?

তুমি দুটি কাজ করো। এক, বাহাদুর সিংয়ের গ্রামে কোনো সাইকেলধারীকে পাঠিয়ে দাও। সে তাকে বা তার বাপকে এ খবর জানিয়ে দেবে যে, বেলা সিং নিহত হয়েছে এবং আমার ও ইউসুফের মত হচ্ছে, সে সোজা সেখানে যাওয়ার পরিবর্তে প্রথমে আমাদের গ্রামে আসবে। আমরা বেলা সিংয়ের মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। দুই, দারোগা বাবু যদি গভীর নিদ্রায় মগ্ন না থাকেন তাহলে তাঁকে আমার আসার খবর পৌঁছে দাও।

প্রেম সিং বললো, মহারাজ! এখানে দুজনের সাইকেল আছে। তাদের কাউকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আরে ভাই, একজনের জায়গায় দুজনকে পাঠানো ভালো হবে। আর হ্যাঁ, ওদেরকে বলে দাও ওরা যেন এই সঙ্গে সরদার বেলা সিংয়ের স্ত্রী ও তার নওকর বুড্ডা সিংয়ের হত্যার খবরও তাদেরকে জানিয়ে দেয়। এর ফলে তারা অবস্থার নাজুকতা অনুভব করে সরদার বেলা সিংয়ের গৃহে লোকজনের সমাগম করার কথা ভাবতে পারবে। তাদের কিছু আত্মীয় স্বজনকে সেখানে পাঠাতে পারবে।

ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজের আগমনের সংবাদ পেতেই দারোগা সাহেব হাজির হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, জনাব! আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। আমিও মনে করছিলাম এখান থেকে বেলা সিংয়ের গ্রামে যাবার আগে আপনাকে সালাম করে যাবো।

ভাই! আমি তো চাচ্ছিলাম, সোজা ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার যাবো। কিন্তু তারপর ভাবলাম এখান থেকে হেড কোয়ার্টারে ফোন করে দেই, হয়তো কোনো চেনাজানা অফিসারের পাত্তা পেয়ে যাবো।

বংশীদাস বললো, জনাব! আপনার লোক এসে যখন আমাকে জানিয়েছিল আপনি বেলা সিংয়ের গ্রামের পাশে এক গ্রামে অবস্থান করছেন তখনই ডি.এস.পি বচন সিং সাহেবের সাথে ফোনে আলাপকালে আমি তাঁকে আপনার কথা বলেছিলাম। তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর ওখানে যে প্রথমে যাবে সে যেন তাঁর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেয়। আমি সকালে প্রথমে তাঁর সাথে দেখা করে তারপর তোমাদের ওখানে যাবো। তোমরা থানায় আমার ইন্তিজার করবে।' এ.এস.আই. প্রেম সিং সকাল হতেই অকুস্থলে পৌঁছে যাবে। তবে আপনি জরুরী মনে করলে তাকে এখনিই পাঠিয়ে দিতে পারি।

আরে ভাই! কয়েকজন কনস্টেবলসহ কিছুক্ষণের মধ্যে সে সেখানে পৌঁছে গেলে



www.pathagar.com

ভালো হয়। কারণ জরুরী ভিত্তিতে লাশগুলি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাতে হবে। এ কাজের জন্য একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ট্রাক বেলা সিংয়ের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে। সেখানে লাশগুলি পড়ে আছে। হত্যাকারীদের মধ্যে যারা শরাবের নেশায় মাতাল হয়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীরা সকাল পর্যন্ত তাদেরকে ধরে ফেলবে। ইউসুফ সাহেবকে এখনি যেতে হবে। কারণ তাকে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির পিছু নিতে হবে। কাজেই আমাদের অনুমতি দিন।

ইউসুফ পিরানদিতাকে আওয়াজ দিল। সে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে তখনি এসে গেলো। ইউসুফ বললো, পিরানদিতা! তুমি ঘোড়া নিয়ে সোজা গ্রামে চলে যাও। তারপর নিজের বাড়িতে গিয়ে আরাম করো। আমরা ফিরে যাচ্ছি।

আধ ঘন্টা পরে ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজকে নিয়ে ইউসুফ যখন বেলা সিংয়ের বাড়িতে পৌছুলো তখন সেখানে নারী-পুরুষের বিরাট ভীড় জমে উঠেছিল। তাদের মাঝখানে খালি জায়গায় শুয়েছিল ভগবান সিং এবং সেখান থেকে তিন মাইল দূরের গ্রামের তার মামাত ভাই হরদীপ সিং। কুকুরগুলি তাদের চারপাশে বসেছিল।

গাড়ির আলো দেখে লোকেরা দূরে দূরে সরে গেলো। গংগা সিং সামনে এগিয়ে এসে জানালো, আপনাদের চলে যাওয়ার পরপরই কুকুরগুলি এদেরকে এখান থেকে কিছু দূরে তামাকের ক্ষেতের মধ্যে ধরে ফেলেছিল। এরা দুজন শরাবের নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিল। কাহার সিং এখানেই ভেতরে পড়ে আছে। শহরে যাওয়ার পথে ঝিলের কিনারে একজনের একপাটি জুতা পাওয়া গেছে। আশা করা যায় সকাল হবার পরই আমরা তাকে খুঁজে বের করে ফেলবো।

ইউসুফ বললো, যদি তোমরা তাকে খুঁজে আনতে ব্যর্থ হও তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এখানকার এই বেহুশ মাতালদের মধ্য থেকে প্রথমেই যার হুশ ফিরে আসবে পুলিশ তার মুখ থেকে কথা বের করে ফেলবে এবং ঐ জুতার মালিকের সন্ধান পাওয়া যাবে। এখন আমি আমাদের গ্রামে চলে যাচ্ছি। তোমাদের খুবই হুশিয়ার থাকতে হবে। অপরাধীদের সন্ধানের কাজটাও জারী রাখতে হবে। আমি গ্রামে গিয়ে আরো কিছু লোককে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পরের দিন সকালে নিহতদের লাশগুলি একটি ট্রাকে করে জেলা সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বেলা সিংয়ের বাড়ির বাইরে শিশু গাছগুলির ছায়াতলে এলাকার বিশিষ্ট লোকেরা বসেছিল। এ শিশু গাছগুলির সারি ছড়িয়ে ছিল বেলা সিংয়ের বাড়ির উত্তর দিক থেকে নিয়ে ঝিলের দক্ষিণ পূর্ব কিনারা পর্যন্ত। সেখানে ঘন ছায়ার মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ দলবল নিয়ে বসেছিল। একদিক থেকে ইউসুফ, তার পিতা, গেলাম নবী ও তার খান্দানের আরো কয়েকজনকে এবং অন্যদিক থেকে বাহাদুর সিং, তার পিতা ও তাদের কয়েকজন আত্মীয়কে আসতে দেখা গেলো। তাদের পেছনে পেছনে আসছিলেন হরদয়াল সিং ও জগজিত সিংয়ের সাথে কথা বলতে বলতে আব্দুল আজীজ। বাহাদুর সিংয়ের সাথে কোলাকুলি করে এ.এস.আই. তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু



www.pathagar.com

সে কেঁদেই চলছিল। আবদুল আজীজ সামনে পৌঁছে গেলে প্রেম সিং ও সিপাহীরা তাকে স্যালুট দিল। তাঁকে একটি প্রশস্ত চারপাইয়ের ওপর বসানো হলো। আবদুল আজীজ ইউসুফকে সম্বোধন করে বললেন, বেটা! পীর কোকে শাহ সম্পর্কিত তোমার প্রত্যেকটি কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। জগজিত আমাকে জানিয়েছে, তারা তিনজন গতকাল সকালে উঠেই হাবেলীর বাইরে চলে গিয়েছিল। দীননাথের বাড়ি পর্যন্ত জগজিত তাদের পিছু নিয়েছিল। প্রায় আধঘন্টা পর্যন্ত তারা দীননাথের বাড়িতে ছিল। সেখান থেকে বের হয়ে কোকে শাহ গ্রামের সরু পথ ধরে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। তার সঙ্গী দুজন কিছুক্ষণ পারম হালওয়াইর দোকানে বসেছিল। সেখানে তারা মিষ্টিও কেনে তারপর উঠে শহরের দিকে চলে যায়। যেহেতু জগজিতের ধারণা মতে এখান থেকে তার এলাকা শেষ হয়ে যায় তাই সে সেখান থেকে আর এগিয়ে যায়নি, ফিরে এসেছে। পথে পরদেশী গাছগুলোর কাছে বিলে গ্রামের ছেলেদের সাথে মাছ ধরতে নেমে পড়েছিল সে। এক ঘন্টা পরে হঠাৎ সে দেখলো কোকে শাহের দুই চেলা, যাদের সে সময় শহরে থাকার কথা, তারা পরদেশী গাছগুলোর দিকে যাওয়ার পথটির ওপর দাঁড়িয়ে কোকে শাহের সাথে কথা বলছে। নিকট থেকে তাদের কথা শোনার জন্য সে বিল থেকে বের হয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সে জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলো যেখানে তারা কথা বলছিল। কিন্তু ততক্ষণে তারা সেখান থেকে এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখান থেকে লুকিয়ে তাদের কথাবার্তা শোনার কোনো উপায় ছিল না। তখন তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল বেলা সিংয়ের গ্রামের দিকে। জগজিত একথাও বলেছে যে, তাদের সাথে আরো যে তিনজন লোক যোগ দিয়েছিল তাদের একজন ছিল ভগবান সিং। তাকে সে ভালো করেই চেনে। ইউসুফ! আমি ভাবছি তুমি যদি কাল সারাদিন তোমার নিজের গ্রামে থাকতে তাহলে সম্ভবত এত বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো না। এই ছেলের দৌড়াদৌড়ি থেকে তুমি অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারতে। হর দয়াল সিংও তার বেশির ভাগ কথা সত্য বলে মনে করছে। আমার মতে এখন একটাই কাজ রয়ে গেছে আর সেটি হচ্ছে, একজন পুলিশ কনস্টেবল পাঠিয়ে কায়েম দীনকে এখানে ডেকে আনিতে হবে। এখানকার পরিবেশ দেখতেই তার মুখ থেকে অনেক কথা বের হয়ে আসবে।

দু মিনিট পরে পুলিশের একজন কনস্টেবল ইউসুফের গ্রামের একজন লোককে সাথে নিয়ে আবদুল করিমের গ্রামের দিকে চলে গেলো। ইউসুফ আবদুল আজীজকে বললো, চাচাজান! পরশু জগজিত সিংয়ের কথা শুনে আমার ধারণা হয়েছিল দীননাথ আবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে।

আবদুল আজীজ প্রেম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরে ভাই! ডি.এস.পি. বচন সিং কখন আসবেন?

জনাব! তিনি এখনি এসে পড়বেন। এই দশ মিনিট আগে থানা থেকে খবর এসেছিল তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই বের হয়ে পড়বেন।

ইতিমধ্যে দারোগার সাথে সরদার বচন সিং সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মোটর সাইকেল থেকে নেমেই তিনি সোজা আবদুল আজীজের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর



www.pathagar.com

সাথে কোলাকুলি করলেন। তিনি বললেন, জনাব! এটা ভগবানের বিশেষ কৃপা, যখনই এখানে কোনো সংকট দেখা দেয় তখনই আপনি ও মিঃ ইউসুফ এখানে উপস্থিত থাকেন।

আরে ভাই! এটা তো ইউসুফের গ্রাম, সে এখানে থাকবে কিন্তু আমি এসে পড়েছি ঘটনাক্রমে, তারপর আবার বাহাদুর সিংয়ের বোনের বিয়ের কারণে থেকে যেতে হলো কয়েকদিন। এখন কত বড় দুঃখবহ ঘটনা ঘটে গেলো, গতকাল সারাটা দিন আমাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে কেটে গেলো। রাতেও ইউসুফদের বাড়ির মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় আচানক মনে হলো বেলা সিংয়ের গ্রামে বিরাট তুফান এসে গেছে। সে ছিল শরীফ ও বাহাদুর। গতকাল যখন আমরা বাহাদুর সিংয়ের গ্রাম থেকে রওয়ানা হচ্ছিলাম তখনই তার একমাত্র মেয়ের বাগদানের ব্যাপারটি পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার মেয়ের জন্য সে এই বাহাদুর সিংয়ের মতো ছেলে পছন্দ করেছিল। আমার সময়ে ডাকাতদের গ্রেফতার করার কারণে বাহাদুরের পদোন্নতি হয়েছিল।

জী, তার সম্পর্কে আমি শুনেছি। আগের রেকর্ড থেকে আমি মিঃ ইউসুফের রিপোর্ট পড়েছি। রিপোর্ট থেকে আমার মনে হয়েছে এই যুবকের পুলিশের একজন বড় অফিসার হওয়া উচিত।

আবদুল আজীজ বললেন, এ যুবক তো আমাদের কারোর কথা শুনছে না, তবে আপনি কথা বলে দেখতে পারেন।

বচন সিং ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করার জন্য হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন, মাফ করবেন জনাব! আমি মনে করেছিলাম আপনি সামরিক পোশাক পরে আসবেন। ইউসুফ হেসে বললো, অত্যধিক গরম পড়েছে সরদারজী।

আরে দোস্ত! গরম তো আমাকেও কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু কি করা যাবে, পোশাক পরাও তো জরুরী।

সরদার জী! আমি তো এখনো ছাত্র। ছাত্রের কোনো পেশাদারী পোশাক হয় না। আমি কেবল নিজের সুবিধা কিসে সেদিকেই নজর রাখি।

কায়েম দীন কূল গাছের ছায়ায় বসেছিল এবং একজন কনস্টেবল তাকে প্রশ্ন করে চলছিলঃ তুমি কি জানো দারোগা সাহেব তোমাকে ডেকেছেন কেন?

জী, তাঁর তলব পেয়েই আমি চলে এসেছি।

তুমি কি জানো এ তলব তিনি কেন পাঠিয়েছিলেন?

জী, আমি জানি না।

শোনো, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কোনো ব্যক্তি যখন হত্যা মামলায় ফেঁসে যেতে থাকে তখন তাকে বড়ই হুশিয়ারীর সাথে কথাবার্তা বলা উচিত।

কায়েম দীনের চেহারার রং ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। কনস্টেবল জিজ্ঞেস করলো, তুমি কাউকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে দেখেছো?

কখনো দেখিনি জনাব! আমি তো জেলখানাও দেখিনি।



www.pathagar.com

মনে হচ্ছে এখন তুমি সবই দেখবে। সম্ভবত তোমার গ্রামের কিছু লোক এখানে এসেছে। তুমি বাড়িতে কোনো খবর পাঠাতে হলে এটাই সুযোগ।

কায়েম দীন উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো তারপর একদিকে ইশারা করে বললো, ওদিকে আমাদের গ্রামের এক লোক এবং তার ছেলে বসে আছে, ওর নাম হরদয়াল সিং এবং ওর ছেলের নাম জগজিত সিং। আপনি অনুমতি দিলে আমি ওদের সাথে কথা বলতে পারি।

তুমি এখানেই থাকো। ওরা এখানে এসে যাবে।

কনস্টেবল লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলো এবং অন্য একজন কনস্টেবলকে ইশারায় ডেকে কিছু বুঝিয়ে দিল, তারপর আগের জায়গায় ফিরে এলো। কিছুক্ষণ পরে হরদয়াল ও জগজিত সিং দৌড়ে চলে এলো কায়েম দীনের কাছে।

কায়েম দীন বললো, সরদার হরদয়াল সিং! আমার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। আপনি দৌড়ে গিয়ে আমার স্ত্রীকে একথাটি জানিয়ে আসবেন যে, হত্যার অভিযোগে আমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে কেন, একথা আমি কেমন করে জানাবো?

তোমার কোনো সাথি হত্যাকারীদের বন্ধু হতে পারে। অথবা এমন কোনো লোককে তোমার সাথে দেখা গেছে যার প্রতি সন্দেহ করা যেতে পারে।

জনাব! যারা আমার কাছে থাকতো তাদের একজন বড়ই বুজর্গ ব্যক্তি। তাঁর মুরীদদের সিলসিলা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছুদিন থেকে তাঁর দুজন মুরিদ আমার ওখানে তাঁর কাছেই অবস্থান করছিল। কিন্তু গতকাল সকাল থেকেই তারা কোথায় চলে গেছে।

কনস্টেবল বললো, আরে ভাই! আমাদের কাছে অন্য রকম খবর আছে। গতকাল অনেক বেলা পর্যন্ত তাদেরকে অন্য গ্রামে এবং পরদেশী গাছগুলির আশেপাশে দেখা গেছে। তাদেরকে হত্যার নায়ক ভগবান সিংয়ের সাথে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এখন তোমাকে ভাবতে হবে, হত্যাকারীদের সাথে জড়িত করা থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারে এমন কি বিষয় তোমার সামনে আছে অথবা কি বিষয় তোমাকে হত্যাকারীদের সাথে ফাঁসিয়ে দিতে পারে? তোমার বাড়িতে যারা থাকতো তাদের সম্পর্কেই তোমাকে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঐ যে পীর কোকে শাহ এবং তার দুজন মুরিদ, তাদের ব্যাপারে তুমি কতদূর কি জানো এবং তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক কোন পর্যায়ের ছিল?

জনাব! তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে কথা মাত্র এতটুকুই যে, আলেম বিবি গ্রামবাসীর কাছে পীর নামে খ্যাত সাঁই কোকে শাহের মুরিদ। আর বিবির পীর যখন বাড়িতে তাশরীফ আনেন তখন স্বামীকেও তার খাতির তোয়াজ করতে হয়।

আচ্ছা কায়েম দীন! তার সম্পর্কে তুমি জানো, সে ঔষধ বিক্রি করে?

জী হ্যাঁ, তার কাছ থেকে ঔষধ নেবার জন্য বহুদূর থেকে লোকেরা আসে।

তুমিও কি কখনো তার কাছ থেকে ঔষধ আনতে গিয়েছিলে?

না, আমি কখনো ঔষধ আনতে যাইনি। তবে যখনই তার গ্রামে যাবার প্রয়োজন



www.pathagar.com

হয়েছে সালাম করার জন্য একবার তার ওখানে অবশ্যই গিয়েছি। কখনো স্ত্রীকে খুশি করার জন্য ফল বা মিঠাই নিয়ে তার ওখানে গিয়েছি।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে তোমার স্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে পীড়িত।

না, না, ব্যাপার তা নয়। এমনিতেই মেয়েদের কোনো না কোনো কষ্ট হয়েই থাকে এবং তার চিকিৎসার জন্য তারা এমন লোকের কাছে যায় যার প্রতি তাদের ভক্তি আছে। কোকে শাহের প্রতি আলেম বিবির ভক্তি এত বেশি যে, যদি কখনো তার জ্বর হয় বা অন্য কোনো রোগে সে ভুগতে থাকে এবং পীর কোকে শাহ সেখান দিয়ে যাবার সময় কেবল তাকে একটু ফুঁক দিয়ে যান তাহলেই সে উঠে বসে পড়বে। কখনো তিনি একটি ছোট পুরিয়া পাঠিয়ে দেন। তাতেই আলেম বিবির রোগ সেরে যায়।

আচ্ছা থামো। আমি ফিরে এসে তোমার সাথে বাকি কথা পরে বলবো। আর হরদয়াল সিং! তুমি এবার নিজের ছেলেকে নিয়ে সটকে পড়ো। মনে হচ্ছে এবার আমাকেই যেতে হবে।

কনস্টেবল দ্রুতপদে শিশু গাছগুলির দিকে এগিয়ে গেলো। সেখানে কিছুক্ষণ প্রেম সিংয়ের সাথে কথা বললো। প্রেম সিং হাতের ইশারায় ইউসুফকে ডাকলো। ইউসুফ খাট থেকে নেমে কূল গাছের দিকে তাকাবার পর বাবলা গাছগুলির দিকে এগিয়ে চললো এবং প্রেম সিং ও কনস্টেবলকে সেদিকে ইশারা করলো। তারা দুজনও বাবলা গাছের ছায়ায় ইউসুফের কাছে পৌঁছে গেলো। ইউসুফ বললো, সরদার প্রেম সিং! আপনি কি ভেবে দেখেননি কায়েম দীনের সামনে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়?

জী, সে কোনো হুশিয়ার লোক বলে তো মনে হচ্ছে না। যাক তবুও আমি অসতর্কতার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি। কায়েম দীনকে আপনি যেসব প্রশ্ন করতে বলেছিলেন সবই তাকে করা হয়েছে। আপনি নিজেই বরং কনস্টেবল থেকে এর পুরো রিপোর্ট শুনে নিন।

আমি রিপোর্ট শোনার চাইতে বরং প্রশ্ন করে তার জবাব জেনে নিতে চাই।

প্রায় দশ মিনিট আলোচনার পর ইউসুফ কনস্টেবলকে বললো, আরে ভাই! তোমাকে তো হুশিয়ার মনে হচ্ছে। এবার তাকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো। এক, বাইরের রোগীদেরকে এখান থেকে যেসব ঔষধ দেয়া হয় তার কোনোটাও কি এখানে তৈরি করা হয়? দুই, যেসব ঔষধ তৈরি করা হয় তার মধ্যে কোন্ ধরনের বিষ মেশানো হয়? তিন, যে বিষ মারাত্মক ক্ষতিকর হয় তাকে উপাদেয় করার পদ্ধতি কি? চার, কোকে শাহের নির্দেশে কায়েম দীন ও তার বিবিও কি কখনো বিষ কিনতে গিয়েছিল? যদি গিয়ে থাকে তাহলে কোথায় এবং কোন্ দোকানদারের কাছে? এখন তুমি কায়েম দীনকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে যাও। যেতে যেতে রাস্তায় তাকে এ প্রশ্নগুলো করো। বাড়িতে গিয়ে কায়েম দীনকে তার বিবির সাথে নিশ্চিন্তে কথা বলার সুযোগ দেবে। তারপর যখন তার বিবি চিৎকার করতে করতে তোমাদের কাছে আসবে তখন তাকে বলবে, কোকে শাহ ও তার সাথিদের ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে তোমার স্বামীকে রক্ষা করতে এবং সম্ভবত তুমি নিজেও একটি বড় রকমের কষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারো। সে এখানে আসার জন্য



www.pathagar.com

জিদ ধরলে তাকে ধমক দিয়ে বুঝিয়ে বলবে যে, সেখানে বড় বড় পুলিশ অফিসাররা আছেন, তুমি সেখানে যাওয়ার সাথে সাথেই তোমাকে গ্রেফতার করবে। দেখো, সে যদি আমাদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে, আমরা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু যদি পুলিশের কাছে একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, তোমরা হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছো তাহলে আমরা তাকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারবো না। আর যদি পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, তোমরা অপরাধীদের ব্যাপারে কোনো কিছু গোপন করছো না তাহলে সম্ভবত কায়েমদীনকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি দেয়া হবে। একটা জায়গা তোমাদের খুব ভালো করে দেখতে হবে। সেটা হচ্ছে কোকে শাহের ল্যাবরেটরী, যেখানে সে ঔষধ তৈরি করে। যদি কোনো ঔষধ অথবা বিশেষ কোনো জিনিস পাওয়া যায় তাহলে সেটা কব্জায় নিয়ে নেবে। আর কায়েমদীনের বিবির বাক্সেরও তল্লাশী নেবে যার মধ্যে সে পীরের তাবাররুকাত রেখে দেয়। সেখানে কোনো ঔষধ পেলে তাও নিজের কব্জায় নিয়ে নেবে। কারণ সন্দেহ করা হচ্ছে, এই অপরাধজীবী পীর বিষ বিক্রির ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছে। প্রয়োজন বোধ করলে এখান থেকে আরো একজনকে তোমার সাথে নিয়ে যেতে পারো।

এ.এস.আই. প্রেমচাঁদ বললো, ইউসুফ সাহেব যে বিষয়টিকে এত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করছেন সেটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে। কিন্তু যদি তুমি কোনো ঔষধ পেয়ে যাও তাহলে ভগবানের দোহাই তা বিষ কিনা জানার জন্য জিভে লাগিয়ে দেখে নিতে যেয়ো না।

আপনি চিন্তা করবেন না, প্রয়োজন দেখা দিলে গ্রামের পথে ঘাটের কোনো কুকুরকে একাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রেম সিং বললো, তুমি কি ইউসুফ সাহেবকে ভালোভাবে জানো?

জী হ্যাঁ, তিনি অর্জুন সিং ডাকাত ও তার দলবলকে পাকড়াও করেছিলেন।

বাহ! তুমি কেবল এতটুকুই শুনেছো এঁর সম্পর্কে। কেউ তোমাকে একথা বলেনি, এঁরই পরামর্শ মতো কাজ করে আমার ও বাহাদুর সিংয়ের চাকুরীতে তাৎক্ষণিক পদোন্নতি হয়েছিল?

জী, আমি একথাও শুনেছি।

তাহলে আর সময় নষ্ট করো না। এখনি এখান থেকে চলে যাও। যদি তুমি ইউসুফ সাহেবের কথা অনুযায়ী কোনো সন্তোষজনক কাজ করে দেখাতে পারো তাহলে তোমার অনেক লাভ হবে। আমি তোমার সাথে আরো একজন হুশিয়ার কনস্টেবল দিয়ে দিচ্ছি। একথা বলে প্রেম সিং কনস্টেবলকে বললো, তুমি দৌড়ে গিয়ে মিরাজ দীনকে ডেকে নিয়ে এসো। শিখ কনস্টেবল সঙ্গে সঙ্গেই তার হুকুম তামিল করলো এবং নিজের মুসলমান সাথিকে ডেকে আনলো। প্রেম সিং বললো, মিরাজ দীন! তুমি জ্ঞান সিংয়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাচ্ছো। জ্ঞান সিংকে সব কথা বুঝিয়ে বলে দেয়া হয়েছে। সে তোমাকে সব জানিয়ে দেবে। অপরাধী কায়েম দীনকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে তোমাকে বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিতে হবে।



www.pathagar.com

একথা হচ্ছিল এমন সময় পোস্টমর্টেমের জন্য যে ট্রাক গিয়েছিল লাশ নিয়ে সেটি ফেরত আসলো। বেলা সিংয়ের আত্মীয়রা লাশগুলিকে খাটিয়ায় করে বহন করে লাশ পোড়াবার জায়গার দিকে নিয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরে সেখানে বেলা সিং, তার স্ত্রী ও বৃদ্ধ কর্মচারীর চিতার আগুন জ্বলতে দেখা গেলো। যে ট্রাকে করে লাশ আনা হয়েছিল সেটি এখন ভগবান সিং ও তার সাথিদের চিকিৎসার জন্য তাদেরকে নিয়ে জেলা হেড কোয়ার্টারে চলে গেলো। দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল আহতদের পাহারা দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে আহত হরদীপ সিংয়ের কিছুটা হুশ ফিরে এসেছিল।

পাঁচ মিনিট পরে ইউসুফ ও প্রেমসিং বেলা সিংয়ের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় ভগবান সিং ও হরদয়াল সিংকে শায়িত অবস্থায় দেখছিল। ইউসুফ একজনকে জিজ্ঞেস করলো, কাহার সিংয়ের অবস্থা কেমন?

এক কনস্টেবল বললো, সে ভিতরের হাবেলীর বারান্দায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার হুশ ফিরে আসছে। সে ভগবান সিং, হরদীপ সিং ও কালাপীরকে ডাকাডাকি করছে তারপর আবার বেহুশ হয়ে যাচ্ছে। এই কিছুক্ষণ আগে সে চিৎকার করছিলঃ আমার সাথিরা সবাই মারা পড়েছে। ভগবান সিংও মারা পড়েছে। আমিও মরে যাচ্ছি।

ইউসুফ ও প্রেম সিং সেখান থেকে পুলিশ অফিসাররা যেখানে বসেছিলেন সেদিকে চললো। পথে ইউসুফ বললো, আমার মনে হচ্ছে এখন এদেরকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখা উচিত।

প্রেম সিং বললো, জী, আমিও তাই ভাবছি। আশেপাশের যেসব লোক এখানে আসছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে শরাবের নেশায় বদ্ধ মাতাল না হয়ে গেলে হরদীপ সিং এমন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। গ্রামের কিছু লোক বলছে, সে বেলা সিংয়ের গায়ে কয়েকবার লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল। তবে বেশিরভাগ লোক সাক্ষ্য দিচ্ছে, যখন ভগবান সিং ও কাহার সিং বেলা সিংয়ের স্ত্রীকে মারতে থাকে তখন সে দোহাই দিয়ে বলে ওঠেঃ "ও, কাহার সিংয়ের বাচ্চা! মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? আমি এ পাপ কাজে অংশ নিতে পারি না। আমি চলে যাচ্ছি।" আবার কেউ কেউ বলছে, তারা তাকে ছাদের ওপর থেকে দৌড়ে যেতে দেখেছিল। সে ভগবান সিংকেও গালাগালি করছিল। কয়েকজন খৃষ্টান তাকে বেলা সিংয়ের হাবেলী থেকে বের হয়ে ক্ষেতের দিকে যেতে দেখেছিল।

ইউসুফ বললো, একপাটি জুতা রেখে ভেগেছিল যে লোক এ যদি সেই লোক হয় তাহলে আমি বিশ্বাস করি এর পেট থেকে অনেক কথা বের করা যাবে। যে দুজন লোক পীর কোকে শাহের নিকট এসে অবস্থান করছিল আমি তাদের সম্পর্কে জানা খুব জরুরী বলে মনে করি।

জনাব! বাহাদুর সিং একটু সামলে উঠলেই আমরা এই সত্য কথা উদগীরণ করার দায়িত্বটা তার ওপর সোপর্দ করবো।

বংশীদাশ দারোগা লম্বা লম্বা পা ফেলে তাদের কাছে এসে পৌছলেন এবং বললেন, ইউসুফ সাহেব! আপনি আমাদের দিকে আসছিলেন এবং ডি.এস.পি. সাহেব আপনাকে



www.pathagar.com

দেখতেই উঠে বসে গিয়েছিলেন কিন্তু আপনি চলতে চলতে আবার কথায় মশগুল হয়ে পড়েছেন। এখন ডি.এস.পি. সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য। আপনার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য একটু দূরে পৃথকভাবে একটি চারপাই রেখে দেয়া হয়েছে।

ইউসুফ প্রেম সিংকে বললো, সরদারজী! আপনার কাজ জারী রাখুন। আমি একটু কথাটা শুনে আসছি।

ইউসুফ সেখান থেকে চলে এলো। এক মিনিট পরে সে বচন সিং ও আবদুল আজীজের সামনে খাড়া ছিল। বচন সিং বললেন, আপনার শ্রীমুখ দর্শনের জন্য আমরা তৃষিত নয়নে অপেক্ষা করছি।

সরদারজী! আপনি চাচাজীর সাথে কথা বলছিলেন। তাই আমি ছোট ছোট কাজগুলি সেরে নিচ্ছিলাম।

বচন সিং আবদুল আজীজের প্রতি তাকিয়ে বললেন, জনাব! ইউসুফ সাহেবের ছোট ছোট কাজও আপনার মতোই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই হয়ে থাকে। আমি যখন ফোনে খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি ইউসুফ সাহেবদের ওখানে অবস্থান করছেন তখনই মনে করেছিলাম এটি এ থানারই সৌভাগ্য। আবার যখন শুনলাম এখানে পুলিশ আসার আগেই হত্যাকারীদের নেতা এবং তার দুজন সহযোগী পাকড়াও হয়ে গেছে তখন আমি মোটেই অবাক হইনি। আর এখন ইউসুফ সাহেব যদি আরো কোনো ভালো খবর শুনান তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হবো।

সরদার জী! ভালো খবর হচ্ছে এই যে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে এমন একজন আছে যার কাছ থেকে বিস্ময়কর খবর পাওয়া যাবে। যদি আপনি অর্জুন সিং ও তার সহযোগীদের সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ফাইল পড়ে দেখে থাকেন তাহলে সেই কেসের একটি মজার ঘটনা হচ্ছে এই যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেবারে গ্রেফতারির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল কিন্তু এবারে মনে হয় সে আর নিষ্কৃতি পাবে না। বর্তমানে আমি এমন একটি অবস্থা দেখতে পাচ্ছি যখন প্রত্যেক অপরাধী তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত হবে এবং সেই সব আশ্রয়স্থলের দিকে ইংগিত করবে যেখানে অন্যান্য হত্যাকারীরা লুকিয়ে আছে।

তিন ঘন্টা পরে কায়েম দীনকে সাথে নিয়ে যে কনস্টেবল গ্রামে গিয়েছিল সে ফিরে এলো। তাদের সাথে গ্রামের দুজন লোক গাঁঠরী মাথায় নিয়ে চলে এসেছিল। কায়েম দীনের মাথায় ছিল একটি টিনের বাক্স। প্রেম সিং ও বংশী দাস তার সাথে কথা বলার পর তাকে ডি.এস.পি. এর সামনে পেশ করে দিলেন।

এ গাঁঠরীগুলি ও সিন্দুকের মধ্যে কি আছে?

কনস্টেবল জবাব দিল, জনাব! এগুলি সেই সব জিনিসপত্র যেগুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছিল।

প্রেম সিং বললো, স্যার! এগুলির মধ্যে আছে কিছু বানানো ঔষধ। কোকে শাহ



www.pathagar.com

এগুলি লোকদেরকে দিতো। বাদবাকি এসব হচ্ছে কাঁচামাল। এগুলি থেকে ঔষধ তৈরি করা হতো। এই অপরাধজীবী পীরের প্রতি সন্দেহ করা হয় সে ঔষধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে বিক্রি করে।

বচন সিং জিজ্ঞেস করলেন, তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেছে?

জী, সে গতকাল সকাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার সাথে আরো দুজন লোক ছিল। তারা বিগত বেশ কয়েকদিন থেকে তার সাথে অবস্থান করছিল।

আবদুল আজীজ বললেন, সরদার জী! আমি তাদের তিনজনকে দেখেছি। তাদের তিনজনকেই অপরাধজীবী মনে হয়েছে।

প্রেম সিং বললো, জনাব! অপরাধী হেকিম পীর কোকে শাহ অমৃতসর জেলার এক গ্রামের অধিবাসী। অন্যদুজন বিগত কয়েকদিন থেকে তার কাছে অবস্থান করছিল। তাদের দুজনকে কেউ চেনে না। সম্ভবত কোকে শাহকে গ্রেফতার করার আগে তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না।

আরদুল আজীজ বললেন, আমার ক্যামেরা দিয়ে আমি তাদের ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম। তবে নেগেটিভটি কোনো ভালো অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে না এলে বুঝা যাবে না আমরা কতদূর সফল হয়েছি। যদি গুরুদাসপুরে কোনো ভালো ফটোগ্রাফার থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে একাজ করা যেতে পারে। নয়তো আমি লাহোরে কোনো বিশ্বস্ত ফটোগ্রাফারকে দিয়ে একাজটা করে নিতে পারি।

বচন সিং বললেন, জনাব! এ কাজ আপনি লাহোরে করুন। যাদের চেহারা দেখেই আপনি ছবি তুলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তারা নিশ্চয় অপরাধজীবী হবে। দারোগা সাহেব! এ জিনিসপত্রগুলি হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিন। সেখান থেকে এগুলি ল্যাবরেটরীতে পাঠানো যাবে। এখন আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমি ইউসুফ সাহেবের সাথে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

বংশীদাস বললেন, ফিলহাল আমাদের এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে থানায় আপনার অবস্থান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আবদুল আজীজ বললেন, হ্যাঁ, সরদারজী! আপনি আগামীকাল পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন, এটাই কি ভালো হবে না? সকাল হতেই নিজের গাড়িতে করে আমি আপনাকে গুরুদাসপুরে রেখে আসতাম।

বচন সিং বললেন, না জনাব! আমার থানায় অবস্থান করার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি বংশীদাসের সাথে মোটর সাইকেলে চড়ে শহর পর্যন্ত যাবো এবং সেখান থেকে গাড়িতে বা বাসে গুরুদাসপুরে চলে যাবো। সেখানে অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। এখানে আপনি যদি আরো কিছুদিন থাকেন তাহলে বংশীদাস ও তার স্টাফরা আপনার উপস্থিতিতে অনেক লাভবান হবে।

না ভাই! আমি যে কোনো অবস্থায়ই পরশু চলে যাবো। তবে এখান থেকে রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ কেসের ব্যাপারে কাজ করবো।

আর ইউসুফ সাহেব তো এখানেই থাকবেন?



www.pathagar.com

না, সে তো আমার সাথে চলে যাবে। আমি বাহাদুর সিংয়ের ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই। সে একজন বিশ্বস্ত অফিসার। যতদিন পর্যন্ত সে এ.এস.আই. পদে উন্নীত না হয় ততদিন এ থানাতেই তার থাকা উচিত। এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, বেলা সিংয়ের মেয়ের জন্য একজন রক্ষণাবেক্ষণকারীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তার বিয়েতে যাতে বিলম্ব না হয় সে ব্যাপারে আমি নিজে চেষ্টা করবো। আশা করি বাহাদুর সিংয়ের বাপের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করার পর বেলা সিংয়ের আত্মীয়রাও আমার এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন। সরদার সাহেব! এ ব্যাপারটির প্রতি আপনি পুরোপুরি দৃষ্টি দেবন, এ দায়িত্বটুকু আপনি গ্রহণ করুন। যেসব আহতদের চিকিৎসার জন্য জেলা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়েছে তাদের অনুসন্ধানের দায়িত্ব কোনো অভিজ্ঞ অফিসারের হাতে সোপর্দ করুন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথেই তাদের পরস্পর থেকে আলাদা করে দিন। আর হরদীপ সিংয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। কারণ ওদের তিনজনের তুলনায় তাকে যথেষ্ট ভীরু মনে হচ্ছে। তার মুখ থেকে সত্য কথা বেরা করা কঠিন হবে না। পুলিশের জালে একটি বড় মাছ ধরা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার সম্পর্কে প্রেম সিং অনেক বেশি জানে। হত্যাকারীদের দলের সবাই যদি পাকড়াও হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ছেলের কৃতিত্বের সীকৃতি দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। যে অফিসার অর্জুন সিং ডাকাত ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারীর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল সে-ই বলতে পারবে ঐ ছেলেটি কে? আমি এ সময় তার নাম নিয়ে তার জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে চাই না। যথাসময় বাহাদুর সিং বা প্রেম সিং সেই ছেলেটিকে আপনার সামনে পেশ করবে। ভালো মনে করলে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন জেলা হেড কোয়ার্টারে।

বচন সিং বললেন, আবদুল আজীজ সাহেব! সম্ভবত আপনি বিশ্বাস করবেন না ইউসুফ সাহেব ডাকাতদের সম্পর্কে যে চমকপ্রদ বিবরণ লিখেছিলেন তা আমি এতবার পড়েছি যে আমার প্রায় বলতে গেলে মুখস্থ হয়ে গেছে। কাজেই সেই ছেলে এবং তার সাহসী পিতাকে আমি বিলক্ষণ জানি।

আরে ভাই! অবাক করলেন, এতসব যদি আপনি জানতেন তাহলে এতক্ষণ আমাকে বকবক করালেন কেন?

সত্যি বলতে কি, আপনার কথা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল এবং আমি মনে মনে খুশি হচ্ছিলাম। কয়েক দিন পরে আমি আবার এখানে আসবো এবং ডাকাতদের গ্রেফতারীতে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের সবার সাথে দেখা করবো। তারপর সেই জামগাছটিকে গিয়ে সালাম করবো যার কারণে ভয়ংকর ডাকাত ও হত্যাকারী অর্জুন সিং গ্রেফতার হয়েছিল।

প্রেম সিং সামনে এগিয়ে এসে বললো, স্যার! একটি সমস্যা রয়ে গেলো। কায়েম দীনকে কি করা হবে?

বচন সিং বললেন, এ প্রশ্নের জবাব তোমার ইউসুফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

ইউসুফ বললো, সরদার সাহেব! এ কেসে বড় বড় অপরাধীদের সাথে সম্পর্ক থাকার



www.pathagar.com

কারণে কায়েম দীন একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। এজন্য তিনি পুলিশের হেফাজতে আছেন। আপনি চাইলে তাকে থানায় রাখতে পারেন, তবে ভালো হবে যদি তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এবং তার হেফাজতের জন্য একজন কনস্টেবলকে ডিউটিতে লাগিয়ে দেন।

সূর্যাস্তের সময় পুলিশ দল গ্রাম থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো। এর কিছুক্ষণ পরে বাহাদুর সিং এবং তার আত্মীয় স্বজনরা মিয়া আবদুর রহীমের গ্রামের দিকে চলে গেলো। সেখানে মেহমানখানায় তাদের খাবার দাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে অজিত কোর, বাহাদুর সিংয়ের মা ও বোন বিলকিসের সাথে একটি প্রশস্ত কামরায় রাত্রি যাপন করার জন্য অবস্থান করলেন। বাকি অন্য আত্মীয় স্বজনরা ওখান থেকে বেলা সিংয়ের বাড়িতে চলে গেলো। সেখানেই তারা রাত্রি যাপন করলো। বিলকিসের পীড়াপীড়িতে মেয়েরা আরো একদিন ইউসুফদের বাড়িতে মেহমান থাকলো।

তৃতীয় দিন গ্রামবাসীরা নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিল এমন সময় ইউসুফ দেখলো বাহাদুর সিং আসছে বাম দিক থেকে। সে তার দিকে এগিয়ে এলো। আবদুর রহীম ও আবদুল আজীজ কথা বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাহাদুর সিং সাইকেল থেকে নেমেই ইউসুফকে বললো, দোস্ত! আজকে ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, ভগবানের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তোমরা চলে যাওনি।

আরে ভাই! তোমার সাথে দেখা না করে আমি কেমন করে চলে যেতে পারি। রাতে কিছুটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম তাই আমি কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি। সেখানে তোমার ও প্রেমচাঁদের জন্য কয়েকটা প্রস্তাব আছে। সেগুলি ভালো করে পড়ে নিয়ো। প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, হরদীপ সিং যখন রাজসাক্ষী হয়ে এই অপরাধের সাথে দীননাথের সম্পর্কের কথা প্রমাণ করে দেবে তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতার করে ফেলা উচিত। কিন্তু এর আগে তোমাদের তার বাড়ির ওপর কড়া পাহারা বসিয়ে দেয়া উচিত। সে টাকা খাটিয়ে লোকদের দিয়ে অপরাধ করিয়ে নেয়। যদি কোকে শাহ এবং তার সহযোগীরা আত্মগোপন করার আগে অপরাধ করার মূল্য আদায় না করে থাকে, তাহলে তারা তার কাছে আসবে। আমি লাহোর পৌঁছেই থানায় তাদের ছবি পাঠিয়ে দেবো। যদি দীননাথের মতো লোকদেরকে আচানক তাদের ছবি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া যাচাই করা হয় তাহলে সে তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কতটুকু জানে তা সহজেই আন্দাজ করা যাবে। দীননাথের লোকদেরকেও এই ছবি দেখিয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বাহাদুর সিং, যদি তুমি বিয়ের পরে সরদার বেলা সিংয়ের বাড়িতে বসবাস করতে থাকো তাহলে আমি খুবই খুশি হবো। অজিত কোরকে একটি পিস্তলের লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে ডি.এস.পি.-এর সাথে আলাপ হয়েছে। প্রেম সিংকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবে যে, অজিত কোরের পক্ষ থেকে লাইসেন্সের আবেদন লিখে তাতে তার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে এখনই সেটি সামনের দিকে অগ্রসর করানো তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তারপর পিস্তল খরিদ করার প্রয়োজন হবে না, তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি সরদার বেলা সিংয়ের আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শ দিয়েছি, তারা পছন্দ করলে বাহাদুর সিং এখানেই



www.pathagar.com

বেলা সিংয়ের হাবেলীতে থেকে যেতে পারে। এ হত্যাকাণ্ড থেকে একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে হত্যাকারী বেলা সিংয়ের সম্পত্তির জন্য তাকে অত্যন্ত হিংসা করতো এবং তাকে হত্যায় উৎসাহিত করার সাথে এমন কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক থাকতে পারে যে ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড থেকে কোনো প্রকার লাভবান হবার আশা করতো। সে ব্যক্তি দীননাথ ও হতে পারে, আবার অন্য কেউও হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, দীননাথের ওপর হস্তক্ষেপ করার পর অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন আমি তোমাকে ঐ কাগজগুলি দিচ্ছি। তারপর আমরা এখান থেকে রওয়ানা হবো। সম্ভবত তুমি জানো, তোমার মা ও অজিত কোর আমাদের সাথে যাবে। আমরা তাদেরকে গ্রামে নামিয়ে দেবো।

ঠিক আছে ভাই সাহেব! তাহলে জলদি করে ঐ কাগজগুলি আমাকে দিয়ে দাও। এখানে বেশীক্ষণ থাকা আমার জন্য ভালো নয়। লোকেরা আবার কি মনে করবে।

লোকেরা আবার কি মনে করবে? অনেক চেষ্টা করেও বাহাদুর সিংয়ের মুখে হাসি লুকানো গেলো না।

দোস্ত! লোকেরা মনে করবে আমি অজিত কোরের জন্য আসি।

এর মধ্যে কোন্ কথাটি মিথ্যা? ভাই বাহাদুর সিং, লোকদের পরোয়া করো না। অজিত বোকা নয়, এজন্য অবশ্যই তোমার খুশি হওয়া উচিত। আচ্ছা দাঁড়াও আমি দু' মিনিটের মধ্যেই তোমার কাগজ এনে দিচ্ছি।

ইউসুফ দ্রুতপদে ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সে বাহাদুর সিংয়ের হাতে কাগজপত্র তুলে দিল। কাগজগুলি নেবার পর বাহাদুর সিং বললো, ইউসুফজী! আমি এগুলি বারবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলবো। তুমি চাচা আবদুল আজীজ সাহেব ও চাচীজানকে আমার সালাম জানাবে। এখন আমি সোজা থানায় যাবো এবং প্রেম সিংকে আলাদা বসিয়ে তোমার প্রস্তাবগুলি পড়ে শুনিয়ে দেবো।

আচ্ছা ভাই, তুমি এখন যাও। আমাদের জলদি এখান থেকে রওয়ানা হতে হবে। একথা বলে ইউসুফ তার সাথে কোলাকুলি করলো।

কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল এবং আবদুল আজীজ তার পাশে বসেছিলেন। পেছনের সিটে বিলকিস, অজিত কোর এবং বাহাদুর সিংয়ের মা ও বোন বসেছিলেন। বিলকিস আর একবার অজিত কৌরের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। বাহাদুর সিংয়ের মাকে বললেন, বোন! আমি জানি না মানুষ এ ব্যাপারে কি বলবে এবং কি মনে করবে কিন্তু যারা সামান্য একটু বুদ্ধি জ্ঞান রাখে তারাই আপনাকে বলবে যে, এ ব্যাপারে আর দেরি করা উচিত নয়।

বাহাদুর সিংয়ের মা বললেন, বিবিজী! ইউসুফ হচ্ছে অজিতের ধর্ম ভাই এবং বাহাদুর সিং তাকে নিজের সবচেয়ে ভালো দোস্ত মনে করে। কাজেই ইউসুফ যা ফায়সালা করবে তা ভুল হবে না। যখন সে অজিতের মাথায় হাত রেখে তাকে রুখসাত করবে তখন কেউ তার মুখ থেকে চিৎকার ধ্বনি শুনবে না। আর বোন! আমি মনে করছি, তার মায়ের মৃত্যুর পর আমাকে দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হবে। মায়েরও আবার শাশুড়ীরও।



www.pathagar.com

তারপর বাহাদুর সিংয়ের বাপের জন্য সে পুত্রবধূর চাইতে বেশি করে লাভ করবে বেটির মর্যাদা।

বিলকিস অজিত কোরের মাথায় হাত রেখে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে বললেন, বেটি! সত্যি সত্যি বলো, তুমি আমার কথায় নারাজ হওনি তো?

অজিত কোর জবাব দেবার পরিবর্তে নিজের মাথাটি বিলকিসের কাঁধে ঠেকিয়ে দিল।

বিলকিস বললেন, আমি জানতাম তুমি বড়ই বুদ্ধিমতী। এখন তুমি রাগ না করলে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করি। বেটি! আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি কি তোমার বিয়েতে আসবো?

অজিত কোর হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো। সেই সঙ্গে তার দু' চোখে নামলো অশ্রুধারা।

বেটি! আমি অবশ্যই আসবো। আর তোমার চাচাও আসবেন। তোমার ভাই ইউসুফও আসবে। আমি চাইবো ইউসুফের খান্দানের সব ভালো লোকেরা আমাদের এই আদরের মেয়েকে ডুলিতে বসিয়ে দেবার জন্য আসুক। সকল বুজর্গরা তাদের নেক দোয়া সহকারে তোমাকে রুখসাত করতে আসবে।

অজিত তাঁর হাত নিজের চোখের ওপর চেপে ধরলো।

বেটি! যথাসময়ে যাতে আমরা খবর পাই এমন ব্যবস্থা করে তবে আমরা যাচ্ছি। ইউসুফ বলছিল, অজিত বোন বড়ই বাহাদুর। কিন্তু এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে তোমার কাছে পিস্তল অবশ্যই থাকতে হবে। ডি.এস.পি. বচন সিংকে তোমার চাচা বলে দিয়েছেন। পিস্তল পাওয়ার ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

আবদুল আজীজ বললেন, বেটি! আমি অত্যন্ত দুঃখিত তোমার পিতাজির অস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য আমি নিজে সুপারিশ করে দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি নিজের লাঠি ও কুকুরগুলিকে যথেষ্ট মনে করেছিলেন। তারপর আবার যে রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটলো সে রাতে তাঁর কুকুরগুলিও তার কাছে থেকে দূরে ছিল। এখন বেটি! আমি নিজেই এমন ব্যবস্থা করে যাচ্ছি যার ফলে এ.এস.আই. প্রেম সিং নিজেই তোমাদের কাছে আসবে এবং অস্ত্রের আবেদনের ওপর তোমার স্বাক্ষর বা টিপসই নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পাঠিয়ে দেবে। বেটি! তুমি স্বাক্ষর করতে পারো তো?

জী, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রথমে জনৈক গিয়ানীজী এবং তারপর কারখানার এক বাবুর স্ত্রীর কাছে পড়ালেখা করেছিলাম।

বিলকিস বললেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় তুমি উর্দূতে লেখা আমাদের পত্র পড়তে এবং তার জবাব লিখতে পারবে।

অজিত কোর তাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, চাচীজী! এ তো আমার সৌভাগ্য।

বিলকিস বললেন, আচ্ছা বেটি! লাইসেন্স লাভ করার পর আমার পক্ষ থেকে ছোট একটি পিস্তল হবে তোমার বিয়ের উপহার। বেটি! তুমি এক বাহাদুর বাপের বেটি। এ দুনিয়ায় বাহাদুর হিসাবেই বেঁচে থাকতে পারো। আমরা যাবার সময় থানাকেও বলে যাবো যেন এখনই তোমার লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে।



www.pathagar.com

গাড়ি অজিত কোরের বাড়ির সামনে থামলো। প্রথমে বাহাদুর সিংয়ের মা গাড়ি থেকে নেমে বিলকিসের সাথে গলাগলি করলেন এবং তাকে অনেক দোয়া দিলেন। তারপর অজিত কোর তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, চাচীজী! আমাকে যেন ভুলে যাবেন না। এই সাথে চাচাজীকেও স্মরণ করিয়ে দিতে থাকলো যে, আপনার মেয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে থাকবে।

আবদুল আজীজ বললেন, বেটি! আমরা তোমার জন্য দোয়া করতে থাকবো।

অজিত চোখের পানি মুছতে মুছতে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইজান! আমি আপনার থেকে কোনো ওয়াদা নিতে চাই না। কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনার হাত কখনো আপনার এতিম বোনের মাথা থেকে দূরে থাকবে না।

ইউসুফ দুটি হাত তার মাথার ওপর রেখে বললো, দেখো অজিত বোনটি! যদি আমরা লাহোর পৌঁছে যাবার পর শুনি আমাদেরকে রুখসাত করে দেবার পর কেউ তোমার চোখে অশ্রু দেখেনি তাহলে আমরা মনে বড়ই শান্তি পাবো।

ভাইজান! আমি ওয়াদা করছি আজকের পর আর কখনো আমার চোখে পানি দেখবেন না।

ইউসুফ বললো, অজিত! তুমি এখন আমাদের সামনে নিজের ঘরে চলে যাও। চাচীজী! আপনিও ওর সাথে ভেতরে চলে যান।

বাহাদুর সিংয়ের মা অজিত কোরের হাত ধরে তাকে হাবেলীর দরোজার দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে কয়েকজন স্ত্রীলোক তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। একজন প্রৌঢ় গাড়ি থেকে বেশ কয়েক কদম দূরে পুরুষদের জটলার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সামনে এগিয়ে এসে ইউসুফের সাথে কোলাকুলি করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, কাকাজী! আমি এই লোকদের বলছিলাম, ভালো লোকদের সমস্ত কাজই ভালো হয়। যখন সরদার বেলা সিংয়ের মৃত্যু সংবাদ আমাদের গ্রামে পৌঁছলো তখন আমি ছিলাম রাবীর কিনারে আমাদের পুরানো গ্রামে। এখন প্রায়ই আমি সেখানে থাকি। কিছুক্ষণ আগে এখানে এসে আমি সমস্ত অবস্থার বিবরণ শুনে ভাবছিলাম, ভগবান তোমার ভাগ্যে কত পূন্য লিখে রেখেছেন, যদি কেউ আমাকে তোমার কথা উল্লেখ না করেও এ ঘটনা বর্ণনা করতো, তাহলেও আমি বিশ্বাস করতাম এ কাজ আমাদের কাকাজীর ছাড়া আর কারোর হতে পারে না।

ইনি ছিলেন সরদার জগত সিং।

ইউসুফ বললো, সরদারজী! আমি প্রথমবার এ নাম আপনার মুখে শুনেছিলাম। আপনার মুখে এ নাম আমার খুব ভালো লাগে। ভগত সিং আসেনি?

জগত সিং পেছন ফিরে দেখে নিয়ে বললো, এসো ভগত সিং! সামনে এগিয়ে এসো! এ দুনিয়ায় দেবতাদের দর্শন বারবার হয় না।

ভগত সিং এগিয়ে এসে হাত জোড় করে ইউসুফকে প্রণাম করলো। জগত সিং সামনে গিয়ে আবদুল আজীজকে সালাম করে বললেন, জনাব! আপনার গাড়ি আটকে রাখার জন্য আমি দুঃখিত।



www.pathagar.com

আবদুল আজীজ তার সাথে মোসাফাহা করে বললেন, সরদারজী! কোনো চিন্তা করবেন না কিন্তু। আপনি কেমন করে ভাবতে পারলেন যে, ভালো লোকদের সাথে সাক্ষাত করে আমরা খুশি হবো না?

জনাব! আপনি যে আমাকে ভালো লোক মনে করেন এ তো আমার সৌভাগ্য।

ইউসুফ গাড়ির কাছে এসে ভেতরে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, চাচীজান! ইনি হচ্ছেন সেই সরদারজী যার সাথে নাসরীন ও নানীজান সফর করেছিলেন।

জগত সিং সেখান থেকে বললেন, কাকাজী! বিবিজীকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং এও বলে দিন যে, ছোট শাহজাদীর কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে।

আপনার এখানে আসার ফলে লোকদের হিম্মত অনেক বেড়ে গেছে। ইউসুফ সাহেব বেলা সিংয়ের গৃহে আবার বসতি গড়ে তুলতে চায়। তার এ চিন্তা আমাকে খুবই পরিতৃপ্ত করেছে। আমি আশা করি আপনারা যখন দ্বিতীয়বার এখানে আসবেন তখন অনেক বেশি খুশি হবেন। বাহাদুর সিংয়ের বাপ তাদের গ্রাম থেকে কয়েকজন কৃষককে এখানে নিয়ে আসার জন্য গেছেন। সরদার বেলা সিংজী নিজের ক্ষেত খামারের প্রতি একটু কম দৃষ্টি দিতেন। এখন আমরা সবাই তার জমি দেখাশুনা করবো। কিন্তু আমার আবেদন হচ্ছে, কখনো কখনো আপনিও এসে এ গ্রামে ঘুরে যান। যেখানে ভালো লোকদের ছায়া পড়ে সেখান থেকে অসৎবৃত্তি লেজ গুটিয়ে ভাগতে শুরু করে।

আবদুল আজীজ বললেন, যতদিন অবস্থার সংশোধন হয়ে গিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক না হয়ে যায় ততদিন আপনার বেশি সময় এখানে অবস্থান করা উচিত। কারণ অজিত বেটি ও বাহাদুর সিংয়ের খান্দানের মধ্যে আপনাকেই আমার সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ও মুরুব্বী বলে মনে হচ্ছে।

মহারাজ! আমি আমার দায়িত্ব পালন করিনি এ ধরনের কোনো কথা আপনাদের পক্ষ থেকে উঠবে না বলে আমি মনে করি।

আবদুল আজীজ তার সাথে মোসাফাহা করে গাড়িতে উঠে বসলেন। ইউসুফ হাতের ইশারায় আশপাশের লোকদের সালাম জানিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো। তার ওপর বেলা সিংয়ের মৃত্যু ও অজিত কোরের অসহায়ত্ব এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সারা পথে সে কারোর সাথে একটি কথাও বলেনি। অমৃতসরের কাছাকাছি পৌঁছে আবদুল আজীজ বললেন, ইউসুফ বেটা! আমার মনে হয় বিলকিস তার জীবনে এত দীর্ঘক্ষণ আর কখনো খামুশ থাকেনি। সে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং আমিও ক্লান্তি অনুভব করছি। তুমি যদি ঘরে গিয়ে আরাম করার প্রয়োজন বোধ করে থাকো তাহলে সোজা আবদুল করিমদের বাড়িতে চলে যাও। আমরা বিকেলে সেখানে এসে যাবো। তবে তার আগেই তুমি যদি তাকে সব ঘটনা অবগত করাও তাহলে ভালো হবে।

বেশ চাচাজান! আমি মনজুরের সাথে সাক্ষাত করার পরপরই সেখানে যাবো। আমার মনে হয় আবদুল করিম সাহেবও আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবেন। চাচীজানকে অবশ্যই আনবেন। দুঃখ শোক দূর করার এটাও একটা পদ্ধতি। এমন সব ঘটনা যেগুলি তিনি দেখেছেন এবং যা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, সেগুলির বর্ণনা অন্যদের



www.pathagar.com

সামনে করতে গিয়ে নিজের দুঃখবোধ অনেকটা হালকা হয়ে যাবে।

## ১০

সাতটায় ইউসুফ আবদুল করিমের কুঠিতে প্রবেশ করলো। আমিনা বারান্দা থেকে বের হয়ে তাকে স্বাগত জানালো। তার সাথে ড্রইং রুমে প্রবেশ করে সে বললো, ভাইজান! আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কোনো পাবলিশার আপনাকে সন্তোষজনক জবাব দেয়নি।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা কিছুটা ঐ ধরনের, তবে আমি হতাশ নই।

মিঁয়া আবদুল করিম ও রশিদা কামরায় প্রবেশ করলেন। আবদুল করিম ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করার পর কোলাকুলি করলেন।

দু' মিনিট পরে তারা পাশের ঘরে চায়ের টেবিলে বসে কথা বলছিল এমন সময় আলী আকবর দু' হাত দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে সেখানে এসে অভিযোগের ভঙ্গীতে বললো, ভাইজান এসে গেছেন আমাকে বলা হয়নি কেন?

ইউসুফ তার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বললো, ছোট্ট ভাইটি! ভুলটা ছিল আমার। আমি এসেই তোমাকে ডাকিনি।

আলী আকবর হেসে দিল। বললো, ভাইজান! আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখলেই সবসময় আমার রাগ পানি হয়ে যায়।

ভাই! এজন্য আমি অবশ্যই তোমার শোকর গুজারী করছি। এখন তুমি এখানে বসে এক গ্লাস দুধ পান করে নাও, কিছু খাও তারপর তোমার কামরায় গিয়ে পড়তে বসো। তোমার আব্বু ও আম্মুর সাথে জরুরী কথাবার্তা শেষ করার পর সময় থাকলে তোমাকে আজকে কোনো নতুন কাহিনী শোনাবো। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো অন্য মেহমানরা এসে যেতে পারেন, তাই গল্পের পার্টটা আগামীকালের জন্য রেখে দিলে ভালো হবে।

কিন্তু কালকের কাহিনী তাহলে অনেক লম্বা হতে হবে এবং সে সময় আমি আপনাকে আর কোনো কাজ করতে দেবো না।

কিছুক্ষণ পরে এক গ্লাস দুধ ও দু-তিনটে বিস্কুট খেয়ে আলী আকবর আস্‌সালামু আলাইকুম বলে চলে গেলো। ফলে তারা কথাবার্তা আবার শুরু করলো।

ইউসুফ তার সফরের ঘটনাবলী শুনাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা হাসতে থাকলো। তারপর সে সকালবেলা আবদুল আজীজ ও বিলকিসের সাথে পরদেশী গাছ দেখতে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে থাকলো। তখনো তারা হাসছিল। কিন্তু যখন সে আবদুল করিমের গ্রাম ও তাদের বাড়ি ঘরের কথা বলছিল তখন তাদের চেহারা থেকে হাসির রেখা মুছে যেতে শুরু করলো।

ইউসুফ বলছিল, চেরাগ বিবির মা সেখানে ছিলেন। পীর কোকে শাহও হাবেলীর এক প্রান্তে আস্তানা গেড়েছিল। দু'জন ভয়ংকর লোক যাদের সম্পর্কে আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছি যে তারা শেঠ দীননাথের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে, জানি না তারা



www.pathagar.com

কবে থেকে ঐ হাবেলীতে আছে। এ দৃশ্য দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, এলাকায় কোনো ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমি তখনই গ্রামের অনেক লোককে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

ইন্সপেক্টর সাহেবের আগমনের সংবাদ শুনে সরদার বেলা সিং এতই খুশি হয়েছিলেন যে, বড় রাস্তা থেকে গ্রামের সাথের সংযোগ সড়কটি এলাকার লোকজন নিয়ে মেরামত করে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনই তিনি আমাদের খাবার জন্য কয়েক ডজন ঘুঘু পাখি শিকার করে পাঠালেন। তাঁর কথায় এত বিপুল পরিমাণ ঘুঘু নাকি ইতিপূর্বে আর কখনো এ এলাকায় আসেনি এবং যতদিন মেহমানরা থাকবেন ততদিন দু'বেলা এভাবে ঘুঘু পেতে থাকবেন।

চাচাজী বললেন, দেখুন সরদারজী! আমরা আপনার একটি মেহমানদারী কবুল করেছি, দ্বিতীয়টি কিন্তু কবুল করবো না।

সেটা আপনার মরজী। তবে আমি একটি আবেদন অবশ্যই করবো। ফেরার সময় আপনার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য গাড়ির চালে এক ঝাঁকা ঘুঘু দিয়ে দেবো। আশা করবো ভাবীজীও এ সওগাত নিয়ে যেতে অস্বীকার করবেন না।

চাচাজী বললেন, ভাই! আমি তোমার মনে কষ্ট দেবো না। তবে ওই ঝাঁকা গাড়ির মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এখান থেকে মিয়া সাহেবের কোনো নওকরের সাহায্যে লাহোর পাঠিয়ে দেবো।

ইউসুফ কিছু চিন্তা করে আবার কথা শুরু করলো। চাচাজী! আপনি বাহাদুর সিংয়ের কথা ভুলে যাননি তো? সেই যে যুবকটি মুচকি হেসে নিজের হাত দিয়ে ঠোঁট টেনে দাঁতের নিচে নামিয়ে আনতো।

আরে বেটা! তাকে ভুলতে পারি কেমন করে?

নিন, তাহলে তো আপনি বেলা সিংয়ের মেয়ে অজিত কোরকেও জানেন।

আমিনা বললো, ভাইজান! তাকে আমি আপনার ঘরে দেখেছিলাম। ডাকাতি হওয়ার পর যখন আমরা আপনাদের বাড়িতে যেতাম তখন তাকে প্রায়ই সেখানে দেখতাম। আপনাদের বাড়ির সব মেয়েরাই তাকে ভালোবাসতো। সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল এবং রাশভারীও। ভাইজান! আপনি তার সম্বন্ধে কি কোনো খারাপ খবর শুনাবেন?

আমিনা! আমি একটি খবর নিয়ে আসিনি। বাহাদুর সিং ও অজিত কোরের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। এ সম্বন্ধ তাদের উভয়ের পিতার খুবই পছন্দ ছিল। কিন্তু তারা পরস্পরের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করতে ভয় পাচ্ছিল। আমরা গ্রামে পৌঁছার পর তৃতীয় দিন ছিল বাহাদুর সিংয়ের বোনের বিয়ে। তাদের গ্রাম ছিল আমাদের গ্রাম থেকে একটু দূরে। সে এসে চাচা, চাচী এবং আমার থেকেও বিয়ের দাওয়াতে শরীক হওয়ার জন্য পাকা ওয়াদা নিয়ে গেলো। আমরা কারযোগে বাহাদুর সিংয়ের গ্রামে গেলাম। গ্রামটি ছিল খালের কিনারে। সরদার বেলা সিং এবং তার মেয়েও সেখানে এসেছিল। এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি সরদার বেলা সিং ও বাহাদুর সিংয়ের বাপের সাথে কথা বললাম। ফলে বাহাদুর সিংয়ের বোনের বিয়ের পর্ব শেষ হবার কয়েক মিনিট



www.pathagar.com

পরে বাহাদুর সিং ও অজিত কোরের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলো এবং তৃতীয় দিন তাদের বাগদান অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণাও দেওয়া হলো। অজিত কোর তার বাপের মতো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বিয়েতে এসেছিল। তাই আমরা তাকে আমাদের সাথে গাড়িতে বসিয়ে নিলাম এবং আমার চাচাকে বললাম, আপনি এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেলা সিংয়ের সাথে চলে আসুন।

পথে চাচীজান শহর থেকে তার জন্য বিয়ের কাপড়, জুতা এবং আরো কিছু তোহফা কিনলেন। তাদের গ্রামে পৌছে তাকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের গ্রামে চলে এলাম। সেদিন অনেক রাতে খাওয়া দাওয়া, কথাবার্তা শেষ করে আমরা শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এমন সময় বেলা সিংয়ের গ্রামের দিক থেকে হৈ-হল্লা-চিৎকার শোনা গেলো। আমি কয়েকজন লোক নিয়ে সেখানে পৌছে শুনলাম বেলা সিং, তার স্ত্রী ও তার একজন নওকর নিহত হয়েছে। অজিত কোর আমাদের আওয়াজ শুনে জ্বালানী কাঠের স্তূপের ভেতর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে চলে এলো।

তারা সবাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এসব ঘটনা শুনছিল। রশিদার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমিনা বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে রেখেছিল।

ইউসুফ যখন সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে শেষ করলো তখন আবদুল করিম চাপা ক্রোধে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না এখন তুমি কাঁদছো কেন?

আলেম বিবি প্রথম থেকেই আমার কাছে একজন দুশ্চরিত্রা মহিলা বলে মনে হয়েছিল। তার বাপকেও একজন অপরাধজীবী মনে হতো। তুমি বলতে, কায়েম দীন একজন সরল সোজা মানুষ। কিন্তু আমি সব সময় তাকে একজন বেকুব মনে করেই এসেছি। আল্লাহ্ জানেন এর মধ্যে কি রহস্য আছে, যে বিপদ তার মাধ্যমে আমাদের ওপর আসার কথা তা এলো বেলা সিংয়ের পরিবারের ওপর।

রশিদা চাপা স্বরে বললেন, বেলা সিংদের ওপর যা কিছু হয়েছে সেজন্য আমি গভীরভাবে দুঃখিত। অজিতের জন্য আমি মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করছি। এমন একটি সরল প্রকৃতির সুন্দরী মেয়ের এই অবস্থা হলো! কিন্তু এ ঘটনার সাথে চেরাগ বিবির মায়ের কি সম্পর্ক?

মিয়া আবদুল করিম বললেন, পুলিশ তদন্তের পরই এ বিষয়টা জানা যাবে। তবে এতে আমার যে দুর্নাম হবে সেজন্য তোমাদের অবশ্যই শংকিত হওয়া উচিত। আমি তো সেই সময়টার কথা ভেবে মনে মনে অনুশোচনা করছি যখন সেখানে জমি কেনার কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আল্লাহর গযব আর কাকে বলে সেই অপরাধজীবী এবং তার সাথিরাও সেই বাড়িতেই অবস্থান করছে। অথচ আমি জানি না সেখানে কি হচ্ছে। ইউসুফ তার যে দুই সাথির কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে যখন হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হবে তখন আমি আর ঐ এলাকায় কাউকে মুখ দেখাতে পারবো না। এ সময় যদি চেরাগ বিবির মা এখানে থাকতো তাহলে আমি তাকে বাইরের বড় কুয়াটার মধ্যে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতাম।

তুমিই বলো বেটা ইউসুফ! এখন আমরা কি করবো? আমার মনে হচ্ছে আমি



www.pathagar.com

নিরপরাধ হয়েও ফেঁসে যাবো।

চাচাজী! আপনার পক্ষ থেকে আমি যা বলবো তাই সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। কাজেই এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু আমি যে সেখানে জমি কিনে ফেলেছি এর কি করবো?

ইউসুফ নিশ্চিন্তভাবে জবাব দিল, আপনি কিছুই করবেন না। কেবল কায়েম দীনকে হুকুম দেবেন তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে এখনি তাদের গ্রামে রেখে আসেন। অথবা তাকে অমৃতসরের কাছাকাছি কোনো ইঁটের ভাটিতে কাজে লাগিয়ে দেন। অথবা লাহোরে তাকে কাজে লাগিয়ে রাখার জন্য কোনো নতুন ভাটি বানাবার কাজ শুরু করে দেন। আর ফজল দীনকে গ্রামে পাঠিয়ে দিন।

বেটা! একথা ঠিক কিন্তু ফজল দীনকে তো আমার নিত্যকার প্রয়োজন।

চাচাজী! ফজল দীনের স্থায়ীভাবে সেখানে থাকার প্রয়োজন নেই। যে শিখকে আপনার কাছে চাকুরী দিয়েছিলাম সে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। তার ছেলের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আপনার তো ধারণা আছেই। তার সাথে পরামর্শ করে আর একজন কর্মচারী রেখে দেয়া যাবে। আর সামান্য কিছু বেতন বাড়িয়ে দিলে সে খুব খুশি হয়ে যাবে।

রশিদা জিজ্ঞেস করলেন, যখন তুমি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে তখন কায়েম দীনকে সেখানে দেখোনি?

জী না। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, পথে তার সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন আমরা এসেছি শুনে গ্রামে আমাদের খবর নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি এতই বোকা যে চাচা আবদুল আজীজ ও চাচী সাহেবাকে চিনতে পারেননি?

আবদুল করিম বললেন, বেটা! আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষাই আমার নেই। যখনই আমার কোনো বিপদ দেখা দিতে থাকে তখনই ঠিক সময়ে তুমি সেখানে পৌঁছে যাও।

চাচাজী! কৃতজ্ঞতা তো আমারই জানানো উচিত। কারণ এভাবে কিছু নেকী করার সুযোগ আমি পেয়ে যাই।

রশিদা বললেন, বেটা! এবার তো অদ্ভূত ব্যাপার ঘটে গেছে। আমিনা দু'তিন বার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে বললো, আমাদের ওপর বোধ হয় কোনো বালা-মুসিবত এসে যাচ্ছে। একদিন তো সে জেগে উঠেই আমাকে বললো, 'ভাইজানের কাছে কাউকে পাঠিয়ে দাও। তিনি যেন এখনই আমাদের গ্রামে পৌঁছে যান। আমি মনে করতাম আমার মেয়ে কোনো কিছুকে ডরায় না।

আমিনা বললো, ভাইজান! কায়েম দীনকে যখন পুলিশ ডাক দিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই তার বিবি হা-হুতাশ করতে করতে গ্রামের লোকদের ডাকাডাকি করতে শুরু করেছিল। কিন্তু পুলিশের সামনে এই ধরনের মেয়েদের বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে সে নিশ্চয়ই অনেক অস্বাভাবিক আচরণ করে লোকজন জড়ো করেছিল। ভাইজান! আমি ওখানে ছিলাম না এজন্য আমি খুব দুঃখিত। যদি কোকে শাহের জিনিসপত্র থেকে কোনো বিষ-টিশ বের হয়ে পড়ে তাহলে কায়েম দীন ও তার বিবির ওপরও মুসিবত



www.pathagar.com

আসবে।

অবশ্যই আসবে, আবদুল করিম বললেন, আর যদি কায়েম দীনের সাথে সাথে সেও ফেঁসে যায় তাহলে ভাবতে পারো চেরাগ বিবির কপালে অনেক দূর্ভোগ আছে। ইউসুফের কয়েকটি বাক্যই তার বিরুদ্ধে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হবে।

ইউসুফ আমিনার দিকে তাকিয়ে বললো, দেখো আমিনা! যে সামান্য কিছু কথা আমি তোমার কানে কানে বলেছিলাম তা কেবল তোমার কান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার জন্যই ছিল। আর তোমার আব্বাজী ওয়াদা করেছিলেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ একথা জানবে না।

বেটা! এমন অবস্থায় কোনো কথা কারই বা মনে থাকতে পারে বলো। কিন্তু আল্লাহর শোকর, আমি মনে করতে পারছি। তবে ছেলেমেয়েরা তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে কোনো কথা গোপন করতে পারে না। মনজুর আহমদও আমাদের ছেলে। কাজেই যেসব কথা সে জানতো সেগুলি আমরাও জানি। আমিনা যদি তোমার কাছে কোনো ওয়াদা করে থাকে তাহলে সে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছে। যদিও এমন ধরনের ওয়াদা পূর্ণ না করা উচিত ছিল কিন্তু মনজুর একটি সুসন্তানের মতো আমাদের সবকিছু জানিয়ে দিয়েছিল।

চাচাজান! যদি একথাই হয়ে থাকে তাহলে মনজুর নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে, আমি চেরাগ বিবিকে মাফ করে দিয়েছি। আর আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করবো।

হ্যাঁ বেটা! সে একথাও বলেছিল।

আমিনা একটু ভেবে বললো, ভাইজান! আপনি অজিত কোরের বিয়েতে যাবেন নিশ্চয়ই।

আমি নিশ্চয়ই যাবো এবং চাচা আবদুল আজীজ ও বিলকিস চাচীও যাবেন। তারা তাদের তোহফা আগেই দিয়ে এসেছেন।

কবে হচ্ছে তার বিয়ে?

আমি তাদের আমার বোন আমিনার বিয়ের দশ দিন পরের বা দশ দিন পূর্বের কোনো তারিখ বেছে নিতে বলে এসেছিলাম। চাচা আবদুল আজীজের এবং তোমাদের ডাক ও তারের ঠিকানা দিয়ে এসেছি। আবদুল আজীজ সাহেবকে স্থানীয় থানা ইনচার্জ ফোন করে জানিয়ে দেবেন।

যদি আব্বাজান ও আম্মাজান যান তাহলে আমিও যাবো। নয়তো অজিত কোরের জন্য আমার তোহফা নিয়ে যাবেন আপনারা।

আবদুল করিম বললেন, বেটি! আমি অবশ্যই যাবো এবং তুমি যা দিতে চাইবে সেই মেয়েকে পৌছিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু তোমার এখন সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার ভাই যদি তোমার সেখানে যাওয়া জরুরী মনে করে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

ইউসুফ জবাব দিল, না, এটা জরুরী নয়। বিলকিস চাচী আমিনার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। তিনি বলে দেবেন, শাদির পরপরই আমিনা ঘরের বাইরে বের হতে পারে না। নয়তো সে এখানে এসে খুশিই হতো।



www.pathagar.com

আবদুল করিম বললেন, নাও; তাহলে এ বিষয়টির মীমাংসা হয়েই গেলো যে, কায়েম দীন সকালে তার গ্রামে পৌছে যাবে এবং কালক্ষেপন না করে তার বিবিকে ছেড়ে এখানে চলে আসবে। আমাদের গ্রাম ত্যাগ করার জন্য তার পুলিশের অনুমতির দরকার হবে না তো?

জী না, পুলিশ তাকে কেবল কোকে শাহের ঠিকানাগুলির সন্ধান লাভের জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেকুব লোকটি তার কিছুই জানে না। তার স্ত্রী কোকে শাহের গ্রামে যেতেন। কিন্তু কোকে শাহের আত্মগোপন করার ঘাঁটিগুলির কথা হয়তো তিনিও জানেন না। এই সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের ফলে এতটুকু লাভ অবশ্যই হয়েছে যে, তিনি এবং সম্ভবত তার স্ত্রীও কোকে শাহের সাথে আর কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখার বিপদ ঘাড়ে চাপিয়ে নেবেন না।

কিছুক্ষণ পরে মিয়া আবদুল আজীজ ও বিলকিস সেখানে পৌছে গেলেন। ইউসুফ ড্রইং রুমে তাদের সাথে বসে কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়াই আবদুল করিমের সাথে তার আলোচনার সংক্ষিপ্তসার শুনিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পরে খাবার টেবিলে বসতে বসতে আবদুল আজীজ বললেন, মিয়া সাহেব! আমি আগেই ভেবে নিয়েছিলাম আপনি এ পদক্ষেপ নেবেন।

জনাব! ইউসুফ আমাকে নিশ্চয়তা দিল যে, গ্রামের কাজ ভালোভাবে চলতে পারবে। নয়তো আমি ঘটনার বিবরণ শুনে এত বেশি পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম যে, মনে মনে এ সম্পত্তি থেকে নিস্কৃতি পাবার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

চাচাজী! এ ব্যাপারে আব্বাজানের সাথেও আলাপ হয়েছে। আমি দু তিন দিন পর পর একবার করে আপনার জমিতেও টহল দিয়ে আসবো। এভাবে আপনার কর্মচারীদের সাথেও আমার সম্পর্ক থাকবে।

আবদুল আজীজ বললেন, দেখো বেটা! আমি ঐ অপরাধজীবী এবং তার সহযোগীদের ব্যাপারে যথেষ্ট পেরেশান আছি। তাদের গ্রেফতার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

আমিনা বললো, চাচাজান! আপনি কি তাদের পক্ষ থেকে ভাই ইউসুফ সাহেবের জন্য কোনো আশংকা আছে বলে মনে করছেন?

ইউসুফের জন্য এবং অন্যদের জন্যও। ইউসুফের ওখানে থাকা ঠিক নয় বলেই তো আমি ওকে সাথে করে নিয়ে এলাম।

চাচাজান! আপনি খুব ভালো করেছেন। আমি খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম।

বেটি! তুমি দোয়া করো। মিয়া সাহেব! এবার আমাদের বলেন মেয়ের বিয়েতে আমাদের ভাগে কি কি কাজ পড়েছে।

জী, ভাই সাহেব! প্রথমে দোয়া করবেন তারপর নিজের সকল আত্মীয় ও বান্ধবদের ঠিকানা লিখিয়ে দেবেন যাদেরকে দাওয়াত নামা পাঠানো দরকার। লাহোরে আপনার যত আত্মীয় আছে সবাইকে অবশ্যই দাওয়াত দিতে হবে।



www.pathagar.com

নওকর এসে বললো, জনাব! টেবিলে খাবার দেবো?

হ্যাঁ, ভাই! জলদি করো।

নওকর চলে গেলো। আমিনা উঠে অন্য কামরায় চলে গেলো। কয়েক মিনিট পরে তারা খাবার ঘরে পৌছে গেলো। আমিনা এসে বিলকিসের পাশে বসতে বসতে নিচু স্বরে বললো, চাচীজান! আমি জালিন্ধরে কল বুক করে এসেছি। আপনি ফাহমিদার আব্বু ও আম্মুকে চাপ দেবেন যেন তারা অবশ্যই আসেন।

বেটি! রোববার সকালে তাদেরকে টেলিফোন করাই হয় আমার প্রথম কাজ এবং প্রত্যেকবারেই এ ব্যাপারে তাদেরকে তাগিদ দিয়ে আসছি।

শোকরিয়া চাচীজান! কল বুক করার আমার আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল অর্থাৎ ভাইজানও তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন।

বেটি! তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। নয়তো এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি প্রথমেই ফাহমিদাকে টেলিফোন করতাম। তাকে বলতাম আগে ইউসুফের সাথে কথা বলে তার অবস্থা জেনে নাও তারপর আমি তোমার সাথে কথা বলবো।

আমিনা বিলকিসের কানে মুখ রেখে বললো, চাচীজান! ঠিক আছে আপনি একথাটিই এখন বলবেন।

আলী আকবর বললো, আব্বাজী! মনে হচ্ছে আপা কোনো দুষ্টামি করতে চাচ্ছেন।

আরে ভাই, কি দুষ্টামি করতে চায় সে তোমার সাথে?

আব্বাজী! চাচীজান বলতে পারবেন। আপু ফিস ফিস করে বলছিলেন কিন্তু আমি ইউসুফ ভাইজান ও ফাহমিদা আপার নাম শুনে নিয়েছি।

রশিদা বললেন, তুমি বড়ই বোকা। এবার ধীরে সুস্থে খাবার খেয়ে নাও তো।

ইউসুফ বললো, ভাই আকবর! তুমি বলতে চাও আমি তোমাকে ভালোবাসি না?

আপনি তো বাসেন ভাইজান!

তাহলে আমি তোমার সাথে দুষ্টামি করতে পারি কেমন করে?

আমার সাথে নয় ভাইজান! আর আমি একথাও বলিনি যে, আপনি দুষ্টামি করছেন বরং আমি বলছিলাম----

আচ্ছা বেটা! এবার খানা খাও, রশীদা বললেন।

আলী আকবর কিছুক্ষণ চুপচাপ খানা খেতে লাগলো। শেষে সে বললো, আপু! আপনি আমার ওপর রেগে যাচ্ছেন, তাই না?

আমিনা তার হাসি লুকাতে গিয়ে বললো, তোমার সাথে কোনো কথা নেই। আর আমার ভাইজান, আমার আপা ফাহমিদা এবং নাসরিনও তোমার সাথে কথা বলবে না। তাদের মা তোমাকে দেখে বলবে, এ গেঁয়োটা এ বাড়িতে এলো কোথা থেকে?

আকবর চামচ প্লেটে রেখে দিয়ে বললো, ব্যস, আমি আর খাবো না।

ইউসুফ বললো, দেখো আকবর! তুমি গোস্বা করছো। আর গোস্বা মানুষকে কমজোর করে দেয়। তার ওপর আবার যদি কেউ গোস্বার চোটে খাওয়া বন্ধ করে তাহলে সে ডবল কমজোর হয়ে যাবে। এখন নিশ্চিন্তে খেতে থাকো। নয়তো আমরা সবাই খাওয়া



www.pathagar.com

বন্ধ করবো।

টেলিফোন বেজে উঠলো। আলী আকবর বললো, চাচীজান! দেখুন আপনার টেলিফোন। ভাইজান! আপনিও যান।

আমিনা উঠতে উঠতে বললো, আলী আকবর! আমিও কথা বলবো টেলিফোনে। আর যদি তুমি নিশ্চিন্তে খেতে থাকো, তাহলে তোমাকে খুব ভালো খবর শোনাবো।

আলী আকবর মুচকি হেসে চামচ উঠিয়ে নিলো, আমিনা অন্য কামরার দিকে যেতে যেতে বললো, চাচীজান! ভাইজান আলী আকবর ঠিক কথাই বলছিল। আপনারা নিশ্চিন্তে খাওয়া শেষ করেন, ততক্ষণ আমি ফোনে ও পক্ষকে ব্যস্ত রাখছি।

আমিনা রিসিভার উঠিয়ে বললো, হ্যাঁ, এদিকে সব ভালো। আমি ফোন এজন্য করলাম যে, ভাইজান গ্রাম থেকে এসে গেছেন। আল্লাহর শোকর, তিনি ভালো আছেন। ইউসুফ ভাই টেলিফোনের ডাক শুনতেই খাওয়া ছেড়ে এসে গেছেন। আগে আপনি তার সাথে কথা বলে নিন।

ইউসুফ রিসিভার ধরে বললো, আস্সালামু আলাইকুম। আমি একদম ঠিক আছি। নিজের কাজের ব্যাপারে নিশ্চয়তা সহকারে কোনো কথা বলতে পারছি না। তবে আমি মোটেই নিরাশ নই। আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যেকটি কাজের জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। গ্রামে আমাদের পরিকল্পনার বাইরে কয়েকটা দিন বেশি কাটাতে হয়েছে। আমার কাহিনীতে আমি যে বেলা সিংয়ের কথা লিখেছিলাম তিনি ও তাঁর স্ত্রী নিহত হয়েছেন। এই শোকাবহ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমার চিঠিতে লিখে জানাবো। দেখো, তুমি ও খালাজান আমিনার সাথে যে ওয়াদা করেছিলে তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। আর তোমার আব্বাজীকেও আমার পক্ষ থেকে বলবে তিনি যেন অবশ্যই আসেন। নাসরীনকে এখানে সবাই স্মরণ করছে। তাকে সাথে করে আনতে মোটেই ভুলবে না কিন্তু। হয়তো এমন কোনো প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে যেতে পারে যার ফলে তুমি আমাদের গ্রাম এবং পরদেশী গাছও দেখে আসতে পারবে। এরপর থেকে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আমাকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে যার ফলে হয়তো আমার নিজের রচনার কথাই আমার মনে থাকবে না। অনেক কথা আছে যা আমি চিঠিতে লিখে জানাবো। তোমার আব্বাজান ও আম্মাজানকে আমার অনেক অনেক সালাম জানাবে। নাসরীনকে বলবে তার জন্য আমি অনেক দোয়া করি। চাচীজান এসে গেছেন। খালাজানকে দাও, চাচীজান তাঁর সাথে জরুরী কথা বলবেন।

বিলকিস রিসিভার ধরে বললেন, সফিয়া বোন! আপনি আমিনার বিয়েতে ভাইজান ও ছেলেমেয়েদের সহ অবশ্যই আসবেন আর ভাইজানকে আনার ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার ভুল না হয়। তাঁর সাথে অনেক জরুরী কথা বলতে হবে। ভাইজান যদি ধারে কাছে থেকে থাকেন তাহলে তাঁকে ডেকে দিন। ফাহমিদার চাচা তাঁর সাথে কোনো জরুরী কথা বলা সংগত মনে করবেন না। কেননা এ ধরনের কথাবার্তা সাক্ষাত মোলাকাতেই হতে পারে।

ওদিক থেকে সফিয়া বললেন, ঠিক আছে, তুমি ভাই সাহেবকে ডেকে দাও, আমি



www.pathagar.com

নাসরীনের আব্বাকে ফোন দিচ্ছি।

আবদুল আজীজ বললেন, ভাই সাহেব! আপনাকে তো আবদুল করিমের মেয়ের বিয়েতে আসতে হবে। তখন আমরা এখানে বসেই পরামর্শ করবো। সেটাই ভালো হবে। না, না, এমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। হ্যাঁ, আজই আমরা ইউসুফদের গ্রাম থেকে ফিরে এসেছি। ওরা সবাই ভালো আছে। হ্যাঁ, আশা করি তিনি বিয়েতে আসবেন। যদি ইউসুফ চিঠিতে জানিয়ে দেয় আপনারা সবাই আসছেন তাহলে তাঁর আশা নিশ্চিত হবে এতে সন্দেহ নেই।

ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দেবো আপনি আসছেন।

টেলিফোন শেষ হবার পর তারা দীর্ঘক্ষণ বারান্দায় কথাবার্তা বলতে থাকে।

আচানক আবদুল করিম ফজল দীনকে ডেকে বললেন, তুমি রাতের শেষের দিকের বাসে উঠে গ্রামে চলে যাও এবং কায়েম দীনকে গিয়ে বলো সে যেন তার স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে রেখে এসে এখানে চলে আসে। আমি কায়েম দীনের নামে একটি চিঠি লিখে বাবুর্চির কাছে রেখে দেবো তা তার কাছ থেকে নিতে হবে। গ্রামে গিয়ে পীর কোকে শাহ বা তার কোনো লোকের সন্ধান পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করবে। তারা খুবই ভয়ংকর। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে। কায়েম দীন হলো বোকার হদ্দ। সে আমাদের হাবেলীতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেখানে হর দয়াল সিংকে জানিয়ে দেবে কায়েম দীনের সমস্ত ইখতিয়ার আমি তাকে সোপর্দ করেছি। সে যেন তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে। আমিনার বিয়ের পাট চুকে গেলে আমি সেখানে যাবো এবং তার মাসোহারা বাড়িয়ে দেবো। তুমি তিন চার দিন সেখানে অবস্থান করে তারপর এখানে চলে আসবে। কারণ এখানে তোমার প্রয়োজন বেশি। এখন তুমি যাও।

ফজল দীন চলে গেলো। রশীদা আবদুল আজীজকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই সাহেব! পুলিশ যখন কায়েম দীনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আলেম বিবি দৌড়ে চেরাগ বিবির কাছে চলে গিয়েছিল সাহায্যের জন্য। চেরাগ বিবি আপনাকে কিছু বলেনি?

বিলকিস বললেন, আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম চেরাগ বিবির মা একবারও আসেনি বলে মনে হয়।

আমিনা বললো, চাচীজান! সে সেখানে যেতে পারে না। ইউসুফ ভাই এর কারণ জানেন। ভাইজান বড়ই রহমদিল। আমার মনে হচ্ছে তিনি কোনোদিন আলেম বিবিকেও মাফ করে দেবেন। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সে হত্যাকারী দলের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আবদুল আজীজ বললেন, বেটি! আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, অসৎ কাজ যারা করে দুনিয়ায় তারা অবশ্যই শাস্তি পেয়ে যায়। আলেম বিবির ব্যাপারে তোমার বেশি ভাববার দরকার নেই।

চাচাজী! আমি চেরাগ বিবির ব্যাপারেও খুবই চিন্তিত। হায়! যদি আমি এ ব্যাপারে



www.pathagar.com

নিশ্চিন্ত হতে পারতাম যে, ইউসুফ ভাইজানের নেকী চেরাগ বিবির রক্ত থেকে বিষের কণাগুলিকে বের করে ফেলতে সক্ষম হবে, যা তিনি তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। ভাই ইউসুফ যখন ফৌজে ভর্তি হবার জন্য দেরাদুন যাচ্ছিলেন তখন তিনি আমাদের বাড়ির নিরাপত্তার ব্যাপারেও চিন্তিত ছিলেন।

আবদুল আজীজ সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেটি! তুমি বড়ই নেকবখ্‌ত। কিন্তু ভেবে দেখো, এসব ব্যাপারে দোয়া করা ছাড়া তুমি আর কিছুই করতে পারো না।

কিন্তু চাচাজান! আমার বাড়ির দরোজার ধারে কাছে আমি এদের ঘেঁসতে দেবো না, এটা তো আমি করতে পারি।

আবদুল করিম বললেন, কিন্তু বেটি! তোমার বিয়েতে আবদুর রহীমের সাথে যদি চেরাগ বিবিও এসে যান, তাহলে তুমি আবার যেন এমন কাণ্ড করে না বসো যার ফলে মিয়া সাহেব আমার প্রতি নারাজ হয়ে যান।

ইউসুফ বললো, আপনি পেরেশান হবেন না, তিনি এখানে আসবেন না। আমি তাঁকে এই মর্মে বুঝিয়ে দেবো যে, আপনি লাহোরে গেলে লোকেরা বেলা সিংয়ের হত্যা সম্পর্ক আপনাকে নানা প্রশ্ন করবে। যেমন পলাতক পীর, পুলিশ যাকে তালাশ করে ফিরছে, তার সাথে আপনার পিতামাতার সম্পর্ক কি? এমন ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া আপনার জন্য কঠিন হবে। তাই লাহোরে গিয়ে এমন কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হবার চাইতে বরং কোনো অসুখের বাহানা করে বাড়িতে আরাম করুন।

রশীদা বললেন, বেটি! এবার তোমার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত।

আবদুল আজীজ তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, এবার মনে হয় আমাদের বিদায় নিতে হয়।

বিলকিস উঠতে উঠতে বললেন, জী, আমাদের বেশ দেরী হয়ে গেছে।

তারা বাড়ির বাইরে বের হলে আবদুল করিম আবদুল আজীজকে বললেন, ভাই সাহেব! আপনার যে সব আত্মীয়-বান্ধবকে দাওয়াত দেয়া জরুরী মনে করেন তাদের নাম ও ঠিকানা লিখে ইউসুফের হাতে পাঠিয়ে দেবেন। বিয়ের এক দুদিন আগে আপনি অবশ্যই এখানে পৌছে যাবেন। আমি হোশিয়ারপুর জেলা থেকে নাসির সাহেবের জামাতাকে স্ত্রী-পরিজনসহ এখানে আনার ব্যবস্থা করছি। আপনিও তাদেরকে লিখে জানিয়ে দিন।

বিলকিস বললেন, ভাই সাহেব! তারা নিজেরাই দুচার দিনের মধ্যে আমাদের কাছে এসে যাচ্ছে। আমি তাদেরকে বিয়ে পর্যন্ত এখানে রাখার চেষ্টা করবো।

আমিনা বললো, চাচীজান! খালেদা আপার আসার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আমি আপনার বাসায় যাবো তাঁকে সালাম করতে।

ড্রাইভার গাড়ির দরোজা খুললো। বিলকিস ও আবদুল আজীজ পেছনের সিটে বসে পড়লেন এবং ইউসুফ ড্রাইভারের সাথে সামনের সিটে বসলো।



www.pathagar.com

পাঁচ দিন পর সন্ধ্যার সময় ইউসুফ স্টেশানের প্লাটফরমের ওপর দৌড়াচ্ছিল। গাড়ির সেকেন্ড ও ইন্টার ক্লাশে ঢুঁ মারছিল। ইন্টার ক্লাশের এক কামরা থেকে সে দেখলো মুহাম্মদ উমর ও তার বাপ হাসান আলীকে নেমে আসতে। আস্সালামু আলাইকুম বলার পর সে বললো, দেখুন! আমার নাম ইউসুফ, খালেদা আপা কি আপনাদের সাথে আসেননি?

বাপ ও বেটা উভয়ে একের পর এক তার সাথে মোসাফাহা করার পর উমর বললো, জনাব! আপনি এত বেশি বদলে গেছেন যে, আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি।

হাসান আলী বললেন, উমর! তুমি জলদি মাল সামানগুলি নামিয়ে ফেলে তোমার আম্মীকে সাথে করে নিয়ে এসো, ততক্ষণ আমি এর সাথে কথা বলছি।

সে মহিলা কামরার দিকে দ্রুত দৌড়ে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কুলিদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে স্টেশানের বাইরে চলে এলো।

খালেদা বললেন, ইউসুফ ভাই! আপনাকে হঠাৎ এখানে দেখে খুব খুশি হয়েছি। আপনি কেমন করে জানলেন আমরা এ গাড়িতে আসছি?

আপাজান! চাচী বিলকিস আমাকে পাঠিয়েছেন।

তাঁর ড্রাইভার এসেছে?

জী, এখন আমিই আপনার ড্রাইভার। চাচীজান নিজেও আসতে চাচ্ছিলেন। পরে নিজেই বললেন, যদি আমি স্টেশানে যাই তাহলে খাবার দাবার তৈরির কাজ পিছিয়ে যাবে। ড্রাইভারকে না পাঠাবার কারণ হচ্ছে, সওয়ারী বেশি হয়ে যাবে এবং এতে আপনাদের কষ্ট হবে।

ইউসুফ গাড়ির দরোজা খুললো। খালেদা নিজের স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার ভাইয়ের সাথে বসি এবং কিছু কথা বলে নিই।

অবশ্যই বসে যাও। তবে এত বেশি কথা বলো না যার ফলে ওর দৃষ্টি গাড়ি থেকে সরে গিয়ে কোনো টাংগার সাথে গাড়ির টক্কর না লেগে যায়।

খালেদা হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন ভাই ইউসুফ সতর্কতার সাথে কার চালাবেন। আপনার যদি সামান্য ভুলচুক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাকে বিদ্রুপের নিশানা বানানো হবে। দেখুন, আমি কোনো কথা বললে আপনার দৃষ্টি আবার অন্য দিকে সরে যাবে না তো?

না, আপাজান! আমার এ ব্যাপারে পূর্ণ অনুভূতি আছে যে, অতি মূল্যবান জীবনগুলি সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পন করা হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্তে কথা বলবেন। ইনশাআল্লাহ আমার কোনো ভুল হবে না।

তারা বাড়িতে পৌছলে বিলকিস দরোজায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এক সপ্তাহ পরে সকালে আবার ইউসুফ স্টেশানে জালিন্ধর থেকে আগমনকারী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে গাড়ির ইঞ্জিন এগিয়ে আসছে দেখা গেলো। আচানক সে অনুভব করলো, তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। গাড়ি



www.pathagar.com

প্লাটফরমে প্রবেশ করলো। ইঞ্জিন এবং তার সাথে আরো কয়েকটা কামরা হিস্ হিস্ করে সামনের দিকে চলে গেলো। একটি কামরায় তার চোখে পড়লো কয়েকটা পরিচিত চেহারা। দৌড়াতে লাগলো সে সামনের দিকে। শুনতে পেলো নাসরীনের আওয়াজ।

ভাইজান! আস্সালামু আলাইকুম।

সে এগিয়ে যেতে লাগলো সামনের দিকে। একটি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিচ্ছিল ফাহমিদা ও তার আম্মা। তাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেলো সে। আস্সালামু আলাইকুম খালাজান! আমি কি সবার সামনে ফাহমিদাকে সালাম করতে পারি?

লজ্জা মিশ্রিত হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো ফাহমিদার চেহারায়। পেছন থেকে একজন তার কাঁধে হাত রাখলো। তার কানে এলো একটি পরিচিত আওয়াজ, বেটা! এ অধিকার তো তুমি লাভ করেছো মিসৌরিতে।

ইউসুফ পেছন ফিরে দেখলো এবং নাসিরউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরলো।

নাসরীন গাড়ি থেকে নেমেই বললো, আব্বাজান! সবার আগে আমিই তাঁকে আওয়াজ দিয়েছিলাম অথচ দেখুন এখনো তিনি জানেন না যে আমিও আপনাদের সাথে এসেছি।

ইউসুফ নিচু হয়ে তার মাথায় চুমো দিয়ে বললো, শাহজাদী সাহেবা! সব সময় অভিযোগ করা ঠিক নয়। চলুন প্লাট ফরমের বাইরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

তারা ষ্টেশানের বাইরে বের হয়ে এলে আমিনা একটি কার থেকে বের হয়ে এলো। সে এগিয়ে এসে ফাহমিদার আব্বা-আম্মাকে সালাম করলো। তারপর ফাহমিদাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আপনি অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি এখানে এসে ইউসুফ সাহেবের বোনের দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছি। সম্ভবত আপনি জানেন না, এখানে কত লোক আপনাকে ও শাহজাদী নাসরীনকে দেখার জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে।

ভাইজান! আপনি অনুমতি দিলে আমি এদেরকে আমার গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাই এবং আপনি এদের আব্বু, আম্মু ও ভাইকে নিয়ে আপনার গাড়িতে আসুন।

তাদের গাড়ি ছুটছিল বিলকিসদের বাড়ির দিকে। ফাহমিদা আমিনার পাশে বসে তাকে বলছিল, বোনটি! তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছো। চাচীজান তোমাকে এখানে আসার জন্য আগে থেকে বলেছিলেন, না- কি হঠাৎ ঘটনাক্রমে তুমি এসে পড়েছিলে?

জী, আমি তো আপনাদের অপেক্ষাই করছিলাম। প্রত্যেক দিন চাচীজানকে টেলিফোন করতাম। গতকাল তিনি বললেন, আপনারা সকালের ট্রেনে এসে যাচ্ছেন। আমি চাচীজানের কাছে আবেদন নিয়ে গিয়েছিলাম যে, আজ দুপুরের খাবার আপনারা আমাদের বাড়িতে খাবেন। কিন্তু পরে ফায়সালা হয়েছে, আজ দুপুরে আমি আপনাদের সাথে চাচীজানের বাসায় খাবো এবং রাতে আপনারা সবাই আমাদের মেহমান হবেন। বিকালের চা-নাশ্তাও আমাদের বাসায় হবে। আপনার সাথে আমার অনেক কথা বলার আছে।



www.pathagar.com

আরে ভাই! সবই তো ভালো কথা, তাই না?

আপনি জানেন না যেখানে আপনি থাকেন সেখানে সব জিনিসই ভালো হয়।

আমিনা আমার জন্য দোয়া করো।

আমিনা তার কাঁধে হাত রেখে বললো, আমার শাহজাদী বোন! কিছু লোকের এ দুনিয়ায় আগমন হয়েছে দোয়া নেবার জন্য এবং আপনি তাদের একজন। আল্লাহ মালুম, আমার মতো আরো কত লোক আপনারও ও ইউসুফ ভাইজানের জন্য দোয়া করছে।

বাড়িতে পৌঁছে খাবার পূর্বে তাদের কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। ইউসুফের বই সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না এবং তাকে জবাব দিতেও হলো না। ইউসুফের গ্রামের সফর প্রসংগে বিলকিস আলোচনা শুরু করলেন। বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে ইউসুফকে বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলতে হলো।

শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তারা পুরো ঘটনা শুনলো।

শেষে মিয়া নাসির উদ্দীন বললেন, বেটা! যখন তুমি এ ঘটনা শুনাচ্ছিলে আমার মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু আমার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে আর তোমার এ গুণটি এখন ধীরে ধীরে নাসরীনের মধ্যে ফুটে উঠছে।

ফাহমিদা বললো, আব্বাজান! যে মেয়েটির বাপ-মা নিহত হয়েছে তার সাথে ট্রেনের মধ্যে আমাদের দেখা হয়েছিল এবং পরের স্টেশানে সে নেমে গিয়েছিল। সে অত্যন্ত গর্বসহকারে ইউসুফকে 'বীর ভাই' বলছিল এবং বলছিল সে এদের পুরো পরিবারকে জানে। আমাদের কাছ থেকেও ওয়াদা নিয়েছিল, ফেরার পথে যদি আমরা ইউসুফ সাহেবের গ্রামে যাই তাহলে যেন তাকে জানাই। আব্বাজী! সে বড় ভালো মেয়ে। আমি ভাবছি এ ধরনের লোকদের ওপর মুসিবত আসে কেন?

বিলকিস বললেন, বেটি! এ অবস্থায় আমরা তাদের জন্য দোয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না।

খাবার পরে তারা আরাম করলো দুঘন্টা। এ সময় ইউসুফ বৈঠকখানায় চলে গেলো। সেখানে যোহরের নামায পড়লো। তারপর কিছুক্ষণ ঘুমাবার পর উঠে আলমারী থেকে একটি কিতাব বের করলো।

কিছুক্ষণ পরে সে আসরের নামাযের জন্য বাইরে বের হলো। এসময় ফাহমিদা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। দোটানায় পড়ে গিয়ে সে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না এমন অবস্থায় ধীরে ধীরে কদম বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো এবং কাছে গিয়ে বললো, যদি আমি জানতাম তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো তাহলে একটি অর্থহীন কিতাব পড়ে এই সময়টা নষ্ট করতাম না।

ফাহমিদা হেসে বললো, আমি এইমাত্র বের হলাম। এখানে নাসরীনের অপেক্ষা করছি। সে গোসলখানায় ঢুকেছে। এখনি এসে পড়বে।

তুমি কোথাও যাচ্ছো?

আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন কি না তা দেখার প্রোগ্রাম বানিয়েছিলাম আমরা।



www.pathagar.com

এর আগে নাসরীন একবার আপনার কামরা ঘুরে গেছে। তখন আপনি গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন।

ঘুম আমার অবশ্যই এসেছিল। তবে তোমার যদি বেড়াবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে আমিনাকে জাগাও। ততক্ষণে আমি নামাযটা সেরে নিচ্ছি।

জী, আমিনার চোখে ঘুম কোথায়? সে আমাকেও ঘুমাতে দেয়নি। নাসরীন তার সাথে প্রোগ্রাম বানিয়েছে, আমরা সবাই চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে তাদের বাড়িতে যাবো। এখন সে চাচীজানকে কিভাবে জাগানো যায় সেই চিন্তায় মগ্ন আছে।

তোমার আসার আগে আমার মনের মধ্যে কয়েকটা কথা ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু এখন তোমাকে দেখার পর আর কিছুই মনে নেই।

আমারও অবস্থা প্রায় একই। কিন্তু এখন একটা কথা না বলে আর থাকতে পারছি না। আপনাকে নিজের পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে মোটেই পেরেশান হতে হবে না। কারণ আপনার সমস্ত কাজ সময় মত হয়ে যাবে এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

ইউসুফ বললো, একটা বিষয়ে আমার বড় ভয় হয়। বড় বড় আশা আকাংখা পূর্ণ হতে বড় বেশি দেরী হয়। ফলে কখনো আবার এমন না হয় যে তুমি ভাবতে থাকো, হয়তো আমি মরিচীকার পেছনে দৌড়াচ্ছি।

ফাহমিদা হেসে ফেললো। আপনার সাথে কোনো মরিচীকার পেছনে দৌড়াবার সময় আমি পেছন ফিরে তাকাবোই না।

নাসরীন কামরা থেকে বের হতে হতে জিজ্ঞেস করলো, মরিচীকা কি ভাইজান?

ফাহমিদা হেসে উঠে বললো, এ শব্দটি সে আর কোনোদিন ভুলবে না।

ইউসুফ বললো, শাহজাদী বোন! মরিচীকা দেখার ও বুঝার জন্য তোমাকে কোনোদিন কোনো মরুভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে সামনের কিছুদূর থেকে নিয়ে দূর-দূরান্তে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত জমির ওপর পানি টলমল করতে দেখা যায়। এত পরিষ্কার পানি যে তার মধ্যে ঝোপঝাড় ও চলাচলকারী জানোয়ারের প্রতিচ্ছবিও দেখা যায়। এখন তুমি বলো, তুমি চিড়িয়াখানায় যাচ্ছো কি না?

বিলকুল তৈরি আছি ভাইজান। আম্মিজান ও চাচীজানও তৈরি আছেন। আমি ভাবছিলাম আপনি তো সবেমাত্র শুয়েছেন, আমিনা আপা দীর্ঘক্ষণ থেকে তৈরি হয়ে বসে আছেন, আব্বাজী নামায শেষ করতেই আমরা এখান থেকে বের হয়ে পড়বো।

আমিনা কামরা থেকে বের হয়ে এলো। সে বললো, মনে হচ্ছে আমাদের বের হতে হতে যথেষ্ট দেরী হয়ে যাবে এবং চিড়িয়াখানা দেখার জন্য নাসরীন বেশি সময় পাবে না।

ঠিক আছে, এটা তেমন কোনো ব্যাপারই নয়। আজ সামান্য কিছু দেখে নেবো তারপর আর একদিন বেশ সকাল সকাল সেখানে চলে যাবো এবং খুব ভালো করে সবকিছু দেখে নেবো।

এক ঘন্টা পরে দুটি কারে সওয়ার হয়ে তারা চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। আমিনার গাড়িতে বসেছিল ফাহমিদা, নাসরীন, সফিয়া, খালেদা ও বিলকিস এবং



www.pathagar.com

ইউসুফের সাথে ছিলেন নাসির উদ্দীন, জহির, উমর ও হাসান আলী। চিড়িয়াখানায় সামান্য কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর এবার তারা আবদুল করিমের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল।

আমিনার বিয়ের দুদিন আগে থেকে একের পর এক মেহমানদের আগমন শুরু হলো। মিয়া আবদুল করিম আশপাশের আরো দুটি কুঠি কয়েকদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। এছাড়া বাড়তি মেহমানদের জন্য পাশের একটি খোলা ময়দানে তাঁবু খাটানো হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন আবদুর রহীমের বাড়ি থেকে অনেক লোক আসবে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিয়ের দুদিন আগেই তাদের এসে যাবার কথা। সকাল হতেই তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ইউসুফের ধারণা ছিল, সকাল হতেই তারা গ্রাম থেকে বের হয়ে পড়বে এবং আটটার সময় শহরে এসে বাসে চড়ে আরামে লাহোর পৌঁছে যাবে দুপুরের খাবারের আগে। কিন্তু তাদের না আসায় রাতের বেলা ইউসুফ বললো, হতে পারে আব্বাজান দুদিনের পরিবর্তে একদিন আগে আসা সংগত মনে করেছেন। কাজেই তিনি আগামীকাল আসবেন। পরের দিন তাঁর অপেক্ষা করা হচ্ছিল অধীর আগ্রহে। যখন দুপুর গড়ালো, সবাই ইউসুফকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো তাঁর না আসার কারণ কি হতে পারে? যোহরের নামায পর্যন্ত ইউসুফ বলতে থাকলো, তিনি এই এখনি এসে পড়বেন। আব্বাজান কোনো কারণে আসতে না পারলে নিশ্চয়ই লোক মারফত খবর পাঠাতেন। যোহরের নামাযের পরে সে আবদুল করিমের কুঠির উপরের তলায় একটি কামরায় ফাহমিদা, নাসরীন তার আব্বা, আম্মা এবং বিলকিস ও আবদুল আজীজের সাথে বসেছিল অত্যন্ত বিমর্ষভাবে।

আবদুল আজীজ সস্নেহে তর কাঁধে হাত রেখে বললেন, বেটা! তোমার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। তেমন কোনো ব্যাপার হলে তিনি কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিতেন। বিয়েতে শরীক হওয়াই তো উদ্দেশ্য। কাজেই যদি কাল সকালেও তিনি পৌঁছে যান তাহলেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

চাচাজী! এর কোনো কারণ যদি আমি খুঁজে পেতাম তাহলে আমি একদম পেরেশান হতাম না। কিন্তু প্রোগ্রাম পরিবর্তন করার অভ্যাস আব্বাজানের নেই।

নাসির উদ্দীন বললো, বেটা! এমনও হতে পারে, তিনি কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম করে কোনো খবর পাঠিয়েছেন এবং তা আমরা পাইনি।

জী না, এমন অবস্থায় তিনি চিঠি বা টেলিগ্রাম করবেন না বরং বাড়ির নির্ভরযোগ্য লোক মারফত খবর পাঠাবেন। এখন আমার মনে কিছু ধারণার উদয় হচ্ছে। মনে হয় তাঁর শরীর ভালো নেই এবং তিনি এ খবরটি এখানে পাঠিয়ে কাউকে পেরেশান করতে চাচ্ছেন না।

ফাহমিদা ইউসুফের দিকে তাকিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, আল্লাহ তাঁর প্রতি মেহেরবান হোন। তার দুচোখ ভিজে উঠলো। নাসরীন তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আপাজান! ইনশাআল্লাহ তিনি সুস্থই আছেন।

ফজল দীন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কামরার দরোজায় উঁকি দিয়ে ইউসুফকে বললো,



www.pathagar.com

মিয়াজী! চৌধুরী মুঈন এসে গেছেন।

ইউসুফ আঁতকে উঠে বললো, কোথায় তিনি?

নিচে মিয়া সাহেবের সাথে কথা বলছেন। আমি কেবল এতটুকু শুনেছি, বড় মিয়া সাহেব আসতে পারবেন না।

ইউসুফ বললো, আচ্ছা দেখি আমি তাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

জনাব! তাঁর সাথে একজন নওকরও আছে। তার মাথায় আছে একটি গাঁঠরী। সম্ভবত শাদির তোহ্ফা হবে। মিয়া সাহেব গাঁঠরীসহ তাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেছেন। সেখানে সম্ভবত সবার সামনে জিজ্ঞেস করা সংগত মনে করেননি। আচ্ছা আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চৌধুরী মুঈন উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে এখানে আসছি।

ফজল দীন কারোর কোনো জবাব না শুনেই দ্রুত ফিরে গেলো।

বিলকিস বললেন, বেটা ইউসুফ! এবার তোমার পেরেশানী দূর হয়ে যাওয়া উচিত।

চাচীজান! আমার পেরেশানী কিছু কমে গেছে, দূর হয়ে যায়নি। আমার ভয় হচ্ছে চাচা মঈন উদ্দীন বিয়ে শেষ হবার আগে পর্যন্ত আমাকে পুরো খবর শোনবেন না। যদি আব্বাজান অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে এ অসুস্থতা সাধারণ পর্যায়ের হবে না। যদি কোনো সাধারণ ব্যাপার হতো তাহলে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এখানে চাচা গোলাম নবী আসতেন। কখনো কখনো তাঁর ডান কাঁধ থেকে নিয়ে সারা ঘাড়ে বিষম ব্যথা হয়। যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন একবার এই ভয়ংকর ব্যথার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

পাঁচ মিনিট পরে ফজল দীন মুঈন উদ্দীন ও আবদুল করিমকে নিয়ে সেখানে পৌছে গেলো। ইউসুফ কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলে উঠলো, চাচাজী! আব্বাজান কেন আসেননি একথা বুঝতে পারা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আমি কেবল জানতে চাই, তিনি বাড়িতে আছেন, না হাসপাতালে?

মুঈন উদ্দীন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটা! তাঁর যে কষ্ট হয়েছিল তা আল্লাহর ফজলে দূর হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে তাঁকে আরো চার পাঁচ দিন হাসপাতালে আরাম করতে হবে।

চাচাজী! এটা কি সেই আগের কাঁধের ব্যথা?

হ্যাঁ, বেটা! তবে হাসপাতালে এখন যে নতুন আমেরিকান ডাক্তার এসেছেন তার চিকিৎসায় সহজেই ব্যথা দূর হয়ে গেছে।

আমাকে খবর দেবার কথা তিনি কি কাউকে বলেননি?

বেটা! তিনি বলছিলেন বিয়ের সময় লোকদের পেরেশান করার দরকার নেই। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন বিয়ে শেষে কনে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে ইউসুফকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বলে দিয়ো। আর আমাদের বউমা এবং তার আব্বা-আম্মা যে পেরেশান না হয় সেদিকে বিশেষ করে খেয়াল রাখতে বলেছেন।

দেখো বেটা! তুমি যদি আবার এখনই তোমার বাপকে দেখতে চলে যাও তাহলে তিনি আমার ওপর ভীষণ খেপে যাবেন। আগামী কাল নিশ্চিন্তে চলে যেয়ো। আমি কসম



www.pathagar.com

খেয়ে বলছি ভাইজানের শরীর এখন পুরোপুরি ভালো।

আবদুল করিম বললেন, আসুন ভাইসাহেব! আপনি প্রথমে নিচে এসে কিছু পানাহার করে নিন। ইনশাআল্লাহ বিয়ের পর্ব শেষ হবার পর আমি এবং এঁরা সবাই চৌধুরী সাহেবকে দেখতে যাবো।

জী, আপনাদের সবাইকে দেখে তো তাঁর আর আরাম করার প্রয়োজন মনে হবে না। মুঈন উদ্দীন একথা বলে আবদুল করিমের সাথে চলে গেলেন।

আবদুল আজীজ বললেন, ভাই নাসির! এখন তাঁকে না দেখে আমাদের মধ্য থেকে আর কারোর ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমার মনে হয়, যখন তিনি জানবেন তাঁর আদরের বউমা তাঁকে দেখতে আসছেন তখন তিনি হাসপাতালের বিছানা থেকে দৌড়ে বাড়িতে পৌছে যাবেন। এ কথাটি শুনতে যত বেশি অদ্ভুত এর গুরুত্ব তার চাইতে কম নয়।

বিলকিস বললেন, এ বিষয়টি সরাসরি আমার বুদ্ধিমতী ভাতিজীর সাথে সম্পর্কিত। তাই সবার আগে আমাদের তার অভিমতটি জানা উচিত।

ফাহমিদা কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রেখে বললো, চাচীজান! এ বিষয়ে এখন আপনাদের প্রথমে ইউসুফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

ওরে দুষ্টু! তুমি কি মনে করো ইউসুফ তার বাপকে দেখতে যেতে তোমাকে মানা করবে?

না, মোটেই না, ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো। আমি স্রেফ এতটুকু বলতে চাচ্ছিলাম, আপনারা আমাকে আপনাদের সাথে তার পরিচর্যা করার জন্য নিয়ে যেতে চাইলে আমি আপনাদের শোকরিয়া আদায় করবো।

আবদুল আজীজ বললেন, বেটি! আমারা যদি তোমাকে নিয়ে যেতে না চাই?

চাচাজান! তাহলে আমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

বেটি! তুমি নিশ্চয়ই যাবে এবং তোমার কারণে আমরাও সবাই যাবে।

নাসরীন ফাহমিদার হাত টেনে নিয়ে বললো, আপু মনি! আমিও যাবো তো তোমার সাথে?

অবশ্যই যাবে! যখন পরদেশী গাছ জিজ্ঞেস করবে, আমাদের ছোট শাহজাদী কোথায় তখন আমি কি জবাব দেবো?

ইউসুফ সফিয়াকে সম্বোধন করে বললো, খালাজান! এ সময় আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। যখন আপনারা আমাদের গ্রামে কদম রাখবেন, আপনারা অনুভব করবেন জমিনের এক একটি কণা আপনাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। আর আপনাদের দেখে পরদেশী গাছগুলি আচমকা যদি অন্য কোনোদিকে চলতে শুরু করে দেয় তাহলে আমি আশ্চর্য হবো না মোটেই।

নাসির উদ্দীন বললেন, তাহলে একথা চূড়ান্ত হয়ে গেলো যে, আমরা সেখানে যাচ্ছি। চৌধুরী মুঈন উদ্দীন আমাদের পূর্বে রওয়ানা হয়ে যাবেন, এবং সেখানে গিয়ে আমাদের যাওয়ার খবর দেবেন। ভাই আজীজ সাহেব! পত্র লিখে শহরের কোনো গণ্যমান্য



www.pathagar.com

ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। তিনি নিজে সশরীরে হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শরীরের অবস্থার খবর নিয়ে আমাদের টেলিগ্রাম বা টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা ভালোর দিকে যেতে থাকলে আমরা ধীরে, সুস্থে নিশ্চিন্তে এখান থেকে রওয়ানা হতে পারবো।

ইউসুফ বললো, আমি শহরের পাকা রাস্তা থেকে আমাদের গ্রাম ও পরদেশী গাছগুলির মাঝখান দিয়ে যে সড়কটি চলে গেছে সেটিকে কার চলার উপযোগী করে তৈরি করে নিতে চেষ্টা করবো। আপনারা চাইলে পরদেশী গাছগুলির দিক দিয়ে এক চক্কর দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে পারবেন।

সফিয়া বললেন, বেটা! সবার আগে হাসপাতালে গিয়ে তোমার আব্বাজানের খবর নেবো এবং তারপর অন্য কোনো প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করা যাবে।

খালাজী! হাসপাতাল স্টেশানের একদম কাছে। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস আব্বাজী যখন শুনবেন আপনারা আসছেন তখন তিনি আর এক মিনিটও হাসপাতালে শুয়ে থাকা পছন্দ করবেন না।

বিলকিস বললো, বেটা! হয়তো আমি বুঝতে পারি, তিনি অনেক খুশি হবেন। কিন্তু তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে গ্রামের লোকেরা আমাদের দেখলে পেরেশান হবে না?

চাচীজান! গ্রামের কোনো লোকের মস্তিষ্কের অবস্থা সম্পর্কে আমি এমন কোনো সন্দেহ করতে পারি না যে, সে আপনাদের দেখলে খুশি হবে না এবং মনে হয় নাসরীনও এ বিষয়টি জানে।

নাসরীনের চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। সে বললো, ভাইজান! আমি তো মনে করি আপনার গ্রামের লোকেরা সবাই আপনারই মতো সবাইকে ভালোবাসতে জানে।

মুঈন উদ্দীন কামরায় প্রবেশ করলেন। ইউসুফ তাঁকে প্রশ্ন করলো, চাচাজী! এঁরা জিজ্ঞেস করছেন, এঁরা যদি আচানক আব্বাজীকে দেখতে হাসপাতালে বা আমাদের গ্রামে পৌঁছে যান তাহলে বাড়ির লোকেরা খারাপ মনে করবে না তো?

মুঈন উদ্দীন! পেরেশান হয়ে বললেন, আরে বেটা! তুমি তো দেখছি নিজেকে ছাড়া বাকি সবাইকে বেকুব মনে করো?

না, চাচা! আমি বলতে চাচ্ছি, যদি আপনি কোনো আপত্তি না করেন তাহলে বিয়ে শেষ হবার পর এঁরা সবাই আব্বাজীকে দেখতে যাবেন।

মুঈন উদ্দীন রাগতভাবে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার চোখে কি আমাকে গাধা বলে মনে হচ্ছে?

ইউসুফ বহু কষ্টে হাসি সংবরণ করে বললো চাচাজী! আমার উদ্দেশ্য তা নয়, কিন্তু এসব ব্যাপারে খান্দানের বড়দের সাথে পরামর্শ করা হয়।

আচ্ছা, প্রথমে আমাকে বল, ফাহমিদা বেটি সংগে যাচ্ছে কিনা?

আপনি জানেন সে এখানে এসেছে।

আরে ভাই! আমি সব জানি। কিন্তু ভাইজান তো এজন্যই পেরেশান ছিলেন যে,



www.pathagar.com

বউরানীকে দেখার জন্য তিনি লাহোর আসতে পারলেন না।

মুঈন উদ্দীন সামনে এগিয়ে গিয়ে ফাহমিদার মাথায় দুই হাত রেখে বললেন, বেটি। যখন তুমি সেখানে যাবে, তুমি ভাইজানকে দেখেই অনুভব করবে, তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ইউসুফ বললো, চাচাজী! মনে হয় এখানে তোহ্ফা পৌছিয়ে দেবার পর আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সকালে বরযাত্রী আসার এবং তাদের রওনা হবার জন্য আপনার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় মিয়া আবদুল করিম সাহেব সানন্দে আপনাকে গ্রামে ফিরে যাবার অনুমতি দেবেন। ফলে আপনি যতশীঘ্র পারেন ফিরে গিয়ে আব্বাজীকে এ সুখবর দিতে পারবেন যে, এঁরা সবাই আপনাকে দেখতে আসছেন। বরযাত্রীদের আগমন ও রুখসাতের জন্য আপনাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে না। বরং আপনি খুব সকালেই রওয়ানা হয়ে যাবেন। যদি আব্বাজানের অবস্থা অপেক্ষকৃত ভালো হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে মনজুর সাহেবের ওলিমার দাওয়াত শেষ করে আমরা সেখানে যাবো। অন্যথায় তাদের কাছে ওজর পেশ করে ওখানে চলে যাবো। আপনি আব্বাজানকে দেখার পরপরই তখনই টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাঁর কুশলবার্তা আমাদের জানিয়ে দেবেন। তারপরই আমরা এখান থেকে রওয়ানা দেবার ফায়সালা করতে পারবো।

বেটা! আমি পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে বলতে পারি, যখন তিনি শুনবেন আপনারা সবাই আসছেন তখন তাকে দেখে তিনি যে একজন অসুস্থ ব্যক্তি এ ব্যাপারে কারুর মনে এতটুকু সন্দেহ জাগবে না। তিনি সোজা বাড়িতে পৌছে যাবেন এবং মেহমানদের অভ্যর্থনার ইন্তিজামে মশ্গুল হয়ে পড়বেন।

আবদুল আজীজ বললেন, বেটা ইউসুফ! এখনি টেলিফোনের কামরাটি খালি করার ব্যবস্থা করো। আমি থানার কাউকে ফোন করে হাসপাতাল থেকে মিয়া সাহেবের শারীরিক অবস্থার রিপোর্ট আনার ব্যবস্থা করি।

ইউসুফ বললো, চাচাজী! টেলিফোন উপরেও আনা যেতে পারে। আমি এখনিই আনছি।

এক ঘন্টা পরে আবদুল আজীজও বাহাদুর সিংয়ের সাথে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল।

'বাহাদুর সিং! তোমাকে পেয়ে ভালোই হলো'।

'চাচাজী! আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, এসময় আমি এখানে ছিলাম। দারোগা সাহেব একটি তদন্তের ব্যাপারে আমাকে সংগে করে নিয়ে যাননি।'

'বাহাদুর সিং! তুমি এখনি হাসপাতালে যাও। মিয়া আবদুর রহীমের শারীরিক অবস্থার খবর নাও এবং ডাক্তারের সাথেও দেখা করো। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কবে নাগাদ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হবেন?'

'চাচাজী! আমি এখনই তাঁকে দেখে এসেছি। ভগবানের কৃপায় মিয়া সাহেব এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলছিলাম এমন সময় ডাক্তার সাহেব সেখানে এসে গেলেন। তিনি বললেন, মিয়া সাহেব আগামীকাল বাড়িতে যেতে পারবেন।'



www.pathagar.com

'ঠিক আছে, বাহাদুর সিং! তুমি আর একবার তাঁর সাথে দেখা করো। তাঁকে বলো, তিন দিন পরে জালিন্ধরের মেহমানরা আপনাকে দেখতে আসছেন। ফাহমিদা বিবিও নাসরীন বিবিও তাদের সাথে থাকবে।'

'জনাব! বিবিদের নাম আমাকে আবার শুনিয়ে দিন। নাসরীণ বিবির নাম তো মনে থাকবে কিন্তু অন্য আর এক বিবির নামটি চেষ্টা সত্ত্বেও মনে থাকছে না।'

'আরে ভাই! তুমি বলে দিয়ো, আপনার শারীরিক অবস্থার খবর নেবার জন্য নাসরীন বিবি ও তার বড় বোনের আমাদের সাথে আসার জন্য আপনার অনুমতির প্রয়োজন।'

বিকেল সোয়া পাঁচটায় বাহাদুর সিং টেলিফোনে আবদুল আজীজকে বললো, জনাব! মিয়া সাহেব আমার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমার ঘরের রোশনির জন্য আমি রওশনদান, দরজা ও জানালা বন্ধ করতে পারি কেমন করে? তিনি এও বলছিলেন, আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি এবং আগামীকালের পরিবর্তে এখনি বাড়িতে চলে যাচ্ছি, যাতে মেহমানরা এলে গ্রামের বাইরে বের হয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাতে পারি। আমি ওখানে থাকতে থাকতেই তিনি টাংগা ডাকিয়ে আনলেন এবং নওকরকে দিয়ে জিনিসপত্র অতে উঠিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা দিলেন। ইউসুফ সাহেবকে তিনি তাকিদ করে বলতে বলেছিলেন যেন মনজুর সাহেবের ওলিমার দাওয়াত শেষ করে তারপর তারা আসে। চাচাজী! আমি নিজেই তাঁকে টাংগায় উঠিয়ে দিয়ে এসেছি। তাঁকে দেখে কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি হাসপাতালের বিছানা থেকে উঠে এসেছেন।

বিশাল কুঠি বাড়ির আঙিনায় শামিয়ানার নিচে আবদুল করিমের মেহমানরা বরযাত্রীদের ইন্তিজার করছিলেন। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের ছাড়া অনেক বড় বড় সরকারী কর্মচারীও শামিল ছিলেন। একটি বড় শামিয়ানার শেষের দিকে স্টেজ তৈরি করা ছিল। লাইনবন্দি করে সাজানো সোফাসেটগুলি বরযাত্রীদের জন্য খালি রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ স্টেজের ওপর উঠলো এবং কয়েক সেকেণ্ড চারদিকে দেখে নেবার পর বক্তৃতা শুরু করে দিলঃ

"আজ আমরা যে অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা থেকে নিজের চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। বর্তমান যুগের প্রত্যেক পিতার ন্যায় মিয়া আবদুল করিম সাহেবেরও আকাংখা ছিল খুব ধূমধাম করে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু এই ধূমধাম শব্দটি এমন অবস্থায় একেবারেই বেমানান মনে হয় যখন আমরা চারদিকে শুনছি ভয়ংকর আঁধি ও তুফানের সংকেত ধ্বনি। এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যে একজন মুসলমানের উন্নতিকে একটি অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করা হতো। এক্ষেত্রে মিয়া সাহেব এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি প্রতি পদে পদে হিন্দুদের লৌহপ্রাচীর ভেঙে ভেঙে এগিয়ে গেছেন এবং সমাজে ঈর্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এ সত্ত্বেও যখন তিনি নিজের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন তখন কথায় কথায় তাঁকে হিন্দুদের মুসলিম দুশমনী ও সংকীর্ণমনতার ফিরিস্তি দিতে হয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে যখন তিনি অনুভব করেন কংগ্রেসের রাজনীতির প্রধানতম উদ্দেশ্য



www.pathagar.com

হচ্ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থলাভিষিক্ত করা তখন তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। তিনি বলেন, ইতিহাসের সেই যুগটি কতই ভয়াবহ অন্ধকারময় হবে যখন দেশের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা সংকীর্ণমনা হিন্দুদের হাতে চলে যাবে। তাই মিয়া সাহেব ও তাঁর কন্যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে মুসলমানদের মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেন। আর এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ যে, মিয়া সাহেবের জামাতা মনজুর আহমদ এবং তাঁর পরিবারের কয়েকজন মুরুব্বীও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে মুসলমানদের জীবন-মৃত্যুর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কাজেই তারা উভয়েই ফায়সালা করেছেন, ধূমধাম করে জাঁকজমকের প্রদর্শনী করার পরিবর্তে বেশি করে অর্থ বাঁচিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ব্যয় করতে হবে। মিয়া সাহেব কেবলা এবং মনজুর আহমদের ওয়ালিদ সাহেবের পক্ষ থেকে কায়েদে আযমের কাছে প্রথমেই চেক পাঠানো হয়েছে এবং এ অর্থের একটি বড় অংশ এ উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে যে, আমি ও মনজুর সাহেব কলেজের ছাত্রদের একটি দল নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করবো এবং মুসলমানদের জীবন-মৃত্যুর জন্য পাকিস্তানের গুরুত্ব তাদেরকে অনুধাবন করাবার চেষ্টা করবো। তাঁরা কায়েদে আজমকে কি পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন এবং আগামীতে আরো কতো দেবেন তা বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। মনে হয় একথা বলে দেয়া যথেষ্ট হবে যে, উভয় পক্ষের যাবতীয় প্রদর্শনীমূলক ব্যয় বহর, মূল্যবান গহনাগাঁটিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে এগুলি পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য উৎসর্গীত হবে। এই মহত কর্মে আমার সহোদরাসম মিয়া সাহেবের কন্যার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আপনাদের সবার তরফ থেকে আমি মিয়া সাহেবকে মুবারকবাদ পেশ করছি। ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা দুলামিয়া এবং তাঁর ওয়ালিদ সাহেবকে দেখতে পাবেন এবং আমার বিশ্বাস আপনারা হৃদয় উজাড় করে তাঁদেরকে খোশ আমদেদ জানাবেন।

এই সাদামাটা দাওয়াতে ইনশাআল্লাহ খাদ্যের মান মিয়া সাহেবের রুচির উপযোগীই হবে। এখান থেকে আপনারা এ শিক্ষা নিয়ে যাবেন যে, জাতির জীবন এক ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির লোক দেখানো জৌলুশ ও খুশির চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়।"

দশ মিনিটের মধ্যে বরযাত্রীরা এসে গেলেন। বিয়ে পড়ানো ও খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে মনজুর সাহেবকে বাড়ির ভেতরে আহ্বান করা হলো। মনজুর এক হাতে আলী আকবরের এবং অন্য হাতে ইউসুফের হাত ধরে বললো, দোস্ত! তুমিও চলবে আমার সাথে।

ইউসুফ ইতস্ততভাব প্রকাশ করলো। মনজুর বললো, ঠিক আছে, তাহলে তুমি আলী আকবরকে জিজ্ঞেস করো। তোমাকে বিশেষভাবে ভেতরে ডাকা হয়েছে।

জী, হ্যাঁ, ভাইজান! আমি মনজুর আহমদ ভাইয়ের পরে আপনাকে নিতে আসতাম। আপাজান অনেক তাকিদ করে বলে দিয়েছেন।

ইউসুফ মনজুর আহমদের সাথে ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে দুলহা ও দুলহিন মেয়েদের ভীড়ের মাঝখানে উঁচু আসনে বসেছিল। ইউসুফ কয়েক মিনিট তাদের পাশে চেয়ারে বসেছিল। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বোন আমিনা ও ভাই মনজুর!



www.pathagar.com

আমি এখানে ছোট একটি দায়িত্ব পালন করে রুখসাত হতে চাচ্ছি। ইউসুফ দোয়া করার জন্য হাত উঠালো। সেখানে সমস্ত মহিলা ও শিশুরা তার অনুসরণ করলো। কেউ জানলো না সে তার মনে মনে কি বলছে। কিন্তু যখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো তখন মেয়েদের মধ্যেও স্তিমিত কান্নার রোল উঠলো। তারপর একসময় সে দোয়া শেষ করে উঠলো এবং আমিনার মাথার ওপর দুই হাত রাখলো।

আমিনা অতি কষ্টে তার কান্না সংযত করলো।

ইউসুফ মনজুরের দিকে এগিয়ে যেতেই সে দ্রুত উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ইউসুফ তাকে বললো, আমার ভাই! আমার দোস্ত! আল্লাহ তোমাদের দুজনের ওপর তাঁর নিয়ামত বর্ষণ করুন। আর আমি যেন এ নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারি যে, তোমাদের দুজনের জন্য আমি যে দোয়া করতাম তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। মনজুর! আমার কোনো নসিহতের তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি খুবই ভালো। আমি কেবল এতটুকুই বলবো, আমিনা তোমার সেই ভালো গুণগুলিও দেখুক যা অন্যেরা দেখতে পারে না।

## ১১

চার দিন পর পাঁচটি কারের একটি কাফেলা বিস্তৃত সড়কের একটি মোড়ের কাছে থামলো। ইউসুফের গ্রামের একজন ঘোড়সওয়ার সড়কের কিনারা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে প্রথম কারটির নিকট পৌছে গেলো এবং দুমিনিট কথা বলার পর ঘোড়াকে ডাইনে ফিরিয়ে তার পেটে জোরে গোড়ালি মারলো। সামনের গাড়ির চালক হাত উঁচু করে পেছনে আগমনকারীদের প্রতি ইশারা করলো এবং নিজের গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ঘোড়ার পেছনে ছুটে চললো। সামনের দিকে কিছুদূর গিয়ে তারা একটি ছোট শুকনো খালের পুল পার হলো। তারপর আরো একটু সামনে গিয়ে রেলগেট পার হয়ে এবার কাঁচা রাস্তার ওপর গাড়িগুলি দৌড়াতে লাগলো। মওসুমের দিক দিয়ে বিচার করলে পথে একগাদা ধূলো থাকার কথা, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কিছু বৃষ্টি হয়ে যাবার কারণে ধূলোবালি বসে গিয়েছিল এবং মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছিল। কারের পেছনের সিটে ফাহমিদা নাসরিনের কানে কানে বলছিল, সত্যি করে বলতো, তুমি মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাচ্ছো কি না?

আপাজী! আমি তো পাকা রাস্তা থেকে নামার পরপরই এ গন্ধ পেয়েছি। আম্মীজান! আপনিও পাচ্ছেন না?

হ্যাঁ বেটি! আমিও পাচ্ছি।

নাসির উদ্দিন বললেন, বেটা! গ্রীষ্মকালের প্রথম বৃষ্টিতে এ মাটি বেশ সুগন্ধ ছড়ায় বলে মনে হচ্ছে।

জী, হ্যাঁ, যদি কয়েকদিন মওসুম শুষ্ক থাকে, তাহলে প্রথম হালকা বৃষ্টিপাতের পর এ গন্ধ পাওয়া যায়, ইউসুফ বললো। আর আমার মনে হয় উর্বর জমিগুলি এ প্রকৃতিরই



www.pathagar.com

হয়ে থাকে।

পুরুষরা কার থেকে বের হতেই আবদুল আজীজের দেখাদেখি সবাই এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত লোকদের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলো। অন্যদিকে মেয়েদেরকে গ্রামের মেয়েরা নিজেদের ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলো। ইউসুফ কিছু লোকের সাহায্যে গাড়ি থেকে জিনিসপত্রগুলি নামিয়ে সেগুলি নিয়ে হাবেলীর দিকে চলতে লাগলো। বাড়ির আঙিনায় পা রাখতেই সে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো। আঙিনার এক পাশের আঙ্গুরের ঝাড়টি, যা সমস্ত আঙিনায় ছায়া দিতো, সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সিদ্দীক! সিদ্দীক! বলে সে চিৎকার করতে লাগলো।

অন্য বাড়ি থেকে তার চাচাত বোন আবেদা বের হয়ে এসে একটু ঢিমে আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে ভাইজান?

এখানে যে আঙ্গুর ঝাড়টি ছিল সেটি কোথায় গেলো?

ভাইজান! সেটি কেটে ফেলা হয়েছে।

কে কেটে ফেললো?

চাচীজান কেটে ফেলার ব্যবস্থা করে থাকবেন।

ইউসুফ সিদ্দীককে ডেকে বললো, তুমি এখনি মালিকে তালাশ করে নিয়ে এসো।

ভাইজান! মালিকে এখনি ডেকে আনছি। কিন্তু এতে তার কোনো দোষ নেই। সে বলছিল আমাকে দিয়ে একটি ফলবান গাছ কাটার পাপ করানো হয়েছে। চৌধুরী গোলাম নবী অনেক চেষ্টা করেছিলেন তার কয়েকটি শাখা মাটির মধ্যে দাবিয়ে দিতে। কিন্তু এই মওসুমে বাগানে গাছের পাতা গজানো সম্ভব নয়।

চাচা আমাকে একথা বলেননি কেন?

গোলাম নবীর স্ত্রী মহিলা মেহমানদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি ইউসুফের মাথায় হাত রেখে বললেন, বেটা! তুমি মনে ব্যথা পাবে বলে তোমাকে খবর দেয়া হয়নি। এখন তোমার মেহমানদের পেরেশান করোনা তো।

আমি পেরেশান হইনি চাচীজান! আমার মেহমানরা আবার আমার পেরেশানীকে তাদের নিজেদের পেরেশানী মনে করেন। এ আঙ্গুর ঝাড়টি আমি নিজ হাতে লাগিয়েছিলাম। এ গাছে পানি দেবার জন্য আমার মা এর গোড়ায় অযু করতেন। চাচা শের আলী এর জন্য প্রশস্ত ভারা বানিয়ে দিয়েছিলেন। আমার অনুপস্থিতিতে এটা কেটে ফেলা হলো। আমার আফসোস হচ্ছে, আমার মেহামনদের সামনে কিছুক্ষণের জন্য আমি শিশু হয়ে গিয়েছিলাম। –চাচীজান! এদেরকে বসান না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মহিলা মেহমানরা একটি প্রশস্ত বারান্দায় পৌঁছে গেলেন। পরিবারের মেয়েরা একের পর এক তাদের সাথে গলায় গলায় মিলছিল।

চেরাগ বিবি আমিনার সাথে গলায় গলায় মিলে তাকে মোবারকবাদ দেবার চেষ্টা করলে আমিনা তাকে টেনে নিয়ে কয়েক কদম দূরে গিয়ে নীচু স্বরে বললো, এ আঙ্গুর



www.pathagar.com

গাছের ঘটনা তো আমি পরে জিজ্ঞেস করবো এবং আমার মনে হয় আমার জিজ্ঞেস করার দরকারও নেই। কেননা ভাই ইউসুফ হাজার বার আপনাকে কূয়া থেকে উদ্ধার করলেও আপনার দিল তার তরফ থেকে সাফ হবে না। এখন আপানি আমাকে বলুন, সেই বিষ বিক্রেতা পীর ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোনো ঠিকানা পাওয়া গেলো কিনা?

আর যখন চেরাগ বিবি আহত হয়ে পেছন দিকে হটতে লাগলেন তখন আমিনা বললো, আমার মনে হচ্ছে, এখন সে অপরাধের চিহ্ন নির্মূল করার জন্য আপনার মাকেও রাস্তা থেকে হটাবার চেষ্টা করবে। ঘাবড়াবার দরকার নেই চেরাগ বিবি! আপনার মা যদি রাজসাক্ষী হয়ে কোকে শাহের সমস্ত অপরাধ পুলিশের সামনে প্রকাশ করে দেয় তাহলে তিনি শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পেয়ে যাবেন। অন্যথায় আগামীতে আরো কোনো অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হলে পুলিশ কয়েকজনের মুখ থেকে কোকে শাহ সম্পর্কিত অনেক কথা বের করে নেবে এবং আপনার মা স্বেচ্ছায় আজ যা বলছেন না তখন নিরুপায় হয়ে সবকিছু বলতে বাধ্য হবেন। তখন কোকে শাহের সাথে দূরবর্তী সম্পর্ক রক্ষাকারীদের রহস্যও প্রকাশ হয়ে পড়বে। দেখুন, আপনি ভাইজনাকে যে দাওয়াই খাইয়েছিলেন তার আর কোনো পুরিয়া যদি আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে এখনি তা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসুন। ইউসুফ ভাই আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু বোনেরা এমন ধরনের অপরাধ মাফ করে না। আমি আপনাকে একথাও জানাতে চাই, যারা ইউসুফ ভাইয়ের কারণে এখানে এসেছেন তারা সবাই আমার আপনজন।

বিলকিস ডাক দিলেন, মেয়েরা তোমাদের কথাবার্তা কবে শেষ হবে? জল্দি পানি পান করে নাও। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম ইউসুফের আব্বাজান কোথাও গেছেন কিন্তু এখন জানতে পারলাম তিনি আমাদের ইন্তিজার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উপরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমিনা বেটি! তুমি জল্দি পানি পান করে পা টিপে টিপে উপরে গিয়ে দেখে এসো আমাদের এসময় উপরে যাওয়া উচিত কিনা।

ইউসুফ বললো, চাচীজান! এ ব্যাপারে দেখার প্রয়োজন নেই। আব্বাজী যখন খুব বেশি প্রতিক্ষারত অবস্থায় পায়চারি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান তখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর যদি কেউ এসে তাঁকে আচানক জাগিয়ে তোলে তাহলে তিনি বহুত খুশি হন।

চাচী বললেন, হ্যাঁ বেটা! আজ তিনি শুয়ে পড়ার আগে বিছানার চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার বিছিয়ে রেখেছেন।

বিলকিস বললেন, আমার মতে, তুমি ফাহমিদা ও আমিনা বেটিকে সাথে নিয়ে উপরে চলে যাও। তিনি চোখ খুলতেই তোমাদের দেখতে পাবেন তখন খুবই খুশি হবেন।

ফাহমিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আম্মীজান আপনিও আসুন এবং চাচীজান আপনিও।

আমিনা দাঁড়িয়ে বললো, আমি আগে আগে যাচ্ছি, আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসুন।



www.pathagar.com

তারা উপরে গিয়ে আবদুর রহীমের পালংকের চারদিকে চেয়ারে বসে পড়লো। কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ রইলো। তারপর আবদুর রহীম পাশ ফিরলেন। চোখ খুললেন। মুহূর্তকাল তাকিয়ে খুশিতে অবাক ও বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন, তারপর উঠে বসলেন এবং বললেন, ফাহমিদা বেটি! যদি আমি স্বপ্ন না দেখে থাকি তাহলে তোমার চেয়ারটা একটু কাছে টেনে আনো।

ফাহমিদা চেয়ার টেনে তাঁর সামনে নিয়ে গেলে তিনি হাত বাড়িয়ে তার মাথার ওপর রাখলেন।

নাসরীন বললো, ফাহমিদা আপার সাথে আমরা সবাই এসেছি। আমি, আম্মীজান, আমিনা আপা এবং খালেদা আপাও। ইনি আমাদের সবচেয়ে বড় আপা। আর বাকি মেহমানরা ইউসুফ ভাইয়ের সাথে বাইরে বসে আছেন।

আবদুর রহীম ডাক দিলেন, সিদ্দীক বেটা! তুমি মেহমানদের পানি পান করিয়েছো কি না?

নাসরীন জবাব দিল, জী, আমরা সবাই পান করেছি।

ফাহমিদা বেটি! যখন আমার ব্যথা অনেক বেশি বেড়ে অসহনীয় হয়ে যেতো তখন আমি দোয়া করতাম, হে আল্লাহ! আমি সেই সময়ের জন্য জীবিত থাকতে চাই যখন আমি নিজের চোখে দেখে নেবো যে আমার দোয়া কবুল হচ্ছে এবং ইউসুফ ও ফাহমিদার জন্য তোমার রহমতের দরোজা খুলে যাচ্ছে।

ফাহমিদা অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করতে করতে বললো, আব্বাজী! আপনার ছায়া ততদিন পর্যন্ত আমাদের ওপর থাকা উচিত যতদিন না আমরা অনেক বুড়ো হয়ে যাই।

না বেটি! এধরনের অথর্ব জীবন যাপনকে আমি ভয় করি। এ জীবন মানুষের কোনো কাজে লাগে না। আর বেটি খালেদা! তোমার আগমনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমরা এত কাছে আছো যে, প্রতি সপ্তাহে আমরা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারি। চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে তোমাদের এলাকায় আমি অনেক ঘোরাফেরা করেছি। গাড়িতে দীর্ঘ সফর করার পরিবর্তে আমি এখান থেকে সোজা বিয়াস নদী পার হতাম। আওরুহন থেকে টাংগায় সওয়ার হওয়ার আগে তোমাদের এলাকায় পশু শিকারে মেতে উঠতাম বেশ কিছু সময়। কখনো কখনো আমি নিজের ঘোড়াও সংগে নিতাম এবং পথে স্বচ্ছ অর্ধোষ্ণ ঝরণার পানিতে গোসল করে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো। বেটি! আমার মনে হচ্ছে তোমাদের গ্রাম আমি কয়েকবার অতিক্রম করেছি। ইউসুফ তো ঐ এলাকায় শিকার করার জন্য একপায়ে খাড়া হয়ে থাকতো। ও এলাকাটাই এমন, কেউ ওখানে গেলে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

মিয়াজী! আপনার শরীর ভালো হয়ে গেলে উমর এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

বেটি! এই উমর কে?

জী, আমার ছেলে। সেও একজন শিকার পাগল। আবদুর রহীম গোলাম নবীর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, খাবার কি এখনো তৈরি হয়নি?

জী হ্যাঁ, খাবার তৈরি।



www.pathagar.com

ঠিক আছে, তুমি দালান ঘরে খাবার দাও, আমি মেহমানদের নিয়ে আসছি। আমি অবাক হচ্ছি, ইউসুফ এদেরকে নিয়ে সরাসরি এখানে এলো না কেন?

আবদুর রহীম উঠে জুতা পায়ে দিলেন। ছড়িটা হাতে নিলেন। তারপর কি ভেবে একটু থামলেন। নিজের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সেখান থেকে ১০০ টাকার একটি নোট তুলে নিলেন। নোটটি খালেদার হাতে দিতে দিতে বললেন, বেটি! এটি রাখো।

কি জন্য, মিয়াজী?

বেটি! এ ধরনের প্রশ্নের সঠিক জবাব একমাত্র কুদসিয়াই দিতে পারতো। আমি কেবল এতটুকুই বলতে পারি, ফাহমিদার বড় বোন প্রথম প্রথম আমাদের বাড়ি এলো। হায়! যদি সে আমাকে বলে যেতো যে, ইউসুফের চাঁদের মত সুন্দর দুলহিনের বড় বোন প্রথম বার আমাদের বাড়িতে এলে আমাদের কি করা উচিত? সে যাই হোক আপাতত এটা রেখে দাও এবং তারপর সেই দিনের জন্য দোয়া করো যেদিন এধরনের সমস্ত কাজ ফাহমিদার পরামর্শ মতো করা হবে।

চেরাগ বিবি এক কোণে খামুশ বসে ছিলেন। চেহারা দেখে তার প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন ছিলনা। মেহমানদের সাথে কথাবার্তার মাঝখানেও তার অবস্থা এমন ছিল যে, কেউ তার সাথে কথা বলা শুরু করলে তিনি সংক্ষিপ্ত কথা বলে চুপ মেরে যেতেন।

কয়েক মিনিট পর মেহমানরা দালানে দস্তরখানের ওপর বসেছিল। আবদুর রহীম বললেন, ইউসুফ বেটা! তুমি এটা কি করলে, ওদেরকে বাইরে বসিয়ে দিলে? আমি সকালে নামাযের পরে বাইরে কিছুক্ষণ বেড়িয়েছিলাম। ফিরে এসে নাশ্তা করেছিলাম তারপর খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে বসে গিয়েছিলাম। তোমার সম্পর্কে এ খবরটি পড়ে আমি খুশিও হচ্ছিলাম আবার পেরেশানও যে তুমি ও মনজুর সাহেব কলেজের আরো কিছু ছাত্রকে নিয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বক্তৃতা করার জন্য একটি দীর্ঘ সফরে বের হচ্ছো।

মনজুর জিজ্ঞেস করলো, চাচাজী! পেরেশান হচ্ছিলেন কেন?

বেটা! আমি অন্য কিছু প্রোগ্রাম বানিয়েছিলাম। এখন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বিতর্ক শুরু হয়ে যেতে পারে। ইউসুফের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ার পর আমি অনুভব করেছি আমি তাকে ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। তাই তার সাথে কোনো বিতর্কে আমি জড়াতে চাই না। ইউসুফের উপন্যাস লেখা উচিত, না অন্য কিছু করা উচিত তাও আমি আর তাকে বলবো না। আমার মনে হচ্ছে, তার দাদা, তার চাচা শের আলী এবং তার মা তাকে আমার চাইতে বেশি বুঝতো।

ইউসুফ বললো, আব্বাজী! আপনার ধমক ও বকাঝকা ছাড়া এ জীবনটা একেবারে ফিকে হয়ে যাবে।

বেটা! আমি অকারণ তোমাকে বকাঝকা করতে থেকেছি। তোমার মাধ্যমে আমি যে আনন্দ লাভের আশা করেছিলাম তার তুলনায় অনেক বেশি তুমি আমাকে দিয়েছো।



www.pathagar.com

এখন নিশ্চিন্তে খানা খাও।

খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে আবদুর রহীম মেহমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আমার ও ইউসুফের আর একটি বিষয়ে দীর্ঘদিন থেকে মতবিরোধ চলে আসছে। সে বলতো, আমাদের পুরানো ঘরগুলো আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাই বাইরে মেহমানখানার সাথে আমাদের বাড়িটা নতুন করে বানিয়ে নেয়া উচিত। এটা সে সময়ের কথা যখন সে স্কুলে পড়তো। নিজের মা ও দাদাকে এই ধরনের কথা বলে খুশি করতো যে, বাইরে আমাদের গৃহটি হতে হবে অনেক প্রশস্ত। আগামীতে আমি বই লিখতে শুরু করবো, বিদেশ থেকে বড় বড় লোকেরা আমার সাথে দেখা করতে আসবে। আমি সওয়ারীর জন্য খুব ভালো ভালো ঘোড়া রাখবো। অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে, ওর মা ওর প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করতো। আর এখন আমি অনুভব করছি, আমিও ইউসুফের মায়ের মতো ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। তার জন্য যখন দোয়া করতে বসি, মনে হয় আমার দোয়া কবুল হয়ে যাচ্ছে। আমার বেটার মাথায় বাড়ির যে নকশা আছে তা তো আমার মাথায় আসতে পারে না, তবে আমার মনে হচ্ছে বাড়ি তৈরি করার সময় ফাহমিদা বেটির খুশির দিকে যতটা নজর দেয়া হবে ততই এটি সুন্দর হবে। যদি আমার শরীর ভালো থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে আমি মেহমানখানার সাথে কয়েকটি কামরা তৈরি করে নেবো এবং এর সাথে যে দুই একর জমি পড়ে আছে সেটিকে এর প্রাঙ্গন তৈরির কাজে লাগানো যাবে। আজ আমি এখানে ঘোষণা করছি, ইউসুফের উপন্যাস রচনায় আমি হস্তক্ষেপ করবো না। বিগত কয়েকদিনে খবরের কাগজে প্রকাশিত তার রচনাগুলি পড়ে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। আমার আকাংখা ছিল, অনতিবিলম্বে এ বাড়িটি জমজমাট হয়ে উঠুক কিন্তু যখন এ খবর পড়লাম, ইউসুফ ও মনজুর সাহেব আরো কিছু ছাত্রদের নিয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বক্তৃতা করার জন্য দীর্ঘ সফরে যাচ্ছে তখন আমি ভাবলাম আমার কাজটির সময় এখনো আসেনি। যাহোক আপনারা সবাই দোয়া করবেন, যাতে ইউসুফ তার নতুন অভিযান শেষ করে দ্রুত ফিরে আসে।

একটি কথা আমি আপনাদের আজই বলে দিতে চাই এবং সম্ভবত আপনারা জেনেছেন আগামী রোববার সরদার বেলা সিংয়ের মেয়ের বিয়ে এবং এই এতিম মেয়েটির খুশির জন্য আপনাদের এখানে কয়েকদিন অবস্থান করতে হবে। বর্তমানে অবশ্য সে এখানে নেই। এ বিষয়টিও আমাকে বেশ অবাক করে দিয়েছে।

একটি মেয়ে এদিকে মুখ বাড়িয়ে বললো, সে গত পরশু এখানে এসেছিল। সে বলছিল, বাবা জগত সিং রাবীর তীরে তার নিজের পুরাতন গ্রামে তার সদ্য নির্মিত একটি বাড়ি দেখাবার জন্য আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। সে বলছিল, বাবাজীর খুশির জন্য আমাকে সেখানে যেতেই হবে। তবে আমি যদি আগামীকাল আসতে না পারি তাহলে পরশু অবশ্যই চলে আসবো।



www.pathagar.com

গোলাম নবী বললেম, ভাই সাহেব! এই জগত সিং লোকটিও বড় অদ্ভুত। তার দুই ছেলে বিদেশে চাকুরী করে। তিনি কিরণ খালের সন্নিকটে নিজের নতুন গ্রামে থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু স্থায়ী আবাসের জন্য পুরানো গ্রামে একটি বিশাল প্রশস্ত দালান তৈরি করেছেন। আমাকে সেখানে যাবার জন্য কয়েকবার দাওয়াত দিয়েছেন। তার এক ছেলে বচন সিং সেখানে চাষাবাদ করে। উভয়েরই পানকৌড়ি শিকারের শখ খুব বেশি।

ইউসুফ বললো, আব্বাজী! তিনি আমাকেও পানকৌড়ি শিকারের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু আমি রাবী নদীর পার্শ্ববর্তী চোবারালি পূর্ণ এলাকাকে ভয় করি। রাবির তুলনায় বিয়াস নদীকেই আমি বেশি পছন্দ করি।

আবদুর রহীম বললেন, বেটা! এদিকে এসব নদী নালার আশেপাশে সাপও থাকে খুব বেশি।

গোলাম নবী বললেন, কিন্তু জগত সিং বলছিলেন, পানকৌড়ি শিকার করার জন্য তার কাছে নৌকার ব্যবস্থা আছে।

আবদুর রহীম ইউসুফকে বললেন, বেটা! আমি শুনেছি পাকিস্তানের ব্যাপারে তোমার ও জগত সিংয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে থাকে।

আব্বজী! আমার মনে হয়, প্রথম সাক্ষাতেই আমি এমন কোনো কথা বলে ফেলেছিলাম যাতে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেক বার দেখা হলে বলেন, শিখদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমার অনুমান একেবারেই সঠিক ছিল। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পেরেশানী হচ্ছে এই যে, যদি একান্ত নিরুপায় হয়ে আমারা ভারতকে বিভক্ত করার প্রোগ্রাম মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাই তাহলে যেন এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি না হয়ে যায় যার ফলে পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যগুলি একটি শক্তিশালী পক্ষে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের নৈতিক সহায়তায় খালিস্তানের ভিত্তি কায়েম হয়ে যায়। কেবল একজন সাধারণ হিন্দুই নয় বরং গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেলের মতো জাতীয় পর্যায়ের হিন্দু নেতৃবৃন্দও এ ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কাজেই শিখদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃনা সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। শিখদের গুরুদ্বার গুলিতে গিয়ে যে সব হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতনের কাল্পনিক কাহিনী শোনায় জগত সিং তাদের নাম জানেন। দেশ বিভাগের পূর্বে দেশে রক্তাক্ত দাংগা-হাংগামা শুরু করে দেয়া এবং শিখ মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে এত বেশি অবনতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যার ফলে তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে সমঝোতা ও সহযোগিতা করার সম্ভাবনা বাকি থাকবে না। কোনো কোনো শিখ রাজার বাপদাদাদের সাথে মুসলমানদের ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ওপর হিন্দু প্রপাগাণ্ডার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে চলেছে। বাবা জগত সিং বলেন, আমাার কয়েকজন দূরবর্তী আত্মীয় বিভিন্ন রাজ্যে চাকুরী করেন। তাদের মাধ্যমে শিখদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা একেবারেই নিরস্ত্র এবং আমরা জানিনা চরম ভয়ংকর মুহূর্তে অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে?



www.pathagar.com

গত বছর আমি যেসব দায়িত্বের কথা ভাবতে পারতাম আজ সেগুলি অনেক বেড়ে গেছে।

পরদিন ইউসুফ ও তার মেহমানরা বিকাল চারটার দিকে প্রায় দেড় মাইল পথ চলার পর পরদেশী গাছগুলির নীচে পৌছে গিয়েছিল। কয়েক মিনিট এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করার পর ইউসুফ ফাহমিদাকে বললো,

আমার মনে হয়, লোকেরা অনেক আগ্রহ নিয়ে এখানে আসে কিন্তু দশ পনের মিনিট গভীর দৃষ্টিতে এসব গাছ দেখার পর কেমন যেন একটা ক্লান্তি অনুভব করে। তোমার কেমন লাগছে?

আমার অনুভূতিও আপনার থেকে আলাদা নয়। তবে এখানে না এলে আমার খুব আফসোস হতো।

একথা তুমি ঠিকই বলছো। দশ বছর পরে এ গাছগুলি দেখলেও এদেরকে ঠিক এমনটিই দেখতে। এখন এখান থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে আমি তোমাকে এমন দৃশ্যাবলী দেখাবো যা দেখতে দেখতে তুমি বুঝতেই পারবে না সময় কিভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো।

সবাই সেখান থেকে এগিয়ে চললো। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ফাহমিদা পেছন ফিরে তাকলো এবং বললো, হয়তো আপনার একথাও সঠিক যে, এ গাছগুলি গণনা করা সম্ভব নয়।

ইউসুফ বললো, আমি কখনো গণনা করিনি। আর আমি মনে করি এগুলির গণনা সম্ভব না হওয়ার গুরুত্ব এত বেশি নয় যে, এজন্য মাথা ঘামিয়ে আমি সময় নষ্ট করবো। এমন কোনো বেকুবও থাকতে পারে, যার সময় আছে এগুলি গণনা করার।

তারা দেবদারু গাছের সারিগুলি অতিক্রম করে ঝিলের কিনারা দিয়ে চলতে চলতে একটি উঁচু জায়গার ওপর উঠে দাঁড়ালো। পাশেই ক্ষেতে বিচালীর স্তুপ লাগানো ছিল। ইউসুফ সেখান থেকে বিচালির কয়েকটি গাঁঠরী উঠিয়ে নিয়ে বিছিয়ে দিতে দিতে বললো, আপনারা এখানে বসুন। এই বিচালীগুলিকে আপনারা কার্পেটের চাইতেও বেশি আরামদায়ক পাবেন। সূর্য যখন অস্তাচলের কাছাকাছি চলে যাবে তখন আপনারা উত্তর-পূর্ব দিকের ঐসব বরফাবৃত পর্বতশৃংগের দিকে তাকাবেন। সেগুলির সোনালী প্রতিবিম্ব আপনারা এই ঝিলের পানির মধ্যেও দেখতে পাবেন। এখন যদি বর্ষাকাল হতো এবং পানির স্রোত প্রবাহিত হতো, তাহলে আপনারা অনুভব করতেন দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত গলিত স্বর্ণ ধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে সূর্যাস্তের লাল আভা কাংড়ার বরফাবৃত পর্বতশৃংগগুলিকে সোনালী শৃংগে পরিণত করে দিল।

নাসরীন চিৎকার দিচ্ছিল, আব্বাজী! আম্মাজী! এদিকে দেখুন, এই নোংরা ঝিলের পানিও সোনার বরণ হয়ে যাচ্ছে।



www.pathagar.com

কয়েক মিনিট পরে মনজুর আহমদ একদিকে দাঁড়িয়ে আযান দিল। ইউসুফ কিছু খড় এনে বিছিয়ে দিল এবং সবাই মাগরিবের নামায পড়ায় মশগুল হয়ে গেলো।

নামাযের মাঝখানে তাদের কানে এলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ঘোড়া কয়েক গজ দূরে থেমে গেলো। নামায শেষে তারা সাওয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

ইউসুফ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বললো, এসো অজিত বোন! থেমে গেলে কেন? আমরা সবাই তোমার অপেক্ষা করছিলাম।

অজিত ঘোড়া থেকে নেমে সামনের দিকে গেলো। ইউসুফ তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে নিল।

সে বললো, বীর ভাই! আমাদের গ্রামে পৌছেই আপনার আসার কথা শুনলাম। প্রথমে আপনাদের গ্রামের দিকে দৌড়ালাম। সেখান থেকে পরদেশী গাছের দিকে আসতে আসতে দূর থেকে আপনাকে দেখলাম। যদি আমি জানতাম আপনার মেহমানরা আসছেন তাহলে আমি একদিনের জন্য হলেও ঘর থেকে বাইরে যেতাম না। বাবা জগত সিংও আমার সাথে আসতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর সে সামনের দিকে গিয়ে একের পর এক বিলকিস, সফিয়া, আবদুল আজীজ ও নাসির উদ্দীনকে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করলো। আমিনাও খালেদার সাথে গলায় গলায় মিললো। নাসরীনকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলো তারপর তাকে বুকে টেনে নিল। কিছুক্ষণ ফাহমিদার দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর তার হাত ধরে চুমো খাবার পর আবেগাপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরলো এবং বলতে থাকলো, শাহজাদীজী! আমি ভাবতাম আপনি হবেন খুবই খুবসুরাত। কিন্তু এখন আমি মনে করি দুনিয়ার কোনো শাহজাদীর চেহারা আপনার হাত দুটির মতো খুব সুরাতও হবে না।

ফাহমিদা লজ্জিত হয়ে বললো, বোন! আমার মনে হয় ইউসুফ সাহেবের বোনের চোখ দুটিই খুবসুরাত।

অজিত কোর কিছু চিন্তা করে বললো, ভালো লোকদের মুখ থেকে হামেশা ভালো কথাই বের হয়। যদি আপনি মঙ্গল সিংয়ের স্ত্রীকে একবার বলে দেন যে, তার চেহারা খুব সুন্দর এবং চোখ দুটিও সুন্দর, তাহলে সারাজীবন সে আপনার-এ অনুগ্রহ ভুলবে না। কাল আমি খবর পাঠাবো। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এসে যাবেন। আর আজ যদি বীর ভাই অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনার সাথে অনেক কথা বলতে চাই এবং ততক্ষণ ধরে বলতে চাই যতক্ষণ না আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

না, অজিত বোন! এ কেমন করে হতে পারে? তোমার ভাইকে জিজ্ঞেস করো। তোমার সাথে দেখা করার আমার কত আকাংখা ছিল।

অজিত ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বললো, বীর ভাই! আমি বাড়িতে বলে এসেছি, আজ রাতে আমি চাচীজীর সাথে থাকবো। আমি বাবা জগত সিংকেও বলে



www.pathagar.com

এসেছিলাম, আমার শাহজাদী বোনেরা এসে পড়েছেন। তিনিও বলছিলেন, আমিও তোমার বীর ভাইকে দেখতে আসবো। এখন আমি ঘোড়াটি আমাদের বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে আপনাদের পূর্বে আপনাদের গ্রামে পৌছে যাবো।

অজিত কোর ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠে সওয়ার হতে লাগলো। ইউসুফ বললো, অজিত! এত দীর্ঘ সফরের পর তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে, এখন এই ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলে সে সোজা ঘরে চলে যাবে।

অজিত জবাব দিল, ঘোড়াটা এখনো আমাদের বাড়ির সাথে বেশি পরিচিত হতে পারেনি। সেদিন আমি বাবা জগতসিংজীর সাথে যাওয়ার প্রস্তুতি করছিলাম এমন সময় সরদার মঙ্গল সিং ও তার স্ত্রী এসে গেলেন। আপনার কারণে তারা আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। তারা আমার কুশল জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং যখনই আসেন কোনো না কোনো তোহফা নিয়ে আসেন। সেদিন যখন তারা জানলেন আমি বাবাজীর সাথে যাচ্ছি তখন আমার ঘোড়া দেখে বললেন, বহিনজী! এ ঘোড়ায় চড়ে এত দীর্ঘ সফরে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তার চেয়ে বরং আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও। এর পিঠে চড়ে তুমি এই সফরের কষ্ট অনুভবই করতে পারবে না। আমি বাবা জগত সিং এর দিকে তাকালাম। তাঁর মুচকি হাসি দেখে সরদার মংগল সিংয়ের ঘোড়া নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেলাম। এখন যদি আমি একে ছেড়ে দেই তাহলে সোজা নিজের গ্রামে চলে যাবে এবং আমাদের গ্রামে আমার অনুসন্ধান শুরু হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, যাও। তবে একটু সাবধানে চলো।

অজিত কোর ঘোড়ার পেটে গোড়ালী ঠুকলো এবং ঘোড়া বাতাসের বেগে উড়ে চললো।

আবদুল আজীজ বললেন, বেটা! তুমি কেন বললে সাবধানে চলো? তোমার এই কথার প্রভাবেই তো সে এত দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে দিল।

চাচাজী! এটা তার সাধারণ গতি। আজ তো সে সাবধানে যাচ্ছে, নয়তো অন্ধকারের মধ্যেও সে ঘোড়া ছুটায় বাতাসের বেগে।

ভাইজান! তার ডর করে না? নাসরীন জিজ্ঞেস করলো।

আমিনা বললো, সে শাহজাদী নাসরীনের ভাই ছাড়া আর কাউকে ডরায় না।

বিলকিস বললো, বেটি! তুমি ভুল বললে। আমার মনে হয় না ইউসুফ কোনো মেয়ের ওপর রাগ করতে পারে।

চাচীজী! তাঁর রাগ করার দরকারই হয় না। মেয়েরা তাঁকে দেখে এমনিতেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমিনা আপা! তুমিও কি কখনো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে? ফাহমিদা আস্তে করে বললো।

কেন নয়? যখন তিনি হাসতে হাসতে আচানক খামুশ হয়ে যেতেন অথবা কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তখন বুঝতে পারতাম নিশ্চয়ই আমার কোনো



www.pathagar.com

ভুল হয়ে গেছে।

ফাহমিদা খাওয়া দাওয়া শেষ করে নামায পড়লো তারপর একটি কিতাব নিয়ে উপর তলার একটি কামরায় ল্যাম্পের রোশনীতে একটি কুরসিতে বসলো। আচানক সে নাসরীন ও অজিতের আওয়াজ শুনতে পেলো।

নাসরীন বলছিল, ভাইজান খুবই চিন্তা করছিলেন। আপনি না এলে ভাইজান আপনার খবর জানার জন্য কাউকে আপনার কাছে পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ফাহমিদা বোন ঘুমিয়ে পড়েননি তো?

জী না, এটা কেমন করে হতে পারে? যতক্ষণ কেউ আপনার গ্রামে গিয়ে আপনার কুশল সংবাদ না আনে ততক্ষণ তিনি ঘুমাতে পারেন না। তিনি পেরেশান হলে নির্জনে বসে দোয়া করতে থাকেন।

ফাহমিদা কিতাবটি টেবিলে রেখে আওয়াজ দিল, অজিত বোন! এসে যাও, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।

অজিত এগিয়ে গিয়ে ফাহমিদার সামনে দ্বিতীয় কুরসিতে বসে পড়লো এবং নাসরীনকে সম্বোধন করে বললো, শাহজাদী নাসরীনজী! আমি তোমার আপার সাথে অনেক জরুরী কথা বলতে চাই। অন্যের সামনে আমার জবান আবার খোলে না। তুমি আমার প্রতি মেহেরবানী করো এবং নিচে থেকে উপরে কাউকে আসতে দেবে না। কারণ সকালে আমি গ্রামে চলে যাবো এবং এরপর আমার আর ঘর থেকে বের হবার কোনো সুযোগ মিলবে না।

নাসরীন বললো, আপনারা নিশ্চিন্তে কথা বলুন। নিচে অনেক মেয়ে জমা হয়ে গেছে। তারা অনেক্ষণ কথা বলতে থাকবে। আমি কাউকে উপরে আসতে দেবো না। তবুও আপনি এদিকের শিকলটি লাগিয়ে দিন। এটাই ভালো হবে। যারা উপরে আসবে, দরোজা বন্ধ দেখে ফিরে যাবে।

আমি এখন বুঝতে পারছি, ভাইয়া বিনা কারণে ছোট শাহজাদীর তারিফ করতেন না। আমাদের যেসব কথাবার্তা হবে তা আপাজী তোমাকে জানিয়ে দেবেন।

জী, আপনি না বললেও তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিতেন।

নাসরীন বাইরে চলে গেলো। অজিত উঠে দরোজায় শিকল তুলে দিল এবং নিরবে ফাহমিদাকে দেখতে লাগলো।

ফাহমিদা বললো, অজিত বোন! শুরু করো তাহলে এবার কথাবার্তা।

অজিত কোর বললো, বোন! আমার ভয় হয় আপনি রেগে যাবেন। কারণ আমার প্রথম প্রশ্ন এমন যাতে আপনি খুশি হতে পারেন আবার আপনার রাগও হতে পারে। তবে যদি রাগ হয় তাহলে ভগবানের দোহাই সেটা মনের মধ্যে পুষে রাখবেন না। এক হাতে আমার মাথার চুল ধরবেন এবং অন্য হাত দিয়ে কষে আমার গালে চড় মারবেন। তারপর দেখবেন আমি উহ্ পর্যন্তও বলবো না।



www.pathagar.com

ফাহমিদা আদর করে তার গালে হাত বুলিয়ে বললো, আমি এই হাত দিয়ে ইউসুফের ধর্মবোনের গালে চড় মারতে পারি কেমন করে!

অজিত কোর নিজের দুহাত দিয়ে তার হাত চেপে ধরে বললো, বোন! আমি বীর ভাইকে একজন দেবতা মনে করি। তাই আমার মনে সব সময় এক দেবীর কাল্পনিক চিত্র ছিল যাকে দেখে তার পদচুম্বন করার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে উঠবে। যখন থেকে আমি শুনেছি, কোনো শাহজাদী এখানে এসেছেন, আমি দোয়া করতে থেকেছি এ ধরনের শাহজাদীকে তো আমার ভাবী হওয়া উচিত। যদি আপনি আমাকে বলতে পারেন, আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম আপনি সেই ভাবী, তাহলে আপনার এ অনুগ্রহ আমি কোনোদিন ভুলবো না।

অজিত আবার একবার গভীর দৃষ্টিতে ফাহমিদার চেহারা নিরীক্ষণ করলো, তার হাত ধরে ঠোঁটে ছোঁয়ালো এবং আবার চোখ তুলে তার মুখ দেখতেই লাগলো।

ফাহমিদা মুচকি হেসে দ্বিতীয় হাতটি দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

আমার প্রিয় ভাবী! আমার মন চাচ্ছে আসমান থেকে সিতারাগুলি ছিঁড়ে এনে আপনার পায়ে স্তূপীকৃত করে দেই।

ফাহমিদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, দেখো অজিত! যে কেউ তোমার ভাবী হতো তাকেই তুমি ভালোবাসতে।

না ভাবী! অন্য কাউকে আমি পছন্দ করতাম না। আমি এজন্য পছন্দ করতাম না যে, আমি ইউসুফ ভাইয়ার মাকে দেখেছিলাম। তাঁর মতো কেউ ছিল না এই তল্লাটে। তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে আমি কয়েকদিন ধরে কেঁদেছি। ভাবী! যদি আপনি ইউসুফ ভাইয়ের মাকে দেখতেন তাহলে বলতেন, আপনার ছাড়া আর কারো তাঁর ছেলের বউ হওয়ার যোগ্যতা নেই। আর তাছাড়া আপনাকে ছাড়া আর কাউকে তিনি পছন্দও করতেন না।

ফাহমিদা বললো, আমি তাঁকে দেখেছি এবং সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে সারাজীবনের ভালোবাসা দিয়ে গেছেন।

তাহলে আপনি কেমন করে চিন্তা করতে পারেন যে, আমি আপনাকে ছাড়া আর কোনো ভাবীকে পছন্দ করতে পারি? ছোটবেলায় আমি যখন এ বাড়িতে আসতাম, তিনি ভাইয়াকে ডেকে বলতেন, ইউসুফ! তোমার বোন এসেছে। তখন ভাই আমাকে তুলে দোলনায় বসিয়ে দিতেন। বড় হয়ে যখন জানতাম ভাইয়া ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে গেছেন তখন আমি তাঁর পথে বসে থাকতাম। তিনি আমাকে দেখে ঘোড়া থামাতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, দুষ্টু অজিত! বুঝতে পারছি তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হতে চাও, তাই না? আমি হেসে ফেলতাম। তখন তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তেন এবং আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিতেন এবং লাগাম আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘোড়ার আগে আগে হেঁটে চলতেন। তিনি জোরে চললে ঘোড়াও জোরে চলতো। তিনি থেমে গেলে ঘোড়াও থেমে যেতো। বাপুজী দেখে ভয় পেতেন। কিন্তু



www.pathagar.com

আমি ভয় পেতাম না। কারণ আমি জানতাম, ঘোড়া আমার বীর ভাইকে ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবে না। আমি ভাবি, যদি এ দুনিয়ায় ইউসুফ না হতো তাহলে ভাই কি জিনিস তা আমি জানতেই পারতাম না।

ফাহমিদা বললো, আচ্ছা, আমার বোন! যা তুমি চেয়েছিলে তাই হয়েছে। কিন্তু এখনো একথা সবার কাছে বলার সময় আসেনি। একথা তখনই প্রকাশ করা হবে যখন আমরা নিজেদের ঘর বাঁধবার ফায়সালা করবো। এখনো আমার শিক্ষা জীবন শেষ হয়নি এবং তোমার ভাইয়েরও অনেক কিছু করা বাকি আছে। আমাদের পরিবারের যারা আমাকে ভালোবাসেন তাঁরা আমার আর একজন প্রার্থীর পক্ষ থেকে আশংকা অনুভব করার কারণে আমাদের নিকাহ আচানক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ভাবীজান! আপনারা যাকে নিকাহ বলেন আমরা তাকে বলি বিয়ে। আমি জানি, আজকাল শিক্ষিতা মেয়েরা পাল্‌কিতে চড়ে শ্বশুরবাড়ি আসে না। তবে এটাই হতে পারে, বিয়ে আজ হয়ে যাবে এবং পাল্‌কি আসবে কয়েক মাস পরে। আপনি তো একথাই বলতে চান যে, আপনারা এখনো স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করার ফায়সালা করেননি, তাই না?

হ্যাঁ, বহিন! তুমি সবকিছু বুঝতে পেরেছো। তোমার ভাই এই দুনিয়ায় অনেক বড় কাজ করতে চান। তিনি মনে করেন, ঘর-সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপলে আর কিছুই করতে পারবেন না।

ভাবীজী! তিনি খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবেন এবং আপনার সাথে মিলে আরো বড় কাজ করতে পারবেন আর এই সঙ্গে ঘর সংসারের দায়িত্ব পালন করেও আরাম অনুভব করবেন।

কিন্তু আমার বোন! আমাকে অবশ্যই বি.এ. পাশ করতে হবে।

ভাবীজী! যদি ভাইজান পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই করবেন। এখন নীচে যাচ্ছি। আপনার আরামের প্রয়োজন।

অতি প্রত্যুষে ফাহমিদা ফজরের নামাযের জন্য ওঠার এরাদা করছিল এমন সময় তার চারপাইতে সে হাল্‌কা কম্পন অনুভব করলো। চোখ মেলে দেখলো, অজিত কোর খাটের সাথে মেঝের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে নির্নিমেষ নয়নে তাকে দেখছে।

কি ব্যাপার অজিত? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

সকালের আবছা আলোয় দেবী ও পরীদের কেমন খুবসুরাত দেখায় আপনাকে না জাগিয়েই আমি তা জানতে চাচ্ছিলাম। বীর ভাইয়ের নওকর আমার জন্য ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তুমি নিচে কেন বসে আছো বোন?

অজিত ঝুঁকে পড়ে নিজের মুখ তার কানের কাছে নিয়ে বললো, আমার পরীর মতো ভাবীকে না জাগিয়েই নিকট থেকে আমি তাকে দেখতে চাচ্ছিলাম। মনে



www.pathagar.com

হচ্ছিল আমি যেন কোনো দেবীর পূজা করছিলাম।

ফাহমিদা উঠে বসতে বসতে বললো, আমার বোন! মানুষ কেবল মানুষই হয়, দেব-দেবী নয়।

দেবী না হলে, পরী তো হয়ই।

পরীও নয়, আমি কেবল একটি মেয়ে।

অজিত কোর এদিক ওদিক দেখে উঠে দাঁড়ালো এবং ফিস্‌ফিস্ করে বললো, আমার ভালো ভাবীজী! আমি যা কিছু বলতে চাইবো আমার মনে মনে বলবো। এখন অনুমতি দিন।

দাঁড়াও, আমি দরোজা পর্যন্ত তোমার সাথে যাবো।

ফাহমিদা চপ্পল পায়ে গলিয়ে তার সাথে বাইরে বের হলো। দেউড়ির বাইরে এক নওকর ঘোড়ার লাগাম ধরে ইউসুফের সাথে কথা বলছিল এবং ভাল্লু নেজা হাতে দাঁড়িয়েছিল।

ফাহমিদা দেউড়িতে পৌঁছে একটু সংকোচ বোধ করলো। ভাল্লু মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করলো। ইউসুফ বললো, এ হচ্ছে ভাল্লু। একে বডি গার্ড হিসাবে অজিত কোরের সাথে পাঠাচ্ছি। এসো অজিত! এবার জলদি করো। রাতে বাহাদুর সিং আমার কাছে এসেছিল। চাচীজান যে সুন্দর পিস্তল ও লাইসেন্সের ওয়াদা করেছিলেন তা আমি তার হাতে তুলে দিয়েছি। চাচা আবদুল আজীজ এর সাথে পাঁচশ গুলীও এনেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এর সাহায্যে তুমি ভালোভাবে নিশানাবাজী করে হাত পাকাবে। তাকে তাকিদ করে বলে দেয়া হয়েছে, বিয়ের পরে সে তোমাকে ভালোভাবে নিশানাবাজীর মশ্‌ক করাবে। কিন্তু এর আগে তুমি এতে হাত লাগাবে না।

অজিত কোর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বললো, বীর ভাই! যে কথা আপনি আমাকে বলেননি তা আমি ওঁর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি। ফলে সারারাত আনন্দে আমার ঘুম আসেনি।

ইউসুফ মুচকি হেসে নওকরকে বললো, দেখো, যতক্ষণ অজিত বিবি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার থাকবেন ততক্ষণ তুমি লাগাম হাতছাড়া করবেনা এবং তাকে হাবেলীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেবে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে সে যেন জোরসে ঘোড়া ছুটিয়ে না দেয়।

অজিত বললো, বীরভাই! অন্যের তুলনায় আমার ওপর আপনার বেশি আস্থা রাখা দরকার ছিল।

কিন্তু তারপর আচানক ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বললো, বীরভাই! থামুন, আপনাকে দেখে আমি অনেক কথা ভুলে যাই। আজ তিনটে চারটের দিকে বাবা জগত সিং আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন। তিনি বলছিলেন, তিনি কোথাও



www.pathagar.com

আলাদাভাবে বসে আপনার সাথে কথা বলতে চান। যখন আমি তাঁকে বললাম, বীরভাই তাঁর দোস্ত মনজুর সাহেবের সাথে একটি দীর্ঘ সফরে যাচ্ছেন তখন তিনি বললেন, মনজুর সাহেবকেও সাথে নিয়ে আসার জন্য তাঁকে বলে দিয়ো।

দেখো বোন! তাঁকে বলে দিয়ো, তাঁকে কষ্ট করে আসতে হবে না, আমরাই তাঁর কাছে যাবো এবং সেখানেই কোনো জায়গায় বসে কথা বলে নেবো। নিজের গ্রামে আমরা যেখানেই বসবো লোক জমা হয়ে যাবে। আর সেখানে আমরা পুরাতন নহরের কিনারায় কোথাও বসে যাবোখন।

বিকেলের দিকে ইউসুফ ও মনজুর পুরাতন নহরের কিনারে বিচালীর স্তূপের ওপর বসেছিল। জগত সিং বলছিলেন, ইউসুফ সাহেব! তেমাকে কাকাজী বলতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু এখন আমাকে এ অভ্যাস বদলাতে হবে। তুমি গাড়িতে সফরের সময় যে কথাগুলি বলেছিলে তা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে আমি বার বার তোমার সাথে দেখা করার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম।

গাড়ির সফর শেষে যখন তুমি আলাদা হয়েছিলে, আমার মনে হয়েছিল তুমি এমন কোনো কথা বলেছো, যা আমি এর আগে কখনো শুনিনি। এ চিন্তা হতে পারে ইতিপূর্বে কখনো আমার মনে জেগে থাকবে কিন্তু তুমি সেদিন যেকটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলে তা একেবারে আমার মনের পাতায় খোদিত হয়ে গেছে। আমি অনুভব করছিলাম, তুমি আমার শিখ ভাইদের ব্যাপারে যে আশংকা প্রকাশ করছিলে তা এখন সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো এই যে, হিন্দু যখন মুসলমানের সাথে সামান্য দুশমনী প্রকাশ করে তখন আমরা শিখরা তার পুরো দুশমন হয়ে সামনে এসে যাই। বেনিয়া হিন্দু বলে, আমরা হিন্দুস্তানকে বিভক্ত হতে দেবোনা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করতে দেবো না। আর যখন আমাদের শিখ নেতাদের কানে কানে বলে দেয়, আমরা তোমাদের খালিস্তানের পক্ষপাতি, তবে শর্ত হচ্ছে আমাদের সাথে মিলে তোমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতে হবে তখন আমরাও দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে সেই একই শ্লোগান দিতে থাকি যা কংগ্রেসের প্লাটফরম থেকে উত্থিত হয়ে থাকে। ইউসুফ সাহেব! হিন্দু এক ঢিলে দুটি পাখি মারতে চায়। তারা পাকিস্তানের পথ রুখবার জন্য শিখদের কৃপাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায়। তারা দেখছে, ব্যাপক রক্তপাতের মাধ্যমে যদি তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে রুখতে না পারে তাহলেও মুসলমানদের জন্য এত বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে দেয়া হবে যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া তাদের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর হবে না। হিন্দুদের এ থেকে আরো একটি অনেক বড় লাভ হবে। সেটি হচ্ছে, শিখ মুসলমান স্থায়ী বৈরী সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তারা আর হিন্দুদের জন্য কোনো ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না।

কাকাজী! আমি তোমাকে একটি নতুন কথা শোনাচ্ছি। হিন্দুদের দৃষ্টিতে পাঞ্জাবের একটি বিরাট সমস্যা হচ্ছে শিখ করদ রাজ্যগুলি। মুসলমানদের সামান্য



www.pathagar.com

সহযোগিতায় এগুলি একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হতে পারে। পাতিয়ালার শাসকরা ছিল এই রাজ্যগুলির জন্মগত নেতা। মুসলমানদের সাথে এই পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার। অন্যান্য শিখ রাজ্যগুলিও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছিল। কিন্তু পাতিয়ালার বর্তমান যুবরাজ যাদবেন্দর সিংয়ের ওপর আকালীদের প্রভাব আছে। আর এই মাস্টার তারা সিং, যিনি পাতিয়ালার যুবরাজ ও পাঞ্জাবের সাধারণ শিখদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছেন, তিনি আসলে রাওয়ালপিণ্ডির সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী একজন হিন্দু গোয়েন্দা। তার আসল নাম ছিল তারা চাঁদ। আর পাতিয়ালার যুবরাজ তো হিন্দুদের ক্রীড়নকে পরিণত হতে যাচ্ছেন।

কাকাজী! হিন্দুদের দিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজ যে আগুন জ্বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি সে আগুন একদিন এর চাইতেও ভয়াবহ আকারে শিখদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠবে। কারণ হিন্দুরা হামেশা অন্যের মৃত্যুর মধ্যে নিজেদের জীবন দেখেছে। যদি আপনি শক্তিশালী হন তাহলে তারা আপনাকে দেবতা বলে পূজা করতে থাকবে। আর যদি আপনি দুর্বল হন তাহলে তারা আপনাকে শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল বলে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেবে। আমরা মুসলমানদের মতো কেবলমাত্র এক খোদাকে মানি, কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা আমাদেরকে হিন্দু ধর্মের একটি অংশে পরিণত করেছে, যার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই, এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমাদের জন্য আর কী হতে পারে! এদেশে যখন মোল্লাদের কর্তৃত্ব ছিল তখন হিন্দুরা বাদশাহ আকবরকে একজন দেবতায় পরিণত করে তার পূজা করতো। মোগলদের সাথে নিজেদের মেয়েদের বিয়েও দিতো। তারপর যখন মোকাবিলা করার জন্য তারা আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করলো তখন আমাদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করলো। ফলে সকল দিক দিয়ে একটি পৃথক জাতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা হিন্দু জাতির একটি অংশে পরিণত হয়ে গেলাম।

আমাদের নেতৃত্ব রয়েছে কতিপয় হিন্দু গোয়েন্দার হাতে, এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের আর কি হতে পারে? এই গোয়েন্দারা হিন্দুদের দল থেকে বের হয়ে আমাদের গুরুদ্বারগুলিতে প্রবেশ করেছে। তারা শিখদেরকে মুসলমানদের জুলুমের এমনসব কল্পকাহিনী শোনাচ্ছে যা মুসলমানদের কোনো নিকৃষ্ট শত্রুর মস্তিষ্কও কোনোদিন উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে না। শ্রোতারা যখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয় তখন তাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, হিন্দু-মুসলিম দাংগার সময় তারা হিন্দুদের সাথে সহযোগিতা করবে। আমি কয়েক জায়গায় এই ধরনের দাঙ্গাবাজ লোকদের কথার প্রতিবাদ করলাম। কতিপয় জ্ঞানী লোক আমার কথায় লা-জওয়াবও হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জনতার মনে এতটা বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যার ফলে তুচ্ছ কথা নিয়ে তারা ঝগড়া-বিবাদ ও দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে উদ্যত



www.pathagar.com

হয়ে যায়। আমি জানি তোমাদের কওম থেকে আলাদা হয়ে যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুদের দলে ভীড়ে গেছে তাদেরকে তোমরা কত ঘৃণা করো। কিন্তু আমি প্রথমবার যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন মনে হয়েছিল মুসলমানরা শিখদের তুলনায় এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান যে, তাদের মধ্যে তোমার বয়সী নওজোয়ানরাও নিজের জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছে এবং তোমাদের জাতি থেকে যেসব মুসলমান আলাদা হয়ে গেছে তারা লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারবে না।

আর কাকাজী! এখানে এসেই আমি জানতে পারলাম, তুমি সরদার বেলা সিংয়ের এতিম মেয়ের বিয়ের জন্য আটকে গেছো, নয়তো মিয়া সাহেবের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার পর তুমি পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা করার জন্য একটি দীর্ঘ সফরনামা তৈরি করেছো।

সরদারজী! একজন সাহসী পড়শীর এতিম মেয়ের মনতুষ্টি করা আমার কাছে সামান্য বিষয় নয়। অজিত কোরের বিয়েতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার অনেক আত্মীয় স্বজন এসে গেছেন এবং আরো অনেকে আসার পথে আছেন।

বেটা! তোমাকে প্রথমবার দেখেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, তুমি বাবা নূর মোহাম্মদ ছাড়া অন্য কোনো পরিবারের সন্তান হতে পারো না। আর আমি শুনেছি, যে শাহজাদী তার নানীর সাথে কোয়েটা থেকে আমাদের সাথে সফর করেছিল সেও এখানে এসেছে এবং তার বড় বোন, মা, বাপ সবাই তার সাথে আছে। আমি ভাবতাম তারা নিশ্চয়ই তোমার আত্মীয়। অজিত কোর বলছিল, বাবাজী! কোনোদিন আমার বীরভাই সম্পর্কে একটি সুখবর শুনে আপনি খুব খুশি হবেন। জগত সিং ইউসুফের দিকে না তাকিয়েই হাসছিলেন।

মনজুর ইউসুফের দিকে তাকিয়ে তার চোখের ইশারা পেয়ে বললো, বাবাজী! ইউসুফ আপনাকে অত্যন্ত সম্মান করে। তার কথা শুনে আমিও মনে মনে আপনার একজন ভক্ত। তাই আমরা যা জানি আপনারও তা জানা উচিত। যে শাহজাদীকে আপনি দেখেছেন তার বড় শাহজাদী মিয়া আবদুর রহীমের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছেন। আশা করি আপনি বিয়ের দাওয়াতে অবশ্যই আসবেন।

বেটা! আমি নিশ্চয়ই আসবো। আর ইউসুফের বিয়ের দাওয়াতের জন্য আমার কাছে কারোর পত্র লেখার প্রয়োজন নেই। আমি বাহাদুর সিংকে বলে যাবোখন যথাসময়ের পূর্বে যেন আমাকে খবর দেয়। এখন বেটা! আমি চাচ্ছি বয়সের এই শেষ পর্যায়ে আমি এদিক ওদিক ঘেরাফেরা না করে রাবীর কিনারে আমার পুরাতন গ্রামে বসবাস করবো। সেখানে এক জায়গায় আছে পাশাপাশি তিনটি বড় বড় অশ্বত্থ গাছ। তাদের শাখাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। গরমের দিনগুলোয় আমি সেখানে এসে বসি। কখনো কখনো দীর্ঘ সময় সেখানে কাটাই। ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করে শরীর জুড়াই। অশ্বত্থ গাছগুলির কাছেই একটি প্রশস্ত



www.pathagar.com

হাবেলীতে আমার ঘরবাড়ি সাজিয়েছি। নতুন ঘর তৈরি করেছি। হাবেলীর সাথে আছে একটি ছোট বাগানও। সেখানে আছে বারোটি আম ও চারটি জামের গাছ। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কমলা ও কাগজী লেবুর গাছও আছে। সেখানে আমাদের আশেপাশে তিতিরের আগমন হয় খুব বেশি করে। শীতকালে কখনো আট দশ দিনের জন্য সেখানে এসে বেড়িয়ে গেলে আমি খুবই খুশি হবো। আমাদের ছাদের উপরের কোঠা অনেক প্রশস্ত, তোমাদের জন্য তা খালি করে দেয়া হবে। আমাদের খুব কাছেই মৌমাছিদের একটি ঘর আছে। আর শিকার করার জন্য অন্য কিছু না পাওয়া গেলেও মাছ তো সব সময় পাওয়া যাবে। তোমাদের জন্য কোনো ভালো বাবুর্চির ব্যবস্থাও করে দেয়া হবে।

মনজুর বললো, আপনি যেভাবে দাওয়াত দিলেন তা গ্রহণ না করা কোনো শরীফ ব্যক্তির জন্য সম্ভব নয়। আমরা কোনোদিন অবশ্যই আপনার গ্রামে চলে যাবো এবং তখন আমরা পিকনিকের মুডে থাকবো। এ ধরনের অবস্থায় নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে আমি নিজেই ভালো খাবার তৈরি করে নিয়ে থাকি।

জগত সিং হাসতে হাসতে বললেন, আরে ভাই! আমিও তোমাকে অনেকটা সাহায্য করতে পারবো।

ইউসুফ বললো, চলুন সরদারজী! এখন আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আপনাকে চমৎকার চা পান করাবো। আমাদের মেহমানরাও আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

সেই বয়োবৃদ্ধ ভদ্রমহিলাও কি তাদের সাথে এসেছেন যাঁকে তুমি মা-জী বলতে?

জী না, তিনি আসেন নি। তবে আমাদের খুদে শাহজাদী আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবে।

রবিবার বিকেলে অজিত কোর গ্রাম থেকে রুখসাত হয়ে শ্বশুরবাড়ি রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। সরদার জগত সিং দুলহিন ও দুলহার আত্মীয়দের সামনে আহারের পূর্বে এই মর্মে এক ঘোষণা দিলেনঃ ভাইসব! আমি তোমাদের একটি সুখবর শুনাচ্ছি। সরদার বাহাদুর সিং ও অজিত কোর এর গোত্রের লোকেরা এ ফায়সালা করেছে যে, সরদার বেলা সিংয়ের গৃহ আবাদ করার জন্য বাহাদুর সিং এ গ্রামেই চলে আসবে। আমার গ্রাম থেকে আমি কয়েকজন মেহনতী কৃষককে এখানে পাঠিয়ে দেবো। আর মিয়া আবদুর রহীমের জালিন্ধরের আত্মীয়রা ওয়াদা করেছেন যে, তারা সেখানকার কিছু অবসরপ্রাপ্ত ফৌজীদেরকে জমি কিনে এ এলাকায় বসবাস করাবার চেষ্টা করবেন। ইউসুফ সাহেব এই গ্রামের কিছু লোককে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলেই একজন ভালো প্রতিবেশী লাভ করা সম্ভবপর হয়। আপনাদের শোকর করা উচিত যে, আপনারা মিয়া আবদুর রহীমের গ্রামবাসীদের প্রতিবেশী।



www.pathagar.com

অজিত কোর বাড়ি থেকে বের হয়ে পাল্‌কির দিকে এগিয়ে গেলো। তার এক ফুফাত বোন ও ফুফাত ভাই দুদিক থেকে তাকে ধরে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাল্‌কি কিছুদূর যাওয়ার পর গ্রামের সীমানার বাইরে বড় সড়কের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে একটি কারের চারপাশে বেশ কয়েকজন মর্যাদাশালী লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাল্‌কির সাথে হেঁটে আসছিল বাহাদূর সিং এবং অজিত কোরের ফুফাত ভাই। গাড়ির কাছে পাল্‌কি আসার সাথে সাথেই ইউসুফ গাড়ি থেকে বের হয়ে বাহাদূর সিংয়ের হাত টেনে নিল এবং অজিত কোরের একটি হাত তার ওপর রেখে বললো, বাহাদূর! এ হাতটি এমনভাবে ধরো যেভাবে ধরা হয় একটি তাজা ফুটন্ত ফুলকে এবং তারপর তোমার স্ত্রীকে গাড়িতে বসিয়ে দাও। তোমার বোনকেও ওর পাশে বসিয়ে দাও। আর সরদার জগত সিং আমার সাথে বসবেন।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি যখন বড় সড়কের ওপর দিয়ে চলছিল বাহাদূর সিং নিচু স্বরে বললো, ইউসুফ ভাই! আপনার বোন দেখছি বড়ই বাহাদূর। ভেবেছিলাম পাল্‌কিতে বসার সময় খুব কান্নাকাটি করবে। কিন্তু সে বড়ই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। গ্রামের কয়েকটি মেয়ে বলছিল, তার কিছু হয়ে গেছে, তাই মুখ থেকে কান্না বের হচ্ছে না। যদি কোনো সাধু বা পীর তার ওপর দম করে দেন তাহলে সে মন খুলে কাঁদতে পারবে এবং তাতে এ রোগও সেরে যাবে। এক মহিলা বলছিল, হেকিম ও সন্যাসীদের কাছে এসব দাওয়াই পাওয়া যায়।

ইউসুফ একদিকে গাড়ি থামিয়ে বললো, দেখো অজিত বোন! আমি বাবা জগত সিংয়ের সামনে তোমার কাছ থেকে একটি ওয়াদা নিতে চাই। তুমি এই ধরনের বেকুবদের কাছে কখনো যাবে না। আর বাহাদূর সিং! তোমার কাছ থেকেও ওয়াদা নিতে চাই। তুমি অজিতকে কোনো বেকুব সন্যাসী বা হাতুড়ে হেকিমের কাছে নিয়ে যাবে না। আমাদের এলাকার দু'জন নামকরা জোয়ান একজন অপরাধজীবি হেকিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের একজন ছিলেন আমার চাচা। তিনি যেমন ছিলেন সমস্ত এলাকার সবচেয়ে সাহসী বীর পুরুষ তেমনি সুদর্শনও ছিলেন। সমস্ত ঘটনাটিই তাহলে আমি শোনাচ্ছি। একথা বলে ইউসুফ আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলো। এই সংগে শোনাতে লাগলো শের আলী চাচার মৃত্যুর হৃদয়বিদারক কাহিনী।

অজিত কোর, বাহাদূর সিং এবং তার সাথিদেরকে গ্রামে পৌঁছিয়ে দিয়ে দেড় ঘন্টা পরে আবার সেই একই পথে তার নিজের গ্রামে ফিরে এলো ইউসুফ।

তৃতীয় দিন ফজরের নামাযের পরে কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে ফাহমিদা নাসরীনের সাথে কিছুক্ষণ ছাদের ওপর টহল দিতে থাকলো। তারপর নিচে নেমে এসে নিজের বিছানায় শুতে শুতে বললো, নাসরীন! আমার কাপড় চোপড়গুলো ট্রাংকের মধ্যে ভরে দেবার কাজটি কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। আমি কিছুক্ষণ ঘুমাবো। অজিত কোরের আসার অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সে কেমন করে আসবে?

আপাজান! তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে অবশ্যই আসবেন।

ফাহমিদা পাশ ফিরতে ফিরতে বললো, হ্যাঁ, এবার আমরা লাহোর পৌঁছার পর তবে সে আসবে।



www.pathagar.com

নাসরীন চেয়ারটা আরো কাছে টেনে এনে বললো, আপাজান! উমর এবং তার আব্বাজান বলছিলেন যদি আমরা সোজা নদী পার হয়ে যাই তাহলে এখান থেকে তাদের গ্রামের দূরত্ব দশ পনের মাইলের বেশী হবে না। আমরা এখানে গাড়ি রেখে দিয়ে দু'তিন দিন ওখানে বেড়িয়ে আসতে পারি। ইউসুফ ভাই বলছিলেন এখান থেকে সবার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

ফাহমিদা তিক্ত স্বরে বললো, নাসরীন! আমি একথা ভাবতেই পারছি না যে, উমর এত সহজে তোমাকে বেকুব বানাতে পারলো। প্রথম দিন থেকেই সে চাচ্ছিল শিকার করার জন্য আমরা তাদের গ্রামে যাবো। ইউসুফ সাহেবের আব্বাজানের অসুস্থতার কারণে তাঁকে দেখার জন্য এখানে আসা তো তার জন্য ফরয ছিল। কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে দরিয়ার এদিক থেকে ওদিকে ভবঘুরের মতো দৌড়াদৌড়ি করার এমনকি প্রয়োজনটা আছে! তুমি আবার ইউসুফ সাহেবকে একথা বলে দাওনি তো যে আমরা সবাই ঘোড়ায় চড়ে দরিয়ার ওপারে যেতে চাই?

নাসরীন প্রতিবাদের সুরে বললো, আমি এমন কোনো কথা বলিনি যাতে ভাইজান নারাজ হয়ে যান। যদি আমি দরিয়া পার হবার জন্য জিদ করতাম এবং বলতাম, সেখান থেকে খালেদা আপার গ্রাম হয়ে জালিন্ধর যাবো তাহলেও তিনি খুশি হতেন।

দুষ্ট! আমি তোমার ভাইজানের কথা বলছি না। আমি বলছিলাম গ্রামের অন্য লোকদের কথা। তারা শহরের লোকদের বিদ্রুপ করার জন্য কেবল একটা বাহানা খুঁজে বেড়ায়।

আপাজী! ভাইজানের গ্রামের লোকরাও ভাইজানেরই মতো।

তবুও আমরা তাদেরকে তামাশা দেখাবো না। এখন চুপটি করে বসে পড়ো অথবা মালসামান ঠিক করো এবং আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।

ফাহমিদা গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো। দেখলো তার বিছানার কাছে একটি চেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অজিত কোর।

ফাহমিদা উঠে বসতে বসতে বললো, মনে করেছিলাম তুমি আসবে না।

দোষ আমার নয়। আমার বীর ভাইয়ের দোস্ত এজন্য দায়ী। গতকাল সন্ধ্যার আগে আমরা ওখান থেকে রওয়ানা দেবার ফায়সালা করেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত সরদারজী বন্ধু বান্ধবদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। বাড়িতে যখন ফিরলেন তখন নেশায় একেবারে চুর হয়ে ছিলেন। সমস্ত ঘর দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছিল। আমি বললাম, বীর ভাইকে আমি একথা বলে দোবো। তখন হাত জোড় করে বললেন, ভগবানের দোহাই, তাকে বলো না। বন্ধুরা জোর করে পান করিয়ে দিলো। আগামীতে আর কখনো শরাবে মুখ লাগাবো না। তারপর তিনি অনেকটা লেবুর আচার খেলেন। নহর থেকে ঠাণ্ডা পানি কয়েক বালতি এনে মাথায় ঢাললেন। এরপর আমার সাথে আসার জন্য তৈরি হতে পারলেন। এ সময় কোনো টাংগাও পাওয়া গেলো না। ফলে আমাকে সাইকেলে বসিয়ে নিয়ে আসছিলেন। খালের পাড় দিয়ে অর্ধেক পথ পার হতে না হতেই চাকা পাংচার হয়ে গেলো। কাজেই শহর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এলাম। দোকানপাট তখনো সব বন্ধ। পুলিশ খুঁজে পেতে একজন মিস্ত্রীকে ধরে আনলো। দোকান খুলিয়ে কাটা টায়ারটার মেরামত করা হলো। ওখান থেকে আমাদের গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত এগারটা বেজে গেলো।



www.pathagar.com

তখনই চলে আসছিলাম। শুধুমাত্র ইউসুফ ভাইয়ের ভয়ে রাতে না এসে এই সাত সকালে এসে পড়লাম।

ফাহমিদা বললো, নাসরীন! আমার সুটকেস থেকে গহনার নতুন ডিবাটা নিয়ে এসো।

নাসরীন দৌড়ে কামরার বাইরে চলে গেলো।

অজিত কোর বললো, আমার বোন! আমি ভাবছি আমার জন্য সেদিনটি কতই না আনন্দের হবে যেদিন আমি চিৎকার করে সারা দুনিয়াকে বলতে পারবো, এই শাহজাদী হচ্ছেন আমার ভাবী।

অজিত! তোমার মনটা খুবই ভালো। তুমি আমার জন্য দোয়া করো।

জী, সে দোয়াতো আমি সবসময় করছি। যখন আপনাকে দেখিনি তখন থেকে। আর এখন তো প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে দোয়া করবো। আপনার জন্য এবং নাসরীনের জন্যও।

ভাবীজী! আপনিও আমার জন্য দোয়া করবেন।

ইতিমধ্যে নাসরীন একটি ডিবা এনে ফাহমিদার কোলে রেখে দিল। ফাহমিদা উঠে অজিত কোরের মাথা থেকে দোপাট্টা সরিয়ে দিল। তার কানের ঝুমকো দুটোয় হাত দিয়ে বললো, অজিত! তোমার ঝুমকো দুটো খুলে রাখো। এদু'টি খুবই ভারী। এর জায়গায় এই দুল দুটো পরে নাও। বেশ হালকা লাগবে। সব সময় পরার জন্য ভালো। এতে কানও নষ্ট হবে না।

আপাজী! ভাইজানের পরিবার আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। মিয়াজী কয়েকদিন আগে একটি মোষ আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে আপনার কোনো তোহফা আমি প্রত্যখ্যান করতে পারবো না। আমি ঝুমকো খুলে রেখে দিচ্ছি। আপনি নিজের হাতে দুল পরিয়ে দিন। আমি আমৃত্যু এর হেফাজত করবো।

না ভাই! এমন কথা বলতে নেই। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! আমি যেন তোমাকে অনেক অনেক উপহার দিতে পারি।

বিলকিস কামরায় প্রবেশ করে বললেন, তোমরা আর কতক্ষণ কথা বলতে থাকবে? বাইরে সবাই যাবার জন্য তৈরি হয়ে তোমাদের অপেক্ষা করছে। নাসরীন তোমাদের মালপত্র গাড়িতে তুলে দিয়েছে। এখন পোশাক বদল না করে এ পোশাকেই তোমাদের সফর করতে হবে।

চাচীজান! ফজরের নামাযের পরে আমি তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম, তারপর আবার শুয়ে পড়েছিলাম।

ফাহমিদা উঠে খাটের নিচে থেকে জুতা বের করে পরে নিল।

পাঁচ মিনিট পরে ফাহমিদা অজিতের হাত ধরে বাইরে বের হয়ে এলো এবং মেয়েদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসলো।

ইউসুফ মেহমান খানায় তার আব্বাজানের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে বাইরে বের হতেই বাহাদুর সিং দৌড়ে এসে তার হাত ধরে বললো, ভাইজান! আপনাকে যে জরুরী কথা বলতে চাই তা ঠিক সময়মতো ভুলে যাই।

ঠিক আছে, বলো আজকের জরুরী কথাটা কি?



www.pathagar.com

এক নম্বর হচ্ছে, বাবা জগত সিং পথে দাঁড়িয়ে থাকবেন। নয়তো আমার বাড়ির পাশে হর্ণ দিয়ে এক মিনিট অপেক্ষা করলেই হবে, তিনি বের হয়ে আসবেন।

কোনো বিশেষ কথা আছে কি?

তিনি কোনো তোহফা দেবেন। শরীর ভালো ছিল না, নয়তো আমাদের সাথেই চলে আসতেন। দোস্ত! আমি আসলে একটা বোকা। এখানে আসার পরপরই আমার একথা বলে দেয়া উচিত ছিল।

আরে দোস্ত! এটা এমন কোনো কিছু নয়। অজিতই এ ব্যাপারে তোমাকে ঠিক করে নেবে। ইউসুফ গাড়ি স্টার্ট করার পর যখন তার দিকে তাকালো তখন তার ওপরের পাটির দাঁত ঠোঁটের বাইরে বের হয়ে এসেছিল।

নাসরীন বললো, আপনার বন্ধু খুব হাসছেন।

নাসরীন! কোনো বিশেষ কিছু না ঘটলেও আমার বন্ধুকে সব সময় হাসিমুখ দেখা যাবে। নিজের হাসি গোপন করতে হলে তাকে যথেষ্ট মেহনত করতে হয়।

সে আবার কেমন মেহনত? সফিয়া জিজ্ঞেস করলেন।

জী আম্মাজান! উপরের ঠোঁট যখন বেশী উপরে উঠে যায় তখন আবার তার দাঁত লুকাবার জন্য যথেষ্ট সময় লাগে।

ভাইজান! ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

এজন্য বুঝতে পারছো না যে, সাধারণ লোকদের হাসার পরে দাঁত লুকাবার জন্য নিজের উপরের ঠোঁট টেনে নিচে নামাতে হাত ব্যবহার করতে হয় না। বাহাদুর সিং অতি দ্রুত নিজের হাতের আঙ্গুলকে একাজে ব্যবহার করে।

ভাইজান! আগে জানলে আমি নিশ্চয়ই দেখতাম, নিজের ঠোঁট টেনে দাঁত লুকাবার ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভূত লাগতো নিশ্চয়ই।

তার অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপারের মধ্যে এটাও একটা যে কারণে স্কুল জীবনে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

তারা বাহাদুর সিংহের গ্রামের কাছে পৌঁছে পথে সরদার জগৎ সিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। ইউসুফ নিজের গাড়ি থেকে হাত বের করে পেছনের গাড়ির দিকে ইশারা করলো। জগত সিংয়ের কাছে পৌঁছে গাড়ির কাফেলা থেমে গেলো। ইউসুফ গাড়ি থেকে বের হয়ে জগত সিংয়ের সাথে মুসাফাহা করলো।

জগত সিং জিজ্ঞেস করলো, কাকাজী! শাহজাদীদের আব্বা আম্মাও কি তোমাদের সাথে আছে?

জী হ্যাঁ, ইউসুফ পেছন দিকে মুখ বাড়িয়ে বললো, নাসরীন! এদিকে এসো।

নাসরীন গাড়ি থেকে নেমে সংকোচভরে এগিয়ে এলো।

জগত সিং তার মাথায় হাত রেখে বললেন, শাহজাদী এখন বড় হয়ে গেছে, আমাকে আর কেমন করে চিনবে?

জী, আমি কেমন করে ভুলতে পারি? নৌকা থেকে নিয়ে গাড়ি পর্যন্ত সমস্ত সফরের ঘটনা আমার মনে আছে।

জগত সিং পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেশমী রুমাল বের করলেন এবং বললেন, বেটি! খোদা তোমাকে যেমন বানিয়েছেন তেমনি মূল্যও দেবেন। এই নাও, এই রুমালে একজন গরীবের তিনটি তোহ্ফা আছে। এই আশরফী তিনটি আমার পূর্ব পুরুষদের



www.pathagar.com

মীরাস। এগুলি ছিল আমার অংশ। গত বছর এগুলির সংখ্যা ছিল এগার। আমার সাত জন নাতনীকে এখান থেকে গুণে গুণে সাতটি দিয়েছি। একটি দিয়েছি অজিতকে। বাকি এই তিনটির একটি তোমার, একটি তোমার বড় বোনের এবং তৃতীয়টি আবদুল করিমের মেয়ের। শাহজাদীদেরকে কোনো জিনিস দিতে হলে শাহজাদীদের মারফত দিতে হয়। আর আমি তোমাকে ছাড়া আর কোনো শাহজাদীকে চিনি না। কাজেই তুমি অন্য দুজনকে ওদুটি আশরফী পৌঁছিয়ে দিয়ো। আমি আশা করি কেউ নিতে অস্বীকার করে এই বুড়োর মনে দুঃখ দেবে না।

ইউসুফ বললো, সরদারজী! আপনার তোহফা নিতে অস্বীকার করার দুঃসাহস কেউ করবে না। আমি সবার পক্ষ থেকে আপনার শোকরিয়া আদায় করছি।

জগত সিং ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করে বললেন, মাঝ পথে তোমাকে থামিয়ে দেবার জন্য মাফ চাচ্ছি। আমার শরীর ভালো থাকলে আমি নিজে তোমাদের কাছে চলে যেতাম।

ইউসুফ বললো, সরদারজী! আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে আপনাকে সাথে বসিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

না ভাই! আমার ওষুধ আমি জানি। এখন আমার কষ্ট অনেক কমে গেছে। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।

ইউসুফ মুসাফাহা করে গাড়িতে উঠে বসলো। পনের মিনিটের মধ্যেই গাড়ি গিয়ে উঠলো বড় সড়কে। গাড়ি ছুটে চললো লাহোরের পানে।

## ১২

ইউসুফদের গ্রাম থেকে রওয়ানা হবার আগেই মেহমানদের জন্য নতুন প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল তারা লাহোরে আবদুল করিমের বাড়িতে একদিন অবস্থান করবেন। মেহমানদের ব্যবস্থাপনা করার জন্য একদিন আগেই আবদুল করিমের স্ত্রীকে ড্রাইভার লাহোরে রেখে এসেছিল। কাজেই লাহোরে পৌঁছেই মেহমানরা দুপুরের খাবার আবদুল করিমের বাড়িতে খেলেন। আসর পর্যন্ত আরাম করার পর জালিন্ধরের মেহমানরা আবদুল আজীজ ও বিলকিসের সাথে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি করতে লাগলেন তখন আমেনা বিলকিসকে অনুনয় বিনয় করে বললো, চাচীজান! সন্ধ্যার খাবারের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাজেই আপনারা তারপরই কোনো প্রোগ্রাম করবেন। বরং এর চেয়ে ভালো আর কি প্রোগ্রাম হতে পারে, মাগরিবের নামাযের পর আমি বোনদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি এবং আপনি আম্মিজানকে সাথে নিয়ে কিছুক্ষণ খালের পাড়ে ঘুরে আসুন। আমার আব্বাজান, নাসরীনের আব্বাজান ও চাচীজানদের জন্য ইউসুফ ভাই ও মনজুর ভাই কোনো আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম বানিয়ে নেবেন। তারপর রাতের খাবারের পর জমিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে। ফাহমিদা বোন! আপনি আমার পক্ষে সুপারিশ করবেন না? জীবনে এমন দিন তো আর বারবার আসবে না।

নাসরীন বললো, আমেনা আপা! কেন শুধু শুধু পেরেশান হচ্ছেন? চাচীজান অস্বীকার করেননি তো। আম্মিজানেরও এখানে একদিন থেকে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি হবে না। ভাইজান তো প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন, তিনি পরশু দিন বিকেলের গাড়িতে



www.pathagar.com

মনজুর সাহেবের সাথে রওয়ানা হয়ে যাবেন এবং আগামী কাল সারাদিন নিজের বন্ধুদের সাথে থাকবেন। তাই ফায়সালা হয়েছে, লাহোরে তিনি মনজুর সাহেবের মেহমান থাকবেন।

হ্যাঁ নাসরীন! দেখ না, তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমার একদম ভালো লাগে না।

আমেনা আপা! আপনাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আমি ঠিকই মনে করেছিলাম, এখানে কেউ আপনার দাওয়াতের বিরোধিতা করবেন না।

পরদিন সবাই বসে এক সাথে নাশতা খাচ্ছিল। এমন সময় ইউসুফ হঠাৎ বলে উঠলো, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমিনা বোন! তোমাদের আলমারিতে আমার যে পাণ্ডুলিপিটি রেখেছিলাম সেটি নিয়ে ফাহমিদার সুটকেসে রেখে দাও। নাসরীন! তোমাদের আপাকে মনে করিয়ে দিয়ো আমার অনুপস্থিতিতে পাণ্ডুলিপিটা আবার একবার যেন ভালো করে পড়ে দেখে। কারণ ইত্যবসরে ওর মধ্যে কয়েক জায়গায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন করেছি। খুব শিগগির আমার বই ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও যা তোমাদের কাছে জমা থাকবে তা যেন নির্ভুল থাকে।

ভাইজান! আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই রাতে এশার নামাযের পর আপাজান নিজেই পাণ্ডুলিপি খুলে দেখেছিলেন এবং তা নিজের সুটকেসে রেখে দিয়েছেন।

পরদিন ইউসুফের নেতৃত্বে মনজুর ছাড়াও আরো তিনটি যুবক মুসলিম লীগের নির্বাচনী অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলো। ইসলামিয়া কলেজ ও অন্যান্য কলেজের নওজোয়ানদের সাথে পরামর্শক্রমে তারা ঠিক করেছিল যে, প্রথম পর্যায়ে মুলতান পর্যন্ত প্রত্যেকটি শহরে বক্তৃতা করতে করতে তারা সেখান থেকে লাহোরে ফিরে আসার পরিবর্তে ঝংয়ের পথে টোবাটেক সিং, গুজরাঁওয়ালা ও লায়ালপুরের দিকে চলে যাবে। সেখান থেকে শায়খপুরার পথে লাহোর চলে আসবে। এটা ছিল এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম। কিন্তু ইউসুফের উদ্দীপনাময় ও জ্বালাময় ভাষণের খ্যাতি আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই যখন সে লায়ালপুর (ফয়সালাবাদ) পৌঁছলো, সেখানে ঝং ও সারগোধা থেকে তার কয়েকজন গুণগ্রাহী পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের পীড়াপীড়িতে ইউসুফকে তার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে হলো। ঝং থেকে একজন মুসলিম লীগ জমিদারের একটি বৃহদাকার কারও পাওয়া গেলো। ফলে তারা একদিনেই স্থানীয় জনসভায় অংশগ্রহণ করার পর সন্ধ্যার সময় এই কার তাদেরকে সারগোধায় পৌঁছে দিল।

পরের দিন সারগোধা থেকে ফেরার পথে তারা একটি গ্রামের কাছাকছি পৌঁছুলে পথে শত শত জনতা তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা জানালো। এটি ছিল মনজুর আহমদের গ্রাম। মনজুর সারগোধায় পৌঁছার সাথে সাথেই নিজের পিতা ও ভাইদের নামে পত্র লিখে একজন স্বেচ্ছাসেবকের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিকালে মনজুর ও ইউসুফ সেখানে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দিল। মনজুরের পরিবারের লোকেরা



www.pathagar.com

তাদেরকে রাতে সেখানে অবস্থান করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কিন্তু ইউসুফ বললো, মনজুরের গ্রামে এসে আমরা অনেক আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করেছি, তবে এর ফলে আমাদের নির্ধারিত প্রোগ্রাম দুদিন পিছিয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ ইলেকশানে জয়লাভের পর যখন আমরা পাকিস্তানের পথের অনেকগুলি প্রতিবন্ধক দূর করতে সক্ষম হবো তখন যে কোনো সময় ক্লান্তি অনুভব করলে আরাম করার জন্য আমরা এ গ্রামে এসে যাবো এবং এখানকার গাছপালার শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে শরীর জুড়াবো।

আবদুল আজীজের বাড়িতে ফাহমিদা নামাযের পরে কিছুক্ষণ কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করলো। তারপর কামরা থেকে বের হয়ে আঙিনায় পায়চারি করতে লাগলো। সামনের দিকে দেউড়িতে কারো আওয়াজ শোনা গেলো, দোস্ত মোহাম্মদ!

ফাহমিদার চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। দ্রুত দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। সামনে ইউসুফ দাঁড়িয়েছিল। সে তাকে বললো, আসসালামু আলাইকুম।

ফাহমিদা সালামের জবাব দিয়ে বললো, আপনার আসার কথা ছিল গত পরশু।

প্রোগ্রাম কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল। তবে টেলিফোনে একথা জানিয়ে দেবার সুযোগ পাইনি বলে আমি দুঃখিত। আমার মনে হয় খবরের কাগজ দেখলে তোমার এ অভিযোগ খতম হয়ে যাবে এবং বুঝতে পারবে বিনা কারণে আমি দেরি করিনি। আমার একটি ব্যাপারে ভুল হয়েছে, আমিনার আব্বাজানের নসিহতের ওপর আমল করতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন তাঁর বড় কারটি নিয়ে গেলে আমরা বেশী কাজ করতে পারতাম এবং সময়ও বাঁচাতে পারতাম। অন্যদিকে আমি মনে করেছিলাম ট্রেন ও বাস আমাদের জন্য সহজ হবে। এবার থেকে আমরা কার ব্যবহার করে প্রোগ্রামকে সহজসাধ্য করবো এবং সপ্তাহে দুদিন এক একটি এলাকায় সফর করবো। আমি এম. এ.-এর জন্য আমার লেকচারও সম্পূর্ণ করতে চাই।

নাসরীনের আওয়াজ শোনা গেলো। ভাইজান! চাচীজান ও আম্মীজান জিজ্ঞেস করছেন আপনি বাইরে থেমে গেলেন কেন?

ইউসুফ হেসে জবাব দিল, আরে ভাই! তোমার আপাজানের অনুমতি ছাড়া আমি ভেতরে কেমন করে প্রবেশ করতে পারি?

আপাজান! আমি কি বলে দেবো ভাইজানকে সেই কথাগুলো?

দুষ্টু কোথাকার! এখন আবার কোন কথা নিয়ে আসছো?

আপাজান! কাল আপনি আমিনা আপাকে দ্বিতীয়বার ফোন করে ভাইজানের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং আজ সকালে নামাযে তাঁর জন্য দোয়াও করছিলেন। এসময় আপনার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছিল। তারপরে অঙিনায় পায়চারি করার সময় আপনার মন বলছিল ভাইজন এখনি এসে যাবেন।

ইউসুফ ফাহমিদার দিকে তাকিয়ে বললো, আসলে আমার প্রথম ভুল ছিল, প্রোগ্রাম পরিবর্তনের ব্যাপারটি ফোনে জানানো হয়নি। কিন্তু তোমার জানা উচিত, আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে যতটা চিন্তা করি ঠিক ততটাই নিজের ও নিজের আত্মীয় পরিজনদের অস্তিত্বের জন্য পাকিস্তানের প্রয়োজন অনুভব করি।



www.pathagar.com

আমি পাকিস্তানকে নিজের জাতির কন্যাদের ইজ্জত আবরুর একমাত্র জামানত মনে করি। আগামীর নির্বাচনে আমাদের একথা প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ্য সমাজের অচ্ছুত নই। বরং আমরা একটি আলাদা জাতি। আমরা এমন নির্দয় নিষ্ঠুর সংখ্যাগুরুর দাসত্ব করতে পারি না যারা বিশ শতকের আধুনিক সমরাস্ত্রের সাহায্যে সেই অন্ধকার যুগের জুলুম ও বর্বরতার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে চায় যখন আর্য বিজেতারা এদেশের প্রাচীন জাতিদেরকে পরাজিত করার পর শূদ্র বানিয়ে দিয়েছিল। আমি চারদিকে দেখছি ভয়াবহ তুফান ও দুর্যোগের ঘনঘটা। মুসলমানদেরকে ঐসব তুফান ও দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য জাগ্রত ও সংগঠিত করা আমার মতে একটি ইবাদত।

ফাহমিদা বললো, ভিতরে চলুন, সেখানে চাচী ও আম্মীজান পেরেশান হয়ে পড়েছেন।

ফাহমিদা! আমি যা কিছু বললাম সব তোমার জন্য।

ফাহমিদা হেসে বললো, আমি জানি।

আমি এর সাথে আর একটি কথা সংযুক্ত করতে চাই। তুমি আমার ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্নগুলিকে এমনই আকর্ষণীয়, চমকপ্রদ ও সুন্দর করে দিয়েছো যার ফলে কখনো কখনো আমি নিজের সৌভাগ্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ি। তুমি আমার জীবনের কঠিন পথের কাঁটাগুলিকে ফুলে পরিণত করতে পারো। কিন্তু এরপরও যখন উপমহাদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ কর্মসূচী সম্পর্কে ভাবি তখন আমি অনুভব করি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পর আমি জীবনের ওপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দেবো। আল্লাহর কাছে দোয়া করি এমনটি যেন না হয়। কিন্তু তবুও যদি এমন দিন এসে যায় তাহলে সেদিন মৃত্যুর দরোজায় আঘাত হানতে গিয়ে আমি এ আশায় তোমার হাত ধরে রাখবো যে, তুমি আমাকে নিজের দিকে টেনে নেবে।

নাসরীন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, আপাজান! এমন দিন কখনো আসবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবেই। এটা আজকের কথা নয়, যখন আমি ছোট ছিলাম এবং ভাইজানের মুখ থেকে প্রথম পাকিস্তানের কথা শুনেছিলাম তখনই আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আমাদের নেতা কায়েদে আযম নিশ্চয়ই এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

ফাহমিদা বললো, মনে হচ্ছে আপনি খুব পরিশ্রান্ত। চলুন বৈঠকখানায় আরাম করুন এবং নাশতা করে ঘুমিয়ে পড়ুন। কিন্তু আপনার জিনিসপত্র কোথায়?

ওগুলি আমি মিয়া আবদুল করিমের বাসায় রেখে এসেছি। সেখানে নামার পরে পায়ে হেঁটে এদিকে আসছিলাম। আমিনা দেখতে পেয়ে আবার তার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে গাড়ি দিয়ে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেলো। আবদুল করিম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে, আগামীতে আমরা দীর্ঘ সফরে যাবো না বরং প্রতি সপ্তাহে দুতিন দিনের জন্য লাহোর থেকে বের হয়ে কোনো এলাকা ঘুরে আসবো। নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হতে থাকবে ততই আমাদের কর্মসীমা বেড়ে যেতে থাকবে। এভাবে পরীক্ষার জন্য আমাদের লেকচারও পুরোপুরি তৈরি হয়ে যেতে পারবে এবং জাতিকে সজাগ করার কাজও চলতে থাকবে। এখানে এসে আমার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তোমার আব্বা, আম্মা, চাচা ও চাচীজানকে সালাম করা।



www.pathagar.com

নাসরীন বললো, আপাজান! চাচা আবদুল করিম খুব ভালো কথা চিন্তা করেন। আপাজান! এতো খুব ভালো কথাই হলো। আমরা এখানে আরো কিছুদিন থাকার সুযোগ পেয়ে যাবো। ভাইজান যদি আমিনা আপাকে শুধুমাত্র একবারই বলে দেন যে, মেয়েদেরও জাতির এই দুর্যোগ মুহূর্তে পাকিস্তান আন্দোলনের অভিযানে অংশ নেয়া উচিত, তাহলে তিনি একদিনের মধ্যেই তাঁর বান্ধবীদের টিম তৈরি করে নিতে পারবেন। বিলকিস চাচী হবেন আমাদের নেত্রী। এভাবে আম্মী ও আব্বু দুজনেই ফিরে যাবার চিন্তা মুলতবী করে দেবেন।

ফাহমিদা বললো, আম্মাজান হয়তো মেনে নেবেন কিন্তু আব্বাজান বলবেন তোমরা দুজন নিজেদের সাথে জহিরকেও নালায়েক বানিয়ে ফেলবে।

নাসরীন পেরেশান হয়ে ইউসুফের দিকে তাকাতে লাগলো। সে বললো, শাহজাদী বোন! পাকিস্তানের জন্য কাজ করার প্রয়োজন আছে প্রত্যেক জায়গায়। কিন্তু তোমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষালাভ করা। আমি চাই তোমরা আর বেশী সময় নষ্ট না করে আগামীকালই জালিন্ধর চলে যাও। জাতির আজাদী ও অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ হয়তো খুব শিগগিরই শুরু হয়ে যাবে। তখন পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু এ সময় না আসা পর্যন্ত শিক্ষা ও গৃহ সংসারের সাথেই মেয়েদের সকল কার্যক্রমে জড়িত থাকা উচিত।

নাসরীন কিছুক্ষণ ফাহমিদার দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর বললো, ভাইজান! হয়তো কোনদিন লাহোরের পরিবর্তে জালিন্ধর আপনার কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

ইউসুফ আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, আমার শাহজাদী বোন একথা কেমন করে ভাবতে পারলো যে, তার মাথায় যে চিন্তা এসেছে সেটা আমার মাথায় আসবে না?

নাসরীনের চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। সে বললো, ভাইজান! আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক ভালো কথা আমার মুখ থেকে বের হবার আগে আপনার মাথায় আসে। পরশু আব্বাজান বলছিলেন ছেলেমেয়েদের সময় নষ্ট হচ্ছে, তোমাদের ভাই আজ এসে গেলে আমরা কালই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো। আর আমি কি বলেছিলাম আব্বাজানকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন?

তুমি তাই বলে থাকবে যা আমি এখনি বলেছি।

বারান্দায় বিলকিসকে দেখা গেলো। ইউসুফ তাকে সালাম করলো।

বেটা! আমি বহুক্ষণ থেকে তোমার আওয়াজ শুনছি। আমি আশা করিনি তুমি আমাদের এত পেরেশান করবে।

চাচীজান! আমাদের প্রোগ্রাম পরিবর্তনের খবরটা আপনাকে পৌঁছাতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত।

এটা আমিনা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। এখনই তার সাথে কথা হয়েছে। সে জোর দিচ্ছিল দুপুরের খাবার তাদের ওখানে খেতে হবে। এখন নাশতা করার পরও তুমি দীর্ঘক্ষণ আরাম করে নিতে পারবে। তারপর আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলবো। ফাহমিদার মা নামায পড়ার পর শুয়ে পড়েছেন। আর ভাইজান বিছানায় শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।



www.pathagar.com

ইউসুফ নাসির উদ্দীনের কামরায় ঢুকে সালাম দিল। তিনি উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তারপর নিজের পাশে বসালেন।

বেটা! যখন আমি খবরের কাগজ পড়ার জন্য খুলছিলাম তখন বিলকিস আমিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে শুরু করেছিল। তারপর আমার মনে নেই আমি কি পড়েছি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যে সফিয়া সকাল হতেই তোমার অপেক্ষা করতো সে এখন দেখো আরামে ঘুমাচ্ছে।

সফিয়া পাশের কামরা থেকে দোপাট্টা গায়ে জড়াতে জড়াতে এসে হাজির হলো এবং ইউসুফের মাথায় হাত রেখে বললো, আমি ঘুমাইনি বরং এ খওয়াব দেখছিলাম যে, বেটা ইউসুফ একটি প্রচণ্ড খরস্রোতা নদীতে নৌকা চালাচ্ছে আমরা সবাই তাতে সওয়ার হয়েছি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু নাসরীন সবাইকে এই বলে সাহস যোগাচ্ছিল যে, ভাইজান ঠিকই নৌকা কিনারে নিয়ে যাবেন। এখন নাশতা তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা আর কথা না বলে নাশতার টেবিলে চলে এসো।

সবাই নাশতার টেবিলে বসেছিল। জহির কামরায় ঢুকলো। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে ইউসুফের দুচোখে হাত চাপা দিল।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, নাসরীন! একটু ভালো করে দেখো তো এ পাহলোয়ানটি কে? এর হাতের ছোঁয়ায় আমার চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কোনো পাহলোয়ান টাহলোয়ান নয় ভাইজান! ইনি ডাঃ জহির সাহেব।

আরে ভাই! আমি তো জানতাম না ডাক্তারদের হাতেও খুশ্‌বু থাকে।

ভাইজান! এ আমার নয়, সাবানের খুশ্‌বু।

নাসরীন বললো, জহীর ভাইজান বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এখানে এসে নিশ্চিন্তে নাশতা করে নাও।

জহীর নাসরীন ও ফাহমিদার মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে পড়লো।

নাসির উদ্দীন বললেন, বেটা! এতগুলো দিন কিভাবে চলে গেলো আমি তো অনুভব করতে পারছি না। আগামী কালই আমাদের বাড়ি পৌঁছে যেতে হবে। ভাই আবদুল আজীজ বলছিলেন একমাস পর্যন্ত তিনি ছুটি পাবেন না। তাই তার অনুপস্থিতিতে আমি ছুটি নেবার অনুমতি নিয়েছিলাম।

ইউসুফ বললো, খালুজান! নাসরীন ও জহিরের শিক্ষার সময় অনেক নষ্ট হয়েছে, আমার এই ভুলের জন্য আমি দুঃখিত।

নাসরীন বললো, ভাইজান নষ্ট হয়নি। বরং ঘরে আমরা যে পরিমাণ পড়তাম এখানে তার চেয়ে বেশী পড়েছি। এ ব্যাপারে আপাজান আমাদের জন্য যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতেন।

নাসির উদ্দীন বললেন, বেটি! জানি তোমরা এখানে বেশী খুশি ছিলে। তবুও আমাদের যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ কালই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

আব্বাজী! আপনাকে একটি ভালো খবর শোনাতে চাই।

কি খবর?

আব্বাজী! এবার থেকে ভাইজান কখনো কখনো লাহোর ছেড়ে জালিন্ধরে নিজের কেন্দ্র বানাবেন।



www.pathagar.com

ঠিক আছে বেটি! কিন্তু এখন আর তোমাদের বেশী ঘোরাফেরা করার সুযোগ দেয়া যাবে না। যখন আমরা দেখবো পাকিস্তানের সংগ্রামে জয়লাভ করার জন্য তোমাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন তোমাদের ভাইজানের অভিযানে শামিল হবার জন্য কারোর অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

নাশতা করার পর ইউসুফ বৈঠকখানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সাড়ে বারোটার কাছাকাছি সময়ে নাসরীন তাকে জাগিয়ে তুললো। বললো, ভাইজান! তৈরি হয়ে নিন। আমিনা আপার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসে গেছে।

দশ মিনিট পরে একটি প্রশস্ত গাড়ি তাদের নিয়ে মিয়া আবদুল করিমের বাড়ির দিকে ছুটে চলছিল।

আবদুল করিমের বাড়িতে মনজুর আহমদ তার ও ইউসুফের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও খাবার দাওয়াত দিয়েছিল। তাই পুরুষ ও মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা আলাদা কামরায় করা হয়েছিল। আমিনাও পাকিস্তানের ব্যাপারে আগ্রহী কয়েজন মহিলাকে দাওয়াত দিয়েছিল।

খাবার টেবিলে টুকটাক সাধারণ কথাবার্তার পর আচানক আবদুল করিম প্রশ্ন করলো, ইউসুফ সাহেব! আপনি কি চিন্তা করছেন? গ্রাম থেকে কোনো খারাপ খবর আসেনি তো?

মিয়া সাহেব! গ্রামের বাড়িতে সবাই ভালো আছে। তবে আমি ভাবছি অন্য একটি কথা। অনেক কম সময়ে আমাদের অনেক বেশী কাজ করতে হবে। আর একথা যখনই ভাবি তখনই আমি পেরেশান হয়ে পড়ি। আমি দেখতে পাচ্ছি, হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করার জন্য তাদের সমস্ত উপায় উপকরণ সংগঠিত করে ফেলেছে। ইংরেজ থেকেও তারা এই মর্মে সমর্থন পাচ্ছে যে, উপমহাদেশে যদি গণতন্ত্রের সেই ব্যবস্থা জারি করে দেয়া হয় যার আওতায় হিন্দুরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বৃটিশ ইণ্ডিয়াকে হিন্দু ইণ্ডিয়ায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে তাহলে কংগ্রেসের মহাজন খুশি হয়ে যাবে এবং এদেশ থেকে শাসনের শৃংখল গুটিয়ে নেবার পরও তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত রাখতে পারবে।

আসরের নামাযের পরে এ মসজিলটি খতম হয়ে গেলো। এর কিছু পরে ইউসুফও তার সাথিরা প্রশস্ত বারান্দায় বসে চা পান করছিল। তারপর দেখা গেলো ফাহমিদা, নাসরীন ও জহির এবং তার আব্বা আম্মা ও বিলকিস গাড়িতে উঠে বসেছে। ইউসুফ নাসির উদ্দীনের কাছে গিয়ে বললো, জনাব! আমি গভীর রাত পর্যন্ত লেখায় ব্যস্ত থাকবো, তাই কাল সকালেই আপনার সাথে দেখা করবো।

বিলকিস ও সফিয়া অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু ফাহমিদা মাথা ঝুঁকিয়ে তার মনোভাব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল।

নাসরীন বলে উঠলো, ভাইজান! কাগজ, কলম ও কালি তো আপনি চাচীজানের বাসায়ও পেয়ে যাবেন।

ইউসুফ মুচকি হাসলো। শাহজাদী নাসরীন লেখার জন্য কেবল কাগজ, কলম ও কালির দরকার হয় না।

ভাইজান! আমি শোরগোল করবো না।



www.pathagar.com

শাহজাদী সাহেবা! তোমার শোরগোলে আমার মুড নষ্ট হয় না। কিন্তু তোমার কাছে থাকলে আমার লেখার মুড বদলে যায়। তখন কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার মাথা থেকেই একবারে বের হয়ে যায়।

বিলকিস বললেন, বেটা! মনে হচ্ছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখছো।

আমি ফাহমিদার নামে একটি চিঠি লিখতে চাচ্ছি। এই চিঠিতে থাকবে মুসলিম নারীদের প্রতি একটি জরুরী পয়গাম।

জহির বললো, ভাইজান! আপনি আমার জন্য কিছু লিখবেন না।

হ্যাঁ, তোমার জন্যও। তোমার আপাই জানাতে পারবে আমি জাতির প্রত্যেক কিশোর-যুবক-বৃদ্ধের নামে কোনো না কোনো পয়গাম অবশ্যই দিয়েছি।

নাসরীন আচানক ইউসুফের হাত ধরে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললো, ভাইজান! আপনার কথায় আমি ভয় পাচ্ছি। আপনার প্রত্যেকটি কথা আমি নিজের কানে শুনতে চাই।

ইউসুফ দুহাত তার মাথায় রেখে বললো, আমার পাণ্ডুলিপির সাথে আমি আর একটি ছোট স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাবো এটাই কি বেশী ভালো হবে না?

ফাহমিদা মাথা উঠিয়ে বললো, আপনার প্রত্যেকটি স্মৃতিচিহ্নকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হবে।

পরদিন সকাল দশটায় সে বিলকিসের গৃহে প্রবেশ করলো। বাড়ির লোকেরা সাগ্রহে তার ইন্তিজার করছিল। নাসরীন দৌড়ে এসে বললো, ভাইজান! ফজরের নামাযের পর আপাজান আমিনা আপাকে ফোন করে জেনেছিল আপনি সারারাত জেগে লেখার পর সকালে ফজরের নামায পড়ে শুয়ে পড়েছেন। তাই আপনাকে জাগাতে নিষেধ করেছিল। আপাজান এখনো নাশতাও করেনি।

শাহজাদী বোন। চলো, তোমার আপার নাশতার ব্যবস্থা করো। আমিও নাশতা করবো। অবশ্য আমি ঘুম থেকে ওঠার পর দুটি বিস্কুট ও এককাপ চা খেয়ে এসেছি আসল নাশতা তোমাদের সাথে করার জন্য।

ফাহমিদা বললো, আপনার শাহজাদী বোন একথা বলেনি যে, সে নিজেও নাশতা করেনি।

বিলকিস বললো, বেটা! আমরা সবাই তোমার সাথে বসবো। নাশতা টেবিলে দেয়া হয়েছে। চাও এসে যাচ্ছে।

ইউসুফ বড় আকারের একটা খাম ফাহমিদার হাতে দিয়ে বললো, এটা তোমার কাছে রেখে দাও। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তুমি এখনি এটা পড়তে শুরু করে দেবে এবং আমি কথা বলার সুযোগ পাবো না। ওতে যা কিছু লেখা হয়েছে তা তোমাদের সবার জন্য।

বিলকিস এগিয়ে এসে বললেন, বেটি ওটা আমাকে দাও। ইউসুফের বিদায় নেবার আগে আমি ওটা নিশ্চিন্তে পড়ে নিতে চাই। ততক্ষণ তোমরা ধীরে সুস্থে কথা বলো। আর তুমি গাড়িতে বসে বা বাড়িতে গিয়ে ওটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিশ্চিন্তে পড়ে নিতে পারবে।

ফাহমিদা একবার ইউসুফের দিকে তাকালো তারপর খামটি বিলকিসের হাতে তুলে দিল।



www.pathagar.com

সেই দিন কয়েক ঘণ্টা পরে ফাহমিদা ঘরে বসে ইউসুফের পত্র পড়ছিল।

ফাহমিদা! আসসালামু আলাইকুম।

তোমাকে কি বলে সম্বোধন করবো আমি ভেবেই ঠিক করতে পারছিলাম না। কয়েকটি শব্দ আমার সামনে এলো। কিন্তু এরা সবাই একসাথে মিলেও তোমার নামের আকর্ষণ আমার কাছে এক বিন্দুও বাড়াতে পারলো না। প্রথম দিন যখন আমি এ নাম শুনেছিলাম এক অদ্ভূত অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমি চিন্তাও করতে পারিনি আচানক এক সময় এ নামটি আমার কাছে এমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে যে এর সাথে অন্য কোনো শব্দ জুড়ে দিতে আমি কোনোক্রমেই পছন্দ করবো না।

আমি অনুভব করছি এ কথাগুলি লিখতে গিয়ে আমার ছোট্ট বোনটি নাসরীনের সুমিষ্ট কণ্ঠে বারবার তোমার নাম শুনতে পাচ্ছি। সময় পেলে এ পত্রটি আরো কয়েক পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে দিতে পারতাম। বর্তমানে আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, সেই সময়টি অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে যখন পাকিস্তান হাসিল করার জন্য আমাদের জীবন পণ করে ময়দানে নামতে হবে।

আমি অনুভব করছি যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই এমন একটা স্বদেশের কল্পনা করাই আমার জন্য অসম্ভব হয়ে উঠছিল যেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। মানসিক দিক দিয়ে আমি তখনো একজন পাকিস্তানী ছিলাম যখন পাকিস্তান শব্দটি আমি শুনিনি। তারপর জ্ঞান যতই বাড়তে থেকেছে ততই পাকিস্তানের বহি কাঠামো আমার সামনে সুস্পষ্ট হতে থেকেছে এবং একদিন আমার কানে শ্রুত হলো পাকিস্তানের ধ্বনি। কিন্তু যখন তুমি এবং তোমাকে যারা অসম্ভব ভালোবাসে তাদের পদসঞ্চার হলো আমার জীবনাংগনে তখন আমার অন্তরে অনুভব করতে থাকলাম পাকিস্তান হাসিল করার দুর্নিবার আকাংখা। আর এখন তোমার নাসরীনের তোমার বাপ-মায়ের, জহিরের, আবদুল আজীজ চাচাজানের, বিলকিস চাচীজানের এবং তাঁদের সকল আত্মীয় পরিজনদের এবং তাঁদেরকে জানেন ও ভালোবাসেন এমন সব লোকদের পাকিস্তান আমার জীবনও মৃত্যুর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমি একদিন সফল লেখক হবো। এ ব্যাপারে আমি যতটা আত্মবিশ্বাসী ঠিক ততটাই আমি নিজের জন্য একটি স্বাধীন স্বদেশভূমির প্রয়োজন অনুভব করছি। একজন লেখক তিনি যতবড় সাহিত্যিকই হোন না কেন যদি তিনি স্বাধীন স্বদেশভূমি থেকে বঞ্চিত হন তাহলে তার বৃহত্তম সৃষ্টিও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। জাতিদের মতো তাদের কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদরাও গোলামীর বোঝার তলায় পিস্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি নিজের সম্পর্কে চিন্তা করি না। আমি ভাবি, আমার চাইতে আমার কওমের বেটিদের স্বাধীন স্বদেশ ভূমির প্রয়োজন অনেক বেশী। স্বপ্নের মধ্যে আমি কয়েকবার আগামীর ভয়াবহ তুফানের ঝলক দেখেছি, ঘুমের মধ্যে কয়েকবার আমি বিড় বিড় করতে করতে উঠে বসেছি। তখন আমি অনুভব করেছি আমার আত্মা যেন এমন সব দূরবর্তী শহর ও লোকালয় পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে যেখানে নাসরীনের মতো অসংখ্য শাহজাদী গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। তারপর দূর থেকে আমি ব্রাহ্মণ্যবাদী ফ্যাসিবাদের অজগরের ফোঁসফোঁসানী শুনতে পেয়েছি যা রাতের



www.pathagar.com

অন্ধকারে ঐ সমস্ত শহর ও লোকালয়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর আমার মনে হাচ্ছিল পূব আকাশে প্রভাতের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে আকাশের রংও লাল হয়ে যাচ্ছে। আচানক আমার চোখের পাতা খুলে যায়। তাড়াতাড়ি ওযু করে আমি আল্লাহর দরবারে সিজদায় অবনত হই। দুই হাত তুলে ইসলামের অসংখ্য পুত্র-কন্যাদের জন্য দোয়া করতে থাকি। মনে মনে অংগীকার করি, আমার জীবন ও মৃত্যু তাদের সাথে একাত্ম করলাম যাদের আগামীর বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। ফাহমিদা! আমি বারবার আমার দিলে এ অংগীকার পুনরব্যক্ত করেছি যে, এখন আমার জীবনের প্রতিটি প্রশ্বাস ও প্রতিটি মুহূর্ত পাকিস্তান অর্জনে নিবেদিত হবে। গাফলতির নিদ্রায় বিভোর যারা তাদেরকে আমি জাগিয়ে তুলবো। পাকিস্তান হাসিল করার জন্য আমার আহ্বান সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শোনা যাবে। আমি ভাবি সে দেশটি হবে কতই না সুন্দর যেখানে আমার ফাহমিদা, আমার খুদে বোন নাসরীন এবং আমার অন্যান্য ভাই বোনরা নিরাপদে নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিতে পারবে। কখনো আমি একথাও ভাবি, জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে যদি আমি তোমাকে এ পয়গাম দিতে পারতাম যে, আমরা পাকিস্তান গঠন করে ফেলেছি এবং তোমাদের জন্য সেই রক্ষণ ব্যূহ তৈরি করতে সক্ষম হয়ে গেছি যা তোমাদের সবার আজাদি ও ইজ্জত আবরুর জামানত দিতে সক্ষম হবে। এমনটি হলে ভাববো আমার জীবনটি ব্যর্থ হয়নি। আমি আগুন ও খুনের সেই দরিয়া দেখতে পাচ্ছি যা পাকিস্তানে পৌঁছার পথে আমাদের পাড়ি দিতে হবে। সেই সুদৃশ্য মনোরম উপত্যকার সন্ধানে আমাদের অনেকগুলি কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। আমাদের পথে থাকবে অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশ ও অনেক জ্বলন্ত অগ্নিদগ্ধ লোকালয়।

অহিংসার পরীক্ষাগারে আজ যে জাতিটি তৈরি হচ্ছে তারা শীঘ্রই এ দুনিয়ায় হিংস্রতার সর্বাধিক কলংকময় অধ্যায়ের জন্ম দেবে। গান্ধীজির চেলা চামুণ্ডারা ইংরেজদের এদেশ থেকে বিদায়ের সাথে সাথেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সব রকমের প্রস্তুতি পূর্ণ করে ফেলেছে। মুসলমানদের কিছু সময়তাড়িত মুফতিয়ানে দীনকে তারা এক জাতীয়তাবাদের মুবাল্লিগে পরিণত করে দিয়েছে। খুব শিগগিরই আমাদের একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। একজন লেখক হিসাবে আমার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, আমি তাদেরকে শুনাবো অতীতের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী এবং তাদের দিল থেকে মৃত্যুভয় দূর করার জন্য তার মধ্যে সৃষ্টি করবো শাহাদত লাভের আকংখা। তাই তোমার কাছে আমি অংগীকার করছি আমি যেখানেই থাকবো এবং যে অবস্থায় থাকবো প্রতিদিন অন্তত দশ পৃষ্ঠা করে লিখবো। সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সফরে যাবার পর হয়তো তুমি আমার পত্র নিয়মিত পাবে না কিন্তু আমার সাথিরা আমার জীবিত থাকার খবর তোমাকে যথারীতি দিয়ে যেতে থাকবে। আমার পত্র পড়ে তুমি দুঃখিত হয়ো না। বরং তোমার গর্ব করা উচিত। আমার জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে আমি পিছপাও হবো না। জীবনের কোনো পর্যায়ে আমি ভীতি অনুভব করিনি এবং আল্লাহর রহমতে কখনো হতাশও হইনি। আমি জানি, হিন্দুস্তানের মুসলমানরা এখন ইতিহাসের কঠিনতম যুগ অতিক্রম করছে। আর আমার কলমকে পাকিস্তানী কাফেলার পতাকা বানিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। এ হবে আমাদের পরীক্ষা।



www.pathagar.com

ফাহমিদা! তোমার ও আমার জন্য দোয়া করো, যেন আল্লাহ আমাদের দুজনকে এই পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ করেন। আমি যা কিছু লিখবো তার পাণ্ডুলিপি তোমার কাছে পৌঁছে যেতে থাকবে। হয়তো তোমাকে এখন আর এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহর রহমতে আমার বইয়ের ব্যাপারেও আমি নিরাশ নই। আমার এ বিশ্বাসে কোনো কমতি নেই যে, আমি যা কিছু লিখছি তা প্রত্যেকটি ঘরে পঠিত হবে এবং এমন একদিন আসবে যখন কেবল উর্দু ভাষাতেই নয়, আমার বই দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষাতেও পঠিত হবে। কারণ আমি আমার উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস রাখি।

সাধারণ অবস্থায় তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকা আমার জন্য অসহনীয় হতো। কিন্তু আমরা অস্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করে চলছি। তবুও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার প্রতিটি পদক্ষেপেই আমি অনুভব করবো তুমি, আমার খুদে শাহজাদী বোন নাসরীন, তোমার পিতামাতা, জহির, চাচা ও চাচীজান এবং তোমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন আমার সাথে আছে। আর আল্লাহর মেহেরবানী সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন যখন আমাদের চোখের সামনে পাকিস্তানের পতাকা পতপত করে উড়তে থাকবে এবং আমি আজাদির প্রভাতের প্রথম সূর্যালোকে তোমার হাত ধরে একথা বলতে পারবো, ফাহমিদা! আমরা জীবিত আছি এবং পাকিস্তান আমাদের। তখন ভবিষ্যতের আলোকচ্ছটায় তোমার সুন্দর চোখ দুটি চমকাবে। এই পত্রের সাথে সাথে আমি আমার কয়েকটি পাতাও লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু তোমার কাছে পাঠাবার আগে আমাকে তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। তোমাদের সবার নামে আমার আলাদা আলাদা পত্র লেখা দরকার ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের কেউ এ অভিযোগ করবে না যে, আমার মনে কখনো তাদের প্রতি সম্মানবোধ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রেমপ্রীতির অভাব দেখা দিতে পারে। চাচীজানের ব্যাপারেও তো আমি অনুভব করি কোনো দিন আমি যখন নিজের সম্পর্কে লিখবো তখন আমার মায়ের পরে তাঁরই নাম মনে হয় সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত হবে। ওয়াস সালাম। তোমার ইউসুফ।

১৯৪৫ সালের শেষ অবধি ইউসুফ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, ইউপি, সিপি, বিহার, বাংলা সফর শেষ করে ফেলেছিল। পাকিস্তানের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী একদল তরুণ প্রত্যেক মনযিলে তার সাথে থাকতো। এরপর সে দ্বিতীয়বার সিন্ধু সফর করলো। করাচী হায়দরাবাদ, মীরপুর, শুক্কুর ও জাকোবাবাদ বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা করলো। সেখান থেকে আহমদ খান এবং সিন্ধুর কতিপয় নওজোয়ানকে সাথে নিয়ে সে বেলুচিস্তানের পথে পাড়ি জমালো। এক সপ্তাহ কোয়েটায় অবস্থান করে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদশের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ফিরে এলো। লাহোরে ফিরে আসার পর মনজুর তাকে আবদুল করিম সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আমিনার ড্রাইভার তাকে নেবার জন্য এসে গিয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ বললো, দেখো মনজুর! আমি প্রথমে চাচীজানকে সালাম করবো তারপর তিনি অনুমতি দিলে তোমার সাথে ওখানে যাবো। আর তিনি যদি হুকুম দেন তুমি এখানেই অবস্থান করো তাহলে তুমি আমাকে সেখানে রেখে চলে এসো। আমিনার অভিযোগ দূর করার জন্য আমি তাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো।

বিলকিসের বাড়ির বাইরে তারা গাড়ি থেকে নামতেই দেউড়িতে নওকর তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে দৌড়িয়ে উঁচুস্বরে আওয়াজ দিতে দিতে ভিতরে



www.pathagar.com

চলে গেলো, সাহেবজী! বিবিজী! ইউসুফ সাহেব এসে গেছেন, সংগে মনজুর সাহেবও আছেন।

আবদুল আজীজের গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেলো আহাম্মক! তুমি ওদেরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এদিকে দৌড়ে আসছো কেন?

জী না, আমি তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখিনি। তাঁরা আসছেন।

ইউসুফ ও মনজুর আঙিনা পার হয়ে বারান্দায় পা রাখতেই আবদুল আজীজের সাথে আরো দুজন নওজোয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো।

ইউসুফ আবদুল আজীজের সাথে গলাগলি করার পর তাঁর পাশের এক নওজোয়ানকে দেখেই হাত বাড়িয়ে মোসাফাহা করতে করতে বললো, জনাব! যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ডাঃ মুহম্মদ জামিল।

মুহাম্মদ জামিল তার সাথে বুক মিলাতে মিলাতে জবাব দিল, নাসরীন ঠিকই বলেছিল, আমার ভাই ভুল করতে পারেন না।

ইউসুফ দ্বিতীয় নওজোয়ানের সাথে মোসাফাহা করলো এবং ইতস্তত করতে করতে আবদুল আজীজ ও মুহাম্মদ জামিলের দিকে তাকাতে লাগলো। অপরিচিতজন বললো, ভাই! আমি ডা. কামাল উদ্দীন। আর নাসরীনের পত্রের সুবাদে আপনি আমাকে চঞ্চুও বলতে পারেন।

কামাল উদ্দীন লম্বা চওড়ায় সামান্য ছোট কিন্তু চেহারা-সুরাতের দিক দিয়ে তাঁকে সুন্দর ও সুপুরুষের মধ্যে গণ্য করা যায় সহজেই। ইউসুফ এমন লোক খুব কমই দেখেছিল যাদের চশমা জোড়া তাদের চেহারার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। ইউসুফ তার সাথে গলাগলি করতে করতে বললো, কামাল উদ্দীন সাহেব! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনাকে দেখার পর নাসরীনকে তার শব্দ ফিরিয়ে নিতে হবে।

আরে ভাই! এটা কখনোই হবে না। আমি ঐ শব্দটি খুবই পছন্দ করেছি।

ইউসুফ মনজুরের সাথে তাদের পরিচয় করালো এবং এরপর তারা কোনো প্রকার জড়তা ছাড়াই নিসংকোচে কথাবার্তা চালিয়ে গেলো।

ইউসুফ বিলকিসকে সম্বোধন করে বললো, চাচীজান আমি স্টেশান থেকে সোজা এখানে এসেছি আপনাকে সালাম করার জন্য। ডাঃ সাহেবদের সাথে আমি কিছুক্ষণ কথা বলবো। তারপর আপনি অনুমতি দিলে মনজুরের সাথে চলে যাবো।

বেটা! তোমরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে থাকো। আমি আমিনাকে ফোন করে দিচ্ছি যে, তোমরা দুজন এখান থেকে খেয়ে দেয়ে তবে যাবে।

এরপর তারা নিশ্চিন্তে ও নিসংকোচে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলো। আবদুল আজীজের প্রশ্নের জবাবে ইউসুফ তার দীর্ঘ সফরের ঘটনাবলী শুনাতে লাগলো। খাবার টেবিলে বসতে বসতে ডাঃ কামাল উদ্দীন বললো, আপনার সাথে দেখা হয়ে গেলো, এটা আমার সৌভাগ্য। জামিল সাহেব তো এখানেই থাকবেন কিন্তু আমি আগামীকাল চলে যাচ্ছি জালিন্ধরের ফওজী হাসপাতালে। সেখানে আমার পোস্টিং হয়ে গেছে।

আবদুল আজীজ বললেন, ইউসুফ বেটা! জামিলের জন্য আল্লাহ বিলকিসের দোয়া কবুল করেছেন এবং তার পোস্টিং এখানেই হয়েছে।



www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আপনাকে মোবারকবাদ।

শোকরিয়া বেটা! কিন্তু তুমি যেন মনে করে বসো না যে, এ বাড়িতে তোমার আর প্রয়োজন নেই।

চাচীজান! এ বাড়ি বিনা আমার জীবনের কথা ভাবতেই পারি না।

খাবার মাঝখানে টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। নওকরানী এসে বিলকিসকে বললো, বিবিজী! আপনার ফোন!

বিলকিস উঠে পাশের কামরায় চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরে তার কণ্ঠ শোনা গেলো, ইউসুফ বেটা! এদিকে এসো।

ইউসুফ টেলিফোনের কামরায় চলে গেলো। বিলকিস বললো, বেটা! তুমি ফাহমিদাকে তোমার প্রোগ্রামের কথা জানিয়েছো জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি, এবার নাও ফোন ধরো।

ইউসুফ রিসিভারে কান লাগালো। ওদিক থেকে ফাহমিদার মধুমাখা আওয়াজ শোনা গেলো।

আসসালামু আলাইকুম! আপনি ভালো আছেন তো? আমি একটু দেরিতে কল পেয়েছি। তবে আপনার গাড়ি মনে হয় ঠিক সময়মতো পৌঁছে গেছে।

হ্যাঁ, আমার গাড়ি মনে হয় পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে গেছে আর আমি সোজা এখানে চলে এসেছি। মনজুরও আমার সাথে এসেছে। দুদিনের মধ্যে আমি নিজের গ্রামে চলে যাবো। সেখানে একদিন থাকবো। পরদিন জালিন্ধর পৌঁছে যাবো। একদিন পরে কয়েক জন সাথিও লাহোর থেকে সেখানে পৌঁছে যাবে। তখন আমরা লুধিয়ানা ও আম্বালার দিকে যাবো। সেখান থেকে যাবো হোশিয়ারপুর। সেখান থেকে অমৃতসরের সফর শুরু করার জন্য নির্বাচনের কাছাকাছি সময়ে আমাদের নিজেদের গ্রামকে কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে গুরুদাসপুর ও কাংগড়ার সমস্ত এলাকা সফর করবো। এ সময় আলিগড়ের চারজন ছাত্র আমার সংগে থাকবে। তারপর কিছুদিন পরে তোমরা শুনবে আমরা পাকিস্তানের একটি মনযিল অতিক্রম করেছি। হ্যাঁ, নাসরীনকে ফোন দাও। শাহজাদী নাসরীন! আমিও তোমাকে অনেক স্মরণ করতে থেকেছি। আর শোনো! আমি তাকেও দেখেছি। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেছি। কিন্তু আমি চঞ্চু টঞ্চু ধরনের কোনো বিষয় দেখলাম না। না, তোমাকে মাফ চাইতে হবে না। তিনি এ নাম পছন্দ করেছেন এবং তিনি এক শাহজাদীর তোহ্ফা প্রত্যাখ্যান করতে চান না। তিনি এখানেই আছেন। আমরা বারান্দায় খানা খাচ্ছিলাম। না ভাই, আমি খুব আস্তেই বলছি। আমার আওয়াজ তাঁর কানে পৌঁছুবে না। আর যদি পৌঁছে যায়ও তাহলেও তিনি খারাপ মনে করবেন না। আচ্ছা, আমি তাকে একথা বলিনি যে, তুমি তাকে চঞ্চু বলে থাকো। মনে হচ্ছে জামিল সাহেবের নামে লেখা তোমার চিঠি তিনি পড়েছেন। চাইলে তাঁকে দিয়ে তোমার নামে চিঠি লেখাচ্ছি এই মর্মে যে, তোমার প্রতি তিনি মোটেই নারাজ নন। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে বলবো না। আম্মী, আব্বু ও জহিরকে আমার সালাম। খোদা হাফেজ



www.pathagar.com

ইউসুফ ও বিলকিস আবার দস্তরখানে বসলো। আবদুল আজীজ বললেন, তুমি অনেক দেরি করে ফেললে ইউসুফ, দুষ্টু মেয়েটা আবার চঞ্চুর আলোচনা শুরু করে দিয়েছিল নাকি?

জ্বী, আমি তাকে বলেছিলাম, আমাদের মোলাকাত হয়েছে। এতে সে কিছুটা পেরেশান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছি।

কামাল উদ্দীন বললেন, ইউসুফ সাহেব! জালিন্ধরে অবসর সময়ে আমি আপনাকে দাওয়াত দিতে চাই। নাসরীন বিবিকে অবশ্যই তখন সাথে করে আনবেন। জামিল সাহেব যখন খোশমেজাজে থাকতেন তখন তার কথা প্রায়ই আলোচনা করতেন। আমাকে অবশ্যই 'চঞ্চু' পদবীর জন্য তার শোকরিয়া আদায় করতে হবে।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগ বিরাট সাফল্য অর্জন করে পাকিস্তানের পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ মনযিল অতিক্রম করলো। পরবর্তী পর্যায়ে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকল দেশভক্তই তাদের চেহারা থেকে ধোকাবাজি ও প্রতারণার পরদা সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে গিয়েছিল। তাদের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল এমন সব শিকারীদের মতো যাদের ঘেরাও উলটিয়ে দিয়ে শিকার পালিয়ে যাওয়ার কারণে ক্রোধে উত্তেজনায় তারা থর থর করে কাঁপছিল।

নির্বাচনী অভিযানের সময় ইউসুফ প্রথমে গুরুদাসপুর সফর করে। এখানে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা করতে করতে মনজুরও ভালো বক্তা হিসাবে পরিচিত হয়। আলীগড়ের ছাত্রদের মধ্য ইহসানুল হকও বক্তৃতায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে ওঠে। সে এসেছিল হায়দরাবাদ থেকে। মুসলিম সংখ্যালঘু অধ্যুসিত প্রদেশগুলোয় কংগ্রেস মন্ত্রীসভার জুলুমের ঘটনাবলী বর্ণনার ব্যাপারে সে ছিল অত্যন্ত পারংগম।

একদিন আজনালা ও রামদাসের মাঝামাঝি একটি গ্রামে একটি বড় জনসভা শেষে এক বৃদ্ধ এসে আচানক ইউসুফের বাহু ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, কাকাজী! আমি কয়েকদিন থেকে তোমার ইন্তিজার করছিলাম। আজ আর কোনো কথা নয় দুদিন তোমাকে আমার বাড়িতে থেকে যেতে হবে।

সরদারজী! আপনার গ্রামে যাবার জন্য অবসর সময় বের করতে হবে। নির্বাচনী অভিযান শেষে তা হতে পারে।

কাকাজী! আমার গ্রাম এখান থেকে একেবারেই কাছে। এখনি বের হয়ে তুমি সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে। রাতে আমরা কথা বলবো। তারপর সকালেই আমার বেরাদরির নির্বাচিত কতিপয় নেতার সাথে তোমার বৈঠক হবে। আমি শিখদের একটি বড় সমাবেশেরও ব্যবস্থা করতে পারবো। কিন্তু এখন সময়টা এমন যখন তুমি যে কথা কয়েক ব্যক্তিকে বুঝাতে পারবে তা বিশাল জনতাকে বুঝাতে পারবে না।

ঠিক আছে, এখন প্রোগ্রাম এমনভাবে বানানো হবে যে, আমি, মনজুর ও ইহসানুল হক আপনার সাথে চলে যাবো এবং বাকি লোকেরা আজনালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবে। আজ আমরা আপনার মেহমান হবো।

আমরা যখন জীপে বসবো আপনিও আমাদের সাথে বসবেন। আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কেন যাচ্ছি তা এখানে কাউকে বলার দরকার নেই।



www.pathagar.com

ইউসুফ সাহেব! কোনো কোনো মনোবাঞ্ছা অতি দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায়। আমি আসার সময় আমাদের গ্রামের এক বাবুর্চিকে বলে এসেছিলাম, তোমাকে আমার মহামান্য মেহমানদের জন্য খানা তৈরি করতে হবে। দরিয়ার ওপার থেকে জেলেরা সকাল হতেই আমাদের বাড়িতে মাছ পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ ও তার দুই সাথি জগত সিংয়ের গ্রামের পথে গাড়ি ছুটিয়ে চলছিল। ভুট্টা ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে কাঁচা অসমতল পথ অতিক্রম করে গাড়ি জগত সিংয়ের হাবেলীর মধ্যে প্রবেশ করলো। তার চারদিকে ছিল আম ও পেয়ারার বাগান। হাবেলীতে প্রবেশ করে আঙিনা পার হবার পর জগত সিং গৃহের ওপরের তলায় সিঁড়ির দিকে ইংগিত করে বললেন, তোমরা ওপরে চলে যাও এবং বালাখানার ছাদ থেকে দরিয়ার দৃশ্য দেখো। আমরা ওখানে বসেই চা খাবো।

তারা বালাখানার ছাদে পৌঁছে গেলো। সেখানে মেঝের ওপর কয়েকটা চেয়ার পাতা ছিল। দরিয়ার কিনারা থেকে শুরু হয়েছিল বড় বড় গমের ক্ষেত। জগত সিং বললেন, আমি সাধারণত এখানে বসেই চা পান করি। তোমরা বসে পড়ো।

তারা বসে পড়লে জগত সিং নিচে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তারা গরম গরম মাছ ভাজার সাথে চা পান করছিল। জগত সিং বললেন, ইউসুফ সাহেব! রাতে তোমরা মাছের পোলাও খাবে। মুহাম্মদ দীন মাঝির হাত এ ব্যাপারে খুবই পাকা। খাবার সময় টের পাবে। চা পানের পর তোমরা দরিয়ার কিনারে বেড়িয়ে এসো কিছুক্ষণ। ওখানে আমার ছোট কিশ্‌তিটাও বাধা আছে। সময় থাকলে তোমাদের নৌকা বিহারও করাতে পারতাম। কিছুদিন আগে এলে এখানে পানকৌড়ি শিকারেরও বিরাট সুযোগ পাওয়া যেতো।

সরদারজী! আপনার কাছে যদি নৌকা থেকে থাকে এবং এখানে পানকৌড়ির আনাগোনা হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রত্যেক বছর আপনার কাছে আসবো।

কিছুক্ষণ পর জগত সিং তার মেহমানদের সাথে দরিয়ার কিনারা পার হয়ে বালির ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। ইউসুফ ও ইহসানুল হক দরিয়ার পানিতে ওযু করলো। ইহসানুল হক আযান দিল এবং তারা নামাযে দাঁড়ালো। ফেরার পথে জগত সিং বললেন, ইউসুফ সাহেব! আমি যাদেরকে তোমার সাথে সাক্ষাত করাতে চাই তারা রাত ন'টার পর আসবে। যারা অজিত কোর ও অন্য আত্মীয়দের মুখে তোমার সম্পর্কে জেনেছে তারা আন্তরিকতা সহকারে মনোযোগ দিয়ে তোমার কথা শুনবে। তাদেরকে কেবল এতটুকু বুঝাতে হবে যে, হিন্দুস্তানের তুলনায় পাকিস্তানে তারা বেশী নিরাপদে থাকবে। পাকিস্তানে তারা যেসব অধিকার লাভ করবে হিন্দুরা তা তাদেরকে কখনোই দেবে না। কিন্তু তারা যেন কখনোই একথা না ভেবে বসে যে, তুমি তাদেরকে পাকিস্তানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এখানে এসেছো।

সরদারজী! আমি তাদের সামনে বেনিয়াদের অন্তর ও বাহির সম্বন্ধে আলোচনা করবো। যেসব জাতি হিন্দুদের কাছ থেকে সদাচার ও কল্যাণের আশা করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে, এ কথা তাদেরকে বুঝাতে আমাকে তেমন কোনো বেগ পেতে হবে না। আর আমার মনে হয় আমি যদি আপনার ভাইদের একথা বুঝাতে পারি যে,



www.pathagar.com

হিন্দুস্তানের প্রাচীন জাতিরা কিভাবে শূদ্র ও অচ্ছুতে পরিণত হয়েছিল এবং কিভাবে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ও কোল-ভীলদেরকে অবনতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল তাহলে একেবারে অজ্ঞ মূর্খরাও আমার সাথে একমত হবে।

তারা যখন বালাখানায় বসে খানা খাচ্ছিল তখন নিচে জগত সিংয়ের দাওয়াতে আগত মেহমানরা সমবেত হচ্ছিল। নিচে এসে তারা পনের জনের মতো গ্রামীন শিখ নেতৃস্থানীয়দেরকে বসে থাকতে দেখতে পেলো। জগত সিং দাঁড়িয়ে ইউসুফকে পরিচিত করালেন। প্রথমে বললেন তার সাথে প্রথম মোলাকাতের কথা এবং তারপর সরদার বেলা সিংয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে ইউসুফ ও তার পরিবারের প্রশংসনীয় ভূমিকা বর্ণনা করেন। ইউসুফ বক্তৃতা শুরু করলে হাবেলীর প্রাচীরের পাশে বসে গ্রামের মেয়েরাও তা শুনতে লাগলো। সে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলো। তারপর সে অতীতে যেসব জাতিরা হিন্দু শাসকদের ওপর ভরসা করেছিল তাদের পরিণাম বর্ণনা করতে লাগলো। তার বক্তৃতা শেষ হলে শিখ বৃদ্ধ ও যুবকরা উঠে তার সাথে মুসাফাহা করতে লাগলো এবং তাদের কেউ কেউ আবার আসার জন্য তাকিদ করছিল।

পরদিন ইউসুফরা যখন সেখান থেকে রুখসাত হচ্ছিল তখন পুরুষদের সাথে সাথে বয়স্ক মহিলারাও পথের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছিল। কম বয়সী মেয়েরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখছিল। তারা গাড়িতে ওঠার পর জগত সিং তাদের সাথে হাত মিলাতে এসে বললেন, ইউসুফ জী! পাশের গ্রামের এবং আমাদের এই গ্রামের দুটি দলের এমন কিছু লোকদেরকেও কাল রাতে দাওয়াত দিয়েছিলাম যাদের আত্মীয়রা শিখ রাজ্যগুলিতে চাকরীরত আছে। কাল তারা আসতে পারেনি। কিন্তু আজ তারা ও তাদের মেয়েরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখার জন্য। এদের অনেকে সরদার বেলা সিংকে দেখতে তার গ্রামে গিয়েছিল এবং অজিত কোরের মুখ থেকে এরা তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে। তোমাকে এরা দেবতার মতো ভক্তি করে এবং আমি নিজে অনুভব করি, আমাদের কোনো ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার মতো দেবতাদের প্রয়োজন। আমি চাই তুমি আমাদের এই গ্রামের পথ ভুলে যাবে না। বরং যাবার সময় ভালো করে রাস্তার দুপাশে দেখে যাবে। যাতে সুযোগ পেলে এখানে চলে আসতে পারো। ঘোড়ায় চড়ে তোমাদের গ্রাম থেকে এখানে আসতে তিন চার ঘন্টার বেশী লাগবে না।

সরদারজী! আমি আপনার সাথে পত্রালাপ জারী রাখবো। ইনাশাআল্লাহ কোনদিন আমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে আচানক এদিকে চলে আসবো।

জগত সিং মোসাফাহা করতে করতে বললেন, বেটা! নিশ্চয়ই এসো। আমি তোমার ইন্তিজার করবো। আমার বাড়ির সবাই তোমাকে চেনে। কাজেই আমি বাড়িতে না থাকলেও কোনো সমস্যা হবে না। এ এলাকায় আর কদিন আছো?

এই তো আর চারদিন পরে আমার সফর শেষ হয়ে যাবে। তারপর পোলিং এর কিছু আগে আমার গ্রামে চলে আসবো।



www.pathagar.com

নির্বাচনের দুদিন আগে ইউসুফ তার গ্রামে পৌঁছে গেলো। সেদিন বিকালেই পাশের একটি শহরে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করলো। বক্তৃতার এক পর্যায়ে যখন সে ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার শাস্তির বক্তব্য উপস্থাপন করছিল তখন জনতার শেষের কাতারে সে বেশ কিছু শিখ জনতাও দেখলো। সে তার বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে দিল এবং বুলন্দ আওয়াজে বলতে লাগলোঃ

'শিখ ভাইয়েরা! আপনাদেরকে এ জনসভায় দেখে আমি এমন একটা কথা বলার জন্য এগিয়ে যেতে চাই যার সরাসরি সম্পর্ক আমাদের আজকের বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সাথে না থাকলেও আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হয়তো এখন আপনারা এ কথা বুঝতে পারবেন না যে, বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দেশে জাহান্নামের দরোজা খুলবে তখন তার আগুনের লেলিহান শিখাগুলি হবে কত ভয়ংকর। আমরা মুসলমানরা এদিক দিয়ে অবশ্যই সৌভাগ্যবান যে, আমরা এমন একজন নেতা লাভ করেছি যিনি হিন্দুর রাজনীতি বুঝেন এবং কংগ্রেসের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হননি। আমি বিশ্বাস করি আমাদের কায়েদে আজম যথাসময় আমাদের জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। ফলে আমরা সেই জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবো। কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যত কল্পনা করলে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আপনারা চোখ বন্ধ করে সেই অজগরের মুখের দিকে দৌড়ে চলছেন যারা অতীতে কয়েকটি জাতিকে গিলে ফেলেছে এবং কয়েকটি সভ্যতার নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিয়েছে। আপনারা সেই ডাকাতদের নাম শুনে থাকবেন যারা লোকদেরকে প্রথমে গর্ত খোঁড়ার হুকুম দিতো এবং তারপর তাদেরকে হত্যা করে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিতো।

আমার শিখ বন্ধুরা! দুনিয়ার সামনে অহিংসনীতির প্রচারক কংগ্রেস নেতারা ঐ ধরনের নির্দয় নিষ্ঠুর ডাকাতদেরই একটি দল। আমার ভয় হচ্ছে, বৃটিশ ভারতের রাজনীতির এই শেষ পর্যায়েও যখন আপনারা নিজেদের স্বহস্তে খোঁড়া গর্তের কাছে পৌছে গিয়ে দেখবেন যে, আপানদের পেছনে দেশ ভক্তদের সেনারা নাংগা তলোয়ার হাতে আপনাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে তখন সম্ভবত আপনারা সচেতন হবেন না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একদিন নিশ্চয়ই আপনারা সচেতন হবেন। তবে একথা মনে রাখবেন, নিজেদের ধ্বংসের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সুসম্পন্ন করার এবং সব কিছু খুইয়ে দেবার পর সচেতন হলে কোনো লাভ নেই। আপনাদের চাইতে অনেক বেশী করে আমি আপনাদের নেতৃবৃন্দের জন্য দোয়া করি যেন তারা নিজেদের চারদিকে আগুন দেখার আগে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সক্ষম হন।'

জনসভা শেষে জনৈক দীর্ঘদেহী শিখ মদের নেশায় বিভোর হয়ে টলতে টলতে আগে বাড়লো। বড়ই জোশের সাথে ইউসুফের হাতে মোসাফাহা করে বলতে লাগলো, ভাইজী! আপনি লোকদের থেকে ভোট নেবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু নিজের পুরানো দোস্তের কাছে একবারও আসেননি। এজন্য আমি খুবই মনোকষ্ট পেয়েছি। কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, আমার গ্রামের প্রত্যেকটা ভোট সেদিকে পড়বে যেদিকে আপনি থাকবেন।



www.pathagar.com

নির্বাচনের দিন পোলিং শুরু হবার এক ঘন্টার মধ্যেই ইউনিয়নিস্ট প্রার্থীর ক্যাম্প খালি হয়ে গেলো। প্রায় প্রত্যেকটি ভোটই মুসলিম লীগ প্রার্থীর বাক্সে পড়ছিল। ইউসুফ জীপে চড়ে বিভিন্ন পোলিং স্টেশানের অবস্থা দেখার পর নিজেদের এলাকার পোলিং স্টেশানে গাড়ি থামালো। জীপ থেকে নেমে কয়েক মিনিট মুসলিম লীগের স্বেচ্ছা সেবকদের সাথে কথা বললো তারপর প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে গিয়ে বসলো। প্রিজাইডিং অফিসার উঠে মোসাফাহা করার পর তাকে পাশের চেয়ারে বসতে দিয়ে বললেন, ইউসুফ সাহেব! এই পোলিং স্টেশানে পূর্ণ বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। অন্যান্য এলাকার অবস্থা কেমন?

এ পর্যন্ত যতগুলো পোলিং স্টেশানে গিয়েছি সর্বত্রই ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রার্থীদের ক্যাম্পের অবস্থা এই রকমই বিরান। আমি মনে করি একজন ইউনিয়নিষ্ট প্রার্থীও তার জামানত বাঁচাতে পারবে না।

তারা হেসে কথা বলছিল এমন সময় একজন কনস্টেবল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, জনাব! জনৈক শিখ জবরদস্তি এখানে আসতে চাচ্ছে। আমরা ক্যাম্পের বাইরে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে বলছে, আমি ইউসুফ সাহেবের বন্ধু।

ইউসুফ বাইরে বের হয়ে এসে মংগল সিংয়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। দেখলো তার হাতে লম্বা লাঠি। তার গ্রামের শিখ ও খৃস্টানরা তার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। কনস্টেবল তাকে বলছিল, দেখো সরদারজী! চুপি চুপি ফিরে যাও। নয়তো আমরা তোমাকে থানায় পৌঁছিয়ে দেবো।

জবাবে সে বলছিল, আরে তুমি আমাকে থানায় পাঠাবার কে? আমি তো ভোট দিতে এসেছি। তারপর সে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো। ইউসুফজী! এ কনস্টেবল আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি গ্রামের সমস্ত লোককে নিয়ে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আশেপাশের সমস্ত গ্রামের লোকেরাও এখানে এসে যাবে। কিন্তু সবার আগে আমার ভোট দেবো।

ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মোসাফাহা করে বললো, সরদারজী! আপনার বহুত মেহেরবানী। কিন্তু শিখ কেবল শিখ প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারে।

আরে দোস্ত! তার লোক আমার কাছে এসেছিল কিন্তু আমি তাকে বেইজ্জত করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, কেউ যদি ইউসুফের বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে আমি তাকে নিজের দুশমন মনে করবো।

সরদারজী! প্রার্থী যদি কংগ্রেসী না হয়, তাহলে আপনি সানন্দে তাকে ভোট দিতে পারেন। তাহলে আমি মনে করবো আপনি আমাকে সাহায্য করছেন।

দোস্ত ইউসুফ! যদি কোনো কথায় নারাজ হয়ে থাকো তাহলে আমার বাড়িতে এসে আমাকে জুতা মেরে যেয়ো কিন্তু এই লোকদের সামনে আমাকে বেইজ্জত করো না। পরশু কারখানার শ্রমিকদের সামনে তোমার বক্তৃতা শোনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি ও আমার গ্রামের লোকেরা ইউসুফ ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবো না।

ভাই মংগল! আমরা তোমার প্রতি কখনো নারাজ হতে পারি না। কিন্তু আইন অনুযায়ী তুমি কেবলমাত্র একজন শিখ প্রার্থীকেই তোমার ভোট দিতে পারো।

আর এই আমার গ্রামের লোকেরা?



www.pathagar.com

তোমার গ্রামের লোকদেরকেও তোমার সাথে নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সাথে একজন লোক দিয়ে দিচ্ছি, সে তোমাদেরকে স্টেশানে পৌঁছে দেবে।

দোস্ত! তুমি যাবে না আমাদের সাথে?

আরে ভাই! আমি যাবো কেন?

এজন্য যে সেখানে গিয়ে আমি বলতে পারবো আমার এই দোস্তের খাতিরে আমি এসেছি।

না, সরদার মংগল সিং! তোমরা প্রথমে ভোট দিয়ে এখানে এসে যাও। তারপর আমি এখানকার কাজ শেষ করার পর তোমাকে তোমাদের গ্রামে পৌঁছে দেবার জন্য তোমার সাথে যাবো। পথে আমরা অনেক কথা বলবো।

নির্বাচন প্রমাণ করলো ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দল হলো মুসলিম লীগ। কেন্দ্রীয় আইন সভার সমস্ত মুসলিম আসনই মুসলিম লীগ একাই দখল করলো। প্রাদেশিক পরিষদগুলির ৪৯৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলো ৪৪৬টি আসনে। অনুরূপভাবে কংগ্রেসও হিন্দু আসনগুলিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করলো। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে গোহারা হারালো। প্রাদেশিক পরিষদের ১৭৫ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে বড় একক দল। কিন্তু খিজির হায়াত টাওয়ানা কয়েক জন ইউনিয়নিস্টকে মুসলমান ও আকালী শিখ সদস্যের সহায়তায় মুসলিম লীগের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটিতে এমন একটি মন্ত্রীসভা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের পক্ষে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের বিপক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারতো। শিখেরা আগেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সাথে একজোট হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মন্ত্রীসভা গঠনের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নীতিহীনতার সীমান্তে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই পদক্ষেপের ফলে একটা লাভও হয়েছিল। সেটি হলো এই যে, গান্ধী ভক্তদের সম্পর্কে যে সুধারণা গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। সময় একথা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, উপমহাদেশে মুসলমান ও হিন্দুদের পথ পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কংগ্রেস ও তার সমর্থকরা ভেবেছিল ইংরেজ চলে যাওয়ার আগে দেশের শাসন কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে সোপর্দ করে যাবে। শিখরাও এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল যে, হিন্দুরা বড় ভাই হিসাবে তাদের খালিস্তান কায়েম করার আকাংখা পূর্ণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইংরেজদের জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছিল যার ফলে তারা অতি দ্রুত হিন্দুস্তান থেকে চলে যেতে চাচ্ছিল। হিন্দুস্তান ত্যাগ করার পর এদেশে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকবে কংগ্রেস থেকে কেবল এতটুকু গ্যারান্টি নেবার জন্য তারা কংগ্রেসের হৃদয় জয় করতে ব্যস্ত ছিল। কংগ্রেসের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তারা মুসলমানদের স্বার্থ পুরোপুরি ধ্বংস করাও পছন্দ করতো না। তাই তারা বেশী করে হিন্দুদের মন যোগাবার এবং কিছুটা মুসলমানদেরকেও সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করতে লাগলো। বিলাত থেকে কেবিনেট মিশন এলো। কংগ্রেস ও



www.pathagar.com

মুসলিম লীগের বড় বড় নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাত করলো। শিমলায় একটি যৌথ সম্মেলন হলো। কংগ্রেস সারা দেশের জন্য একক আইন প্রণয়ন পরিষদের দাবীদার ছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগের দাবী ছিল পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জন্য দুটি পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন পরিষদ গঠন করতে হবে। এই সংকটের সমাধান করার জন্য কেবিনেট মিশনের পক্ষ থেকে যখনই কোনো প্রস্তাব পেশ করা হতো তখনই গান্ধীজী পরিষ্কার ইংরেজী ভাষার শব্দগুলিকে নিজের ইচ্ছা ও আকাংখার পোশাক পরিয়ে দিয়ে তাদের অর্থ উলটিয়ে দিতেন। ফলে কেবিনেট মিশন পদে পদে আবদার মেনে নিতে গিয়েও সফলকাম হতে পারলো না। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মতো হিন্দু ঘেঁসা ইংরেজ রাজনীতিকও যাকে হিন্দু সমাজ একজন গান্ধীভক্ত হিসাবে দেখতো, শেষমেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

বিবাদ ও মতবিরোধের পরিবেশ অব্যাহত রেখে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুন কেবিনেট মিশন ভারত ত্যাগ করলো। তাদের কর্মতৎপরতার ফলে মুসলমানরা কেবল এতটুকুই অনুধাবন করতে সক্ষম হলো যে, ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টির সরকার হিন্দুদের ইশারায় নাচে। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল প্রতি পদক্ষেপে গান্ধীর দার্শনিকসুলভ ব্যাখ্যা ও আইনজ্ঞের যুক্তিকে গুরুত্ব দিতেন না বলেই হিন্দুদের কাছে নিন্দনীয় হয়েছিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতায় গান্ধী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বৃটিশ সরকারকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন যে, বাংলার বিষাদময় ঘটনার ফলে ভাইসরয়ের মধ্যে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এবং এখানে আরো বেশী যোগ্য লোকের প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলার বিষাদময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া একেবারেই নিশ্চিত। ১৯৪৬ সালের ১৫ আগস্ট মুসলমানরা ডাইরেক্ট এ্যাকশান দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে চাপা আক্রোশে ফুঁসছিল। এ উদ্দেশ্যে ১৬ আগস্ট সাধারণ ছুটি গণ্য করা হয়েছিল। কোনো রকম অঘটন ছাড়াই ১৬ আগস্টের জনসভা সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিকাল সোয়া ৪টায় কলকাতার সমস্ত এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় হিন্দুদের ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তার ওপর তারা পূর্ববর্তী কয়েকদিন থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিল। ফলে দাংগায় তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের বেশী ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দুপুরের পর থেকে শিখদের বড় বড় দল ময়দানে নেমে এলো। এদেরকে ঐ সময়ের জন্য বিশেষ করে তৈরি করা হয়েছিল। কলকাতার যেসব এলাকা তাদের পথে পড়েছিল সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছিল। রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এদেশে হিন্দু-মুসলিম দাংগা এর আগেও হতে থেকেছে কিন্তু কলকাতায় নৃশংসতা ও বর্বরতার যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল তা আর কখনো দেখা যায়নি। কলকাতার গলি কুচায় যে রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছিল তা এখনো শুকিয়ে যায়নি এ অবস্থায় ভাইসরয় ২৪ আগস্ট অন্তরবর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করে দিলেন এবং ২ সেপ্টেম্বর তাদের শপথ গ্রহণ করার দিনও ধার্য করে দিলেন। নেহরু প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন যাতে মুসলমানদের অংশের পাঁচটি আসন অমুসলিম লীগাররা পেয়ে যায়। কিন্তু ভাইসরয় মাত্র ৩টি আসন নির্ধারণ করেন এবং ২টি খালি রাখেন।



www.pathagar.com

দুটি আসন এই আশায় খালি রাখেন যাতে এখনো মুসলিম লীগ অন্তরবর্তীকালীন সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এরপর ভাইসরয় যখন কলকাতা সফর করেন, তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতা ছাড়া সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আর যদি এ অবস্থা অব্যাহত থাকে তাহলে সাম্প্রদায়িক দাংগা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

আইন প্রণয়নের কাজ কেবলমাত্র একটি পার্টির ইশারায় চলতে থাকবে, এটিই ছিল কংগ্রেসের প্রচেষ্টা। কিন্তু ভাইসরয় সমগ্র হিন্দুস্তানকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিতে রাজী হলেন না। গান্ধী ও নেহরুর বাসনার বিরুদ্ধে ভাইসরয় মুসলিম লীগকে অন্তরবর্তীকালীন সরকারে শামিল করার চেষ্টা জারি রাখলেন। কিন্তু কংগ্রেস একজন কংগ্রেসী মুসলমানকে অন্তরবর্তী সরকারে শামিল করার ওপর জোর দিয়ে এ পথে শেষ প্রতিবন্ধক দাঁড় করালো। হিন্দুস্তানে হিন্দুই হবে ইংরেজের একমাত্র স্থলাভিষিক্ত, হিন্দুর এ আকাংখা পূর্ণ হচ্ছিল না। কোনো পর্যায়ে পৌঁছে তারা হতাশার সম্মুখীন হচ্ছিল। কখনো সরদার প্যাটেল যেমন চরমপন্থী হিন্দু আবার কখনো গান্ধীজীর মতো নরোম মেজাজের নেতাও, যিনি এক সময় ইংরেজকে নাৎসীদের সহিংসতার মোকাবিলায় অহিংসার পথ অবলম্বন এবং যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি চুক্তি ও শান্তিপ্রিয়তার প্রমাণ পেশ করার পরামর্শ দিতেন, তিনি এই মর্মে বিবৃতি দিতেন যে, যদি ইংরেজ হিন্দুস্তান ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আপনা আপনিই খতম হয়ে যাবে। এই ধরনের বিবৃতির অর্থ হতো, যখন হিন্দু কংগ্রেস রাষ্ট্রের সামরিক বেসামরিক সকল ক্ষমতার মালিক মোখতার হবে তখন তারা নিজেদের সংখ্যা ও শক্তির জোরে মুসলমানদেরকে পাকিস্তান দাবী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের মনোতুষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করা সত্ত্বেও মানবতার বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধে অংশীদার হতে রাজি ছিলেন না। কাজেই তিনি তাঁর প্রচেষ্টা জারী রাখলেন। ফলে মুসলিম লীগ অন্তরবর্তী সরকারের ক্যাবিনেটে অংশগ্রহণ করলো। গান্ধীজী একজন কংগ্রেসী মুসলমানকে এ ক্যাবিনেটে শামিল করার সাফল্যে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু যখন মুসলিম লীগ তার কোটায় একজন অচ্ছুতকে শামিল করে নিল তখন তিনি তড়পাতে থাকলেন। যখন দপ্তর বন্টনের কাজ শুরু হলো, গান্ধীজীর চেলারা আর একবার তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির প্রমাণ পেশ করলেন। তারা স্বরাষ্ট্র, বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা নিজেদের হাতে রাখার জন্য জিদ ধরলেন। কিন্তু একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান আই. সি. এস মুসলমান চৌধুরী মুহাম্মদ আলী যাকে অর্থনীতির একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ মনে করা হতো, তিনি পরামর্শ দিলেন, মুসলিম লীগকে অর্থদপ্তর নেয়া উচিত। কাজেই লিয়াকত আলী খান অর্থমন্ত্রী হয়ে গেলেন। হিন্দুরা খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করলো এই বলে যে, অর্থদপ্তর সামাল দেবার ক্ষমতা মুসলমানদের নেই। জওয়াহেরলাল নেহেরুও সরদার বল্লভভাই প্যাটেল হিন্দুস্তানে রাম রাজত্বের বুনিয়াদ মজবুত করার পরিকল্পনার ভিত্তিতে বড় বড় প্রজেক্ট তৈরি করে ফেলেছিলেন। কিন্তু অতি দ্রুত তারা জানতে পারলেন অর্থদপ্তরের মঞ্জুরী ছাড়া তাদের কোন প্রজেক্ট কার্যকরী হতে পারে না। সরদার প্যাটেল যখন জানতে পারলেন, অর্থদপ্তরের মঞ্জুরী ছাড়া তিনি একজন চাপরাশিও রাখতে পারবেন না তখন তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। শেষে তাকে বলতে হলো, মুসলমানদের সাথে আমরা চলতে পারবো



www.pathagar.com

না। অন্তরবর্তী ক্যাবিনেটের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও কংগ্রেস বাস্তববাদিতার প্রমাণ দিতে পারেনি। তারা ওয়াভেলের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে বৃটেনে ফিরিয়ে নেয়া হলো। এরপর অহিংসার বাণীবাহক বৃটেন থেকে এমন এক দেবতার আগমনের প্রতিক্ষা করতে থাকলেন যাকে কংগ্রেসের ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করানো যেতে পারে। অন্যদিকে কংগ্রেসের মহাজনরা ইংরেজকে ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক স্বার্থের গুরুত্ব বুঝাবার জন্য লন্ডন সফর করছিল।

## ১৩

ইউসুফ নিজের বাড়িতে বই লেখার কাজে তিন মাস ব্যস্ত রইলো। এ সময় প্রতি মাসে ফাহমিদা ও বিলকিসকে চিঠি লিখতো দুটি বা তিনটি করে। মনজুর আহমদ ও আমিনা তাদের চিঠিতে বই শেষ করার আগেই লাহোরে চলে আসার তাকিদ করছিল। তারা একটাই জবাব পেতো, আমার যে মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন তা কেবল এই গ্রামেই পেতে পারি। তিন মাসের মধ্যে তারা দুবার তার গ্রামে এসেছিল। দ্বিতীয়বার তাদের সাথে বিলকিস বেগম এবং ডাঃ জামিলও ছিলেন। তারা তিন দিন সেখনে ছিলেন। এ সময় ডাঃ জামিলের সাথে ইউসুফের অন্তরংগতা অনেক বেড়ে যায়।

বিলকিস এসেই বলেছিলেন, আমরা আমাদের ছেলেকে নিতে এসেছি। আমরা আশা করবো, মিয়া সাহেব সানন্দে তোমাকে আমাদের সাথে যাবার অনুমতি দেবেন।

সে জবাব দিয়েছিল, চাচীজান? কিতাবের আর বড় জোর একশ পৃষ্ঠা বাকি আছে। এটি শেষ করেই আমি আপনাদের কাছে পৌছে যাবো এবং সেখানে বসেই এটি রিভাইজ করবো। এরপর আমার মনে হচ্ছে এ কিতাবটি শেষ করার পর দেশের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাকে দীর্ঘদিন আর লেখার সুযোগ দেবে না।

ইউসুফের মেহমানদের খবর শুনতেই অজিত কোর তাদের বাড়িতে এসে গিয়েছিল। দিনের বেশীর ভাগ সময় সে বিলকিস ও আমিনার সাথে কাটিয়ে দিতো। তার সমস্ত আলোচনাই চলতো ফাহমিদাকে কেন্দ্র করে।

তৃতীয় দিন মেহমানরা বিদায় নিচ্ছিল। ডা. জামিল ইউসুফের সাথে কোলাকুলি করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফ সাহেব তুমি তো আমার বন্ধু ডা. চঞ্চু সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলে না? তোমার কোনো কোনো বিষয় তার এমন পছন্দ হয়ে গেছে যে সে প্রত্যেক চিঠিতে এবং টেলিফোনে তোমার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে।

সে হামেশা তাকিদ করে, যদি ইউসুফ সাহেব কখনো জালিন্ধরে আসেন তাহলে যেন অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাত করেন। সে নাসরীনের উপস্থিতিতে সমগ্র পরিবারকে দাওয়াত করতে এবং চঞ্চু উপাধি দেবার জন্য তার শোকরিয়া আদায় করতে চায়।

বিশ দিন পরে ইউসুফ ফাহমিদার নামে নিম্নোক্ত পত্র লিখলো,

'আজ নতুন বইটির শেষ লাইন লেখার পর আমি নিসংগতার বন্দীশালা থেকে আজাদ হয়ে গেলাম। এটা এমন একটা সময় যখন কোথাও পৌছার জন্য মানুষ ডানার



www.pathagar.com

প্রয়োজন অনুভব করে। ইনশাআল্লাহ পরশু সকালে সেই গাড়িতেই আমি তোমাদের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবো যাতে আমরা সেদিন সফর করেছিলাম এবং যাতে তোমরা ধর্মশালা থেকে এখানে এসেছিলে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, জালিন্ধরের গাড়ির এখনো সময় পরিবর্তন হয়নি। আমি মনজুরকেও লিখে দিয়েছি, তার অমৃতসরে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা আছে এবং সেও সেখান থেকে আমার সাথে যেতে পারে। আমিনাকে আমি মানা করে দিয়েছি। নয়তো মনজুরের সাথে তার আসাও নিশ্চিত ছিল। সবাইকে সালাম।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ইউসুফ অমৃতসরের প্লাটফরমে জালিন্ধরের ট্রেনের ইন্তিজার করছিল এমন সময় পেছন থেকে কে এসে তার চোখে হাত চাপা দিল। ইউসুফ চোখ থেকে তার হাত সরিয়ে দিতে গিয়ে বললো, আরে তুমি কি মনে করো তোমার হাত চিনে ফেলতে আমাকে চিন্তা করতে হবে? আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো আসবে না।

মনজুর তার সাথে কোলাকুলি করতে করতে বললো, ভাই সাহেব! আমি চার ঘন্টা থেকে অমৃতসরে আছি। মিয়া সাহেবের বাড়ি মেরামত করার ব্যাপারে এখানে কিছু কাজ ছিল কাজেই তাঁর সাথে গাড়িতে আমি এখানে আগেই এসে গিয়েছিলাম। তাঁকে বিদায় দিয়ে এইমাত্র আমি এখানে এসেছি। বাড়ির খরিদদাররা মিয়া সাহেবের পিছু নিয়েছে। তাই তিনি ভাঙা বাড়ি মেরামত করে বাড়ির দাম কিছু বাড়াতে চাচ্ছেন। মিয়া সাহেব তোমাকে সাথে করে নিয়ে দ্রুত লাহোর পৌঁছে যাবার জন্য তাকিদ দিয়ে গেছেন। তিনি বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে তোমার সাথে পরামর্শ করতে চান।

দোস্ত! জালিন্ধর পৌঁছে তুমি তাঁকে টেলিফোন করে জানিয়ে দাও, ভালো দাম পেলে বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে যেন দেরি না করেন।

ইউসুফ একজন কুলির নম্বর নোট করে নিয়ে তাকে নিজের মালপত্র দেখার নির্দেশ দিয়ে মনজুরের সাথে টহল দিতে থাকলো। এক জায়গায় প্লাটফরমে তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে সে একদম চমকে উঠলো। কিন্তু তারপর আবার লাপরোয়া হয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে যাবার সময় যখন তাদের পাশ দিয়ে গেলো তখন তার একটু সন্দেহ হলো এবং কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ইংরেজীতে মনজুরকে বললো, আরে দোস্ত! দেখো তো, ওরা আমাদের দিকে ওভাবে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল কেন, যেন মনে হয় আমাদের চেনে? একজনের ওপর তো আমার একটুখানি সন্দেহও হয়েছিল। কিন্তু এ সে ব্যক্তি হতে পারে না। এ ধরনের লোকের চেহারা কেবল সেখানেই চেনা যেতে পারে যেখানে তাকে অধিকাংশ সময় দেখা যায়।

তুমি চাইলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করে আসি?

না, এর প্রয়োজন নেই।

কয়েক মিনিট পরে গাড়িতে উঠতে গিয়ে তারা দেখলো ওরা তিনজন ওদের ইন্টারক্লাশের পেছনে থার্ডক্লাশের একটি কামরায় উঠলো। মনজুর জিজ্ঞেস করলো, ঐ ষণ্ডামার্কা লোকটি যাকে তুমি সন্দেহ করছো সে কে হতে পারে?



www.pathagar.com

ইয়ার! আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওর চেহারা পীর কোকেশাহের সাথে মিলে যায়। হয়তো গায়ের রংটা এতটা কালো ছিল না। হতে পারে সে তার কোনো ভাই বা নিকটাত্মীয়।

ভাই সাহেব! এইসব নেশাখোররা আবার অপরিষ্কার ও নোংরাও থাকে তো।

পথে একটি ছোট স্টেশান পড়লো। সেখানে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রেনের সাথে ক্রসিং ছিল। ইউসুফ ও মনজুর প্লাটফরমে নেমে কল থেকে ওযু করে নিল। জায়নামায বিছিয়ে তারা এশার নামাযে দাঁড়ালো। নামায শেষ করে ইউসুফ শোকরানার নফল পড়া শুরু করে দিল এবং মনজুর অন্য দিক থেকে আসা গাড়ির সামনে টহল দিতে থাকলো। কিছুদূরে একটি কম্পার্টমেন্ট থেকে দুই নওজোয়ান বাইরে বের হলো এবং একের পর এক মনজুরের সাথে কোলাকুলি করলো। তারা কথা বলছিল এমন সময় গাড়ির হুইসেল বাজলো। তারা দৌড়ে নিজেদের কামরায় ঢুকে পড়লো। মনজুর হাত দুলিয়ে তাদেরকে আলবিদা বলছিল। এমন সময় হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও থেকে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেলো। এই সংগে সে দেখলো, যেখানে সে ইউসুফকে রেখে এসেছিল সেখানে লোকদের ভীড় জমে উঠেছে। শোরগোলও হচ্ছে বেশ জোরেশোরে। সে দৌড়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছুলো। তাদের মাঝখানে ইউসুফকে পড়ে থাকতে দেখলো। তার পোশাক রক্তে ভিজে উঠেছে। মাথা থেকেও রক্ত ঝরছে তার। একজন বয়োবৃদ্ধ লোক বললো, আমি সবকিছু দেখেছি। তারা দুজন ওর কাছেই দাঁড়িয়েছিল। যখন উনি সিজদায় গেলেন তখন একজন নিচু হয়ে ওকে ছোরা মারলেন। সে দ্বিতীয়বার ছোরা মারতে যেতেই এই বাঘের বাচ্চা তার হাত ধরে ফেললেন এবং এমনভাবে তার হাত পাক দিলেন যে সে পড়ে গেলো। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি মাথায় লাঠি মেরে বসলো। এরপরও তিনি পড়ে যাবার সাথে সাথেই উঠে বসলেন। তখন উপায় না দেখে তাদের একজন পিস্তল চালালো এবং এরপর পালাতে লাগলো। কিন্তু এই বাঘের বাচ্চার মধ্যে তখনো এতটা হিম্মত ছিল যে তিনি গুলী খেয়েও উঠতে পড়তে তার কাছে পৌঁছে গেলেন। আমি তাদের স্টেশান ছেড়ে যাওয়া গাড়িটির ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছি।

মনজুর হতাশ কণ্ঠে বললো, এখানে কোনো ডাক্তার আছে?

বেটা! ডাক্তারের জন্য তোমাকে এখন জালিন্ধর পৌঁছুতে অথবা অমৃতসরে ফিরে যেতে হবে। এই আমার পাগড়িটা নাও এবং এটা ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে বসিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দাও। আপাতত রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এসো আমরা ধরাধরি করে একে গাড়িতে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

সে লোকটির দেখাদেখি আরো কয়েকজন এগিয়ে এলো। তারা সবাই মিলে ইউসুফকে গাড়ির মধ্যে শুইয়ে দিল। এক ভদ্রমহিলা তার মেয়েকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন। একটা পরিষ্কার চাদর ফেড়ে কয়েকটা পট্টি বের করতে করতে বললেন, জখমের ওপর সাফ কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে দিন। এরপর যা চান তার ওপর দিয়ে জড়িয়ে দিন। গাড়ি ছেড়ে দিল। ইউসুফ চোখ না খুলেই তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বললো, মনজুর! মনজুর! আমি কোথায়?

ইউসুফ ভাই! আমরা জালিন্ধর যাচ্ছি। আমি তখনই জানতে পেরেছি যখন ওরা তোমাকে জখম করে পালিয়ে গিয়েছিল।



www.pathagar.com

ইউসুফ কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিল না। তারপর আচানক তার মুখ থেকে আওয়াজ বের হলো যদি ....যদি... আমি সেখানে না পৌঁছতে পারি তাহলে তাদেরকে বলো দিয়ো, বইয়ের কাজ শেষ করেই আমি সোজা তাদের কাছে আসছিলাম। আমার সন্দেহ ভুল ছিল না। ওরা পীর কোকেশাহের লোক ছিল।

আমাকে পানি দাও। এক ব্যক্তি তার মুখে পানির গ্লাস ধরলো। পানি পান করার পর সে কিছুক্ষণ বেহুশ অবস্থায় বিড়বিড় করতে থাকলো।

এক নওজোয়ান বললো, আরে দোস্ত! এতো সেই লোকটি যিনি ইলেকশানের সময় অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা করতেন। আমি সামনের স্টেশানে পৌঁছেই তাঁর জন্য এ্যামবুলেন্সের ব্যবস্থা করার জন্য জালিন্ধরে ফোন করে দেবো।

মনজুর বললো, জালিন্ধরের ফৌজি হাসপাতালে ডা. কামাল উদ্দীন এবং রোগীর অন্য আত্মীয়দেরকে খবর দেয়া দরকার। আমি আপনাকে টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি। মনজুর তার সুটকেস থেকে লেখার প্যাড বের করে ফাহমিদার আব্বা ও ডা. কামাল উদ্দীনের নামে টেলিগ্রাম লিখে দিল। পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে যুবকটির হাতে গুঁজে দিল। ভাই আপনাকে এ কষ্টটি অবশ্যই করতে হবে। আমাদের ওখানে পৌঁছার সাথে সাথেই যেন তারা মওজুদ থাকেন। ডা. কামাল উদ্দীন একজন বড় সার্জন। তিনি যদি ঠিক সময়ে টেলিগ্রাম পেয়ে যান তাহলে একটি মূল্যবান জীবন রক্ষা পাবে।

একজন বয়স্ক লোক বললো, বেটা! তুমি চিন্তা করো না। তুমি কি জানো এর ওপর হামলা করেছিল কারা?

জী, আমি জানি। ওরা পেশাদার হত্যাকারী। এর আগে ওরা আরো কয়েকজনকে হত্যা করেছে। ইনশাআল্লাহ দেশের সমস্ত খবরের কাগজে তাদের ছবি ছাপা হয়ে যাবে।

জালিন্ধরের প্লাটফরমে নাসরীন, ফাহমিদা, ও তাদের আব্বাজান দাঁড়িয়েছিলেন। নিকটেই কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীর সাথে ফৌজি হাসপাতালের একজন ডাক্তার তার কয়েকজন সহকর্মীসহ দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ি আসার সিগনাল পড়ে গিয়েছিল। ফাহমিদা অস্থিরভাবে নাসরীনের হাত আঁকড়ে ধরেছিল। গাড়ি প্লাটফরমে প্রবেশ করলো। পুলিশ ইন্টারক্লাশের দরোজার সামনে ঘিরে দাঁড়ালো। ফৌজি ডাক্তার ও হাসপাতালের কর্মচারীরা ভেতরে প্রবেশ করলো। ফাহমিদা ও তার সাথিরা অনেক চেষ্টা করলো ভেতরে ঢোকার। কিন্তু একজন পুলিশ অফিসার হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা এক মিনিট সবর করুন। একজন আহত ব্যক্তিকে সবার আগে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দেয়াই হল সবচেয়ে জরুরী কাজ। গাড়ি এখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

নাসরীন উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো, আহত ব্যক্তি আমার ভাই। আমরা তার জন্যই এসেছি।

পুলিশ অফিসার নরোম হয়ে বললেন, বিবিজী! আফসোস, কিন্তু এ সময় আহত ব্যক্তির কাছে কেউ যেতে পারবেন না।

নাসরীন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ফাহমিদা তার হাত ধরে ঝাঁকি দিলো এবং সে খামুশ হয়ে গেলো। ষ্ট্রেচার বাইরে নিয়ে আসার পর মনজুর আহমদ দুটি সুটকেস প্লাটফরমের ওপর রেখে দৌড়ে তাদের কাছে এলো, নাসরীন তাকে দেখতেই চিৎকার করে উঠলো, আমার ভাইজানকে কোথায় নিয়ে গেলো?



www.pathagar.com

মনজুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, তারা তাকে এ্যামবুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

ফাহমিদা বললো, আমি তার সাথে যেতে চাই।

যদি আপনারা নিজেদের গাড়িতেই এসে থাকেন তাহলে আমরা এখনি সেখানে পৌঁছে যেতে পারি। হাসপাতাল থেকে একজন নাম করা সার্জেন এসেছেন। তিনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, গেটকীপার ইউসুফ সাহেবের আত্মীয়দেরকে সংগে সংগেই ভেতরে পৌঁছিয়ে দেবেন।

গাড়ি রেডি আছে ভাইজান! নাসরীন বললো।

মনজুর একজন কুলিকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে তাকে সুটকেস দুটো তুলে নিয়ে আসার হুকুম দিল।

কুলি দৌড়ে গিয়ে সুটকেস তুলে আনলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা হাসপাতলের পথে পাড়ি জমাচ্ছিল। মনজুর তাদেরকে বারবার সান্ত্বনা দিতে থাকলো, ভাইজান, শিগগির সেরে উঠবেন।

গাড়ি হাসপাতালের দরোজায় আসলে একজন আরদালী সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদেরকে একটি কামরার মধ্যে নিয়ে গেলো। সেখানে একজন নার্স তাদেরকে স্বাগত জানালো এবং বললো, আপনারা এখানে বসুন। ডাক্তার সাহেব বলে গেছেন, অপারেশনে অনেক সময় লাগবে। আপনারা ক্লান্তি অনুভব করলে কাছেই তাঁর কোয়ার্টারে আপনাদের পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

নাসরীন বললো, আমাদের এখানে বসে থাকা যদি আপত্তিকর না হয় তাহলে আমরা এখানে বসেই ইন্তিজার করতে থাকবো।

ফাহমিদা বললো, নার্স! আমি অপারেশনের সময়ও তার কাছে থাকতে চাই।

বিবিজী! এ কেসটি এতই সংগীন যে, আপনার আবেদনটি ডাক্তার সাহেবের সামনে পেশ করার সাহসও আমি করতে পারছি না। তবে আপনারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আহত ব্যক্তির ব্যাপারে ডাক্তার সাহেব আপনাদের চাইতে কম চিন্তিত নন। টেলিগ্রাম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি লাহোর হাসপাতালে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নামেও কল বুক করেছেন, এখনো তার জবাব পাননি।

ফাহমিদা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, ইনি কি ডাক্তার কামাল উদ্দীন সাহেব?

জী হ্যাঁ। যদি আপনারা তাঁর সম্বন্ধে না জেনে থাকেন তাহলে এতটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, বর্তমানে তিনি সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সার্জেন। মনজুর সাহেব খুব ভালো করেছেন, তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছেন। নয়তো তিনি একটি দীর্ঘ ভ্রমণে বের হয়ে যাচ্ছিলেন এবং তখন তাঁকে সন্ধান করে নিয়ে আসা নেহাত সহজ হতো না। ডিউটি শেষ করে যখন তিনি বের হয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনি পেয়েছিলেন এই টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম পড়েই তিনি বলেছিলেন, ইনি আমার পরিচিত সেই ইউসুফ যদি হয়ে থাকে তাহলে তাঁর জন্য আমাদের সবার দোয়া করা উচিত। আপনারা চাইলে আমি আপনাদের জন্য চা পাঠিয়ে দিই।



www.pathagar.com

না, না, সিস্টার! এ সময় আমাদের চায়ের দরকার নেই। ঠিক আছে। আরদালী দরোজায় বসে রইলো, আপনাদের যখনই কোন কিছুর প্রয়োজন হবে তাকে ডাক দিলেই চলবে। আমি এখন ডিউটিতে যাচ্ছি।

তারা চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সেখানে তিন ঘন্টা ধরে ইন্তিজার করলো। তারপর আবার সেই আগের নার্সটি এসে বললো, আপনারা সবাই আমার সাথে আসুন। আল্লাহর শোকর, রোগীর ব্যাপারে ডাক্তারদের পেরেশানী দূর হয়ে গেছে।

তারা উঠে নার্সের পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ চলার পর নাসরীন বললো, সিস্টার! তিনি কতদূর আছেন?

ব্যস, আরো তিন চার মিনিট চলতে হবে। আমার মনে হয় ডাক্তার সাহেবও সেখানে পৌছে গেছেন।

তারা একটি কামরায় প্রবেশ করে ইজিচেয়ারে বসে পড়লো। নার্স পাশের কামরায় উঁকি দিয়ে বললেন, ডাক্তার সাহেব এখনো এসে পৌছেননি।

ভিতর থেকে আরদালী বললো, জী, তিনি আসছেন।

আমাকে তিনি এখনি খাবার টেবিলে খাবার দিতে বলেছেন।

ফাহমিদা একটু বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে বিপরীত দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলো, পাশের কামরায় একটি বেশ বড়সড় টেবিলে দুজন লোক খাবার সাজাতে ব্যস্ত। সে নার্সকে কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ডাক্তার কামাল উদ্দীন কামরায় প্রবেশ করলেন।

আমি অপারেশনের পর নফল নামায পড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম। ইউসুফ সাহেবের এখানে পৌছে যাওয়াও আমার কাছে অলৌকিক মনে হয়েছে। আল্লাহর শোকর, এখন আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। তিনি নাসরীনের মাথায় হাত রেখে বললেন, শাহজাদী নাসরীন! এবার চোখের পানি মুছে ফেলো। তোমার ভাইজান বিপদমুক্ত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যে তোমরা তার সাথে কথা বলতে পারবে।

ফাহমিদা ইতস্তত করে বললো, ইউসুফ সাহেবের বিবি যদি তাঁকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েন তাহলে এ অবস্থায় কি তিনি অনুমতি পাবেন?

মুহতারামা! এ ব্যাপারেও চিন্তা করা হবে। প্রথমে আপনি নিশ্চিন্তে খানা খেয়ে নিন। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে এবং আমিও ক্লান্ত।

বেয়ারা দরোজায় উঁকি দিয়ে বললো, সাহেব! খানা রেডি।

ডাক্তার কামাল নাসির উদ্দীনকে সম্বোধন করে বললেন, জনাব! আমি বিষয়টা উপলব্ধি করেছিলাম। তাই আপনাদের অনুমতি ছাড়াই আমার আরদালীকে খানা তৈরি করতে বলেছিলাম।

নাসির উদ্দীন উঠে নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বললেন, ওঠো সবাই। এখন তোমাদের কারোর খাবার ইচ্ছা থাক বা না থাক ডাক্তার সাহেবের সম্মান রক্ষার্থে কিছু না কিছু খেয়ে নাও।

মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন পাশের কামরায় চলে গেলেন। নাসরীনও উঠে তাদের পেছনে পেছনে গেলো। কিন্তু ফাহমিদা দুহাতে মাথা চেপে বসে রইলো।

ডাক্তার কামাল বললেন, মুহতারামা! আপনিও উঠুন।

ফাহমিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ডাক্তার সাহেব! আমি আপনার হুকুম অমান্য করতে পারবো না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমার একটুও ক্ষুধা নেই।



www.pathagar.com

মুহতারামা! যদি আপনি ফাহমিদা হন তাহলে জেনে রাখুন, ইউসুফ সাহেব অজ্ঞান অবস্থায় দুবার আপনার নাম উচ্চারণ করেছেন। অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, তাই তাঁর অবস্থা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু আমরা তার ব্লাড গ্রুপের রক্ত বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এক বোতল রক্ত দেবার পর তাঁর অবস্থা বেশ ভালো হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় বোতল দেয়া হচ্ছে। তাকে বর্তমান অবস্থায় দেখার জন্যে আপনার দিলকে মজবুত করতে হবে। আর দিল মজবুত করার জন্যে মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আসুন! খানা শেষ করেই আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো। আর যদি আপনি নাসরীনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করতে পারেন যে, সে ওখানে গিয়ে হা হুতাশ করবে না তাহলে সেও আপনার সংগে যেতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে আপনার আম্মু ও আব্বুকে সেখানে যেতে দেয়া যাবে না।

জী, আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারবো।

কিছুক্ষণ পর তারা খানা খাচ্ছিল। ফাহমিদা খাবার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। কিন্তু যখন ডাক্তার কামাল উদ্দীন তার দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন সে তাড়াতাড়ি এক টুকরো রুটি গালে পুরে দিচ্ছিল। আচানক ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মুহতারামা! নার্সিং-এর ব্যাপারে আপনার কিছু জানা আছে?

জী, আমি জানি। চাচাজান আমাকে নাড়ির গতি দেখা, জ্বর দেখা এবং সময় মতো ঔষধ খাওয়ানো শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে এ কথাও জানিয়েছিলেন যে, রোগীর অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেলে সংগে সংগেই ডাক্তার সাহেবকে খবর দিতে হবে।

মুহতারামা! এ অবস্থায় আপনি ইউসুফ সাহেবের দেখাশুনা করতে পারবেন। আমি এখনি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবো।

নাসরীন বললো, ডাক্তার সাহেব! এসব বিষয় তো আমিও জানি। আমাদের রোকাইয়া চাচী যখন রোগশয্যায় ছিলেন তখন হামীরা আপাজীর সাথে আমিও তাঁর সেবা শুশ্রুশা করতাম। চাচীজান বলতেন, নাসরীন বেটির ডাক্তার হওয়া উচিত।

তুমিও তোমার আপার সাথে যেতে পারো। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আম্মু ও আব্বু তোমার সাথে যেতে পারবে না, তাদের থেকে এ ওয়াদা নিতে হবে।

ফাহমিদা বললো, আম্মু ও আব্বুকে আমাদের চাইতে বেশী সান্ত্বনা আর কেউ দিতে পারবে না।

খাওয়ার পর হাত ধুয়ে ডাক্তার কামাল নাসির উদ্দীনকে সম্বোধন করে বললেন, জনাব! আপনি ওখানে গিয়ে কেবল পেরেশান হবেন, কিছু লাভ হবে না। আপনি আমাকে কোন সাহায্য করতে চাইলে তার জন্য দোয়া করতে থাকুন। এখন আপনি আমার মেহমান। নাসরীনের ভাইয়ের ব্যাপারে যদি কোন পেরেশানী দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তাকেও এখানে নিয়ে আসুন।

ডাক্তার সাহেব! আমাদের ড্রাইভারকে ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলাম। সে নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়েছে।



www.pathagar.com

কামাল উদ্দীন সাহেব তার বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এনাদের ড্রাইভারকে খানা খাইয়েছো তো?

জনাব! সে এখনো ফিরে আসেনি। আমি গেটকীপারকে বলে রেখেছি, সে আসার পরে যেন তাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

নাসির উদ্দীন বললেন, আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, সে খানা খেয়ে জহিরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তারপর ফিরে আসবে। সে জানে না আমরা কোথায় আছি।

মনজুর আহমদ বললো, ডাক্তার সাহেব! আমি এ সময় আপনাকে পেরেশান করবো না। তবে যখনই চাইবো ইউসুফ সাহেবকে দেখে আসতে পারবো এতটুকু অনুমতি আপনার কাছে চাইবো। আর ইতিপূর্বে আমি হাসপাতালে ইউসুফ সাহেবের নার্সিং স্টাফকে সাহায্য করে এসেছি। কাজেই আমি এ ব্যাপারে একেবারে কাঁচা নই, এতটুকু নিশ্চয়তা আপনাকে দিতে পারি।

ডা. কামাল উদ্দীন বললেন, ঠিক আছে, আপনিও আমার সাথে আসুন।

কিছুক্ষণ পরে যখন ফাহমিদা, নাসরীন ও মনজুর ডাক্তারের সাথে করিডোর দিয়ে যাচ্ছিল তখন একজন নার্স কামরার বাইরে বের হয়ে বললো, স্যার লাহোর থেকে আপনার কল পাওয়া গেছে।

আপনাদের মধ্য থেকে কেউ ডাক্তার জামিলের সাথে কথা বলতে চাইলে আমার সাথে আসুন। এ কথা বলে ডাক্তার কামাল ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

নার্স টেলিফোনের রিসিভার ডাক্তার কামাল উদ্দীনের হাতে তুলে দিল।

আল্লাহর শোকর, তোমাকে পাওয়া গেছে। আমি ভাবছিলাম তুমি সম্ভবত ঘরেও থাকবে না। সত্যিই মারাত্মক পেরেশানীর মধ্যে আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। আমি খবর পেয়েছিলাম জালিন্ধরের পথে ইউসুফ সাহেব জখম হয়েছেন। তিনি কোনো স্টেশানের প্লাটফরমে নামায পড়ছিলেন এ অবস্থায় দুজন আততায়ী অজ্ঞাতসারেই তাঁর ওপর ছোরা ও পিস্তল নিয়ে আক্রমণ চালায়। এখন আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি, তিনি বিপদমুক্ত। জ্ঞান ফিরতে এখনো সময় লাগবে। তুমি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারো। কিছুক্ষণ আরাম করার পর ছুটি নিয়ে ওখানে থেকে রওয়ানা দাও। হ্যাঁ, ওরাও টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়েছিল এবং বর্তমানে ফাহমিদা, নাসরীন ও তাঁর দোস্ত মনজুর সাহেব এখানে আমার পাশে আছেন। ওদের আব্বা আম্মা আমার বাসায় আরাম করছেন। আচ্ছা, তুমি কথা বলে নাও। কামাল উদ্দীন রিসিভার ফাহমিদার হাতে তুলে দিলেন।

চাচাজান! আমার শরীর ভালো আছে। না, আমি এখনো তাঁকে দেখিনি। তবে ডাক্তার সাহেব অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন। চাচাজান! আপনি অবশ্যই আসবেন। চাচীজানকেও সাথে করে নিয়ে আসবেন। চাচীজানের দোয়ার প্রয়োজন অনেক বেশী। এ কথা বলতে বলতে তার আওয়াজ একটা চাপা কান্নায় ডুবে গেলো এবং সে রিসিভার নাসরীনের হাতে দিয়ে দিল। নাসরীন বলছিল। চাচাজান! এখানে কান্নাকাটি করার অনুমতি নেই। নয়তো আপনি আমার কান্না ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেতেন না। হ্যাঁ, ভাইজান এখনো অজ্ঞান আছেন। আপনি এখনিই চলে আসুন। একথা বলেই সে রিসিভার ডাক্তার কামাল উদ্দীনের হাতে দিয়ে দিল।



www.pathagar.com

ডাক্তার কামাল বলে চলছিলেন, ভাই! এদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এখানে এনেছি। তাঁর দোস্ত মনজুর সাহেবও এখানে আছেন। আমি বিশ্বাস করি হামলাকারীদেরকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে। একজন অপরাধজীবী পীর কোকেশাহের সাথে তাদেরকে দেখা গিয়েছিল। পুলিশের রেকর্ডে তাদের ছবিও আছে। বাকি বিস্তারিত বিবরণ মনজুর সাহেব আপনাকে জানাতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি এখনি রওয়ানা দিলে ভালো হবে। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আসবেন। তাড়াহুড়ার কারণে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে আসবেন না। ডাক্তার সাহেব রিসিভার রেখে দিয়ে ফাহমিদাকে সম্বোধন করে বললেন, মুহতারামা! আমার মনে হয়, জামিল সাহেব তিন সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে এসে যাবেন। ইউসুফ সাহেবের জ্ঞান ফিরাবার জন্য আমি তাঁর চাইতে আর কোন ভালো সাহায্যকারী দেখছি না।

ফাহমিদা বললো, ডাক্তার সাহেব! আপনি আমাকে মিসেস ইউসুফ বলতে পারেন।

বহুত আচ্ছা, আমি সানন্দে এ হুকুম তামিল করতে পারবো। আর আমার দিকটাও আপনাকে দেখতে হবে। আপনার চোখে অশ্রু দেখলে অবশ্যই আমার খুব কষ্ট হবে।

ডাক্তার সাহেব! এখন আমি আপনার কোন হুকুম অমান্য করবো না।

কিছুক্ষণ পরে তারা সবাই নিরবে ইউসুফের বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ডা. কামাল রোগীর মাথার দিকে টাঙানো চার্ট দেখে নিশ্চিন্ত হলেন এবং নার্সকে বললেন, একজন স্পেশালিস্ট এঁকে দেখার জন্য লাহোর থেকে রওনা হয়েছেন। তিনি আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। এই ভদ্র মহিলাদের বসার জন্য চেয়ার দাও। আর রোগীকে দেখার জন্য আমি মাঝে মাঝে আসতে থাকবো। যে ডাক্তার আজ ডিউটিতে আছেন তিনি একে দেখতে এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। একে পেনিসিলিন ইনজেকশন দেয়া উচিত। মিসেস ইউসুফ! আপনি একটু রোগীর নাড়ির গতি পরীক্ষা করুন।

ফাহমিদা চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিয়ে কম্পিত হাতটা ইউসুফের নাড়ির উপর রেখে দিল। যখন সে দেখলো ইউসুফের নাড়ি চলছে, তখন তার মলিন চেহারা আচানক ঝলমল করে উঠলো।

ডাক্তার সাহেব! এর নাড়ি বিলকুল ঠিক আছে। আমি আল্লাহর শোকর গুজারী করছি।

ডাক্তার কামাল মুচকি হেসে বললেন, মিসেস ইউসুফ! আমি আপনাকে নাড়ির গতি দেখতে বলেছিলাম। ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রাখুন এবং নাড়ির উঠানামা গুণতে থাকুন। এক মিনিটে নাড়ি কতবার উঠানামা করে তা গণনা করে নার্সকে জানান। সে তা চার্টে লিখে রাখবে। মনজুর সাহেব! আপনি কি আমার সাথে যাবেন? নাকি এখানে থাকবেন?

আমি আপনার সাথে যাবো।

ডাক্তার তার দপ্তরে মনজুরের সাথে খোলামেলা গল্পগুজব করছিলেন। মনজুর ইউসুফের সাথে তার সাহচর্যের অনেক মজার মজার ঘটনা ডাক্তারকে শোনাচ্ছিল।



www.pathagar.com

নাসরীন সসংকোচে কামরায় প্রবেশ করে. ডাক্তার কামাল উদ্দীনকে সম্বোধন করে বললো, আংকেল! ভাইজানের নাড়ি গণনা করে আপাজান প্রথমবার পেয়েছেন ৯৭বার এবং পরের বারে পেয়েছেন ৬৬বার

বহুত আচ্ছা! শোকরিয়া। তুমি তোমার ভাইজান সম্পর্কে কিছু শুনতে চাইলে এখানে বসে পড়ো। মনজুর সাহেব বড়ই মজার কথা শোনাচ্ছেন।

নাসরীন নিরবে চেয়ারে বসে পড়লো। কিন্তু মনজুর বললো, ডাক্তার সাহেব! ইউসুফ সম্পর্কে যেমন মজার ও হৃদয়গ্রাহী কথা নাসরীন শোনাতে পাররে তেমনটি আর কেউ পারবে না।

নাসরীনের কথার প্রশংসা তো আমি লন্ডনে বসেও শুনতাম। আপনার কথা শেষ করুন। নাসরীনের কথা শোনার জন্য আমি একদিন ছুটি নেবো এবং ততক্ষণ শুনতেই থাকবো যতক্ষণ সে ক্লান্ত হয়ে থেমে না যাবে। আংকেল! ভাইজান সেরে ওঠার পরে আমি সারাদিন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেও পরিশ্রান্ত হবো না। আপনি হয়তো বিশ্বাসও করতে পারবেন না যে, দুনিয়ায় কারো ভাই এমনও হতে পারে।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখন মনজুর সাহেবের কথা শুনতে থাকো। আর বিরক্তিবোধ না করলে নিরবে এখানে বসে থাকো। আংকেল! ভাইজানের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বললে আমি বিরক্তিবোধ করতে পারি না।

তোমার আপাজান তো ওদিকে পেরেশান হবেন না।

না, ডাক্তার সাহেব! ওখানের নার্সটি খুব ভালো। আর যে ডাক্তার সাহেব ওনাকে দেখে গেছেন তিনিও খুব ভালো। ভাইজানকে এ অবস্থায় দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। তিনি বেহুশ হয়ে যেতে পারেন একথা আমি কখনো চিন্তাও করতে পারি না। আমি এদিকে আসতে আসতে এ দোয়াই করছিলাম যে, ফিরে গিয়ে যেন দেখি ভাইজান আপাজানের সাথে কথা বলছেন। আপাজান বড়ই হিম্মত করেছেন। কিন্তু আমি জানি তাঁর মনের মধ্যে কি হচ্ছে। আমি চাই যতক্ষণ চাচাজান না এসে পৌছেন ততক্ষণ আপনারা ভাইজানের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে থাকুন।

নাসরীন! তোমার ঘুম পাবে না?

ভাইজানের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আমার চোখে ঘুম আসবে কেমন করে। আপাজান আমাকে এখানে আপনার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি আম্মাজান ও আব্বাজানকে যদি কিছুক্ষণের জন্য ভাইজানকে দেখার অনুমতি দিতেন তাহলে মনে হয় কোনো ক্ষতি হতো না। তারপর তারা ফিরে গিয়ে বাড়িতে আরাম করতে পারতেন। আপনি অনুমতি দিলে আমি এখনি গিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে আসতে পারি। আপাজান তাকে নাইট ডিউটি দানকারী নার্সের সাথে এখানে থাকার অনুমতি চেয়েছেন।

আমি তোমার আপার প্রত্যেকটি ইচ্ছাকে সম্মান করি। কিন্তু এ অবস্থায় আবার তুমি এখানে অবস্থান করার জন্য জিদ করবে না তো?

আরাম তো আমি ঘরে গিয়েও করতে পারবো না। কিন্তু যদি আপাজান এখানে অবস্থান করার অনুমতি পেয়ে যান তাহলে আমি আপনাকে পেরেশান করবো না।

শাহজাদী সাহেবা! আমার কোনো পেরেশানী হবে না। কিন্তু ইউসুফ সাহেবের দরকার হবে কয়েকজন ভালো সেবা শুশ্রুশাকারীর। আমি চাই না, তোমরা দুজন প্রথম



www.pathagar.com

দিনেই ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ো। মনজুর সাহেব! আপনি এদের আব্বু আম্মুকে নিয়ে আসুন

আংকেল! আমিও এর সাথে যাই। ফলে তারা সন্ত্বনা লাভ করবেন। নয় তো আচানক ডাকার জন্য তাঁরা খুব পেরেশান হয়ে পড়বেন। হ্যাঁ, তুমি এখনি যাও। তোমার চাচা বলতেন, নাসরীন বড়ই বুদ্ধিমতী মেয়ে। তিনি ভুল বলতেন না।

একঘন্টা পরে ডা. কামাল উদ্দীন নাসরীন ও তার আব্বা আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলে নাসরীন বললো, আম্মীজান! চাচাজানের দোস্ত খুব ভালো ডাক্তার। নার্স বলছিল, পিস্তলের গুলী ভাইজানের বুকের মধ্যে কোনো এক ভয়াবহ ও জটিল জায়গায় ফেঁসে গিয়েছিল। ডা. কামাল উদ্দীন সাহেবের পরিবর্তে অন্য কোনো ডাক্তার হলে তা বের করে আনা খুব কঠিন হতো।

সফিয়া বললেন,তোমার আব্বাজান কিছু বলেননি। নয় তো মনজুরের সাথে আমিও সেখানে থাকার অনুমতি পেতাম।

আম্মীজান! আপনার জন্য অনুমতি আমিই নিতে পারতাম। কিন্তু আমাদের জন্য ঘরে গিয়ে দোয়া করাই ভালো হবে। জামিল চাচা হাসপাতালে আসতেই আমাদের কাছে ফোন করবেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি আমাদের কোনো ভালো খবর শোনাবেন। টেলিফোন এলেই আমি আপনাকে জাগিয়ে দেবো।

নাসির উদ্দীন বললেন, বেটি! আমাদের কান টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পাবে না?

আব্বাজান আমি তা বলিনি। বরং আমি বলতে চাচ্ছিলাম মনজুর আহমদ সাহেব আপাজানকে বলেছিলেন ভাইজানের নতুন পান্ডুলিপিটি তাঁর সুটকেসের মধ্যে রয়েছে। আমি তা পড়তে থাকবো। কাজেই টেলিফোনের বেল বাজার সাথে সাথেই আমি আপনাদের জাগিয়ে দেবো।

রাত তখন চারটা। নাসরীন ইউসুফের কিতাবের পান্ডুলিপি পড়ায় মশগুল ছিল। এমন সময় টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো।

নাসরীন তার আব্বা ও আম্মাকে ডাক দেবার পর রিসিভার ওঠালো। একটু থেমে বললো, আসসালামু আলাইকুম চাচাজান। আল্লাহর শোকর আপনি পৌঁছে গেছেন।

আমি কেমন করে ঘুমাতে পারি চাচাজান! নিন আব্বাজান ও আম্মাজান এসে পড়েছেন। প্রথমে তাদের সাথে কথা বলে নিন। জামিল সাহেব বলে চলছিলেন, ভাইজান! আমাদের আল্লাহর শোকর করা দরকার। ইউসুফের বেঁচে যাওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার। আল্লাহর শোকর, কামাল উদ্দীন এখানে উপস্থিত ছিল। আমি ইউসুফকে ভালো করে দেখেছি। আপনি দোয়া করতে থাকুন ভাইজান! ভাবী জানকেও আমার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দেবেন। ফাহমিদা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নাসরীন তার আব্বার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বললো, চাচাজান! টেলিফোন বন্ধ করবেন না, আমি আপাজানকে কিছু বলতে চাই। আমি তাকে একটি সুখবর দিতে চাই। তারপর এক সেকেণ্ড থেমে বললো, আপাজান! আমি সুটকেস থেকে ভাইজানের কিতাবের পাণ্ডুলিপি বের করে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল ভাইজান খুব



www.pathagar.com

শিগগির সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা এই সাক্ষ্য দিচ্ছে, ভাইজানের মতো লেখক দীর্ঘদিন জীবিত থাকবেন। এ পাণ্ডুলিপি পড়ার পর আমার মতো আপনিও এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবেন। আল্লাহ কাউকে কোনো বড় কাজের জন্য পয়দা করলে তাকে সে কাজটি করার আবকাশও দিয়ে থাকেন। আপাজান আমি এখন যথার্থই গর্ব করে বলবো যে, এই মহান কথাশিল্পীকে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন আমার আপামনি। আমার বিশ্বাস ছিল চাচী বিলকিস চাচাজানের সাথে এসে যাবেন। যদি তিনি ওখানে থাকেন তাহলে তাঁকে রিসিভার দিন। তাঁকে সালাম করতে চাই। না, না, যদি তিনি ভাইজানের কাছে বসে থাকেন তাহলে তাকে কষ্ট দেবেন না। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে এখন আমি নিশ্চিন্ততা অনুভব করছি। আমিও আম্মীজান খুব শিগগির যাচ্ছি। না, না ভাই জান পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমরা এ দুর্ঘটনার খবর আর কোথাও পাঠাবার পক্ষপাতি নই। আচ্ছা আপাজান। আল্লাহ্ হাফেজ।

নাসরীন রিসিভার রেখে দিলে নাসির উদ্দীন বললেন, দেখো বেটা! যাবার আগে ঐ পাণ্ডুলিপিটি আমার বালিশের নিচে রেখে দিয়ো। নিছক পেরেশান হবার চাইতে অন্তত পাণ্ডুলিপি পড়া আমার পক্ষে ভালো হবে।

আব্বাজান! এটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। আপনি পড়ে খুশি হবেন। মুসলমানদের উত্থান পতনের একটি চমৎকার কাহিনী এটি।

ফজরের নামাযের কিছু পরে ডা. জামিল ও বিলকিস বাড়িতে পৌছে গেলেন।

সফিয়া তাদেরকে দেখেই বলে উঠলেন, আমি মনে করেছিলাম আপনারা ফাহমিদাকে সংগে করে নিয়ে আসবেন।

ভাবীজান! এ সময় এটা সম্ভব নয়, ডা. জামিল বললেন, আমাদের অনেক পীড়াপীড়িতে সে নাশতা করে নিয়েছিল। কিন্তু সে বলছিল, ক্লান্তি বা ঘুমে সে আক্রান্ত হয়নি এবং ইউসুফের সেবা শুশ্রুশা করতে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে না।

বিলকিস বললেন, হ্যাঁ ভাবীজান! আমি একটু বেশী জোরাজুরি করতে গিয়ে দেখলাম তার দুচোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে। ফাহমিদার চোঁখে অশ্রু আমি সইতে পারি না। জামিল ভাই এখানে চা পান করেই তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। ডা. কামাল উদ্দীন দুপুরের খাবার দাওয়াত দিয়েছেন। কাজেই দুপুরে জহিরও সেখানে পৌছে যাবে। তখন আমরা ফাহমিদাকে ঘরে এনে একটু বিশ্রাম করাবার চেষ্টা করতে পারবো।

নাসির উদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফের জ্ঞান ফিরতে আর কত সময় লাগবে?

ভাইজান! এ অবস্থায় নিশ্চিতভাবে কোনো কথা বলা যায় না। কিন্তু একজন ডাক্তার হিসাবে আমি বলতে পারি, সে এখন বিপদমুক্ত এবং ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে ফিরে আসছে। তবে দীর্ঘদিন তাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

দুপুরে তারা সবাই ডাক্তার কামাল উদ্দীনের বাসায় খাবার টেবিলে বসে একথা শুনে আনন্দিত হচ্ছিল যে, ইউসুফের জ্বর কমে আসছে এবং ডা. জামিল প্রস্তাবিত নতুন ঔষধটি তার জন্য যথেষ্ট উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। বিলকিস ইউসুফকে দেখতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি ইউসুফকে লাহোর নিয়ে যাবেন। এখন সবাইকে তিনি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। ফাহমিদা শোকার্ত দৃষ্টিতে



www.pathagar.com

তার দিকে তাকাচ্ছিল। তিনি সংগে সংগেই বললেন, আমার এ সিদ্ধান্তের কারণ হচ্ছে, ঘরের চাইতে বেশী আরাম সে হাসপাতালে পাবে না। আর সে ঘরে থাকলে আমার ও ফাহমিদা বেটির তার সেবা শুশ্রুশা করা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকবে না। আর মনজুর সাহেবের বিবি আমিনাও সেখানে থাকবে।

নাসরীন বললো, চাচীজান! আপনি আমার কথা কিছুই বললেন না।

তোমার কথা আমি কেমন করে ভুলতে পানি। আমি জানি তুমি ভাইকে কত ভালোবাসো। কিন্তু আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, তুমি দূরে থেকেও ভাইয়ের জন্য আরো বেশী করে দোয়া করবে। আমি নিয়মিতভাবে তোমাকে ফোনে জানাতে থাকবো। তোমার ভাইজান জ্ঞান ফিরে পাবার পর সর্ব প্রথম টেলিফোন করবে তার শাহজাদী বোনকে।

ডা. কামাল উদ্দীন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জামিল সাহেব! আপনারা নিশ্চিন্তে কথা বলতে থাকুন, আমি ততক্ষণ একটি চক্কর দিয়ে আসি।

ডা. কামাল চলে যাবার পর নাসির উদ্দীন বললেন, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে, যে দিকে আমরা মোটেই দৃষ্টি দেইনি। যদি আমি জানতাম একদিন এ রকম অবস্থাও হতে পারে তাহলে একদিনের জন্যও ফাহমিদার রুখসাত মুলতবী করতাম না।

মনজুর বললো, চাচাজান! এ বিষয়ে আপনার একদম পেরেশান হাব্বার দরকার নেই। ইউসুফ যখন আহত হয়েছিল তখনই ঠাণ্ডা মাথায় আমি এ বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের কেবল একটি অপ্রয়োজনীয় রেওয়াজের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় চিন্তা করতে হবে। আমি তো মনে করি ভাই ইউসুফ ও বোন ফাহমিদা উভয়েই লোক দেখানো রেওয়াজ পছন্দ করেন না। এ সময় ডা. কামাল উদ্দীন কামরায় প্রবেশ করলেন। নাসির উদ্দীন হাতের ইশারায় তাকে কাছে বসতে বলে নিজের কথা বলে যেতে থাকলেন। আমরা কেউ তো অপরিচিত নই। বিয়ের পরই ইউসুফ যদি বলতো, আমি আজই দুলহিনকে নিয়ে যাবো তাহলে অন্যদের পরোয়া করতাম না। আমার মতে দুলহিনকে রুখসাত করার জন্য কেবল দুল্‌হা সংগে থাকাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি আমি এ খবর পেতাম, ইউসুফ লাহোর বা অন্য কোনো শহরের কোনো হাসপাতালে পড়ে আছে এবং তার অবস্থা খারাপ, তাহলে আমি তার বাপকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম করে দিতাম, 'আমি ফাহমিদাকে নিয়ে আসছি কাজেই আপনার পুত্রবধূকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যথাস্থানে পৌঁছে যান। এক্ষেত্রে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম যে, আমার মেয়ের রুখসাতির জন্য এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পদ্ধতি বেছে নেয়া আমার জন্য সঠিক হতো না। বেটি ফাহমিদা! আমি এজন্য চিরকাল লজ্জিত থাকবো।'

ডাক্তার কামাল উদ্দীন ডা. জামিলকে সম্বোধন করে বললেন, ইউসুফের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। আমি মাথাটা আবার এক্সরে করার ফায়সালা করেছি। কাল সকালে আম্বালা থেকে দুজন ডাক্তার এখানে এসে যাবেন। তারা দুজন অভিজ্ঞ সার্জন। আমি তাদের সাথেও পরামর্শ করতে চাই।



www.pathagar.com

জামিল বললেন, আমি প্রথম থেকেই ভাবছিলাম ইউসুফের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমি দুতিন সপ্তাহের ছুটি নেবো। তারপর তুমি আমার সাথে একমত হলে আমি তাকে লাহোর নিয়ে যাবো।

ডা. কামাল উদ্দীন বললেন, অবশ্য রোগীর আচানক যে কোনো সময় জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। তাই আমি এখনি তাকে প্রাইভেট ওয়ার্ডে স্থানান্তর করতে চাই। এর ফলে রোগীর শুশ্রুশাকারীদেরও কিছুটা আরাম হবে।

পরদিন আম্বালা থেকে আগত দুজন কর্ণেল ও মেজর ইউসুফকে দেখার এবং নতুন ও পুরাতন এক্সরে পরীক্ষা করার পর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ফাহমিদা ও তার আব্বা আম্মাকে সান্ত্বনা দেন।

তৃতীয় দিন অর্ধরাতে ফাহমিদা ইউসুফের বিছানার কাছে চেয়ারে বসে মনে মনে বলে চলছিল, হে আল্লাহ! ইউসুফকে রোগমুক্ত করো। হে গফুরুর রহীম! তোমার চাইতে আর কে বেশী জানে আমি কতটা অসহায় এবং তুমি ছাড়া এ দুনিয়ায় একজন অসহায় মেয়ের সহায় আরকে হতে পারে?

তারপর দোয়ার সাথে সাথে অতীতের ঘটনাবলীও তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকলো যখন ইউসুফের রচনার আয়নায় সে তার অস্পষ্ট ছবি দেখতো এবং যখন প্রথম মোলাকাতেই তার ব্যক্তিত্ব তার মন-মস্তিষ্কের ওপর ছেয়ে বসেছিল। আচানক সে অনুভব করলো, ইউসুফের কণ্ঠ থেকে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে। অস্থিরভাবে সে ইউসুফের ডান হাত চেপে ধরলো। কয়েক সেকেণ্ড পার হয়ে গেলো। ইউসুফের ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠার সাথে সাথেই তার কানে এলো একটা হালকা আওয়াজ, ফাহমিদা! ফাহমিদা! ফাহমিদা! তখন তার চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

সে দুহাতে ইউসুফের হাত চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, ইউসুফ! আমি এইতো এখানে। ইউসুফ! চোখ খুলে তাকাও। তুমি এতক্ষণ আমার অশ্রু ও কান্না বরদাশ্‌ত করলে কেমন করে? ইউসুফ! আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেছেন। এখন আর কেউ আমার চোখে অশ্রু দেখবে না।

ইউসুফ ধীরে ধীরে চোখ খুললো। কিছুক্ষণ নির্বাক নয়নে ফাহমিদার দিকে তাকিয়ে রইলো। ফাহমিদা বলতে থকালো, এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। আমার জন্য এ দুনিয়ায় তোমার দৃষ্টি থেকে দূরে থাকা একটি বিরাট শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউসুফ তার দ্বিতীয় হাতটি তার হাতের ওপর রাখলো এবং কিছুক্ষণ পর বললো, আমরা কোথায়?

এই হাসপাতলে তোমাকে জখমী অবস্থায় আনা হয়েছিল। এখন তোমাকে একটা ওষুধ খাওয়াতে হবে। তারপর তুমি নিশ্চিন্তে আমার কথা শুনতে পারবে। ডাক্তার সাহেব বলে গেছেন, তোমার বেশী কথা বলা উচিত নয়। তুমি খুবই দুর্বল হয়ে গেছো।

নার্স কামরায় প্রবেশ করলো। ইউসুফকে কথা বলতে দেখে সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললো, আল্লাহর শোকর! আমি ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে আসছি।

সিস্টার! আমি তাঁকে ডেকে আনছি। আপনি একে ওষুধটা খাইয়ে দিন। নার্স ইউসুফকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিল। ফাহমিদা উঠতে উঠতে বললো, ডাক্তার কামাল উদ্দীন ও চাচা জামিল তোমার চিকিৎসা করছেন। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনছি।



www.pathagar.com

এক সপ্তাহ পর ইউসুফ হাসপাতাল থেকে নাসির উদ্দীনের বাড়িতে স্থানান্তরিত হলো। বিকালে ডাক্তার কামাল উদ্দীন ও ডাক্তার জামিল ছাড়াও হাসপাতালের আরো দুজন ডাক্তার সেখানে চা পান করছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল ডা. কামাল উদ্দীনের সফল অপারেশন। ডা. জামিল বললেন, কামাল ভাই! তুমি এদিক দিয়ে বড়ই সৌভাগ্যবান যে, নাসরীন তোমাকে একজন বড় মহান ডাক্তার হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। আর সে যদি খুশী হয়ে কারো প্রশংসা করতে থাকে তাহলে শীঘ্রই সে মশহুর হয়ে যায়। ব্যস, এখন কেবল তোমাকে একথা বলতে হবে যে, কিভাবে তুমি ইউসুফের শরীরের বিপজ্জনক অংশ থেকে গুলী বের করে আনলে। আচ্ছা, আমি নাসরীনকে ডাকছি।

নাসরীন! এদিকে এসো। তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলেন। নাসরীন ভেতরের কামরায় মেয়েদের সাথে বসেছিল। ডাক শুনে সংগে সংগেই সেখানে এসে গেলো।

জামিল মুচকি হেসে বললেন, নাসরীন! তুমি ডা. কামাল উদ্দীনের সফল অপারেশনে খুবই খুশী হয়েছো, তাই না?

চাচাজান! আমরা সবাই খুশী। আর আমি সবার তরফ থেকে তাঁর শোকরিয়া আদায় করছি।

কিন্তু বেটি! তিনি এ গুলী কিভাবে বের করলেন এ কথা বোধ হয় তুমি জানো না।

চাচাজান! আমি একথা কেমন করে জানবো? একথা তো ডাক্তার সাহেবই জানবেন।

কিন্তু বেটি! আমি অবাক হচ্ছি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুমি কেমন করে উপেক্ষা করতে পারলে!

চাচাজান! ডাক্তার সাহেব নারাজ না হলে এখন আমি তা জানার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছি। নাসরীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডা. কামাল উদ্দীনের দিকে তাকালো।

ডা. কামাল উদ্দীন একটু ইতস্তত করে বললেন, ডাক্তারদের কিছু গোপনীয়তা থাকে, যেগুলি সমপেশার লোকদের সামনে প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু কাছে এসে গেলে আমি তোমার কানে কানে বলে দিতে পারি।

নাসরীন ইতস্তত করে সামনে এগিয়ে গিয়ে ডা. কামাল উদ্দীনের পাশে দাঁড়ালো। ডা. কামাল উদ্দীন তার কাঁধে হাত রেখে নিজের মুখটি তার কানের কাছে নিয়ে নিচুস্বরে বললেন, তুমি কি কখনো দীর্ঘচঞ্চুধারী পাখিদের সম্পর্কে শুনেছো যারা গাছের যে কোনো অংশে ছেঁদা করে ভেতরে লুকানো পোকাগুলি ধরে আনে?

নাসরীন পেরেশান হয়ে বললো, জী, আমি শুনেছি।

কেবল শুনেছো, দেখোনি?

জী, দেখেছিও।

তাহলে আমি তোমাকে বলতে পারি আমি ইউসুফ সাহেবের বিপজ্জনক গুলী বের করে আনার জন্য নিজের চঞ্চু ব্যবহার করেছি এবং আমি সানন্দে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তুমি আমাকে ডা. কামাল উদ্দীন ছাড়া ডা. চঞ্চুও বলতে পারবে।

নাসরীনের চেহারা লাল হয়ে গেলো এবং সে দৌড়ে অন্য কামরায় ঢুকে পড়লো।

একজন ডাক্তার প্রশ্ন করলো, স্যার আপনি কি বললেন মেয়েটিকে?

ভাই! এটা একটি গোপন বিষয়, যা এসময় প্রকাশ করা যেতে পারে না।



www.pathagar.com

নাসির উদ্দীন ডা. কামাল উদ্দীনকে সম্বোধন করে বললেন, জনাব! আপনার শোকরিয়া আদায় করার উপযোগী ভাষা আমার নেই। ইউসুফ যখন বেহুশ ছিল তখন আমরা এ প্রোগ্রাম তৈরী করছিলাম যে, যদি তাকে আচানক লাহোর স্থানান্তর করার ফায়সালা করা হয় তাহলে আমরা তার আব্বা ও পরিবারের কয়েকজন মুরব্বীকে এখানে দাওয়াত দিয়ে আনাবো। তাদের পুত্রবধূকেও তাদের ছেলের সাথে রুখসাত করার সংকল্প আমরা করেছিলাম। কিন্তু আপনার প্রচেষ্টার ফলে আমরা একটা অস্বাভাবিক অবস্থার হাত থেকে বেঁচে গেছি। এখন আমি নিশ্চিন্তে মেয়েকে রুখসাত করতে পারবো। আপনার মতে ইউসুফ সাহেব কতদিনের মধ্যে লাহোর সফর করতে পারবেন?

আমি আশা করি এক সপ্তাহ পরে তিনি লাহোর সফর করতে পারবেন। কিন্তু লাহোর পৌঁছে তাঁকে কয়েক সপ্তাহ আরাম করতে হবে। লাহোরে ডা. জামিল সাহেব থাকবেন এবং তিনি প্রতিদিন তার দেখাশুনা করতে পারবেন, এ ব্যাপারে যদি আমি নিশ্চিন্ত হতে না পারতাম তাহলে এ বাড়িতেই আরো কয়েক সপ্তাহ আরাম করার পরামর্শ দিতাম।

ডা. জামিল বললেন, ভাই সাহেব! আমি ছুটি বাতিল করে দিয়ে লাহোর ফিরে যাচ্ছি। আশা করি, ছ সাত দিন পরে এখানে ফিরে এসে ইউসুফ সাহেবকে সংগে করে নিয়ে যেতে পারবো।

নাসির উদ্দীন বললেন, গতকাল আমি মনজুর আহমদকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি, সে ইউসুফের আব্বা ও অন্য আত্মীয়দেরকে ঠিক মতো সান্ত্বনা দিতে পারবে। টেলিফোনে আবদুল করিম সাহেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। তিনিও পরামর্শ দিয়েছেন, বর্তমান অবস্থায় ইউসুফের জখমী হবার খবরটি বেশী প্রচার না করা উচিত। আবদুল আজীজ ভাইও একই কথার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, ইউসুফের ওপর আক্রমণকারীদের মধ্য থেকে একজন অপরাধজীবী পীরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার অন্য সাথিরাও শিগগির পাকড়াও হয়ে যাবে। আর পীর কোকেশাহের একজন খাস চেলা যে তার সাথে থাকতো সে রাজসাক্ষী হয়ে গেছে।

ছ সাত দিন পরে তারা দুপুরের খাবার খাচ্ছিল এমন সময় টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। নাসির উদ্দীন উঠে পাশে টেলিফোনের কামরায় চলে গেলেন। দুমিনিট কথা বলার পর ফিরে এসে বললেন, জামিল আজ সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে যাচ্ছে। আগামীকাল সকালে সে ইউসুফ ও বিলকিস ভাবীকে তার সাথে লাহোর নিয়ে যাবে।

নাসরীন বলে উঠলো, তাঁদেরকে বিদায় দেবার জন্য আমরা সবাই স্টেশানে যাবো। তবে আমার ভয় হচ্ছে ভাইজানদের রুখসাত করার সময় একটা কথা সবাই ভুলে যাবে। সেটা হচ্ছে, ভাইজানের বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে জামিল চাচা বলেছিলেন যে, এটা একটা মূল্যবান জিনিস, তাই আমি এর হেফাজত করবো।

জামিল সাহেব কি এই পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন?

হ্যাঁ, ভাইজান! তিনি খুবই আগ্রহ সহকারে পড়েছিলেন এবং আপনার সম্পর্কে বলেছিলেন, আপনি অনেক বড় লেখক হয়ে যাবেন। তিনি এও বলেছিলেন, যখন তিনি দ্বিতীয়বার আসবেন তখন আপনার প্রথম পাণ্ডুলিপিটিও পড়ার জন্য সংগে করে নিয়ে যাবেন এবং ধীরে সুস্থে পড়বেন। ভাইজান! আপনি চিন্তা করবেন না, চাচাজান আপনার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যেতে দেবেন না।



www.pathagar.com

নাসির উদ্দীন বললেন, বেটি! তোমার চাচা তোমার চাইতেও বেশী হুশিয়ার।

বিলকিস বললেন, কলেজে প্রবেশ করার আগে জামিল বড় চমৎকার গল্প লিখতো। কিন্তু মেডিকেলে প্রবেশ করার পর এদিকে আর সে দৃষ্টি দেয়নি। যাহোক আমার জন্য খুশির কথা হচ্ছে এই যে, সে কোনো মামুলি রচনার প্রশংসা করতে পারে না।

পরদিন সকালে ইউসুফ, জামিল ও বিলকিস ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাশের রিজার্ভ কামরায় উঠে লাহোর চলছিল। জামিল আগের দিন সন্ধ্যায় কারে চড়ে লাহোর থেকে এসেছিল। ডা. কামাল উদ্দীনের সাথে পরামর্শ করার পর এ ফায়সালা হয়েছিল, ইউসুফের পক্ষে ট্রেনে সফর করাই বেশী সহজ হবে। কাজেই কার ফেরত পাঠানো হয়। ইউসুফকে একটি সিটে শায়িত করা হয়েছিল। রওয়ানা হবার দুদিন আগে আবদুল আজীজের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি চারদিন পরে দশদিনের ছুটি নিয়ে বাসায় ফিরবেন।

নাসরীন ফাহমিদার হাতে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বললো, আপাজান! আপনার এখনো সে কাজটি করার কথা মনে হয়নি? অথচ গাড়ি প্রায় ছেড়ে দেবার সময় হয়ে গেছে।

নাসরীন! সে কাজটি আমার মনে আছে এবং সে চিঠিটিও সংগে আছে কিন্তু তোমার ভাইজানের দিকে তাকালে আমার সাহসে কুলায় না।

ইউসুফ পেরেশান হয়ে বললো, দেখো, আমার ব্যাপারে কোনো কথা হলে নির্দ্বিধায় বলে ফেলো।

যেদিন আপনি হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছিলেন সেদিনই আপনার আব্বাজীর চিঠি আমরা পেয়েছিলাম। চিঠি খুলে পড়ার পর তার কথা আপনাকে বলার সাহসই তখন আমার হয়নি। আর এখন অন্য প্রকার ভয়ে আমি ভীত হচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে, এতদিন অতিবাহিত হবার পর একথা বললে আপনি হয়তো আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন। তাই এ কথা বলার আগে আমি আমাদের জীবনের প্রথম ভুলের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এ ধরনের খবর শোনার ও শোনাবার জন্য অনেক হিম্মতের প্রয়োজন।

ইউসুফ গভীরভাবে ফাহমিদাকে নিরীক্ষণ করে বললো, যখন আমি সেখান থেকে চলে আসি তখন দাদিজানের শরীর ভালো ছিল না। আম্মীজানের ইন্তিকালের পর থেকে আমি কিছুটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি। যদি এই চিঠিতে আমার দাদিজান সম্পর্কে কোনো খবর না থাকে তাহলে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তা বলার আগে তোমাকে আমার কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর যদি দাদিজান সম্পর্কে কোনো মর্মান্তিক খবর থাকে তাহলেও তা বলে দেয়া উচিত।

ফাহমিদার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো এবং ভারী গলায় বললো, পত্রে লিখেছে, দাদিজানের ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

ইউসুফ ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলে উঠলো এবং দীর্ঘক্ষণ হাত তুলে দোয়া করতে থাকলো। তার চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

ফাহমিদা তুমি কোনো ভুল করোনি। পত্রটি যদি তখনি আমাকে দেখাতে তাহলে এর ফল এই হতো যে, ডাক্তারের পরামর্শের মোকাবিলায় আমি অতি দ্রুত গ্রামে পৌঁছবার চেষ্টা করতাম এবং এর ফলে আমার অবস্থা বেশী খারাপ হয়ে যেতো।



www.pathagar.com

গাড়ির হুইসিল বেজে উঠলো। নাসরীন ও ফাহমিদা ট্রেন থেকে নেমে পড়লো। ফাহমিদা তার আম্মাকে বললো, আম্মিজান! আমি তাকে বলে দিয়েছি এবং সে আমার ওপর রাগ করেনি। তার মেজাজ দেখে মনে হলো, আমার এটাই করা উচিত ছিল।

গাড়ি লাহোর স্টেশানে এসে থামলে সর্বপ্রথম আমিনা ও মনজুর তাদের কামরায় প্রবেশ করলো। তারা ইউসুফকে ধরে নিচে নামাতে চাইলো। কিন্তু সে বললো, আরে ভাই, আমি সুস্থ আছি। নিছক চাচীজানের হুকুম পালন করতেই শুয়ে ছিলাম। ডা: সাহেবকে জিজ্ঞেস করো। আমিনা! তোমার অবস্থা কেমন?

আল্লাহ্‌র শোকর, ভাইজান! চাচীজান আমার সারা জীবন এ দুঃখ থাকবে যে, জালিন্ধর যাবার সময় আপনারা আমাকে একটুও খবর দিলেন না এবং মনজুর সাহেব মাত্র গতকালই আমাকে জানিয়েছেন।

বেটা! আমি যাদেরকে ভালোবাসি বিনা কারণে তাদেরকে কাঁদানো আমি পছন্দ করি না। আর মনজুরও তোমাকে সংগে সংগে না জানিয়ে ভালো করেছে। ইউসুফের গ্রামেও আমরা এখনো এ খবর পাঠাইনি। খবর পেলে তারাও পেরেশান হতো। যদি দ্রুত লাহোর পৌঁছার প্রোগ্রাম না হতো তাহলে অবশ্যই আমি টেলিফোনে তোমাকে জানাতাম।

মনজুর আহমদ মালপত্র কুলির মাথায় উঠিয়ে দিল এবং প্রথমে ইউসুফ গাড়ি থেকে নামলো।

পথে আমিনা যখন বাঁদিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল তখন বিলকিস জিজ্ঞেস করলো, বেটি কোথায় যাচ্ছো? আমিনা বললো, প্রথমে আমাদের বাড়িতে। সেখানে সবাই ইন্তিজার করছে। খাবারও তৈরি। আমি আপনার ড্রাইভার এবং অন্য লোকদেরও জানিয়ে দিয়েছি। ড্রাইভার খাবার সময় গাড়ি নিয়ে সেখানে আসবে।

আবদুল করিমের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া শেষে ইউসুফ ডা. জামিল ও বিলকিসের সাথে তাদের বাড়িতে চলে এসেছিল। রাতে সফরের ক্লান্তি তাকে পেয়ে বসলো। ডা. জামিল তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর ঘুমের ওষুধ পান করালেন এবং সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই সে দেখলো তার বিছানার পাশে বসে আছে মনজুর, আমিনা ও বিলকিস। উঠে বসতে বসতে বললো, আজ অনেক লম্বা খোয়াব দেখেছি। দাদি, দাদা ও আম্মীজানকে দেখেছি। আমি আমার সেই সুন্দর ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার ছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে যেটি মারা গিয়েছিল। চাচীজান! আমার মনে হচ্ছে আমি একেবারেই সুস্থ হয়ে গেছি।

বেটা! তুমি খুব শিগগির সেরে উঠবে। এখন নাশতা খাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

আমিনা উঠে বললো, আমি ভাইজানের জন্য নাশতা আনছি।

মনজুর! বেলা কত হয়েছে বলোতো?

আরে দোস্ত! সোয়া দশটা বেজে গেছে। সত্যি নাশতার সময় উতরে যাচ্ছে। কাজেই জলদি তৈরি হও।



www.pathagar.com

ইউসুফ কামরার বাইরে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরে মুখ হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলো। তেপায়ার ওপর রাখা নাশতা ও চা দেখে সে বললো, আমার সাথে আর কেউ শরীক হবে না?

মনজুর বললো, দোস্ত! আমি দুবার নাশতা করেছি। একবার ঘর থেকে করে এসে আবার এখানে ডা. জামিল ও চাচীজানের সাথে করতে হয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হয় আমিনা বোন আমার জন্য পেটের কোণায় একটু জায়গা রেখেছে।

ভুখ তো একদম নেই ভাইজান! তবুও আপনার খাতিরে এক কাপ চা আপনার সাথে খাবো।

নাশতার মাঝখানে ইউসুফ বললো, আমি ভালো আছি একথাটা মনজুর সাহেব আমার বাড়ির লোকদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলে তো?

জী হ্যাঁ, আমার কিছু বলার প্রয়োজনই হয়নি। তোমার আব্বাজান আমাকে দেখেই বললেন, ইউসুফ নিশ্চয়ই নতুন কিতাব লেখায় মশগুল হয়ে গেছে? এখন আমিও দোয়া করি, আল্লাহ যেন তার মেহনতে বরকত দেন। কিন্তু সে বাড়িতে বসে লিখলে আরো বেশী নিশ্চিন্তে লিখতে পারতো–তারপর আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ তিন চার সপ্তাহের মধ্যে ইউসুফ ভাই এখানে এসে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এখন তুমিও তাঁকে পত্র লিখে দাও।

তিন সপ্তাহ পরে ফজরের নামায পড়ে ইউসুফ আঙিনায় হাঁটাহাঁটি করছিল এমন সময় টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। রিসিভার হাতে নিতেই ওদিক থেকে ফাহমিদার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

দেখুন, আপনি আগামীকাল গ্রামের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন একথা জেনে আব্বাজান খুব খুশি হয়েছেন এবং একথা আপনাকে জানাতে বলেছেন।

আব্বাজানের শোকরিয়া। কিন্তু আমার জন্য আব্বাজানের চাইতে তোমার খুশির গুরুত্ব বেশী।

জনাব! মানুষ নিজের খুশি ও দুঃখ নিজেই প্রকাশ করতে পারে না। আমি কেবল এতটুকু বলতে পারি, এ খুশি আমি লাভ করেছি অজস্র অশ্রুমালা ও দোয়ার বিনিময়ে। পরশু জামিল চাচা এ ব্যাপারে ফোন করে জানালে চরম আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। হ্যাঁ আর একটা কথা, আপনার পাণ্ডুলিপি পড়ার পর জামিল চাচা আমার কাছে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। আপনার লেখার এমন প্রশংসা করেছেন যে, গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে। আম্মু, আব্বু ও নাসরীনও খুব খুশি হয়েছে। খালেদা আপা ও উমর সেদিন এখানে এসেছিল। তারা নাসরীনকে কিছুদিনের জন্য তাদের গ্রামে নিয়ে যেতে চায়। নাসরীন প্রথমে রাজি হয়নি। তারপর আপনি গ্রামে যাবেন এ খবর শুনে সে যেতে রাজি হয়েছে। যাবার সময় সে আমার কানে কানে বলে গেছে, সুযোগ পেলে সে উমর ও তার আব্বু আম্মুকে নিয়ে একবার আপনাদের গ্রাম থেকে ঘুরে আসবে। আজ আমি তাকে পত্র লিখে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি আগামী কাল গ্রামে চলে যাচ্ছেন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, সে একদিন নদী পার হয়ে, আপনাদের গ্রামে পৌঁছে যাবে এবং তার সাথে উমর, তার আম্মু এমনকি আব্বুকেও যেতে রাজি করাতে সক্ষম হবে।



www.pathagar.com

দেখো ফাহমিদা! তাকে পত্রে একথাও লিখে দাও, যেন আসার আগে তার প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাকে জানায়। তাহলে ঠিক সময়মতো নদীর এপারে আমরা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রাখতে পারবো। তোমাদের খান্দানের অন্য লোকদের মত ডাক্তার জামিলও আমাকে ভালোবাসেন এজন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। তিনি পাণ্ডুলিপিটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছেন এবং তার মধ্যে সংশোধনও করে দিয়েছেন। আবার এও বলেছেন যে, পাণ্ডুলিপিটি তিনি আর একবার পড়তে চান। কাজেই যে দায়িত্ব আমি তোমাকে দিতাম সেটি তিনি নিজেই নিয়েছেন।

আপনার জানা উচিত, যা আমি পছন্দ করি আমার চাচা তা অপছন্দ করতে পারেন না।

এ দুনিয়ার কোনো মানুষই তোমার পছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করতে পারে না। আর সম্ভবত লোকেরা এ কারণে আমার মতো একজন বেকারকেও পছন্দ করতে শুরু করেছে।

দেখুন, আমার সামনে আপনাকে কখনো কেউ বেকার বলার দুঃসাহস করতে পারে না। আর আমার আবেদন, গ্রামে পৌঁছে যাবার পর আমাকে সপ্তাহে অন্তত একটি করে পত্র লিখবেন।

চেষ্টা তো করবো প্রত্যেক দিন পত্র লেখার তবে নতুন উপন্যাস লেখার মুড যদি প্রবল হয়ে দেখা দেয় তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহের পূর্ণ ডায়েরী লিখে পাঠিয়ে দেবো।

আল্লাহর ওয়াস্তে ডায়েরী অবশ্যই লিখবেন। সবাইকে আপনার সালাম পৌঁছে দেবো।

## ১৪

ট্রেন স্টেশানে থামলো। ইউসুফের গ্রামের কিছুলোক তাকে একটি কামরার সামনে দাঁড়ানো দেখে এগিয়ে গেলো। ইইসুফ তার সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নেমে পড়লো। একজন দৌড়ে তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে নিল।

গাড়ি প্লাটফরম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ইউসুফ লোকদের বললো, আপনারা বাড়িতে চলে যান, আমি করবস্তান হয়ে যাবো। ইউসুফের এক চাচাও তার সংগ দিলেন। কিছুক্ষণ পর লোকেরা বাঁদিকে মোড় নিয়ে গ্রামের পথ ধরলো। ইউসুফ ও তার চাচা ডান দিকে ঘুরে করবস্তানের দিকে এগিয়ে চললো। শিরশির করে বাতাস বয়ে চলছিল। দিগন্ত বিস্তারী গমের ক্ষেতগুলিতে সবুজের শোভা এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করেছিল।

কবরস্তানের মধ্যে তারা একটি নতুন কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ইউসুফ নিচুস্বরে দোয়া পড়ছিল এবং তার চোখের কোণায় জমে উঠছিল নিরব অশ্রু বিন্দু। এক সময় সেগুলি টপ টপ করে ঝরে পড়তে লাগলো। ইউসুফের কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো চাপা কান্নার সুর। কান্না জড়িত কণ্ঠে সে বলতে লাগলো।

'দাদিজান! আমার জীবনে এমন সময় কখনো আসেনি যখন আমি আপনাকে দেখার, আপনার কথা শোনার এবং আপনার সাথে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করিনি। আপনার সামনে আমি কখনো মনে করিনি আমি বড় হয়ে গেছি। আমি সেই ছোট্ট ছেলেটি আছি যাকে নিয়ে আপনি চাঁদনী রাতে ছাদে উঠে এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ যেভাবে লোকেরা চতুর্দশীর চাঁদকে দেখে থাকে সেভাবে যেন আমার এই নাতিকে দেখে



www.pathagar.com

এবং এর জন্য সেই দোয়া করে যা আমি করছি। না দাদিজান! এখন আমার জন্য কেউ এ দোয়া করবে না। আর আম্মীজান যিনি দোয়া করা শিখেছিলেন। আপনার কাছ থেকে তিনি আপনার আগেই চলে গেছেন এ দুনিয়া ছেড়ে। দাদিজান! আমি সেই ছোট ইউসুফটিই আছি, যাকে প্রতি পদে পদে দাদাজান, আম্মীজান, চাচা শের আলী ও আপনার দোয়ার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ আপনাকে, দাদাজানকে, চাচা শের আলীকে ও আম্মীজানকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আল্লাহ্ আমাকে যেন তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করার সৌভাগ্য দান করেন। রাব্বুল আলামীন! আমাকে কিয়ামতের দিন আমার খান্দানের বুযর্গদের সামনে শরমিন্দা করবেন না।

কবরস্তান থেকে বের হয়ে তার চাচা বলতে লাগলেন, বেটা ইউসুফ! শেষ সময় পর্যন্ত তিনি তোমার ইন্তিজার করছিলেন। অজ্ঞান অবস্থার মধ্যেও জ্ঞান ফিরে পেলেই বলছিলেন, আমার ইউসুফ এখনো আসেনি? সে ভালো অবস্থায় থাকলে অবশ্যই এসে পড়তো। তোমার চাচী বলছিলেন, তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হলে তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আমার ইউসুফকে দীর্ঘজীবী করো।

বাড়িতে পৌঁছার পর ইউসুফকে দেখে তার পিতা বললেন, বেটা! তোমার শরীরের একি হাল হয়েছে?

আব্বাজী! আমি একদম সুস্থ আছি। আমি ভ্রমণ ও ব্যায়াম করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি এবং লেখা-পড়ায় মশগুল হয়ে গেছি, সম্ভবত এরি বিরূপ প্রভাব আমার স্বাস্থ্যের ওপর পড়তে পারে, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন ইনশাআল্লাহ এখানে থেকে এ অভাব পূর্ণ করে দেবো। লেখাপড়া ছাড়াও ঘোড়সওয়ারী নিয়মিত করবো। যদি লাহোরে ঘোড়সওয়ারীর কোনো ব্যবস্থা থাকতো তাহলে আমার স্বাস্থ্য ঠিক থাকতো।

আব্দুর রহীম বললেন, বেটা! আমার মনে হয়, আবদুল আজীজের প্রশস্ত হাবেলীতে একটি ঘোড়ার জায়গা বের হতে পারতো। এখান থেকে একজন নওকর সহকারে আমি ঘোড়া পাঠাতে পারতাম। এর চেয়ে আরো সহজ হতো আমি মিয়া আবদুল করিমকে লিখে দিতাম এবং সে সব ব্যবস্থা করে দিতো।

আব্বাজান! এটা তো কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমি নিজের কাজে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমি মাত্র কয়েক ঘন্টা কাজ করবো এবং তারপর সকাল-সন্ধ্যা ঘোড়সওয়ারী করবো।

আবদুল রহীম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, বেটা! মনজুর আহমদ এখানে এসেছিল। সেও বলছিল, তুমি খুব ব্যস্ত। তবুও তার কথায় আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল যে, তুমি হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছো।

আব্বাজী! দুচার দিনের মধ্যে আমাকে আপনি আর অসুস্থ মনে করতে পারবেন না।

বেটা! তুমি কি তোমার নতুন বাড়ি দেখেছো? এটাতে আমি অতিদ্রুত গৃহস্থালী সাজাতে চাই।

আমি দেখে এসেছি আব্বাজান! আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নতুন বাড়ি এত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, বেটা! আমি নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী একটি সাময়িক প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছি মাত্র। এরপর তোমার ইচ্ছামতো তুমি একে বাড়াতে ও নতুন ইমারত বানাতে



www.pathagar.com

পারবে। আমি দোয়া করতে থেকেছি, তোমার ভবিষ্যত নিয়ে তুমি যে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুলেছো তা যেন পূর্ণ হয়। তুমি বড় লেখক হবে। যখন দূর দুরান্ত থেকে লোকেরা তোমাকে দেখতে আসবে, তাদের থাকার যেন কোন সমস্যা না হয় এজন্য আমি বাড়ির সাথে এক একর জমি আমার শাহজাদী পুত্রবধূর নামে লিখে দিয়েছি এবং আসিয়ত নামায় একথাও লিখে দিয়েছি যে, বাকি জমির যে অংশ তোমার ভাগে পড়বে তাও এই বাড়ির আশে পাশে এর সাথে সংশ্লিষ্ট জমি থেকেই গৃহীত হবে। এজন্য আমাদের দুটি ক্ষেতের বিনিময় করতে হবে। আমি সেই ক্ষেতের মালিকদের কিছু টাকা দিয়ে রাজি করিয়ে নিয়েছি।

ইউসুফের চোখে পানি ভরে উঠেছিল। সে গাঢ় কণ্ঠস্বরে বললো! আব্বাজী! আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আমার খান্দানের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারি।

বেটা! আমি তো মনে করি আমার বয়সের লোকেরা কেবল নিজের সন্তানদের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যেই এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকে। তোমার দাদা বলতেন, ইউসুফের কপালে কিছু লেখা আছে। আমি জানি না তিনি কি লেখা দেখতেন। তবে এখন আমি মনে করি তোমার জন্য তোমার মা, দাদি ও দাদার দোয়া যদি কবুল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি হবে অনেক বড় ব্যক্তি এবং অনেক খ্যাতির অধিকারী। তুমি এদিক দিয়েও বড়ই সৌভাগ্যবান, যারা তোমাকে একবার দেখে তারাই তোমার জন্য দোয়া করতে থাকে। আমি বুঝি, বই লেখার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি আজ এখানে আরাম করো এবং আগামী কাল নিজের বাড়িতে চলে যাও। ভাল্লু সেখানে প্রহারাদার হিসাবে থাকবে এবং তোমার অনুমতি ছাড়া কাউকে ওখানে ঢুকতে দেবে না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে ইউসুফ নামায শেষ করে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। গ্রামের চারদিকে একঘন্টা পর্যন্ত কয়েক চক্কর দেবার পর বাড়িতে ফিরে এলো। আবদুর রহীম নাশতার টেবিলে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ইউসুফ তার সামনে বসতে বসতে বললো, আব্বাজান! এখন তো আর আমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে না?

বেটা! ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে ঘোড়া ছুটাতে দেখছিলাম। আমি খুব খুশি হচ্ছিলাম। আমার বিশ্বাস দুতিন দিন পর তুমি একেবারে তরতাজা হয়ে উঠবে।

নাশতা শেষে সে তার নতুন বাড়িতে চলে গেলো। দুপুরে সে ফাহমিদাকে পত্র লিখছিল, 'ফাহমিদা! গ্রামের খোলামেলা তাজা পরিবেশে শ্বাস নেয়ার ফলে আমার শারীরিক সুস্থতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আজ সকালে আমি একঘন্টা ঘোড়া ছুটিয়েছি এবং নাশতার পর নিজের নতুন বাড়িতে এসেছি তুমি শুনে অবাক হবে, আব্বাজান আমার জন্য একটি নতুন কামরায় একটি সুদৃশ্য টেবিল ও কয়েকটি নতুন চেয়ার রেখে দিয়েছেন। নাশতা করেছিলাম আব্বাজানের সাথে এবং শেষ করার সাথে সাথেই তিনি আমাকে বললেন, এখনি নিজের ঘরে চলে যাও এবং বিশ্রাম করো, যাতে তুমি তাজাদম হয়ে লেখায় মনোসংযোগ করতে পারো। ফাহমিদা! আমি কখনো কখনো ভাবি তোমার কারণে আমার জগতে কতবড় ইনকিলাব এসে গেলো। এক জামানা ছিল যখন কেউ



www.pathagar.com

হাসিঠাট্টাচ্ছলে যদি এসে বলতো যে, ইউসুফ উমুক জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো কিতাব লিখছে তাহলে তিনি ছড়ি হাতে সেখানে পৌঁছে যেতেন। আর এখন তিনি চান আমি একটা মিনিটও যেন নষ্ট না করি।

একমাস পরে ইউসুফ নাসরীনের পত্র পেলো। সে লিখেছে, 'ভাইজান! আপনি নারাজ না হলে আপনাকে জানাতে চাই; আমিও মুহাম্মদ উমর আগামী রোববার দরিয়া অতিক্রম করে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে যাবো ইনশাআল্লাহ। আপা ফাহমিদা নিশ্চয়ই আমাদের যাবার কথা আপনাকে জানিয়েছে। আমরা সকলেই নিজেদের ঘোড়াসহ নদী পার হবো কাজেই আমাদের জন্য সওয়ারীর বন্দোবস্ত করার কোনো প্রয়োজন হবে না। আমরা দুদিনের বেশী আপনাদের ওখানে থাকতে পারবো না

রোববার ফজরের ওয়াক্তে ইউসুফ ঘোড়া থেকে নেমে দরিয়ার কিনারে নামায পড়ে নিল। তারপর খেয়াঘাটে পৌঁছে নদীর অন্য তীরে দেখতে লাগলো লোকেরা নৌকায় আরোহন করছে। নৌকা নদীতে ভাসতে শুরু করলে এ তীরে দাঁড়ানো নৌযাত্রী ও মাঝিমাল্লাদের সাথে কথা বলতে লাগলো সে। একজন বয়োবৃদ্ধ মাঝি বললো, মিয়াজী এবছর তো শিকার অনেক ছিল কিন্তু আপনি আসেননি?

ভাইসাহেব! আমি কিছুটা অন্যকাজে ব্যস্ত ছিলাম।

মিয়াজী! ওপারে যেতে হলে বলুন, নৌকা ভরে যাবার আগেই আমি আপনাকে ওপারে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

আপনার বড়ই মেহেরবানী, কিন্তু আমি এসেছি আমার মেহমানদের নেবার জন্য। আমার মনে হয় তারা ঐ নৌকায় আসছে এবং তাদের সাথে ঘোড়াও আছে।

মিয়াজী! তিনটি ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি।

ইউসুফ কিছুক্ষণ নৌকার দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে দুহাত উপরে উঠালো। জবাবে নৌকা থেকে নাসরীন ও মুহাম্মদ উমরও তাদের হাত বুলন্দ করলো।

ইউসুফ ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। নৌকা কিনারায় পৌঁছে গেলো। সওয়ারীরা নামার পর ঘোড়া নামানো হলো। নাসরীন দৌড়ে এসে বললো, ভাইজান! আপনাকে ঘোড়ার পিঠে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম কিন্তু আমাদের জন্য আপনার এখানে না আসা উচিত ছিল।

ইউসুফ হাসলো। শাহজাদী বোন! তোমার ডাক্তার চাচার হুকুম ছিল প্রতিদিন নিয়মিত ভ্রমণ করতে হবে। আজ তোমরা আসবে তাই আমি ঘোড়ায় চড়ে এদিকে চলে এলাম। এর আগে ভ্রমণে আমি কখনো এত খুশি হইনি।

উমর বললো, আল্লাহর শোকর আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন। আপনার ব্যাপারে আমরা খুবই পেরেশান ছিলাম। আপনি ওয়াদা করুন, আমরা ফিরে যাবার সময় আমাদের সাথে যাবেন এবং কিছুদিন আমাদের বাড়িতে কাটাবেন। আম্মাজান ও আব্বাজান আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

নওকর একের পর এক নাসরীন ও উমরের ঘোড়ার লাগাম তাদের হাতে দিল। তারপর নৌকায় গিয়ে তৃতীয় ঘোড়াটি নিয়ে এলো। তার পিঠে ছিল বিরাট বোঝা।



www.pathagar.com

উমর বললো, আমি গতকাল একটি হরিণ ও একটি নীল গাই শিকার করেছিলাম। হরিণটা তো আস্ত নিয়ে এসেছি তবে নীল গাইটার কিছু গোশ্‌ত কেটে নিয়ে ছিলাম। আর আছে পাঁচটি বড় পানকৌড়ি। আম্যর ইচ্ছা ছিল আমি নিজেই আপনাকে শিকারে নিয়ে যাবো। কিন্তু আপনি কোথায় আছেন তাও তো আমি জানতে পারিনি। তারপর জানলাম আপনি জখমই হয়ে গেছেন এবং জালিন্ধরের হাসপাতালে আছেন। এটা যদি আগে জানতাম তাহলে প্রতিদিন সেখানে শিকার পাঠাতাম।

আচ্ছা! শিকার আনার জন্য শোকরিয়া। আর তাছাড়া নীল গাইয়ের গোশত আমার খুব পছন্দ। এখন আমাদের দ্রুত বাড়িতে পৌঁছানো উচিত। তোমাদের নওকরের নাম কি?

জী, ওর নাম করিমুল্লাহ। সে জীবিত পানকৌড়ি ধরার ব্যাপারে খুবই দক্ষ।

ইউসুফ বললো, করিমুল্লাহ! ঘোড়ার পিঠে তোমার বসার মতো জায়গা আছে?

জী না, একদিকে আছে হরিণ এবং অন্যদিকে নীল গাইর গোশত ও পানকৌড়িগুলো বাঁধা অবস্থায়। অবশ্য আমি আবার ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া বেশী পছন্দ করি না। আপনি আমার কথা চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের পেছনে পেছনে ঠিক চলে যাবো।

ইউসুফ বললো, দেখো করিমুল্লাহ! এগুলি অনেক মূল্যবান শিকার এবং আমি এগুলিকে দ্রুত বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে করি। তুমি ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে দিয়ে দাও এবং নিশ্চিন্তে আমাদের পেছনে পেছনে চলে এসো। তুমি কি চলে আসতে পারবে, না তোমার জন্য পথে কারোর থেকে ঘোড়া নিয়ে পাঠিয়ে দেবো?

মিয়াজী! আমি তো ঐ মরা ঘোড়াটার পিঠে চড়তেও ভয় পাই। তবে হ্যাঁ আমি ঠিকমতো চলে যাবো। আপনাদের বাড়িতে পৌঁছার পর আমার জন্য বেশীক্ষণ ইন্তিজার করতে হবে না। কিন্তু দেখুন, নাসরীন বিবির ঘোড়াটি বেশী খোঁড়াচ্ছে।

উমর বললো, জনাব! কাল আমি এটিকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে সম্ভবত একটি ছোট খালের ওপর দিয়ে লাফাবার সময় তার পায়ে চোট লেগেছে। তবে তখন এটা আমি ঠিক অনুভব করতে পারিনি। সকালে আমরা বাড়ি থেকে বের হবার সময় এটা কিছুটা খোঁড়াচ্ছিল। আমি মনে করেছিলাম কিছুদূর চলার পর এটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দরিয়া পর্যন্ত আসার পরও যখন তার অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না তখন আমি তার পায়ে ও হাঁটুতে হাত বুলিয়ে হাঁটুতে কিছুটা ফোলা ভাব অনুভব করলাম।

এ অবস্থা হলে আমাদের অবশ্যই ধীর গতিতে চলতে হবে।

জনাব! দুদিনেই এর ব্যথা ভালো হয়ে যাবে।

ভালো হয়ে যাবে ঠিকই, তবে এত তাড়াতাড়ি নয়।

নাসরীন বললো, ভাইজান! আমাদের মাত্র দুদিন আপনাদের গ্রামে থাকার অনুমতি মিলেছে। আর আমরা না গেলে আপাজান খুব পেরেশান হয়ে পড়বেন।

ঠিক আছে, যদি এ ঘোড়াটির পা সেরে না যায় তাহলে ফিরে যাবার জন্য আর একটি উন্নতমানের সওয়ারীর ব্যবস্থা করা যাবে।

কিন্তু ভাইজান! সেটি ফিরিয়ে আনবে কে?



www.pathagar.com

শাহজাদী বোন! এটি হবে একটি তোহফা। তোমার ঘোড়া যখন সুস্থ হয়ে উঠবে তখন তাকেও ফেরত পাঠানো হবে। তাছাড়া কোনো ভালো তোহফা কখনো ফেরত নেয়া হয় না। আমাদের প্রতিবেশী সরদার মংগোল সিং একজন বড় জোতদার। উচ্চ জাতের ঘোড়া পালার শখ তার খুব বেশী। কয়েক মাস আগে তিনি আমাকে একটি সুদর্শন ঘোড়া তোহফা হিসাবে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘোড়াটি দেখেই আমার মনে হয়েছিল এই অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন সুদর্শন ঘোড়াটির পিঠে একজন শাহাজাদীরই সওয়ার হওয়া উচিত।

কিন্তু ভাইজান! জালিন্ধরে তার দেখাশুনা করবে কে?

জালিন্ধর পাঠানোর পরিবর্তে মুহাম্মদ উমরের আস্তাবলেই তার স্থান সংকুলান করতে হবে, যাতে তোমাদের খান্দানের যে কেউ দরিয়া পার হয়ে এখানে আসতে চাইলে তার রাস্তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। নদী পার হবার পর মাত্র একবার ঘোড়ার পিঠে পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করার প্রয়োজন হবে এবং সওয়ার চোখ বন্ধ করে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। অন্যথায় মংগোল সিং এর ঠিকানা তো সে জানেই। তার গ্রাম আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র দুমাইলের পথ।

ভাইজান! এতো খুবই ভালো কথা। দুতিন দিন পরপর আমি আপনার কাছে চলে আসতে পারবো। আবার কোনোদিন এমনও হতে পারে ফাহমিদা আপাকেও আমি গ্রামে ডেকে নিতে পারি এবং তারপর আচানক একদিন আপনি দেখবেন সেই খুবসুরাত ঘোড়াটি আপাজানকে তার পিঠে বসিয়ে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে। এতে আপনি রাগ করবেন না তো?

ইউসুফ হেসে বললো, ভাই! আমার ভয় হচ্ছে তোমার আপাজান তোমাকে পিটুনি না দেয়।

ইউসুফ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে করিমুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাদের গ্রামের পথ চিনবে তো?

জী হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনি। আমি প্রায়ই ধারিওয়াল যেতাম পানকৌড়ি নিয়ে। পথে আপনাদের গ্রাম পড়তো। একবার বড় মিয়া আমার কাছ থেকে চারটি জীবিত পানকৌড়ি কিনেছিলেন।

আরে ইয়ার! তাহলে তো তুমি বড়ই কাজের লোক বোঝা যাচ্ছে।

একথা বলেই ইউসুফ ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী ঠুকলো। ঘোড়া দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু মালপত্রবাহী ঘোড়াটি তার সংগ দিতে যেন ইতস্তত করছিল। পিছন থেকে উমর ছড়ি বাগিয়ে দুচার ঘা বসিয়ে দিতেই ঠিকমতো ছুটতে থাকলো।

বাড়িতে পৌঁছার পর তাদেরকে দেখে মিয়া আবদুর রহীম খুব খুশি হলেন। ইউসুফ বললো, আব্বাজী! এরা আপনার জন্য তোহফা এনেছে।

বেটা! তোহফা তো আমাদের দিতে হবে। এরা কেন তোহফা এনেছে?

আব্বাজান! এরা আপনার জন্য একটি হরিণ, নীল গাইর গোশত ও পানকৌড়ি এনেছে।

আবদুর রহীম উমরের সাথে কোলাকুলি করে এবং নাসরীনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, হ্যাঁ বেটি! শাহজাদীদের তোহফা এমনটিই হয়। বেটা! সেই শিকার কোথায়? জলদি বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও নয়তো খারাপ হয়ে যাবে।



www.pathagar.com

আব্বাজী! সেসব বাড়িতে পৌঁছে গেছে এবং ইনশাআল্লাহ কোনো জিনিস খারাপ হবে না। শহর থেকে বরফ আনার জন্য আমি লোক পাঠিয়েছি। আর এগুলি রান্না করার জন্য উমরের লোকও এসে পড়বে শিগগিরই। সে শিকার করা, শিকার সংরক্ষণ করা ও শিকার রান্না করার কাজ সবই জানে।

আবদুর রহীম নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বললো, বেটি! তোমার কারণে আমাদের বাড়িতে অনেক খুশির নহবত বেজেছে। আজ ইউসুফকে আমি ঠিক তেমনি দেখছি যেমনটি তাকে আগে দেখতাম। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এবার যখন সে বাড়ি এসেছিল তখন তার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল।

আব্বাজান! আল্লাহর শোকর ভাইজানের শরীর ভালো হয়ে গেছে।

বেটি! তুমি তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেছিলে কবে?

নাসরীন আচানক পেরেশান হয়ে ইউসুফের দিকে তাকালো। তারপর সামলে নিয়ে বললো, ভাইজান এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁকে রোগী রোগী মনে হতো। ডা. কামাল উদ্দীন ও চাচা জামিল দুজন মিলে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সন্তোষ প্রকাশ করলেন যে তাঁর কোনো রোগ নেই এবং কোনো ওষুধ খাওয়ারও দরকার নেই। তারা বললেন, খোলামেলা পরিবেশে তরতাজা হাওয়ায় ভ্রমণ করাই এখন তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা। তাছাড়া মওসুম বদলে গেলে সাঁতার কাটাও তাঁর জন্য খুব উপকারী হবে। বর্তমানে দুতিন মাস ভ্রমণ ছাড়া ঘোড় সওয়ারীও তাঁর জন্য খুবই উপযোগী হবে।

বেটি! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ইউসুফ এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল অথচ আমাকে কেউ একটুও জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। মনজুর এসেছিল সেও আমাকে একটু সান্ত্বনা বাণী শুনিয়ে চলে গিয়েছিল। আমার বৌমা দুতিনটে পত্র লিখলো। তাতে কেবল ইউসুফের জন্য দোয়া করার তাগিদ ছিল। আমি এর অর্থও বুঝেছিলাম যে, ইউসুফ যে কাজ শুরু করেছে তাতে সাফল্য লাভের জন্য আমাকে দোয়া করতে হবে। আমি তো কখনো চিন্তাও করতে পারিনি যে, আমার বাঘের মতো ছেলেটি কোনোদিন অসুস্থও হতে পারে।

আব্বাজী আমি অসুস্থ ছিলাম না। কয়েকদিন এমন কষ্ট ছিল যা আমার বোধগম্য ছিল না এবং ডাক্তারও আমার দুর্বল হয়ে পড়ার তেমন কোনো সন্তোষজনক কারণ নির্ণয় করতে পারেনি।

বেটা! কেউ কি তোমাকে একথা বলেনি যে, তোমার বেশী প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামের বাড়ির তাজা দুধ, মাখন ও ঘি।

আব্বাজী! দুধ তো সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু আমার ভুখ লাগতো না। যখন থেকে নিজের গ্রামের পানি পান করতে থেকেছি তখন থেকে আমি সুস্থ হয়ে গেছি।

তৃতীয় দিন উমর ও নাসরীন ফিরে যাবার প্রস্তুতি করছিল। কিন্তু আবদুর রহীমের অত্যধিক চাপাচাপিতে তারা আরও একদিন থেকে গেলো।

ফেরার পথে যখন নাসরীন ও উমর ইউসুফের সাথে নদীর দিকে চলছিল, নাসরীন বললো, ভাইজান! প্রথমে এ ঘোড়াটির পিঠে সওয়ার হতে আমার বেশ ভয় লাগছিল কিন্তু এখন আর ভয় নেই। মনে হচ্ছে কোনো ভালো সওয়ার একে ইতিপূর্বে ট্রেনিং দিয়েছে।



www.pathagar.com

যেদিন আমার প্রথম মনে হয়েছিল আমার শাহজাদী বোন এর পিঠে সওয়ার হবে সেদিন ট্রেনিং দেবার জন্য আমি কয়েকদিন একে ছুটিয়ে ছিলাম। মানুষের মতো কোনো কোনো পশুর মধ্যেও কোনো বক্রতা থাকে না। প্রথম দিন থেকেই এর ওপর সওয়ারী করে আমি অনুভব করেছি, আল্লাহ এ খুবসুরাত ঘোড়াটি আমার শাহজাদী বোনের সওয়ারীর জন্য বানিয়েছেন।

ভাইজান! যখনই আপনার কথা চিন্তা করি, আমি অনুভব করতে থাকি আমি বড়ই সৌভাগ্যবতী। কিন্তু এখন এ ঘোড়াটাকে জালিন্ধরের পরিবর্তে খালেদা আপার ওখানে রেখে যেতে হবে, এ চিন্তায় আমি পেরেশান হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু এতে আমার একটা লাভ অবশ্যই হবে। তুমি নিজের ঘোড়া দেখার বাহানায় উমরদের গ্রামে এসে যাবে এবং সেখানে পৌঁছে আমাদের গ্রাম বেশী দূর বলে মনে হবে না। তবে একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাঝে মধ্যে এ ঘোড়া সোজা তোমাকে মংগোল সিংয়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে। কারণ কখনো সুযোগ পেলে সে পূর্ণ বেগে ছুটে মংগোল সিংয়ের বাড়িতে চলে যেতো। তখন তার নওকর আবার একে আমাদের বাড়িতে দিয়ে যেতো।

কিছুক্ষণ পরে মুহাম্মদ উমর ও নাসরীন নৌকায় উঠে বসেছিল এবং ইউসুফ তাদেরকে আলাবিদা বলছিল।

নাসরীন ও উমরকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে পৌঁছার পর ইউসুফকে দেখেই তার আব্বাজান বললেন, বেটা! তোমার জন্য সুখবর আছে।

কেমন সুখবর আব্বাজান?

বেটা! লাহোর থেকে বিলকিস বিবির চিঠি এসেছে। আগামীকাল মনজুর আহমদকে নিয়ে তিনি এখানে আসছেন। তিনি এও লিখেছেন, তোমার শশুরবাড়ির ইংগিতে কনে রুখসাতের দিন নির্ধারণ করার জন্য তারা আসছেন। আবদুল আজীজ লাহোরে নেই। নয়তো তিনিও আসতেন। বেটা! আমি তাদের কোনো লম্বা তারিখ দেবো না। পত্র পড়ার পর আমার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হয় তা হচ্ছে এই যে, আমারা তাদের সাথেই কয়েকজন লোককে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবো।

আব্বাজী! আমি বিশ্বাস করি, তারা সবাই আপনার খুশিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবেন। আপনি বলতেন, বরযাত্রীদের সংখ্যা আঠারো উনিশের বেশী হওয়া উচিত নয় এবং এই সীমিত সংখ্যক লোকদের তৈরি হবার জন্য বেশী সময় দেয়া লাগে না। আমি মনে করি অর্থহীন রসম রেওয়াজগুলি খতম করার কাজ আমাদের খান্দান থেকেই শুরু হওয়া উচিত।

বেটা! যদি আমি কখনো আঠারো উনিশজন বরযাত্রীর কথা বলে থাকি তাহলে এখন আর আমার সেই ফায়সালা পরিবর্তন করার কথা বলবো না। আমি তোমার এ কথার সাথে একমত যে, কেবল ওলিমার দাওয়াতে বেশী লোককে আমন্ত্রণ করা উচিত। আমার বিশ্বাস, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা একটা ভালো কাজ শুরু করবো। তাছাড়া কন্যার বাড়িতে শত শত বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া কোনো গর্বের ব্যাপার নয়। নাসির উদ্দীন সাহেব ও তার পরিবারের লোকেরাও লোক দেখানো অনুষ্ঠানাদি পছন্দ করেন না, এটা আমার জন্য বড়ই আনন্দের বিষয়। আমরা কোনো বড় বরযাত্রী নিয়ে যাইনি বলে তাঁরা কোনো অভিযোগও করবেন না।



www.pathagar.com

আব্বাজী! নাসির উদ্দীন সাহেব যেমন দীনদার তেমনি ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বাহ্যিক লোকদেখানো অনুষ্ঠানকে ঘৃণাও করেন।

তাদের সমস্ত পরিবারটিই খুব ভালো। নয়তো এটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয় যে, নিজেদের বাড়ি থেকে শত শত মাইল দূরে একটি জায়গায় তোমার সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আর আবদুল করিমের মতো বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রিয় ব্যক্তির উপর এর এ প্রভাব পড়েছে যে, তুমি তার সাথে কথা বলেছো এবং সে কোনো লম্বা-চওড়া প্রোগ্রাম বানাবার পরিবর্তে সেখানেই তার মেয়েকে মনজুরের হাতে সোপর্দ করেছে। অথচ এত বড় ধনী লোকের মনে লোকভয় জাগা স্বাভাবিক ছিল।

আব্বাজী! আমি মনে করেছিলাম, হয়তো আমিনা এটা পছন্দ করবে না কিন্তু না, সে খুবই খুশি হয়েছে।

বেটা! আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমার বৌমা তোমাদের চাইতে বুদ্ধিমতী।

আব্বাজী! একটি ঘটনা আমরা আপনার আগোচরে রেখেছি। আর আমার মনে হয় এখন সেটা আপনাকে বলায় কোনো ক্ষতি নেই। ঘটনাটা হচ্ছে, জালিন্ধরে যাবার পথে আমার ওপর আচানক হামলা হয়েছিল। মনজুর আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় জালিন্ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে সোজা ফওজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে এ সমস্যা দেখা দেয় যে, সম্ভবত চিকিৎসার জন্য আমাকে লাহোর স্থানান্তরিত করা হতে পারে। তখন সবাই ফায়সালা করেছিল, আমাদের কয়েকজন আত্মীয়কে সেখানে ডেকে নেবেন এবং আমাদের এম্বুলেন্সের সাথেই ফাহমিদাকেও রুখসাত করবেন। কিন্তু ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় আমার শরীর দ্রুত সেরে ওঠায় এ চিন্তা মুলতবী হয়ে যায়। নয়তো এ ঘটনাটি আমাদের পরিবারের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্ববহ হতো।

আবদুর রহীম ইউসুফের কাঁধে হাত দিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, বেটা! যদি আমার বৌমা একথায় রাজি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। সে তার সাথে এ গৃহে অনেক বরকত নিয়ে আসবে। প্রথমে তোমার জখমগুলি সম্পর্কে আমাকে বলো।

আব্বাজী! আমার জখম এখন শুকিয়ে গেছে। কাঁধের নিচে একটি গুলী ভয়ংকর হতে পারতো কিন্তু সেটা বের করে, নেয়া হয়েছে। মাথায়ও একটি জখম হয়েছিল কিন্তু দুদিন পরে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

আবদুর রহীম আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, বেটা! এত কিছু ঘটে গেলো এর পরও তোমার জখমী হবার কথা কেউ আমাকে জানালো না।

আব্বাজী! আমার জ্ঞান ফিরে আসার পর জেনেছিলাম ফাহমিদা সকল আত্মীয়কে পেরেশান করতে মানা করে দিয়েছিল। আপনার ব্যাপারে তার মনে এই দুশ্চিন্তা দানা বেঁধেছিল যে, আমার ব্যাপারে সামান্যতম দুঃখও আপনি বরদাশত করতে পারবেন না। সে তার আব্বা আম্মাকেও বলে দিয়েছিল যে, ইউসুফ সেরে উঠলে আমি নিজের ত্রুটির জন্য তার কাছে ওজর পেশ করবো আর আমার শশুরের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি তিনি আমার ত্রুটিকে শাস্তিযোগ্য মনে করবেন না।

বেটা! আল্লাহ আমার বৌমাকে অশেষ খুশি দান করুন। সে সঠিক চিন্তা করেছিল।



www.pathagar.com

## ১৫

ফাহমিদা তার বাপের বাড়ি থেকে রুখসাত হচ্ছিল। গাড়ির ড্রাইভাররা, ঘরের নওকর চাকরসহ কনে পক্ষের মেহমানদের সংখ্যা একুশের বেশী ছিল না। আবদুল আজীজ, তাঁর স্ত্রী বিলকিস, আমিনা ও মনজুর আহমদ বরযাত্রীদের সাথে এসেছিল। আবদুল আজীজ কোনো সরকারী কাজে অমৃতসরে তাদের সংগ ত্যাগ করলেন। তবে আবদুর রহীম ও আমিনার পীড়াপীড়িতে বিলকিস বেগম কয়েকদিনের জন্য তাদের গ্রামে থাকতে রাজি হয়ে গেছেন। যখন তারা ধারিওয়ালের রেলওয়ে লাইন পার হয়ে গ্রামের দিকে যাওয়ার কাঁচা সড়কে উঠলো তখন দেখলো দিগন্ত বিস্তারী ক্ষেতের শ্যামলিমা সামান্য হলুদাভ হতে চলেছে। ঋতু বদলের পালা চলছিল। কিন্তু বাতাসের মধ্যে তেজীভাব, ছিল না। দুলহা ও দুলহিনের জন্য সুদৃশ্য যে গাড়িটি যোগাড় করা হয়েছিল আমিনা বেগম সেটি চালাচ্ছিল। সামনের সিটে বসেছিল জহির। অভ্যর্থনাকারীদের ভীড় জমে উঠেছিল বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে বাইরে হাবেলীর গেট পর্যন্ত। দুলহিনের গাড়ি ভিতরের হাবেলীর ফটকে এসে থামলো। গ্রামের মেয়েরা মুহূর্তের মধ্যে ফাহমিদার গলা ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মালায় ভরে দিল। ইউসুফের চাচী ও আমিনা তাকে ধরে বড় দালানের মধ্যে নিয়ে গেলো। সেখানে বয়স্ক মহিলারা ফাহমিদার সাথে কোলাকুলি করতে এবং তার হাত ও চেহারায় চুমো দিতে লাগলো।

অজিত কোর তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দিচ্ছিল এবং চিৎকার করে বলছিল দেখো বোনেরা, মায়েরা, আমার ভাবীর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে আর বিরক্ত করো না। যখন দেখলো কেউ তার কথা শুনছে না তখন সে নিজের শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলো এবং কয়েকজনকে ঠেলে পাশের কামরায় পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু বয়স্ক মহিলারা রেগে যাবার পরিবর্তে অজিত কোরের কাণ্ড কারখানা দেখে হাসতে লাগলো।

পরদিন ছিল ওলিমার দাওয়াত। ইউসুফের কলেজের অনেক সাথি এবং ডা. জামিল ও ডা. কামাল উদ্দীন ছাড়াও আরো অনেক দোস্ত ও মেহমানদের সাথে ইউসুফের কলেজের কতিপয় প্রফেসর এবং হাই স্কুলের হেড মাস্টার সাহেবও দাওয়াতে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে এসেছিলেন এমন একজন নওজোয়ান যাকে ইউসুফ প্রথম সাক্ষাতে ঠিক চিনতে পারেনি। তারপর যখন তার পরিচয় দান করা হলো, তখন ইউসুফের মনে হলো এই দায়িত্বশীল লোকটি কখনো তার সফর সংগী ছিলেন। তার নাম ইহসানুল হক। তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে ইউসুফের সাথে মিললেন।

ডা. জামিল, ডা. কামাল উদ্দীন ও ইহসানুল হক সেদিনই চলে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ভেতর থেকে আমিনা পয়গাম পাঠালো, চাচাজান ও তাঁর দোস্তদের আগামী কাল পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে এবং ইউসুফের জন্য যে তোহফা তারা এনেছেন তা ভীড় কমে যাওয়ার পর স্বাভাবিক পরিবেশে তাদেরকেই ইউসুফের সামনে পেশ করা উচিত। রাতের বেলা যখন মেহমানরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছিলেন তখন ফাহমিদা ডা. জামিল, ডা. কামাল উদ্দীন ও ইহসানুল হককে একটি প্রশস্ত কামরায় নিয়ে গেলো। তার হাতে ছিল একটি ছোট বাণ্ডিল। তার পিছনে পিছনে এলো বাড়ির একজন কর্মচারী একটি বড় ভারী প্যাকেট ঘাড়ে করে। ফাহমিদা প্যাকেটটি ডা. জামিলকে পেশ করে বললো, নিন চাচাজী! আপনার তোহফা আপনি নিজেই ইউসুফ সাহেবকে পেশ করুন।



www.pathagar.com

ডা. জামিল প্যাকেটটি হাতে নিয়ে বললেন, ভাই ইহ্‌সানুল হক! আপনার তোহফা আপনি নিজে পেশ করুন।

ইহ্‌সানুল হক প্যাকেট হাতে নিয়ে খুললেন। দুটি সুন্দর কিতাব ইউসুফকে পেশ করলেন। তার কভারে ও পুটে লেখকের নাম লেখা ছিল। ইউসুফ কিছুক্ষণ বই দুটি ওলট পালট করে দেখতে লাগলো। তারপর আচানক তার দুচোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো।

ইহ্‌সানুল হক বললেন, ইউসুফ সাহেব! আমি আপনার প্রকাশক। আর এ বাণ্ডিলে আরো পঁচিশটি কিতাব আছে। আপনি একে বিয়ের তোহফা মনে করে এখনি বিতরণ করতে পারেন।

ইউসুফ রুমাল দিয়ে নিজের অশ্রু মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ভাই! এটা হলো কেমন করে?

মনজুর বললো, ভাই! এ ব্যাপারটি বহু লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেউ আপনার পাণ্ডুলিপিটি হেফাজত করেছে। তারপর কতিপয় লোক এগুলি পাঠ করেছে। তারপর এক ডাক্তার সাহেব জানতে পারেন, যে ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহ তার চিকিৎসাধীন ছিল তার বড় ভাই একজন প্রকাশক। তখন আপনার উভয় কিতাবের পাণ্ডুলিপিসহ সেই প্রকাশকের কাছে চলে যান। ফায়সালা করা হয়, এ দুটি প্রকাশ করার পর আপনার সামনে পেশ করা হবে। ভাই! এতো ছিল কুদরাতের একটি খেলা। কিন্তু ঘটনাক্রমে এমনটি না ঘটলেও আজকের দিনে এ কিতাব অবশ্যই ছাপার হরফে আপনার সামনে চলে আসতো। কারণ আরো কয়েকজন এটি প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছিল।

ইউসুফ ফাহমিদার দিকে তাকালো। তার চেহারাও খুশিতে ডগমগ করছিল। সে বললো, মনজুর ভাই ঠিক বলেছিলেন, লোকেরা আপনার বই প্রকাশ করার ইনতিজাম করছিল কিন্তু ডা. জামিল ও ইহ্‌সানুল হক তাদের ওপর অগ্রবর্তী হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই ছোট মেয়েটিই আপনার কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বেশী হকদার যে আপনার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যেতে দেয়নি।

ইউসুফ ভরাট গলায় বললো, আমার মনে হচ্ছে আমি আচানক এমন এক দুনিয়ায় প্রবেশ করেছি যার দরোজা দীর্ঘকাল থেকে আমার জন্য বন্ধ ছিল। আমি এখন কেবল আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি, তিনি যেন আপনাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন।

কিছুক্ষণ পরে ডা. জামিলের সাথে একান্ত পরিবেশে আলাপচারিতায় ইউসুফ বললো, জামিল সাহেব! দীর্ঘদিন থেকে আমি অনুভব করছিলাম, আমি এক মরুভূর একাকী মুসাফির। কিন্তু তারপর আচানক এখানে জেগে উঠেছে মরুদ্যান চির বসন্তের আমেজ নিয়ে। আজ আমি চারদিকে দেখতে পাচ্ছি আমার একান্ত প্রিয়জন, যারা আমাকে স্নেহ করে, ভালোবাসে। ডা. জামিল ইউসুফের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আরে ভাই! যদি তোমার মধ্যে কোনো গুণও না থাকতো তাহলেও তোমাকে ভালোবাসার জন্য আমার এতটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল যে, আমার আদরের ভাতিজি তোমাকে পছন্দ করে। কিন্তু তোমার পাণ্ডুলিপি পড়ার পর আমার মনে হলো তোমার ব্যক্তিগত গুণের জন্যই তোমাকে মানুষ পছন্দ করবে এবং ভালোবাসবে।



www.pathagar.com

জামিল সাহেব! আমি যাদেরকে পছন্দ করি তাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করি। আপনি বলুন আপনার জন্য আমি কি দোয়া করবো।

আমি তোমার সম্পর্কে শুনেছিলাম, ফাহমিদা তোমার ব্যাপারে বলেছিল, তুমি এ দুনিয়ায় এসেছো মানুষের মধ্যে খুশি বিলাতে। আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমিও যেন মানুষের মধ্যে খুশি বিলাতে পারি।

ডা. সাহেব! আমি অনুভব করছি আপনি আমার শূন্য হৃদয় খুশিতে ভরে দিয়েছেন। আমার জন্য এটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয় যে, আপনি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আমার পাণ্ডুলিপি পড়েছেন এবং তারপর তা প্রকাশনারও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অসম্ভব বলে মনে করতাম।

পাণ্ডুলিপি পড়ার ব্যাপারে বলতে পারি, তোমার হাতের লেখা এত সুন্দর ছিল যে, দেখার পর পড়তে বাধ্য হয়েছি। আবার কোনো কোনো অংশ এমনই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে যে, একাধিকবার পড়েছি। এক রোগীর ভাই ছিল পাবলিশার, এটা ছিল একটা ঘটনাচক্র। প্রথমে হয়তো সে আমাকে খুশি করার জন্য পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়েছিল কিন্তু তারপর সে হঠাৎ আবিষ্কার করলো, আমার কারণে সে আগামীর একজন বড় লেখকের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব! কুদরাতের ক্যারিজমা দেখুন, যার হওয়া দরকার ছিল এদেশের সবচেয়ে বড় পাবলিশার তিনি হয়েছেন কিনা একজন প্রখ্যাত ডাক্তার।

ভাই! আমরা অধিকাংশই জানি না আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কি হবার জন্য। এ ব্যাপারে তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। বহু বছর আগেই নিজের ভবিষ্যতের রাস্তা তুমি নিজেই নির্ধারণ করে নিয়েছিলে এবং তোমার সংকল্পে কখনো কোনো প্রকার চিড় ধরেনি।

ডা. সাহেব! এদিক দিয়ে আমি অবশ্যই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমি আমার প্রথম পাণ্ডুলিপি জালিন্ধরের পথে গাড়ির মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং নাসরীন উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নাসরীনের কাছ থেকে নিয়ে ফাহমিদা সেটা পড়ে ফেলেছিল। তারপর আপনাদের খান্দান থেকে আমি পেয়ে গেলাম একগুচ্ছ কদরদান। অন্যথায় আমরা পরস্পরের জন্য একেবারেই অপরিচিত থাকতাম এবং একজন লেখক তার সকল বুলন্দ ইরাদা সত্ত্বেও অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতো। এ ধরনের একটা কিছু ঘটার সম্ভাবনাই ছিল বেশী।

আরে ভাই! আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় কিছু করার জন্য পয়দা করেছেন। কাজেই অজ্ঞাত অখ্যাত মৃত্যু তোমার কপালের লিখন নয়। ধরো, তোমার জীবদ্দশায় তোমার কোনো কিতাব প্রকাশিত হলো না। তারপরও তোমার আত্মীয়দের মধ্যে এমন লোক ছিল তোমার মুখ নিঃসৃত এক একটি কথা যাদের মনে থাকতো। আমি প্রথমে অবাক হয়েছিলাম, ফাহমিদা তোমার পাণ্ডুলিপিগুলির অতিরিক্ত এক একটি নকল তৈরি করে রেখেছিল এবং এ নকলগুলি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে তৈরি করা হয়েছিল।

ইউসুফ মুচকি হাসলো। বললো, চাচাজী! এ নকলগুলি তো ফাহমিদা করেছিল অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে। অন্যথায় তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন এ রচনা তার কণ্ঠস্থ হয়ে আছে।

কোনো ভক্ত পাঠক তার প্রিয় লেখককে এভাবেই অভিনন্দিত করে থাকে।



www.pathagar.com

ডাক্তার সাহেব! এদিক দিয়ে আমি অবশ্যই সৌভাগ্যবান। অতীতের সকল তিক্ততা সত্ত্বেও কখনো কখনো অনুভব করি আমি হতাশ ও অসহায় অবস্থায় কোনো অজানা পথে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর যখন ঘুম ভাঙলো দেখলাম আমার চারদিকে কেবল ফুল ছড়িয়ে আছে। জামিল সাহেব! কখনো কখনো ভাবি আমাকে যারা এত ভালোবাসে তাদের প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা পেশ করাও কি আমার দ্বারা কোনোদিন সম্ভব হবে। ইউসুফের আওয়াজ ভারী হয়ে গেলো। জামিল সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললো, না, এটা একটা অভিনব ব্যাপার, যে অন্যের থেকে কিছু পায় সে বুঝতে পারে সে কিছু পেয়েছে কিন্তু যে দেয় সে বুঝতে পারে না সে কি দিয়েছে।

মেহমানরা একে একে সবাই বিদায় নিয়েছিল। এক রাতে ইউসুফ বালাখানার একটি প্রশস্ত কামরায় বসেছিল। তার হাঁটুর ওপর একটি বড় সাইজের লেখার প্যাড। ডান দিকে তেপায়ার ওপর জ্বলছিল একটি টেবিল ল্যাম্প। ফাহমিদা চুপিসারে কামরায় প্রবেশ করে তার সামনে বসে পড়লো। আচানক ইউসুফ অনুভব করলো, সমস্ত কামরাটি সুগন্ধে ভরে গেছে। কোনো কথা না বলেই সে কলম ও প্যাড উঠিয়ে ফাহমিদার হাতে তুলে দিল। ফাহমিদা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ফাহমিদা! আমি ঠিক করেছি আমার নতুন বইটি তোমার হাত দিয়ে শুরু করবো। প্রথম দিকের কয়েকটি লাইন আমি বলবো এবং তুমি লিখবে। এরপর আর তোমাকে কষ্ট দেবো না।

যদি তুমি কেবল বলে যেতে থাকো তাহলে আমি প্রথম দিকের কয়েক লাইন কেন সমস্ত বইটাই লিখে দিতে পারি।

না বেগম সাহেবা! তাহলে কয়েক মিনিট পরেই আমি অনুভব করবো তোমার নাজুক হাত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তখন আমার লেখার মুড খারাপ হয়ে যাবে।

জী, আমার হাত অতটা নাজুক নয়।

আমার চোখ দিয়ে ও হাত দেখলে অমন কথা বলতে না।

আচ্ছা, তুমি বলে দাও।

ইউসুফ কয়েক মিনিট বলতে থাকলো এবং ফাহমিদা লিখেই চললো, তারপর ইউসুফ তার হাত থেকে প্যাড নিয়ে নিল এবং বললো, এবার তুমি আরাম করো। আজ আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এরপর যতদিন এ কিতাব শেষ না হচ্ছে তুমি আমাকে খুবই ব্যস্ত পাবে। কিন্তু আমার কোনো ব্যস্ততা তোমার বিরক্তির কারণ হবে না।

ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো, বিরক্তি শব্দটি আর আমার মনের ত্রিসীমানায় নেই।

ইউসুফ লেখার মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ওদিকে ফাহমিদা বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করছিল এবং মাঝে মাঝে ইউসুফকে একবার দেখে নিচ্ছিল।

ফাহমিদা! তোমার ঘুম আসছে না?

তুমি কি বলতে পারবে, আমি এসব কিছু স্বপ্নে দেখছি না তো?

না ফাহমিদা! মানুষের স্বপ্ন এত সুন্দর হয় না।

ফাহমিদা পাশ ফিরতে ফিরতে বললো, এটা স্বপ্ন নয় একথা বিশ্বাস করতে আমার আরো সময় লাগবে।



www.pathagar.com

## ১৬

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের আগমনের সাথে সাথেই জামানার ভয়ংকর বিপর্যয়গুলো অতি দ্রুত দেশের রাজনৈতিক দিগন্তে প্রসারিত হচ্ছিল। ইংরেজ ও হিন্দু তাদের বাহ্যিক আকার আকৃতিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ১ জুন ১৯৪৮ এর পরিবর্তে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ নির্ধারিত হয়েছিল। এর ফলে আগুন ও খুনের একটি কলংকময় খেলার ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল। কংগ্রেস ভারতকে ডোমিনিয়ান হিসাবে গ্রহণ করার লোভ দেখিয়ে মাউন্ট ব্যাটেনকে মানবেতিহাসের নিকৃষ্টতম অপরাধের অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল।

এ ঘটনা এখন আর রহস্যাবৃত নেই যে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হোতা ভি.পি. মেনন যখন মাউন্ট ব্যাটেনকে এ সুখবর শোনালেন যে কংগ্রেস একটি শর্তে ভারতকে ডোমিনিয়ান বানাতে রাজি আছে তখন মাউন্ট ব্যাটেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। এ ধরনের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে তিনি নেহরু, প্যাটেল ও গান্ধীর যে কোনো শর্ত মেনে নিতে রাজি ছিলেন। শর্তটি ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ১৯৪৮ সালের ১ জুনের পরিবর্তে বরং এর থেকে আরো কয়েক মাস এগিয়ে এসে ১৯৪৭ সালের আগস্টের মাঝামাঝিতে নির্ধারণ করতে হবে। কি এমন সমস্যা ছিল যার সমাধানের জন্য কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ কয়েক মাস এগিয়ে আনা জরুরী মনে করেছিল, এখন সম্ভবত এ বিষয়টির আর ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন নেই।

পাঞ্জাবে শিখদের পাঁচটি রাজ্য ছিল। পাঞ্জাবের ব্যাপারে এটিই ছিল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই রাজ্যগুলির শাসকরা মুসলমান প্রজাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা নিজেদের জন্য সুবিধাজনক বলে বিবেচনা করছিলেন। কংগ্রেস এই শিখ মহারাজাদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা করার উপায় উদ্ভাবন করলো। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এমন ধরনের হত্যা ও লুটতরাজে উদ্বুদ্ধ করলো যার ফলে পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার বুনিয়াদ মজবুত হতে থাকলো এবং শিখেরা মুসলমানদের দৃষ্টিতে এতই ঘৃণ্য হয়ে উঠলো যে, তাদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক বিষয়ে সমঝোতার সম্ভাবনাই তিরোহিত হয়ে গেলো।

পাতিয়ালার মহারাজা ছিলেন পাঞ্জাবের শিখ ও অমুসলিম রাজ্য শাসকদের মধ্যে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তিনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম রাখার পলিসি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু মাস্টার তারা সিং-এর প্ররোচনায় পাতিয়ালার এই নওজোয়ান যুবরাজ মারাত্মকভাবে 'আকালী সেনার' খপ্পরে পড়ে গেলেন।

হিন্দু রাজনীতিবিদ ও হিন্দু প্রেস যেমন পাঞ্জাবে শিখদের একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র খালিস্তান-এর প্রতি সমর্থন দিয়ে চলছিল ঠিক তেমনি তারা এ আশংকাও করছিল যে, যদি শিখ মহারাজাগণ তাদের বুদ্ধিকে সামান্য ব্যবহার করেন এবং মুসলমানদের সাথে সংঘাত বাধাবার পরিবর্তে পূর্ব পাঞ্জাবে কংগ্রেসের কাছে তাদের অংশ দাবী করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন তাহলে তাদের উত্তরোত্তর বর্ধিত কলেবর দাবীর সামনে হিন্দুদের যমুনার তীর পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে হবে। হিন্দু তার রাজনৈতিক



www.pathagar.com

ধনুকের একটি তীর দিয়ে কয়েকটি শিকার করতে চাচ্ছিল। পাঞ্জাব বিভক্তির পরে যখন শিখদের মনে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা জেগে উঠলো তখন কংগ্রেসী মহাজনদের মস্তিষ্ক এর যে সমাধান পেশ করলো তা ছিল এই যে, পূর্ব পাঞ্জাবের যে পরিমাণ এলাকা তোমরা মুসলমানদের অস্তিত্ব মুক্ত করে নেবে সেগুলিই হবে তোমাদের খালিস্তান। কাজেই মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যতই দ্রুততার প্রদর্শনী করেছেন ততই দ্রুততার সাথে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের গণহত্যার প্রস্তুতি চলছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ কয়েক মাস এগিয়ে আনার জন্য মাউন্ট ব্যাটেন নিজেই লন্ডন গিয়েছিলেন। তিনি লেবার মন্ত্রীসভা থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ছাড়াও গান্ধীর চেলা চামুণ্ডারা পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য যেসব লজ্জাকর ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো জরুরী মনে করেছিল সেগুলির সবের জন্য অনুমতিও সংগে করে এনেছিলেন। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, রেডক্লিফ রোয়েদাদে যে পরিমাণ বেঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতার প্রদর্শনী করা হয়েছিল তা সবই ছিল এই বৃটিশ শাসনের সর্বশেষ ভাইসরয়ের ছুটাছুটির ফল। তিনি আসলে কার্যত নেহরু ও প্যাটেলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। ইতিহাসে তিনি নিজের এ রেকর্ড রেখে যেতে চাচ্ছিলেন যে, একই সংগে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই তিনি হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে নিজেকে এত বেশী উলংগ করে দিয়েছিলেন যে, কায়েদে আজম তার দ্বারা আরো প্রতারিত হতে চাননি।

১৯৪৭ সালের আগস্টের আগমনের সাথে সাথেই সাধারণভাবে হিন্দুস্তানের সর্বত্র এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের গণহত্যা শুরু হয়ে গেলো। কংগ্রেস নেতৃবর্গ পাকিস্তানের ধ্বংসের জন্য এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করেছিল। তাদের চিন্তায় পাকিস্তানের যে নকশা ছিল তা কিছুটা এই ধরনের ছিল, দেশ বিভাগের সময় ভারতে ইংরেজরা যাতায়াত, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক যে ব্যবস্থাপনা রেখে গিয়েছিল তা দিল্লীতে তার কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিসহ সরাসরি কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীনে চলে গেছে। স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর দপ্তরগুলিও তাদের অংশে পড়েছিল। এসবের মোকাবিলায় পাকিস্তান ছিল একটি নতুন ঘর। মুসলমানদের নিজস্ব উপকরণের সাহায্যে সেটি তৈরি করে নিতে হবে। তার ওপর প্রথম আঘাত হানা হলো এভাবে, ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো এলাকা বা প্রদেশ ভাগ করা হয়নি কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ এমনকি জিলা পর্যন্ত ভাগ করা হলো। হিন্দুদের কামনা বাসনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই বেইনসাফির মধ্যেও অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নিয়ম তৈরি করা হয়েছিল। এমনকি যখন বেইনসাফি করার জন্য কোন যুক্তিসংগত কারণ অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছিল না তখন অন্যান্য অপরিহার্যতা'র পরিভাষা তৈরি করা হলো। আসলে যদি এই অস্পষ্ট পরিভাষা ব্যবহার না করে রেডক্লিফ সাহেব সোজাসুজি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের খায়েশ লিখে দিতেন তাহলে মনে হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বিষয়টির সঠিক অর্থ অনুধাবন করা আরো সহজ হতো। যারা মজলুম হয়ে পূর্ণ শক্তিতে জুলুম নির্যাতনের মোকাবিলা করতে পারে না তাদের প্রতি হয় ইতিহাসের বেইনসাফি। আমাদের অবস্থা তাই ছিল। আমাদের হুঁশ এলো তখন যখন সময়ের তুফান আমাদের পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছিল। তারপর যখন



www.pathagar.com

আমাদের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল পৃথিবীর বুক তখন মাউন্ট ব্যাটেন দুনিয়াকে এ সুখবর শোনাচ্ছিলেন আমরা দাংগাবাজ হিন্দুদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

১৪ আগষ্টের পূর্বে শিখ ও হিন্দু করদ রাজ্যগুলির সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে এমন সব পথের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল একটি সংগঠিত গণ হত্যার জন্য যেগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরী ছিল । এভাবে দেশভক্ত হিন্দুরা তাদের শিখ ভাইদের জন্য খালিস্তান তৈরি করছিল এবং তা তৈরি হচ্ছিল মুসলমানদের জ্বলন্ত বাড়ি ঘর গ্রাম নগর এবং তাদের দেহ থেকে নির্গত টকটকে তাজা খুন থেকে ।

মাউন্ট ব্যাটেন ও নেহেরু নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন । কিন্তু সরদার প্যাটেলের পক্ষে নিরব থাকা কঠিন ছিল। তিনি এই তুফানের মধ্যেও হিন্দু জাতিকে উসকে দেবার কোনো সুযোগ ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। গান্ধী শান্তি ও নিরাপত্তার অভয় বাণী শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আসলে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ আগুন তো তিনি নিজেই বছরের পর বছর মেহনত করে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আবার এখন তা তিনি নিভাবার কথা বলেন কোন মুখে?

হিন্দুরা তাদের কাংখিত স্বপ্নের অনেক বেশী পেয়ে গিয়েছিল। ভারত দখলসহ তাদের কব্জায় এসে গিয়েছিল দেশের সকল সমরাস্ত্র কারখানা ও ডিপো। সেনাবাহিনী ভাগ করার বিষয়টি তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। পাঞ্জাবে পানিসেচের বেশীর ভাগ বাঁধ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। নেহরু কাশ্মীরকে গ্রাস করার জন্য বেচয়ন ছিল এবং তার পিয়ারা মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরে যাবার পথ দেবার জন্য গুরুদাসপুর জেলার ভেট পেশ করে দিয়েছিলেন। গুরুদাসপুরকে আচানক ভারত ভুক্তির খবর শুনে অমৃতসর থেকে নিয়ে হোসিয়ারপুর ও কাংগড়ার মুসলমানরা যেন বজ্রাহতের মতো থ হয়ে গেলো। তারা এই আশায় দিন গুণছিল যে, বিপদের দিনে গুরুদাসপুর হবে আশ্রয়স্থল। তারপর এক এলাকার কাফেলা চলছিল অন্য এলাকার দিকে। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসী মনে করছিল তাদের পূর্ব, দক্ষিণ বা উত্তর দিকে অথবা তাদের চলার পথে যে গ্রামটি পড়বে তা তাদের নিজেদের বাড়ির চাইতে বেশী নিরাপদ হবে। লোকেরা জোটবদ্ধ হয়ে প্রথম সেদিকে ভাগতো যেদিকে তাদের আত্নীয় স্বজন ছিল । সেখানে পৌছলে বিরান ঘরবাড়ি এবং চারদিকে বিক্ষিপ্ত লাশ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতো। হিন্দুরা বড়ই হুঁশিয়ারীর সাথে শিখদের মনে একথা বসিয়ে দিয়েছিল যে, যত বেশী মুসলমানদেরকে তারা হত্যা করতে পারবে ততই তাদের খালিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে। তারা তাদেরকে টাকা ও অস্ত্র সরবরাহ করে চলছিল।

পুলিশ সর্বত্র মোতায়েন ছিল। কিন্তু তারা কেবল সেখানেই যেতো। যেখানে মুসলমানরা তাদের প্রত্যাশার চাইতে বেশী সাহসিকতার প্রকাশ ঘটাতো। রেলওয়ে বিভাগের কর্মকর্তারা কর্তব্যরত ছিল। কিন্তু তারা হিন্দু ও দাংগাবাজদের ইচ্ছা অনুযায়ী গাড়িগুলি থামাতো এবং চালাতো। আজ ছত্রিশ বিয়াল্লিশ বছর পরে এইসব ছোট বড় কারবালাগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ কত কুরবানী দেবার পরে এই উপমহাদেশে মুসলমানরা একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি লাভ করেছিল তা তাদের জানা উচিত। এই কুরবানীর ক্ষেত্র ছড়িয়ে ছিল সারা ভারতময় বিশেষ করে সারা



www.pathagar.com

পাঞ্জাবে। ভারত থেকে হিজরাত করে পাকিস্তানমুখী হয়ে যেসব কাফেলা এগিয়ে চলছিল তাদের মধ্য থেকে কতশত কাফেলা যে হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই।

রেডক্লিক এওয়ার্ড ঘোষণার দুদিন পূর্বের কথা। বিকেল বেলা ইউসুফের ওয়ালিদ সাহেব এবং খান্দানের অন্যান্য লোকেরা মসজিদের নিকটবর্তী বিশাল পাইন গাছের ছায়ায় বসে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। তখন আবহাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট গুমোট ভাব ছিল। হাইস্কুলের দুজন মাস্টারও সেখানে হাজির ছিলেন। আবদুর রহীম তাদের কাছে অভিযোগের সুরে বলছিলেন, যখনই ইউসুফ কোন নাজুক পরিস্থিতিতে ঘরের বাইরে অবস্থান করে তখনই আমার কষ্ট হয়। এখন আমাদেরকে কি করা উচিত এ কথা বলার কেউ নেই।

এক মাস্টার সাহেব বললেন, জনাব! ইউসুফের ব্যাপারে আপনার নিশ্চিন্ত থাকা দরকার, সে যেখানেই আছে কোন ভালো কাজই করছে।

কিন্তু সে সকালে উঠেই চলে গিয়েছে তারপর এখনো ফেরার নামটি নেই। সব সময় ঘরের কেউ না কেউ তার প্রোগ্রামের কথা জেনে এসেছে কিন্তু আজ সে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছে।

জনাব! ইউসুফ সশস্ত্র ছিল তো?

গোলাম নবী বললেন জী হ্যাঁ, সে সশস্ত্র ছিল।

কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে সে কোন সশস্ত্র দাংগা জোটের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে না যায়।

ভালু এতক্ষণ নিচে ঘাসের ওপরে বসেছিল। সে উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, জনাব! এই দেশের কোনো জানোয়ারও ইউসুফের ঘোড়ার আশপাশে পৌঁছুতে পারবে না। তাকে ঘিরে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। তারপর কিছুক্ষণ দম নিয়ে সে বললো, মিয়াজী! আমার মন বলছে ইউসুফ সাহেব আসছেন। একথা বলতে বলতে সে উপুড় হয়ে জমিনে কান লাগালো। এবং তারপর দৌড়ে মেহমান খানার পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এখন অন্য লোকেরাও অশ্বপদ ধ্বনি শুনছিল। ইউসুফকে আচানক সামনে দেখা গেলো। ভালুর হাতে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে সে আবদুর রহীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আসসালামু আলাইকুম বললো এবং এরপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলতে লাগলো, আব্বাজান! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে খুব পেরেশান করে দিয়েছি। কিন্তু আমার এ সময়টা নিষ্ফল যায়নি। তারপর সে হাইস্কুলের মাস্টারদের সাথে একের পর এক মোসাফাহা করলো।

আল্লারাখা! একগ্লাস পানি, আমি খুব পিপাসার্ত।

ঠান্ডা পানি পান করার পর সে আবদুর রহীমকে বলছিল, আব্বাজী! আমার ভয় হচ্ছে আপনি এটাকে আমার অহেতুক চিন্তা বিভ্রম বলবেন কি না কিন্তু যে ধরনের অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি তাতে অপ্রত্যাশিত অনেক কথাও বিশ্বাস করতে হয়। মাউন্ট ব্যাটেন যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ১৯৪৮ সালের ১জুন থেকে এগিয়ে এনে ১৯৪৭ সালের ১৪আগষ্ট নির্ধারণ করেন তখনই আমার খটকা লেগেছিল। [illegible] মতে তার এ পদক্ষেপের এছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, যখন দেশ বিভাগের সাথে



www.pathagar.com

সাথে সারা হিন্দুস্তানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকবে তখন তাদের হেফাজতের জন্য কোনো মুসলিম সেনাবাহিনী এবং কোনো অস্ত্র কিছুই থাকবে না। তারপর আপনার মনে আছে ৩ জুন এ ঘোষণা দেবার পর মাউন্ট ব্যাটেন এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যেসব এলাকায় কারো নামকাওয়াস্তেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে সেগুলি পুরোপুরি হিন্দুস্তানে বা পুরোপুরি পাকিস্তানে দাখিল হবে। এ প্রসংগে তিনি বিশেষ করে গুরুদাসপুরের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। যদি তার চিন্তায় এমন কোনো ফরমূলা থেকে থাকে তাহলে তিনি হোশিয়ারপুর ও জালিন্ধরের দৃষ্টান্ত দিলেন না কেন? সেখানে কয়েক জায়গায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

জনৈক স্কুল মাস্টার বললেন, মিয়া ইউসুফ! আমরা খুশি হয়েছিলাম যে এভাবে আমাদের অনেক সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তানে এসে যাবে।

ইউসুফ বললো, জনাব! মাউন্ট ব্যাটেনের সামনে হিন্দুস্তান বিভক্তির প্রোগ্রাম নেই। সে কেবল হিন্দুদের ইচ্ছা অনুযায়ী পাকিস্তানের অংশ ছোট করতে চায়। এ প্রসংগে উইনস্টন চার্চিলের একটি বিবৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'লেবার সরকার ভারত বিভাগের ব্যাপারে অহেতুক তাড়াহুড়া করছে।' আমার মনে হচ্ছে, ভারতকে কাশ্মীর পর্যন্ত পৌছাবার জন্য রাস্তার প্রয়োজন। আর মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দুদের এ ইচ্ছা পূরনের জন্য গুরুদাসপুর জিলা তাদের হাতে তুলে দেবে। এ অবস্থায় যারা এতদিন এই আশায় দিন গুণছিল যে, অমৃতসর, হোশিয়ারপুর, কাংগড়া ও পূর্ব পাঞ্জাবের ছোট ছোট রাজ্যের এবং জম্মুর মুসলমানরা বিপদের সময় গুরুদাসপুরে আশ্রয় নেবে তারা আচানক আগুন ও খুনের তুফানের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাবে। আমি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলির ভিত্তিতে আমি বলছি, গুরুদাসপুর জিলার গুরুদ্বারগুলি শিখ রাজ্যগুলি থেকে আগত সশস্ত্র সেনাদলে ভর্তি হয়ে গেছে এবং হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করছে। রেডক্লিফের ঘোষণা আচানক আমাদের মাথার ওপর এসে পড়বে বজ্রপাতের মতো।

বেটা! অন্য কেউ যদি আমার সামনে একথা বলতো তাহলে আমি তার মাথা ফাটিয়ে ফেলতাম কিন্তু এখন তুমি বলো আমাদের কি করতে হবে?

আব্বাজী! আমি সব ইন্তিজাম করে এসেছি। আল্লাহর শোকর, চাচা আবদুল আজীজ ও আবদুল করিম সাহেবকে আমি টেলিফোনে পেয়ে গিয়েছিলাম। তাঁরা দুজনই আমার সাথে একমত হয়েছেন। আগামীকাল সকাল হতেই তিনটে লরী আমাদের গ্রামে পৌঁছে যাবে। আর আপনার আরাম করার জন্য আবদুল করিম সাহেব তাঁর কারটি পাঠিয়ে দেবেন। আমি শহর থেকে আর একটি গাড়িরও ব্যবস্থা করে এসেছি। মোটরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছাড়া আর কিছুই ওঠাবার অনুমতি দেয়া হবে না। তারপর সে স্কুল মাস্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, জনাব! আমাদের সাথে যারা যেতে চায় আমরা তাদেরকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে নেবো। কিন্তু আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এখনো একথা চারদিকে ছড়ানো যাবে না। এখন আপনারা যার যার ঘরে গিয়ে প্রয়োজনীয় গাঁঠরী বেঁধে ফেলুন। ফজরের নামাযের পরপরই এখান থেকে রওয়ানা দিতে হবে।

গোলাম নবী অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, ভাইজান! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমরা আগামীকালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি এবং তাও একেবারে চিরকালের জন্য।



www.pathagar.com

## ১৭

ইউসুফদের গ্রাম থেকে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। অমৃতসর পার হয়ে তা লাহোরের দিকে এগিয়ে চলছিল। তারা ওয়াগাহ থেকে দশ মাইল দূরে ছিল এমন সময় সামনের দিক থেকে একটি দ্রুতগামী কার দেখা গেলো। কার চালক কাফেলাকে থামার ইংগিত দিয়ে নিজের গাড়ি থামিয়ে দিল।

ইউসুফ তার আব্বাজানের সাথে সামনের প্রথম গাড়িতেই বসেছিল। মনজুরকে দেখেই সে নিজের গাড়ি থামিয়ে দিল এবং পিছনের গাড়িগুলিকেও থামার ইংগিত দিল।

ইউসুফ বললো, আমি জানতাম তোমরা পেরেশান হয়ে পড়বে কিন্তু আমরা তেমন কোনো দেরি করিনি।

আরে ভাই! পেরেশানি অন্য কারণে। চাচী বিলকিস আজ সকালেই খবর পেয়েছেন, নাসরীন, উমর ও তার আব্বা আম্মা পথের বিপদ এড়িয়ে চলার জন্য খুব শিগগির নদী পার হয়ে সোজা তোমাদের গ্রামে পৌঁছে যাবে। তারা হোশিয়ার পুরেও কায়েম দীনকেও কোনো বিপদের ঝুঁকি না নেবার জন্য বলে পাঠিয়েছে। কিন্তু আজ সকালেই সে রওয়ানা হয়ে যেতে পারে।

ইউসুফ বুকের মধ্যে একটা বেদনাদায়ক অস্বস্তি অনুভব করলো। তারপর মনে হলো তার সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলছে।

সে বললো, মনজুর! তুমি আব্বাজীর পাশে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ো। আমি পিছনে ফিরে যাচ্ছি। আমি কোথায় গিয়েছি এবং কেন গিয়েছি একথা আলোচনা করে আব্বাজীকে পেরেশান করার দরকার নেই।

ভাই! আমি তোমার সাথে যাবো।

ইউসুফ রুক্ষ স্বরে বললো, তুমি সেখানে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। বরং উলটো আমার জন্য বিপদ ডেকে আনবে। আমি কখনো তোমাকে হুকুম দেইনি। আজ তোমাকে এ হুকুম দিচ্ছি।

মনজুর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য ও সহায়তা দান করুন।

আর সময় নষ্ট করো না। যাও, মোটরে গিয়ে আব্বাজীর কাছে বসে পড়ো। তাঁর সাথে এমন প্রসংগ নিয়ে আলোচনা শুরু করে দাও যাতে আমার ওপর থেকে তাঁর দৃষ্টি সরে যায়। আমার মনে হচ্ছে, রেডক্লিফ রোয়েদাদের ঘোষণা হয়ে গেছে। আর এ ঘোষণা যদি তাই হয় যা আমি আগেই আন্দাজ করেছি তাহলে এর পরে সড়কগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় আমার ফিরে আসার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। চরম বিপজ্জনক অবস্থায়ও আমি জগত সিংয়ের গ্রামের দিক দিয়ে রাবী নদী পার হবার চেষ্টা করবো। যদি লোকেরা আমাদের ঘোড়া না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের কোনো পেরেশানি হবে না। অন্যথায় সরদার মোংগল সিং আমাদের পুরোপুরি সাহায্য করবে।

মনজুর গিয়ে আবদুর রহীমের সাথে অন্য গাড়িতে বসলো এবং ইউসুফ তার গাড়িটি নিয়ে চলে গেলো।



www.pathagar.com

সে দুফার্লংয়ের মতো পথ অতিক্রম করেছিল এমন সময় পিছন থেকে একটি দ্রুতগামী ট্রাক হর্ণ বাজিয়ে তার সামনে এসে গেলো। চালক হাতের ইশারায় তাকে থামালো। ট্রাকে দুজন ফৌজি অফিসার চালকের দুপাশে বসেছিল। তাদের পিছনে ছিল আরো ছজন সশস্ত্র ফৌজি জওয়ান। তাদের কাউকে শিখ বলে মনে হচ্ছিল না এদৃশ্য ইউসুফকে প্রথমেই নিশ্চিন্ত করলো। উভয় অফিসার ট্রাক থেকে নেমে পড়লো। একজন নিজের সাথিকে বললো, ইয়ার! তুমি এতদূর থেকে তাকে চিনে ফেলেছিলে কিন্তু তিনি এখনো আমাদের চিনতে পারেননি।

ইউসুফ গাড়ি থেকে নেমে একের পর এক তাদের সাথে কোলাকুলি করতে করতে বললো, বন্ধুরা! আমিও চিনে ফেলেছি। আসলে এখন আমি কেবল শিখ ও মুসলমানকে চেনার চেষ্টা করি। যদি তোমরা দুজন শিখ হতে এবং পেছনেও বসে থাকতো শিখেরা তাহলে তোমরা আমার গাড়ির গতি দেখতে। আমি গাড়ি থামাবার আগে তোমরা যে শিখ নও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি। তবে মনের মধ্যে পেরেশানি থাকলে লোক চেনাও মুশকিল হয়ে যায়। এখন তোমরা কতদূর যাবে?

ভাই! আজ রাতে আমরা বাটালা বা গুরুদাসপুরে থাকবো এবং আগামীকাল সকালে কম্যাণ্ডিং অফিসারের হুকুম অনুযায়ী যার যার ডিউটিতে চলে যাবো।

ইয়ার আফতাব! তোমরা কি ধারিওয়ালে থামতে পারবে না? সেখানে খাল পাড়ের ডাকবাংলো তোমাদের জন্য বেশ আরামদায়ক হবে এবং তোমাদের সাথিরাও সেখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

মেজর আফতাব বললো, ভাই! আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনি ক্যাপ্টেন নঈমকেও জিজ্ঞেস করুন।

নঈম বললো, আমি ইউসুফ সাহেবের গ্রামে যেতেও রাজি আছি।

নঈম সাহেব! আমাদের গ্রাম খালি হয়ে গেছে। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে রাস্তার মাঝখান থেকে ফিরে এসেছি। আমাদের জনশূন্য গ্রামের দিকে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে আমি তোমাদের দেবো না। কিন্তু ধারিওয়ালে হয়তো আমার তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

মেজর আফতাব বললো, আরে ভাই! এমন অভিযানকে আমরা আমাদের কর্তব্যের অন্তরভূক্ত করতে পারি।

ইউসুফ বললো, আমি যাদেরকে সাহায্য করতে যাচ্ছি তারা যদি প্রাণে বেঁচে গিয়ে থাকে তাহলে আমরা রাতে যেকোনো সময় ডাকবাংলোয় পৌঁছে যাবো। সেখান থেকে তিন চার ঘন্টার মধ্যে তোমরা তাদেরকে রাবির কিনারে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে পারো। যে গ্রাম থেকে আমরা পার হতে চাই সেটি আমাদের জন্য বেশী নিরাপদ।

ক্যাপটেন নঈম বললো, ভাই! আমি বুঝতে পারছি না বিপজ্জনক অভিযানে আপনি একাকী যেতে চান কেন?

আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে একাকী যাচ্ছি। অন্য কোনো সাথির প্রয়োজন হলে আমি মনজুর সাহেব ও আমার সশস্ত্র সাথিদেরকে ফিরিয়ে দিতাম না।

আফতাব বললো, ঠিক আছে, আমরা ফজরের নামায পর্যন্ত আপনার জন্য ইন্তিজার করবো। এরপরও আপনার দেখা না পেলে ভাববো, পাকিস্তানের জন্য আমাদের এক মহান সাথিকে কুরবাণী করে দিয়েছি।



www.pathagar.com

যদি তোমরা দুজন কারের মধ্যে এসে যাও তাহলে তোমরা ও তোমাদের সাথিরা একটু আরাম পাবে।

ঠিক আছে, মেজর আফতাব ও ক্যাপটেন নঈম তাদের সাথিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ইউসুফের সাথে তার কারে উঠে বসলো। ইউসুফ আসন্ন অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলো এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা ধারিওয়ালের রেস্ট হাউসে পৌঁছে গেলো।

এখানে এসে তারা অযু করে মাগরিবের নামায পড়লো। নামায শেষ করেই ইউসুফ কারে উঠে বসলো এবং কার স্টার্ট করে দিল। ক্যাপ্টেন নঈম দৌড়ে গিয়ে বললো, ইউসুফ সাহেব! এখনো কি আপনি মনে করেন এ সফরে আপনার কোনো সাথির প্রয়োজন নেই?

নঈম সাহেব! দরকার হলে আমি নির্দ্বিধায় বলতাম। আমি এখান থেকে চোখ বন্ধ করে নিজের মনজিলে পৌঁছে যেতে পারি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ইউসুফ গ্রামে পৌঁছে নিজেদের পেয়ারা বাগানের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখলো।

গ্রামের দিকটা একেবারে নিরব ছিল। এমন কি কুকুরের ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। দূর থেকে নির্দিষ্ট বিরতি ভেঙে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সে গ্রামের মসজিদে প্রবেশ করলো। অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে পড়লো। নামাযের মাঝখানে অতি কষ্টে তার কান্না দমিয়ে রাখতে পারছিল। এ মসজিদটি ছিল তার পরদাদার আমলের স্মৃতি। এখানে শেষ নামাযটি পড়ার পর সে পাকিস্তানের নিরাপত্তা এবং সেইসব আত্মীয়ের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করছিল যারা পাকিস্তানে চলে গেছে। মসজিদের মেঝেয় হাত ঘসে নিজের চোখের পাতায় বুলালো। এরপর বাইরে চলে এলো। সেখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে শুনলো একটি ঘোড়া দৌড়ানোর আওয়াজ। যে গাছটির শাখা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালো সে। সওয়ার মসজিদের কাছে এসে ঘোড়া থামালো। তারপর একটি হৃদয় বিদারক আওয়াজ গ্রামের জমাট বাঁধা নির্জনতাকে শতধা বিভক্ত করে দিল।

ভাইজান! ভাইজান! ভাইজান! আপনার গ্রাম থেকে আমি আপনাকে ডাকছি। আমি জানি আমার আওয়াজ আপনার কানে পৌঁছুবে না। কিন্তু এছাড়া আমি আর কী-ইবা করতে পারি।

ইউসুফ টর্চ জ্বাললো এবং সওয়ারকে এক ঝলক দেখার পর এগিয়ে গিয়ে ভারী গলায় বললো, নাসরীন! আমি ইউসুফ।

নাসরীন ঘোড়ার বুক থেকে লাফিয়ে নেমে চিৎকার দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

ভাইজান! আমার মন বলছিল আমার অপেক্ষায় আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে ইউসুফ বললো, তুমি ঠিক আছো তো?

ভাইজান! আমি বড়ই দুর্ভাগা তাই বেঁচে আছি। নাসরীন বহু কষ্টে তার কান্না দমন করার চেষ্টা করে বললো।

আমার বোন! তুমি তো বড়ই বাহাদুর ছিলে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো কি হয়েছে?

বলার মতো কথা নয় ভাইজান! আমার তো এখন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। খালেদা আপা, ভাই হাসান আলী ও উমর শহীদ হ' গেছে। ভাই



www.pathagar.com

হাসন আলী বলতেন, এই তহশীলে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কাজেই আমরা পাকিস্তানে থাকবো। কিন্তু আব্বাজান লিখেছিলেন, আমরা যেন জালিন্ধরে চলে যাই এবং সেখান থেকে তাদের সাথে মিলে এক সাথে পাকিস্তান চলে যাই অথবা নদী পার হয়ে গুরুদাসপুর জিলায় প্রবেশ করি।

সকালে আমরা নদী পার হবার পরে গুজব শুনলাম আপনাদের গ্রামও হিন্দুস্তানে পড়েছে। তারপর বহুক্ষণ আমরা ফায়সালা করতে পারলাম না আমরা কোনদিকে যাবো। ভাই হাসান আলী, উমর ও আমাদের তিনজন নওকর সবাই সশস্ত্র ছিল। আমাদের খান্দানের বাকি এগারো জনের কাছেও বন্দুক ছিল। একটার সময় আমরা এদিকে আসতে থাকলাম। কিন্তু দু মাইল আসার পর আমাদের পথে প্রথম গ্রাম পড়লো এবং সে গ্রামের ওপর তখন হামলা চলছিল। আমরা গ্রামের লোকদের সাহায্য করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে শিখরা তাদের কয়েকজন সাথির লাশ ফেলে রেখে ভেগে গেলো। এই গ্রামের এবং ফসলের ক্ষেতের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা মুসলমানেরা আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে গেলো। পথের বিপজ্জনক এলাকাগুলি পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে আসতে থাকলাম। কিন্তু নহরের পুলের উপর ডাকবাংলোয় শিখদের একটি বিরাট দাংগাবাজ জোট মওজুদ ছিল। তাদের কারণে পুলের ওপর দিয়ে নহর পার হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব ছিল।

ভাইজানের নির্দেশে কাফেলার চার পাঁচ'শ লোক, যাদের কাছে লাঠি ও কুড়াল ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার ছিল না, ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো। শিখেরা উচ্চস্বরে শ্লোগান দিতে দিতে এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। আমাদের বাঁদিকে ছিল তামাকের ক্ষেত বহুদূর বিস্তৃত। ভাইজান, উমর এবং তাদের সাথে বন্দুক ও রাইফেল সজ্জিত সশস্ত্র লোকেরা সেই ক্ষেত অতিক্রম করে নহরের কিনারায় গিয়ে পৌঁছুল এবং তারা এদিক ওদিক ব্যাপক ফায়ারিং শুরু করে দিল। শিখেরা কয়েকটি লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেলো। ভাইজান হাসান আলী বহুদূর পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলো। ফেরার পর দেখা গেলো তিনি জখমী হয়েছেন এবং উমর তাঁর সংগে নেই। সে এমন কোনো জায়গায় চলে গিয়েছিল যেখানে পলায়ন পর শিখেরা লুকিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভাই হাসান আলী গর্বে বুক ফুলিয়ে বলছিলেন, আমার বেটা রাইফেল ও পিস্তলের শেষ গুলী চালাবার পর এ হাতিয়ার নহরের কিনারায় নিক্ষেপ করেছিল।

ইউসুফ অস্থিরভাবে বললো, আমার বোন! আল্লাহর ওয়াস্তে বলো, আপা খালেদা ও ভাই হাসান আলী এখন কোথায়?

তারাও শহীদ হয়ে গেছেন ভাইজান। নহরের ওপারে দুমাইল আসার পর নতুন একটি আগ্নেয়াস্ত্রধারী দল আমাদের ওপর চড়াও হলো। ভাইজানের শেষ বাক্য আমি শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের মোকাবিলায় এসে গেছে কোনো শিখ রাজ্যের সশস্ত্র সেনাবাহিনী। নাসরীন! আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। যদি তুমি ইউসুফের গ্রামে পৌঁছে যেতে পারো তাহলে তোমার প্রাণ বাঁচতে পারে। তোমার বোন আহত। তাকে ঘোড়ার পেছনে বসিয়ে নাও।' ভাইজান! আমি জানতাম না আপাজান কখন আহত হয়েছিলেন। ভাইজান তাঁকে আমার পেছনে বসিয়ে দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি গুলী এসে তাঁকে বিদ্ধ করলো এবং তিনি পড়ে গেলেন। যখন আমি ঘোড়া ছুটিয়ে



www.pathagar.com

দিলাম তখন কেউ পিছন থেকে নেজা মেরে আপা খালেদাকে জমিনে ফেলে দিল। ভাইজান! আমার পিস্তল গুলী ভর্তি ছিল এবং আমিও চাচ্ছিলাম ওখানেই শহীদ হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের একজন নওকর খোদার দোহাই দিয়ে বললো, বেটী! নিজের জান বাঁচাও। না জানি এরা মেয়েদের সাথে কি ব্যবহার করবে। একই সাথে সে আমার ঘোড়ার পায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। ঘোড়া লাফিয়ে একদিকে চলতে শুরু করলো। আমি জানতাম না আমি কোনদিকে যাচ্ছি। আমি তাকে কোথাও থামতে দেইনি। সন্ধ্যার সময় একটি গ্রামের কাছে এসে আচানক ঘোড়ার গতি কমে গেলো। কিছুক্ষণ পরে একটি হাবেলীর সামনে সে দাঁড়াল। হাবেলীর ফটকের বাইরে কয়েকজন লোক খাটের ওপর বসেছিল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কে?' আমি বুঝতে পেরেছিলাম এটি মংগোল সিংয়ের হাবেলী, যিনি আপনাকে এ ঘোড়া দিয়েছিলেন। তবুও এ সময় আমি কারো ওপর ভরসা করার সাহস পেলাম না। আমি লাগাম ঘুরিয়ে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। ভাইজান! বিশ্বাস করুন, আপনি এখানে থাকবেন এ আশা আমি করিনি। আপনাদের গ্রামও বিরান হয়ে আছে, এ আশংকাই আমি করেছিলাম এবং বারবার আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম যেন আপনারা এখান থেকে বের হয়ে পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়ে থাকেন।

না, নাসরীন! এটা অসম্ভব ছিল। আমার মনে হালকা একটা ধারণা জন্মেছিল যে, ওদিক থেকে নদী পেরিয়ে কেউ এদিকে আসবে কিন্তু আমাকে জানানোও হবে না এ আশা করিনি। তারপর তোমার ব্যাপারে তো আমি একথা চিন্তাও করতে পারিনি। লাহোরের কাছে পৌঁছে আমি তোমাদের প্রোগ্রামের কথা জেনেছি এবং একাকী ফিরে এসেছি।

দুসপ্তাহ আগে আপা খালেদা জালিন্ধরে এসেছিলেন। অনেক জেদাজেদীর পরে আম্মু ও আব্বুর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা গুরুদাসপুরের পথে পাকিস্তানে পৌঁছে যাবো।

দুজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর আওয়াজ শোনা গেলো। ইউসুফ অতি দ্রুত নাসরীনকে একটি গাছের পিছনে সরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি এখানে খামুশ দাঁড়িয়ে থাকো।

নাসরীন কম্পিত কণ্ঠে বললো, ভাইজান! সম্ভবত এরা আমাদের লোক।

না, এরা মংগোল সিং ও তার সাথি কেউ হতে পারে। তোমাদের লোকেরা ঘোড়া ভাগিয়ে এ সময় এ গ্রামের দিকে আসবে না। তুমি কি আমাকে তোমার লোকদের নাম বলতে পারবে?

ভাইজান! আমার সাথে যে তিনজন আসছিল তাদের নাম হচ্ছে রহমত আলী, মুহাম্মদ সাদেক ও আবদুর রহমান।

যদি তারা এদিকে এসে গিয়ে থাকে তাহলে আমি তাদের খুঁজে বের করে নেবো। তারা কোথাও গাঢাকা দিয়ে আছে।

আচানক ইউসুফের মনে হলো গ্রামের ঝিলের দিক থেকে কেউ চুপিসারে এদিকে আসছে। সে টর্চ জ্বালিয়ে বললো, ভাল্লু! তুমি আমার আওয়াজ চিনতে পারোনি।

ভাল্লু দৌড়ে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফের পায়ে হাত দিল।

ইউসুফ পেছনে সরে গিয়ে বললো দেখো ভাল্লু! আমি তোমাকে এরকম করতে মানা করেছিলাম।



www.pathagar.com

মিয়াজী! এ হুকুম তখনকার জন্য ছিল। এখন তো আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও আমি শুনছি না।

আমি তোমাকে কেটে টুকরো বানাতে এখন এখানে আসিনি। গ্রামের বাইরে আমাদের সাথিরা কোথাও লুকিয়ে আছে তুমি তাদের আওয়াজ দাও। তাদেরকে বলো, তাদের সাথে নদীর ওপার থেকে যে বিবিজী এসেছিলেন তিনি মসজিদের পাশে ইউসুফের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। নাসরীন! আর একবার তোমার সাথিদের নাম বলে দাও। আমি ভুলে গেছি।

ভাইজান! তারা হচ্ছে রহমত আলী, মুহাম্মদ সাদেক ও আবদুর রহমান।

বেশ ভালো জনাব! বলে ভাল্লু একদিকে চলে গেলো।

নাসরীন চাপাস্বরে বললো, ভাইজান! আপনার খান্দানের অন্য লোকেরা?

আমি টেলিফোনে চাচা আবদুল আজীজের সাথে পরামর্শ করার পর তাদের গ্রাম ত্যাগ করতে রাজি করিয়েছিলাম। তাদেরকে লাহোরের কয়েক মাইল এদিকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এসেছিলাম।

আপনি যখন জানেন আপনার গ্রাম জনমানব শূন্য বিরান পড়ে আছে তখন আবার ফিরে এখানে এলেন কেন?

আমি আচানক সেই পত্রের খবর জানলাম যে, যা তুমি লাহোরে পাঠিয়েছিলে।

এমন সময় অন্ধকারে কয়েকজন সওয়ারকে আসতে দেখা গেলো। তারা কাছাকাছি এসে গেলে ইউসুফ আওয়াজ দিল, তুমি কি সরদার মংগোল সিং?

জী, আমি এবং আমার সাথে বাহাদুর সিংকেও নিয়ে এসেছি।

ইয়ার! যদি তুমি তখন নাসরীনকে ডাক দিতে তাহলে সে ভয়ে এখানে পালিয়ে আসতো না।

জী, আমি ঘোড়া চিনে ফেলেছিলাম কিন্তু বিবিজীকে চিনতে পারিনি। উনি এসময় একা কোথা থেকে এলেন?

আরে ভাই! ওরা গুরুদাসপুর জিলা পাকিস্তানে পড়েছে ঐ ধারণা নিয়ে নদী পার হয়েছিল। এখন পথে সে তার বোন, বোন জামাই ও তাদের ছেলের লাশ পথে ফেলে রেখে এখানে এসেছে।

বাহাদুর সিং বললো, দোস্ত! অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আগেই জেনেছিলাম দীননাথ মহারাজার সশস্ত্র বাহিনীর লোকদেরসহ বেশ কিছু জনতাকে সশস্ত্র করে একটা বিশাল বাহিনী পরদেশী গাছগুলোর নিচে বসিয়ে দিয়েছে। ঐ পথে যেসব কাফেলা আসবে পরদেশী গাছের আড়াল দিয়ে তাদের ওপর হামলা করা হবে। দীননাথের বাড়ি এখন একটা বিশাল অস্ত্রগারে রূপান্তরিত হয়েছে। একথা আমি অফিসারদের কানে দিয়েছি। কিন্তু আমাকে ধমক শুনতে হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বেশী শোরগোল করলে তোমাকে বাইরে ট্রান্সফার করা হবে। আমি সরদার মংগোল সিংয়ের সাথে পরামর্শ করতে গিয়েছিলাম যে, আমাদের এখন কি করা উচিত। আর আমি জানতাম না দোস্ত, তুমি এখনো গ্রামে আছো। আমি ভেবেছিলাম তুমি লাহোরে পৌঁছে গেছো। ভগবানের দোহাই এখনি এখান থেকে বের হয়ে পড়ো। বাবা জগতসিংজীর পুরানো গ্রামে পৌঁছার পর তোমাদের জন্য আর কোনো বিপদ থাকবে না।



www.pathagar.com

ইউসুফ শোকাহত স্বরে বললো, আমি লাহোরের কাছে পৌঁছে আমার সাথিদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার পর ফিরে এসেছি। এখানে পৌঁছে আমার মনে হলো গ্রামের মসজিদে শেষ নামায পড়ে যাই। নামায শেষ করে দোয়া করছিলাম এমন সময় মনে হলো, নাসরীন আমাকে আওয়াজ দিচ্ছে। মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখি সে ঘোড়া দৌড়িয়ে এখানে পৌঁছে গেছে। এখন শুনছি সশস্ত্র দাংগাবাজরা পরদেশী গাছের নিচে ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারা কাফেলা আসার ইন্তিজার করছে।

মংগোল সিং বললো, ওদের সম্পর্কে চিন্তা করার দায়িত্বটা এখন আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনি ওদের কিছুই করতে পারবেন না। এই মেয়েকে বাঁচানো এখন আপনার প্রথম কর্তব্য। বাহাদুর সিংও তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললো, সমবেত দাংগাবাজদের ব্যাপারটা এখন আমাদের সাথে সম্পর্কিত। আমরা আমাদের সাধ্যমত অবশ্যই সবকিছু করবো। আমাদের গ্রামের কয়েকজনকে আমি আপনাদের সাথে পাঠাচ্ছি। আপনি এখনি এখান থেকে বের হয়ে পড়েন।

ঝিলের ওপার থেকে ভাল্লুর আওয়াজ শোনা গেলো, মিয়াজী! আপনার লোকদের পেয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সবাই সামনে এসে গেলো।

ইউসুফ বললো, তোমরা আমাদের তাজাদম ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যাও এবং নিজেদের ঘোড়া এখানে ছেড়ে দাও। আমরা নহরের বাঁধের ওপর দিয়ে ডেরা বাবা নানকগামী পথে চলবো এবং সরদার জগত সিংয়ের গ্রামের মধ্য দিয়ে নদী পার হবার চেষ্টা করবো।

বাহাদুর সিং বললো, যদি তোমার লোকদেরকে লাহোরের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসে থাকো তাহলে তো খুশির কথা। কারণ একথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে, গুরুদাসপুর জিলা হিন্দুস্তানে পড়েছে। কাফেলাগুলির জন্য এদিনটি ছিল ভয়ংকর এবং রাতটি হবে আরো ভয়ংকর। এগুজবটি দীননাথের বাড়ি থেকে ডালপালাসহ বেরিয়ে এসেছিল যে, শক্করগড় তহশীল ছাড়া বাকি সমস্ত গুরুদাসপুর জিলা ভারতকে দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আকালী ও জনসংঘীদের সশস্ত্র গ্রুপগুলি পরদেশী গাছগুলির নিচে বিরাট সংখ্যায় জমায়েত হতে শুরু করেছিল। তাদের নেতা আগেই দীননাথের বাড়িতে চলে এসেছে। আমার কয়েকজন লোককে, এদের মধ্যে আবদুল করিমের খামার বাড়ির পরিচালক হরদয়াল সিংয়ের বেটা জগজিত সিংও ছিল, আমি সেখানে পাঠিয়েছিলাম। দীননাথ সেখানে যে ভাষণ দিয়েছিল তাতে বলেছিল, বহুদিন থেকে পরদেশী গাছগুলির সঠিক গণনা করা হয়নি, আজ তা করা হবে। ইতিপূর্বে একাজ কেউ করতে পারেনি। আমরা প্রত্যেক গাছের নিচে একজনকে হত্যা করবো এবং লাশ সেখানেই ফেলো রাখবো। তারপর সমস্ত লাশ এক জায়গায় জমা করা হবে এবং গ্রামের সাতজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি একের পর এক সেগুলি গণনা করবে। কোনো গাছের তলা খালি রয়ে গেলো কিনা এটাও ভালো করে দেখা হবে।

এ কথায় চমনলাল ব্রাহ্মণ বলে উঠলো, ঐ পরদেশী দেবতাদেরকে খুশি করার জন্য আমাদের পুরুষদের তুলনায় কন্যাদের বলিদান পেশ করা উচিত। অনেকে একথা বেশ পছন্দ করলো। কিন্তু পাশের গ্রামের সরদার লছমন সিং বললো, বাইর থেকে যেসব দল এসেছে তারা হত্যা ও লুটতরাজ করার পর আর এক মিনিট এখানে থাকবে না। কাজেই



www.pathagar.com

রাতের অন্ধকারে কন্যাদেরকে তালাশ করে আনবে কারা? আর দীননাথের মতো লোকেরা তো দিনের আলোকেও পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। তাছাড়া বাউণ্ডারী ফোর্স থেকে বালুচ রেজিমেন্টের কোনো দল যদি এদিকে এসে পড়ে তাহলে এই গ্রামের লোকেরাও গ্রাম ছেড়ে ভাগবে। তখন এক হিন্দু বললো, ভাই! আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরদেশী গাছগুলিকে বলিদান পেশ করা, তারা পুরুষ না কন্যা তা দেখার কি প্রয়োজন?

মংগোল সিং বললো, ভাই সাহেব! আপনি সময় নষ্ট করবেন না। পরদেশী গাছের নিচে মেয়েদের না পুরুষদের, কাদের বলিদান করা হবে সেটা পরবর্তী কথা কিন্তু তা দেখার জন্য দীননাথ, তার বেটা ও তার বিশেষ লোকেরা আর জীবিত থাকবে না। আপনি এখনি রওয়ানা হয়ে যান। বাহাদুর সিং! তুমিও ওদের সাথে যাও। ভাল্লুরও আপনার সাথে যাওয়া উচিত। নদীর পাড় থেকে আপনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। আমি তাকে আমার কাছে রেখে দেবো এবং এক ভাইয়ের স্মৃতি মনে করে তার খিদমত করবো। ভাল্লু! তুমি কি বলো? তুমি আমার সাথে থাকলে খুশি থাকবে, নয় কি? দেখো ভাই, আমি কয়েকবার জন্ম নেবার পরও ইউসুফ হতে পারবো না কিন্তু আমি তোমাকে নিজের ভাই মনে করি না, একথা কখনো তোমাকে বুঝতে দেবো না।

ইউসুফ বললো, আমি মনে করি, ভাল্লুর এখানে থাকা উচিত। আমাদের গাড়ি ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের মধ্যেই আমাদের সরদার জগত সিংয়ের গ্রামে পৌছুতে হবে। কাজেই এ সফর হবে অনেক কঠিন।

মংগোল সিং বললো, চলুন ভাই সাহেব, আমি আপনাদের কার পর্যন্ত দিয়ে আসি। আপনি প্রয়োজন মনে করলে আমি গ্রাম থেকে আরো চারজন সওয়ার আপনার সাথে দিতে পারি। না সরদার জী! চারজনের দরকার নেই। আমার ঘোড়াটা নদী পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য মাত্র একজন হলেই যথেষ্ট।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা কারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ইউসুফ নাসরীনকে পেছনের সিটে বসিয়ে দিয়ে বললো, তুমি মাথা নিচু করে বসে থাকবে এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফায়ার করবে না। বাহাদুর সিং! মনে হয় এতদিনে তোমার নিশানা সঠিক লক্ষ্যভেদী হয়েছে। কাজেই তুমি আমার সাথে সামনের সিটে বসো। আমার সাথে যা বারুদ আছে তা সারা পথেও শেষ হবে না। তারপর সে মংগোল সিংয়ের সাথে কোলাকুলি করলো. এবং বললো, আমার দোস্ত! এখন কথা বলার সময় নয়, নয়তো আমি তোমাকে অনেক কিছু বলতাম। হ্যাঁ, একটা জরুরী কথা এখনই আমার মনে পড়লো, যদি কোনো দুর্ভাগ্যকে বাঁচাতে পারো তাহলে সকালের আযান হবার আগেই ধারিওয়ালে নহরের পাশের ডাকবাংলোয় নিয়ে এসো। আমি সেখানে আমার ও আমার সাথে গমনকারীদের হেফাজতের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছি।

তারপর মংগোল সিংকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

মংগোল সিং দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। সওয়াররা কারের ডাইনে বাঁয়ে ও পিছনে যাচ্ছিল। যখন তারা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো, সে আকাশের দিকে চোখ তুলে বললো, হায় ভগবান! আমাদের ওপর এ কেমন সময় এসে গেলো। তারপর সে এগিয়ে চললো।



www.pathagar.com

কিছুক্ষণের মধ্যেই মংগোল সিং পৌঁছে গেলো আবদুল করিমের হাবেলীতে। খামার রক্ষক হরদয়াল সিংকে ডাকতে থাকলো। হরদয়াল ও তার বেটা জগজিত সিং বের হয়ে এলো এবং বুড়ো কিশান এগিয়ে এসে বললো, আরে সরদার মংগোল সিং আপনি? ভগবান কত তাড়াতাড়ি প্রার্থনা শুনেন। এ সময় যদি আমি আরো কিছু চাইতাম তাহলে তাও পেয়ে যেতাম। আপনি শুনেছেন তো, আজ পরদেশী গাছগুলোর নিচে খুনের নহর বয়ে যাবে?

হ্যাঁ, আমি শুনেছি, দীননাথ লোকদেরকে পরদেশী গাছগুলি গণনার নতুন পদ্ধতি শুনিয়েছে।

সরদার জী! আপনি ভেতরে আসুন। এখানে এমন অনেক লোক বসে আছে যারা এই পাপে অংশ নিতে চায় না।

মংগোল সিং ঘোড়া থেকে নেমে হাবেলীর ভেতরে প্রবেশ করলো। সেখানে আটজন স্থানীয় ঈসায়ীসহ পঁচিশজন লোক তার চারদিকে সমবেত হলো।

মংগোল সিং বললো, আমরা একটা অনেক বড় পাপকে ঠেকাতে পারবো না। কিন্তু আমি তোমাদের সাথে একটা ওয়াদা করতে পারি। দীননাথ, তার ছেলে এবং তার সাথিদের কেউ এই তামাশা দেখতে পারবে না। তোমরা কয়েকটা বড় বড় রশি উঠিয়ে নাও এবং আমার পিছনে চলে এসো। ভগতরাম দোকানদারকে তার ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে তার দোকান খোলাবার ব্যবস্থা করো। সেখানে যতগুলি কেরোসিন তেলের টিন পাও তুলে নিয়ে এসো। হরদয়াল সিং! তোমার এখানে যদি কেরোসিন তেলের কোনো টিন থাকে তাহলে তাও সংগে নাও। আর বাকি লোকেরা এখান থেকে বিচালীর এক একটি গাঁঠরী উঠিয়ে নাও। সবাই আমার পিছনে পিছনে এসো। আমার মতো পাগড়ীর এক প্রান্ত দিয়ে মুখের চারপাশ এমনভাবে বেঁধে নাও যাতে কেউ চিনতে না পারে।

দীননাথের হাবেলী সশস্ত্র লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ছয় সাতজন জ্বলন্ত মশাল হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিল। এর থেকে কয়েক কদম দূরে আর একটি হাবেলী থেকে মেয়েদের চিৎকার ও আহাজরী শোনা যাচ্ছিল। জগজিত সিং এগিয়ে গিয়ে মংগোল সিংয়ের কানে কানে বললো, সরদারজী! চারদিক থেকে মেয়েদের ধরে এনে এই হাবেলীতে আটকে রাখছে। হাবেলীল দরোজায় পাহারা দিচ্ছে তিনজন এবং ভেতরে ছয় সাতজন হিন্দু ও শিখ বসে আছে। সন্ধ্যায় দীননাথ ও তার ছেলে এই হাবেলীর মধ্যে ঢুকে ছিল। দীননাথ বাইরে এসে লোকদের বললো, আমি মূল্য নির্ধারণ না করা পর্যন্ত কোনো মেয়েকে খদ্দেরের হাতে সোপর্দ করবে না। তাদের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা আমরা গ্রামের লোকদের মধ্যে বিতরণ করবো।

মংগোল সিং বললো, যে পাহারাদাররা যে দরোজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে আচানক পাকড়াও করে মুখ বন্ধ করে দ্রুত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলো। যেন কোনো আওয়াজ না হয়। দীননাথের হাবেলীর দরোজার সামনে এবং দেউড়িতে বিচালী স্তূপাকার করো। সেগুলির ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে দাও। কয়েক টিন তেল আলাদা করে রাখো। হয়তো আরো কোনো ভালো কাজে সেগুলি ব্যবহার করা যাবে। কেউ মোকাবিলা করতে এলে তোমরা নিজেদের নেজা ও কুড়াল ইচ্ছামতো ব্যবহার করো।



www.pathagar.com

মংগোল সিং ও তার সাথিরা কয়েক মিনিটের মধ্যে এ প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছিল। ভেতরে শরাবের নেশায় চুর শিখদের কেউই তখনো বিপদের কোনো কথা চিন্তাই করতে পারেনি। যখন মংগোল সিংয়ের সাথিরা হাবেলীর দরোজায় বিচালীর একটি স্তূপের ওপর কেরোসিন ঢেলে দিল ঠিক তখনই এক দ্রুতগামী সওয়ার বাইর থেকে হাবেলীর দরোজায় এসে থামলো। মংগোল সিং দৌড়ে গিয়ে তার লাগাম টেনে ধরে বললো, বেকুব! একদল সৈন্য এখনি এখান থেকে গেছে। তারা যদি এই শোরগোল শুনতে পায় তাহলে ফিরে এসে সমস্ত গ্রাম ছারখার করে দেবে।

সওয়ার বললো, জী, থানাদার সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি শেঠজীকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন, এখনি তিনি কাজ শুরু করতে চান, যাতে কাজ শেষ করে ফিরে যেতে পারেন। শেঠজী আরামে ঘরের মধ্যে বসে কি করছেন, এজন্য তিনি খুবই নারাজী প্রকাশ করেছেন।

মংগোল সিং বললো, এদিক থেকে দরোজা বন্ধ। তুমি পেছনের দিক থেকে ছাদের ওপর উঠে দীননাথজীকে কয়েকটা গালাগালি করো, তাহলেই তিনি সংগে সংগেই বাইরে চলে আসবেন। তিনি থানাদার সাহেবকে খুব ভয় পান। তাই, দুজন লোক এর সংগে যাও এবং কাঁধের ওপর চড়িয়ে একে পিছনে পাঁচিলের ওপর উঠিয়ে দাও। সেখান থেকে ছাদে ওঠা কঠিন হবে না। নয়তো সারারাত কেউ তোমার কোনো কথাই শুনবে না।

দীননাথ হাবেলীতে প্রবেশকারীদের সাথে কথা বলছিল। সে বলছিল, ভাই, একটু সবর করো। কাজ শুরু করার আগে থানাদারের লোক আমার কাছে আসবে এবং আমরা সবাই তার সাথে চলবো। থানাদারের সাথে আমার পাকাপাকি কথা হয়েছে। তার কথা হচ্ছে, তোমরা যে মেয়েকে বাঁচাতে চাইবে তাকে মামুলি দামে বিকিয়ে দেয়া হবে। কাজেই কোনো চিন্তা নেই।

ছাদের ওপর থেকে আওয়াজ এলো, দীননাথ! তুমি যেমনই বদমাশ তেমনি বুযদিল। গেটে পাহারা বসিয়েও তুমি দরোজা বন্ধ করে দিয়েছো। বাইরে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে, এ খবরও তুমি রাখো না। তোমার লোকেরা আমাকে সাহায্য না করলে আমি তোমার সাথে কথাও বলতে পারতাম না।

দীননাথ ফরিয়াদীর সুরে বললো, মহারাজ! বিশ্বাস করুন, যে সেনাদলের কথা আপনি বলছেন তা ছিল পাতিয়ালার। বালুচ রেজিমেন্টের কোনো দল এদিকে আসেনি।

মংগোল সিং চেঁচিয়ে বললো, শেঠজী! থানাদারের পাঠানো দ্বিতীয় লোকও এসে গেছে। সে বলছে, তুমি এখনি পরদেশী গাছের কাছে পৌঁছে যাও। নয়তো আমরা যাবার আগে তোমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাবো।

দীননাথ চিৎকার করে বললো, কোথায় সেই লোক?

তুমি অন্ধকারে তাকে দেখতে পাবে না। নাও আমি আলো করছি।

একথা বলার সাথে সাথে একের পর এক তিনটি মশাল দেউড়ির ভিতরে বাইরে বিচালীর স্তূপের ওপর পড়লো ঝুপ করে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং সারা এলাকা আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেলো। দীননাথ ও তার লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দ্রুত ধাবমান আগুনের লেলিহান শিখার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো।



www.pathagar.com

একজন শিখ গর্জে উঠলো, দীননাথ! পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও তুমি গেট বন্ধ করে রাখলে কেন?

দীননাথ অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে হাতজোড় করে বললো, জনাব! পাহারাদাররা কেউ ওখানে ছিল না। সবাই ভিতরে চলে এসেছিল। বুঝতে পারছি না এসব হচ্ছে কি?

বেকুবের বাচ্চারা! ওরা বিচালীর গাদায় পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা বাঁদিকে গোশালার দিকে ভাগো। ওখান থেকে পাঁচিল টপকে অন্যদিকে যাওয়া যাবে। এছাড়া বাঁচার আর কোনো পথ নেই।

আতংকগ্রস্ত লোকেরা একে অন্যকে ধাক্কা দিতে দিতে এবং চিল্লাতে ও হট্টগোল করতে করতে দেয়াল টপকাতে লাগলো।

দীননাথ দেয়ালের গায়ে ঝুলছিল। সে বলে চলছিল, যাক তবুও ভগবানের অশেষ কৃপা যে, আমাদের জানানারা অন্য বাড়ি চলে গেছে। ভাই! কেউ আছো, ভগবানের দোহাই আমাকে সাহায্য করো। কয়েকজন শক্ত সমর্থ লোক দীননাথকে দেয়ালের ওপর চড়িয়ে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে অন্যদিকে ঠেলে দিল। সেদিকে গোশালে গরু মোষ বাঁধা ছিল। দীননাথ আচানক একটি মোষের মাথায় গিয়ে পড়লো। সে তাকে শিংয়ের ডগায় গেঁথে দড়ি ছিঁড়ে একদিকে ছুটতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে দীননাথের খোঁজ শুরু হলো। হাবেলীর ঠিক মাঝখানে ভীষণ জখমী অবস্থায় সে চিৎকার করছিল। বাইরের অবস্থা তাকে শুনানো হলো যে, পাশের হাবেলীতে যেসব মেয়ে বন্দী ছিল অজ্ঞাত হামলাকারীরা তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

এক ব্যক্তি বললো, এই বদমাশটাকে উঠাও এবং একে পরদেশী গাছগুলির কাছে নিয়ে চলো। থানাদার সাহেব সেখানে এর জন্য রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বসে আছেন।

দীননাথ উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো। বলতে থাকলো, আমি থানাদার সাহেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবো কিন্তু এসব হলো কেমন করে?

তার ছেলে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, পিতাজী! কেউ বলতে পারছে না। আমার মনে হচ্ছে, আবদুর রহীম ও তার খান্দানের লোকেরা আবার ফিরে এসেছে।

বেটা! আমাদের বাড়িটা রক্ষা পেয়ে গেছে না?

হ্যাঁ, পিতাজী! ওদিকে আগুন লাগাবার কথা তারা চিন্তা করেনি।

তুমি দৌড়ে বাড়ির ভিতরে যাও এবং থানাদার সাহেবের জন্য আমি যে টাকার থলেটি রেখেছি সেটি নিয়ে এসো।

ইউসুফ গাড়ি চালিয়ে সোজা ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লো। মেজর আফতাব ও ক্যাপ্টেন নঈম তার ইন্তিজারে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। তারা অতি দ্রুত কারের কাছে পৌঁছে গেলো। ততক্ষণ অশ্বারোহীরাও সেখানে এসে গিয়েছিল। ইউসুফ কার থেকে নেমে ক্যাপ্টেন নঈমের প্রশ্নের জবাবে সব ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলো।

বাহাদুর সিং কার থেকে নেমে একদিকে দাঁড়িয়েছিল। নঈম ও আফতাব অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে ইউসুফের মুখ থেকে নাসরীনের কাহিনী শুনছিল। কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন নঈম বললো, আপনি ভালো সময়ে এসে গেছেন। এখনি যদি আমরা রওয়ানা হয়ে যাই তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাবো।



www.pathagar.com

ইউসুফ জবাব দিল, নঈম সাহেব! আমাদের কয়েক মিনিট মংগোল সিংয়ের ইন্তিজার করতে হবে। সে এমন কিছু লোককে এখানে নিয়ে আসবে যাদেরকে পাকিস্তানে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। আমার বিশ্বাস, সে দেরী করবে না। যদি তোমরা আরো কয়েক কদম পায়চারী করা পছন্দ করো তাহলে আমি সম্ভবত স্টেশানের প্লাটফরম থেকে তোমাদেরকে পরদেশী গাছগুলির আশেপাশে অথবা দীননাথের বাড়িতে মংগোল সিংয়ের কর্মতৎপরতার চিত্র দেখাতে পারবো।

নঈম বললো, আমি নিজেই কিছুদূর হেঁটে চলতে চাই।

ইউসুফ কারের পেছনের দরোজা খুলে দিয়ে বললো, নাসরীন! এসো, তুমিও একটু ভ্রমণ করো। আর বাহাদুর! তুমিও পিছনে পিছনে এসো।

তারা ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে মাত্র দুফার্লংয়ের মতো পথ পার হয়েছিল এমন সময় দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে আগুনের শিখা দেখা গেলো উপরের দিকে উঠছে।

বাহাদুর সিং বললো, জনাব! দীননাথের গ্রামে মংগোল সিংয়ের কর্মতৎপরতার ফল দেখুন। তারা দ্রুত রেলওয়ে স্টেশানের প্লাটফরমে উঠে গেলো। সেখান থেকে আগুনের শিখা আরো ভালো করে দেখা যেতে লাগলো।

ইউসুফ বললো, নঈম সাহেব! এখন মংগোল সিংয়ের এখানে পৌঁছুতে আর বড়জোর একঘণ্টা লাগতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। সে এর আগেও এসে যেতে পারে, এটাও সম্ভব। সে সোজা এদিকে আসবে। তোমারা ফিরে যাও এবং যাবার প্রস্তুতি করতে থাকো। আমি ওদেরকে নিয়ে আসছি।

বাহাদুর সিং বললো, না ভাই! এ কখনো হবে না। তুমি ছোট বিবিকে নিয়ে ওঁদের সাথে ডাকবাংলোয় চলে যাও। আমি এখানে ডিউটি দিচ্ছি।

ইউসুফ নঈম ও আফতাবের সাথে যেতে যেতে বললো, নাসরীন! পিছন ফিরে পূর্বের দিকে দেখতে থাকো। তারপর আমি তোমাকে একটা মজার কথা শোনাবো।

তারা ডাকবাংলোর প্রশস্ত অংগনে চেয়ার পেতে কথা বলছিল। নাসরীন বললো, সেই মজার কথাটা বলুন ভাইজান!

'দিনের বেলা ওখান থেকে কাংড়ার পাহাড়গুলির চমৎকার দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে। চাঁদের ষোল, সতের বা আঠার তারিখে আমি এই প্লাটফরম থেকে চাঁদের উদয় হওয়ার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বার বার দেখেছি। প্রথমে একটি বরফে ঢাকা শৃংখের পেছন থেকে ঝলমলে আলোর শিখা আকাশের দিকে উঠতে থাকে। তারপর যখন চাঁদ ধীরে ধীরে উঁকি দিতে থাকে তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হতে থাকে যেন মহান ক্ষমতাশালী স্রষ্টা পাহাড়ের বরফাবৃত শৃংগের মাথায় একটি আলো ঝলমল মুকুট রেখে দিয়েছেন। সেই মুকুট থেকে আলোর বিচ্ছুরণ এমন বিপুল বেগে চলে যে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে যেন আলোর বন্যা বয়ে যেতে থাকে। সমস্ত শৃংগগুলি একযোগে জেগে ওঠে। আমি অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখতে থাকতাম। একদিন মনে হয়েছিল, আহা! যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে এ মুকুটটি পর্বত শৃংগ থেকে উঠিয়ে এনে শাহাজাদি ফাহমিদার মাথায় পরিয়ে দিতাম।



www.pathagar.com

তারা প্রায় চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত কথাবার্তায় মশগুল ছিল তারপর বাহাদুর সিং দৌড়ে এসে খবর দিল, সরদার মংগোল সিং কয়েকজন মহিলাকে সাথে নিয়ে এদিকে আসছেন।

দশ মিনিট পরে মংগোল সিং ও তার সশস্ত্র লোকেরা এগারজন মহিলাকে সাথে নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। এদেরকে দীননাথের গ্রাম থেকে আজাদ করা হয়েছে। তারা অতি কষ্টে তাদের শোক, চিৎকার ও কান্না দমিয়ে রেখে নিজেদের বরবাদির ঘটনা শুনিয়ে যাচ্ছিল। কারোর বাপমা উভয়কে, কারো চাচা, মামা বা ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকে তার জ্বলন্ত গৃহ থেকে বের করে দীননাথের গ্রামে নিয়ে আসা হয়েছে। কারো পরিবারের পুরুষদেরকে শস্য ক্ষেতে হত্যা করা হয়েছে এবং বৃদ্ধাদেরকে ঘরের মধ্যেই খতম করা হয়েছে। একটি যুবতী মেয়ের ঘরের মধ্যে কয়েকজন হামলাকারী ঢুকে পড়ে এবং তারা তার দুধপানরত বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারে তারপর মাটিতে পড়ার আগেই তার ওপর তরবারি চালনার নিপুণতার মশক চলতে থাকে।

ক্যাপ্টেন নঈম বললো, তোমাদের কাহিনী খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এখন তোমাদের দ্রুত পাকিস্তানে পৌঁছিয়ে দেয়া। তোমরা এখনি ট্রাকে উঠে বসো। আমাদের সময় খুবই কম। এ সময় অন্যরকম কোনো ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মংগোল সিং বললো, আমি দুটো ঘোড়া দিতে পারি। দুজনের জন্য। আপনারা নদী পার হবার সময় সরদার জগত সিং এদের দায়িত্ব নিয়ে নেবেন।

ইউসুফ কার চালাচ্ছিল এবং নাসরীন ও আর একটি মেয়ে তার সাথে বসেছিল। পেছনের সিটে মেজর আফতাব ও ক্যাপ্টেন নঈমের সাথে বাহাদুর সিংও বসেছিল। সওয়ারদের সাথে আসছিল দুজন সিপাহী এবং বাকি সিপাইরা ছিলেন মেয়েদের সাথে ট্রাকে। রুখসাত হবার সময় মংগোল সিং ইউসুফকে বললো, বড় মিয়াজীকে বলবে, যে পরদেশী গাছগুলির নিচে মুসলমানদের লাশ পড়ে ছিল সেখানে সবচেয়ে বড় গাছটাতে আমরা দীননাথ ও তার ছেলের লাশ ঝুলিয়ে রেখেছি। তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। আমরা তাকে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং গাছের ডালে বাঁধা দড়ি তার গলায় আটকে দিয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। দীননাথের ঘর বাড়িও আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তার আগেই দীননাথের বাড়ির সব ধনদৌলত লুট করে নেয়া হয়েছে।

ইউসুফ বললো, সরদারজী! এই মজলুম মেয়েদেরকে এখানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

মেজর আফতাব বললেন, সরদার মংগোল সিং! আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। যদি প্রত্যেক গ্রামে তোমার মতো একজন করে নওজোয়ান থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের এ ধ্বংসের মুখ দেখতে হতো না।

আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। বলে ইউসুফ ও তার সাথিরা রওয়ানা হয়ে গেলো।

ডেরা নামকের দিকে যাবার পথের একটি পুলের ওপর শিখদের একটি দল তাদেরকে আটকে দিল। কিন্তু তাদের গুলীর জবাব গুলীর মাধ্যমে দেয়া হলে তারা চুপসে গেলো। বাহাদুর সিং কার থেকে নেমে বললো, ওহে শিখেরা! কে তোমাদের দলনেতা? পুলিশ অফিসার বাহাদুর সিংয়ের ওপর গুলী চালাতেও তার লজ্জা হলো না?



www.pathagar.com

তোমরা একথাও বুঝতে পারছো না, আমার পেছনে আর্মি আসছে তারা তাদের মেশিনগানের গুলীতে তোমাদের ভুনে ছাতু করে ফেলবে। তোমরা আমাদের একজনকে হত্যা করলে তারা তোমাদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে।

তারপর কেউ আর ঠাহরই করতে পারলো না, হামলাকারীরা কোন দিক থেকে এসেছিল এবং কোনদিকে চলে গেলো।

এভাবে চার জায়গায় তারা শিখদের সশস্ত্র হামলাকারীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলো। কিন্তু বন্দুকের গর্জনে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

এক জায়গায় ছিল লুট করা মালপত্রের একটা স্তূপ। ইউসুফ কারের আলোয় সড়কের কিনারে দুজন শিখকে দেখলো। তারা দুটি মেয়ের মাথার চুল মুঠো করে ধরে ক্ষেতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই শিখটির শরীর ছিল বেশ লম্বা।

ইউসুফ বললো, নাসরীন! তুমি চাইলে তোমার পিস্তল চালাতে পারো।

ইউসুফ হর্ণ বাজিয়ে কার সড়ক থেকে নামিয়ে ক্ষেতের কিনারে নিয়ে গেলো আর এই সংগে নাসরীন ফায়ারও করলো। গুলী শিখটির মাথায় লাগলো, সে ঢলে পড়ে গেলো। ইউসুফ কার একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, বাহাদুর সিং! এবার তোমার পালা।

বাহাদুর সিং ফায়ার করার সাথে সাথে অন্য শিখটি মুখ থুবড়ে পড়লো। তার সাথে সাথে মেয়েটিও পড়ে গেলো। বাহাদুর সিং কার থেকে নেমে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা শিখটিকে জুতো দিয়ে ঠোকর মারলো। মেয়েটির সারা শরীর পানি ও কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। তার হাত ধরে টেনে তুলে আনলো। কারের সামনের পা মাটিতে বসে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রাক থেকে জোয়ানরা নেমে তাকে চাড় দিয়ে উঠিয়ে ডাঙায় ঠেলে দিল।

ইউসুফ মেয়ে দুটিকে বললো, এখন আর তোমাদের কোনো বিপদ নেই। যদি ঐ মালপত্রের স্তূপে তোমাদের জিনিসপত্র থেকে থাকে তাহলে তা বের করে নিয়ে এসো। সেগুলির জন্য ট্রাকে জায়গা আছে। আমরা তোমাদের পাকিস্তানে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো।

ভাই সাহেব! যদি আমাদের পাকিস্তানে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারেন তাহলে আর কোনো মালপত্রের প্রয়োজন নেই।

ক্যাপ্টেন নঈম বললো, না বিবি সাহেবা! যদি কোনো বাক্সে তোমাদের কাপড় বা গহনাগাটি থাকে তাহলে তা উঠিয়ে নিয়ে এসো। পরে এর প্রয়োজন দেখা দেবে।

ইউসুফ ড্যাশবোর্ড থেকে টর্চ বের করলো। বাহাদুর সিংয়ের হাতে দিয়ে বললো, এদের সাহায্য করো।

দুটি ট্রাংক ট্রাকে উঠিয়ে নেয়া হলো। কাফেলা এগিয়ে চললো।

ডেরা বাবা নানক থেকে বের হতেই তাদের সামনে আর একটি দল রুখে দাঁড়ালো। ইউসুফ হর্ণ দিল এবং সাথে সাথেই কার ও ট্রাক থেকে সমানে ফায়ার শুরু হলো। 'ফৌজ এসে গেছে।' 'বালুচ রেজিমেন্ট এসে গেছে' শোরগোল করতে করতে সবাই এদিক ওদিকে ভাগতে লাগলো। তারপর ডেরা বাবা নানকের আগে কয়েক মাইল পর্যন্ত সড়কের ওপর বিক্ষিপ্ত লোকেরা 'মুসলমানদের ফৌজ এসে গেছে' 'বালুচ রেজিমেন্ট এসে গেছে' এবং 'সড়ক থেকে দূরে থাকো' রব তুলে ভাগতে লাগলো। ফলে বার তের মাইল



www.pathagar.com

পর্যন্ত তারা অতি দ্রুত গতিতে গাড়ি চালালো। তারপর পথের ধারে একটি ঝিল দেখে বাহাদুর সিং চিৎকার দিল, ইউসুফ ভাই! এবার আমাদের ডাইনে মোড় নিতে হবে।

ডানদিকে তিন মাইল চলার পর বাহাদুর সিং বললো, ভাই সাহেব! এবার সবাইকে সাবধান হতে হবে। আমরা বদমাশ গেণ্ডা সিংয়ের গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। বাবা জগত সিংও বলতেন, আমাদের এলাকার যারা পাতিয়ালার ফৌজে চাকরী করে তারা বহু অস্ত্রশস্ত্র ওখানে সংগ্রহ করে রেখেছে। মেজর সাহেব! আপনার জোয়ানদের বলে দিন আমাদের প্রথম কয়েকটি গুলী যদি যথার্থ লক্ষ্যভেদ করে তাহলে সব ভেগে যাবে।

কিন্তু গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যখন তারা কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো না তখন বাহাদুর সিং বললো, মনে হচ্ছে গেণ্ডা সিংয়ের লোকেরা মারামারি ও লুটপাট করার জন্য অন্য কোথাও গেছে।

গ্রামের সীমানা পার হতেই তারা একটি হাবেলীতে মেয়েদের চিৎকার শুনতে পেলো।

বাহাদুর সিং বললো, মেজর সাহেব! এটা গেণ্ডা সিংয়ের হাবেলী। মনে হচ্ছে, আশপাশ থেকে মেয়েদের ধরে আনার পর সে এখন কোনো বড় শিকারে গেছে।

ইউসুফ তামাকের ক্ষেতের পাশে কার দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে মেজর আফতাব ও ক্যাপ্টেন নঈমকে বললো, সম্ভবত আপনারা এই হামলার জিম্মাদারী নিতে পারবেন না। আপনাদের জোয়ানদের বলে দিন তারা যেন দুশমনদেরকে এই কার ও ট্রাক থেকে দূরে রাখে। আমার সাথে আগত সশস্ত্র সওয়ারদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আর বাহাদুর সিং আমাকে পথ দেখাবে।

ক্যাপ্টেন নঈম বললো, সশস্ত্র লোকদের কোনো দল আমাদের সামনে এলে আমরা তাদের প্রত্যেককে গুলী করবো। আপনি জানমালের কোনো ক্ষতি না করে যদি মেয়েদেরকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে সবচেয়ে খুশির কথা হবে।

বাহাদুর সিং গেণ্ডা সিংয়ের হাবেলীর দরোজায় কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে কেউ বললো, কে?

ও, বেকুবের বাচ্ছা! পুলিশ এসেছে, ফৌজও এসে গেছে। দরোজা খোলো। জলদি করো। নয়তো দুমিনিটের মধ্যে সৈন্যরা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়বে।

জনাব! যদি আমরা দরোজা খুলে দিই তাহলে সরদার গেণ্ডা সিং আমাদের কল্লা নামিয়ে দেবে।

কিন্তু গেণ্ডা সিংয়ের আগে আমরাই তোমাদের বুক গুলীতে ঝাঁঝরা করে দেবো। একথা বলতে বলতেই বাহাদুর সিং ফটকে গুলী করলো। ভেতর থেকে দুজন লোক দোহাই দিল মহারাজ! আমরা দরোজা খুলে দিচ্ছি।

বাহাদুর সিং আওয়াজ দিয়ে বললেন, মেজর সাহেব! এবার আপনি আসতে পারেন।

সশস্ত্র লোকেরা দৌড়ে সেখানে পৌঁছে গেলো এবং ফটক খুলতেই ভেতরে ঢুকে পড়লো। টর্চের আলোয় একটি কামরায় বারটি মেয়েকে পাওয়া গেলো। একটি কুঠরীর তালা ভেঙে তার ভেতর অস্ত্র বোঝাই পাওয়া গেলো। বিশটি রাইফেল ও বন্দুক এবং বারুদের একটি সিন্দুক ছাড়াও সেখানে পাওয়া গেলো পাঁচটি টমিগান।



www.pathagar.com

মেজর আফতাব বললো, ইউসুফ সাহেব! যখন আপনি বক্তৃতা করতেন, আমাদের বিশ্বাস হতো না যে, আমাদের দুশমন এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জমা করে ফেলেছে। বাহাদুর সিং! আমরা যে গ্রামে যাবো সেটি এখান থেকে কতদূর?

জী, মেজর সাহেব বেশী হবে না। এখান থেকে কিছু সামনে শুরু হচ্ছে সারকাণ্ডার জংগল। এ জংগল গিয়ে শেষ হয়েছে নদীর পাড়ে।

মেজর আফতাব এক জোয়ানকে বললো, দেখো ভাই, যত অস্ত্র আছে সব ট্রাকে ভরে দাও। জোয়ানরা পায়ে হেঁটে নদীর কিনারে চলে যাবে। জোয়ানরা রাইফেল ট্রাকে রেখে দিয়ে একটা করে টমিগান কাঁধে উঠিয়ে নাও। এই মেয়েগুলিকেও ট্রাকে জায়গা দাও। ইউসুফ সাহেবের গাড়িতেও নাসরীন বিবির সাথে কেবল মেয়েরাই বসবে। আমরা সবাই পায়দল চলবো।

বাহাদুর সিং বললো, মেজর সাহেব! গেণ্ডার লোকেরা নিশ্চয়ই হামলা করবে। আপনারা হুশিয়ার থাকবেন। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝবেন গেণ্ডার লোকেরা আসছে।

একজন সিপাহী একটি বাক্সের ডালা খুলে চিৎকার করে বললো, ক্যাপ্টেন সাহেব! এর মধ্যে দেখছি হাত বোমা।

নঈম বললো, সবার আগে এ বাক্সটি তুলে নাও এবং যারা এগুলি নিক্ষেপ করা জানে তাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। আর এখনি ট্রাকে উঠে হেডকোয়ার্টারকে এই মর্মে খবর দিয়ে দাও যে, কাফেলাকে হেফাজতে পৌঁছে দেবার জন্য আমরা এখানে এসে গেছি। আশপাশের গ্রামের মুসলমানদেরকে শিখ আক্রমণকারীদের গণহত্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের এখানে আরো কিছু সময় থাকতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি শেষ করেই আমরা ডিউটিতে চলে যাবো। হামলাকারীদের হাত থেকে বিশজন মুসলিম মহিলাকেও ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

মেজর আফতাব তাঁকে এও জানিয়ে দাও যে, আমরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রও ছিনিয়ে নিয়েছি।

নঈম বললো, না, এখন একথা বলার দরকার নেই। কারণ যে-গ্রামে যাচ্ছি মনে হচ্ছে সেটাও একটা রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্র। এখন জানি না সেখানে কত সময় লাগে এবং অস্ত্র শস্ত্রও কি লাগে।

বাহাদুর সিং একজনের কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে বললো, আমি বাবা জগত সিং-এর গ্রামে যাচ্ছি খবর দেবার জন্য, যাতে আগাম নৌকা তৈরি রাখা হয়। আপনারা ওখানে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত ওপার থেকে খেয়াপারের নৌকা মাঝিদেরও ডেকে আনা হবে।

সকালের আবছা আলোর মধ্যে এ কাফেলা জগত সিংয়ের গ্রামে পৌঁছে গেলো। গ্রামের মেয়েরা তার হাবেলীর মধ্যে এক জায়গায় পরোটা ভাজায় ও দুধ তৈরি করার কাজে ব্যস্ত ছিল।

জগত সিং তাদেরকে দেখেই বলে উঠলো, ভাইয়েরা! সময় নেই, নয়তো আমি আপনাদের জন্য একজন মুসলমান বাবুর্চির ব্যবস্থা করতাম। সে ভালো ভালো খাবার তৈরি করতো। দয়াকরে এখন এই গরম গরম পরোটা খেয়ে নিন। আর দুধের এখানে



www.pathagar.com

কোনো কমতি নেই। পেট ভরে পান করুন। আপনাদের জন্য একটি নৌকা তৈরি আছে। ওপার থেকে আর একটা নৌকা এসে যাচ্ছে। আমার বেটা শরন সিং সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমাদের ওপর যে কোনো সময় হামলা হতে পারে। আপনারা অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ পেয়ে গেছেন। এটা ভগবানের কৃপা।

ইউসুফ একটা পরোটার কিছু অংশ খাবার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে বাহাদুর সিংকে দেখতে পেল না।

জগত সিং বললো, কাকাজী! বাহাদুর উপরে গেছে। তুমিও আঁতুড় ঘর থেকে একবার ঘুরে এসো। তোমার বোনকে মুবারকবাদ দাও। আমাদের সবার আকাংখা ছিল তুমি তোমার ভাগিনার মাথায় হাত রেখে তার জন্য দোয়া করবে।

ইউসুফ আর কোনো কথা না বলে খাওয়া শেষ করে ওপরে পৌঁছে গেলো। বাহাদুর সিংকে ডাকলো। বাহাদুর সিং বাইরে বের হয়ে বললো, আরে ভাই! ভেতরে এসো। তোমার বোন ও ভাগিনা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ইউসুফ ভিতরে ঢুকে বিশ দিনের বাচ্চাকে অজিত কোরের কোল থেকে উঠিয়ে নিল এবং পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে তার মুঠোয় ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বাচ্চা ভীত হয়ে কেঁদে ফেললো। নোটগুলি অজিত কোরের কোলে রেখে দিয়ে ইউসুফ বললো, অজিত বোন! সময় খুবই কম। আমি তোমার বেটাকে ভালো করে দেখতেও পারলাম না। কিন্তু তাকে একথা ভুলে যেতে দেবে না যে, তার মামা নদীর ওপারে চলে গেছে। কি নাম রেখেছো ছেলের বাহাদুর সিং?

জী, ওর নাম মোহন সিং।

অজিত কোর বাহাদুর সিংকে বললো, দাই পারুকে বাচ্চার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি বীর ভাইকে রুখসাত করার জন্য নদীর পাড়ে যাবো।

ইউসুফ বললো, একদম নয়, তুমি নদীর পাড়ে যাবে না।

অজিত কোর অশ্রু সজল কণ্ঠে বললো,বীর ভাই! আমি কিছুদূর তো যেতে পারি?

বাহাদুর সিং বললো, কিছুদূর যেতে কোনো দোষ নেই। তবে যদি কোনো বিপদ দেখা দেয় তাহলে আমি এক কদমও যেতে দেবো না।

তারা নিচে নেমে এলো। জগত সিংয়ের গ্রামের কিছু শিখও হাবেলীতে সমবেত হচ্ছিল। জগত সিং নঈমকে বলছিল, ক্যাপ্টেন সাহেব! এই জুলুম দেখে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। তবু এ সত্ত্বেও আমি অনুভব করছি, মুসলমানরা সৌভাগ্যবান। কারণ তারা হিন্দুদের থাবা থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের হাত শিগগির শিখদের শাহরগে পৌঁছে যাবে। এখন লোকেরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য কুরবানী দিচ্ছে কিন্তু আমাদের হিন্দুদের গোলাম হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য এর চাইতেও বেশী কুরবানী দিতে হবে। আমরা লড়বো কিন্তু কোনো বিজয়ের আশায় লড়বো না বরং একথা ভেবে লড়বো যে আমাদের জন্য লড়াই করতে করতে মরে যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। একজন মুসলমান ছেলে কয়েক বছর আগে বলেছিল, শিখদের হুশ হবে সময় পেরিয়ে যাবার পর। সে ছেলেটি হচ্ছে ইউসুফ। সে-ই আজ এই অসহায় মেয়েদেরকে রক্ষা করে এখানে নিয়ে এসেছে। কাকা ইউসুফ জী! তোমার কথা খুব বেশী বেশী মনে পড়বে।



www.pathagar.com

শরণ সিং বললো, বাপু জী! এখন আর কথার সময় নেই। গেণ্ডা সিং যে কোনো সময় হামলা করতে পারে। যে নৌকাটা দাঁড়িয়ে আছে এই মহিলাদেরকে তাতে সওয়ার করিয়ে দেয়া উচিত।

ইউসুফ বললো, বোনেরা! চলো। আর শরণ সিং! তুমি আগে আগে চলো। আমরা পিছনে চলছি।

তারা হাবেলী থেকে বের হচ্ছিল। অজিত নাসরীনের বাহু আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। নাসরীনের এক হাতে ছিল পিস্তল। ইউসুফ পিছন ফিরে বললো, তুমিও এদের সাথে চলে যাও।

না ভাইজান! আমি আপনার সাথে যাবো।

ইউসুফ অজিতকে বললো, অজিত তুমি চলে যাও আরাম করো।

এটা কেমন করে হতে পারে বীর ভাই! যতক্ষণ আপনি ওপারে না যাবেন ততক্ষণ আমি আপনাকে দেখতে থাকবো। তারপর আমি প্রত্যেক দিন এখানে এসে দরিয়ার কিনারে তাকিয়ে থাকবো, হয়তো ওপার থেকে কোনো নৌকা আসবে এবং তাতে আমার বীর ভাই থাকবেন। আজ আপনি আমার মাথায় হাত রাখতেও ভুলে গেছেন।

ইউসুফ তার মাথায় হাত রাখলো। তারপর নাসরীনের হাত ধরে বললো, তুমি আমার সাথে থাকো দুষ্টু মেয়ে।

তারা নদী থেকে তখনো প্রায় তিন'শ কদম দূরে ছিল এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুর ধ্বনি শোনা গেলো। সশস্ত্র লোকেরা যার যার জায়গায় পজিশান নিল। ওদিকে মেয়েরা দ্রুত নদীর দিকে দৌড়াতে লাগলো। বাবা জগত সিং ও গ্রামের কিছু শিখ মেয়েদের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিল। নাসরীন দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল।

ইউসুফ চিৎকার করে বললো, নাসরীন! কি দেখছো? আল্লাহর ওয়াস্তে নৌকার কাছে চলে যাও।

নাসরীন দৌড়াতে লাগলো। নৌকা থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে ছিল এমন সময় ডান দিকে টিলার পিছন দিক থেকে দুজন সওয়ার উদয় হলো।

শরণ সিং চিৎকার দিয়ে উঠলো, বিবি জী! ওর হাত থেকে বাঁচুন। ও হলো গেণ্ডা সিং! তারপর সে বুলন্দ আওয়াজে বললো, গেণ্ডা সিং! রোক যাও! নয়তো বেঘোরে মারা পড়বে।

নাসরীন এখন আরো দ্রুত ভাগছিল। কিন্তু সামনের সওয়ারটি অনেক কাছে এসে পড়েছিল। নাসরীন আচানক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে নিশানা নিল এবং ফায়ার করে দিল। একই সাথে টিলার দিকে আর একটি গুলীর আওয়াজ হলো এবং দ্বিতীয় শিখটিও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। এমন সময় অজিত কোরের আওয়াজ শোনা গেলো, শাহজাদী বোন! নৌকায় উঠে পড়ো।

নাসরীন দৌড়ে গিয়ে নৌকায় পা রাখলো। এ সময় টিলার দিক থেকে একটি গুলী এলো এবং তার পায়ে আঘাত করলো। ইউসুফ দৌড়ে গিয়ে তাকে নৌকায় উঠিয়ে দিল। নৌকা চলতে লাগলো। সাথে সাথেই যেদিক থেকে গুলী আসছিল রাইফেল ও স্টেনগানের জওয়াবী গুলী সেদিকে চলতে থাকলো। ট্যার....ট্যার.....ট্যার.....ট্যার।



www.pathagar.com

এক হামলাকারী শিখ চিৎকার করে উঠলো এখান থেকে ভাগো.... এ গেণ্ডা সিং বদমাশ আমাদেরকে ফৌজের সামনা সামনি করে দিয়েছে।

তারপর টিলার পাশে যেখানে গাছপালা নড়ছিল সেখানে হাত বোমা ফাটতে লাগলো।

বাবা জগত সিং বললেন, কাকাজী! ওপার থেকে নৌকা আসছে। এখন যদি গেণ্ডা সিং মারা পড়ে থাকে তাহলে আগামী কয়েকদিন তার দলবল আর এদিকে ঘেঁসবে না।

মেজর আফতাব বললো, সরদারজী! আপনার লোকদেরকে আশপাশের গ্রামগুলিতে দ্রুত পাঠিয়ে দিয়ে নৌকা সংগ্রহ করুন। আমরা নদী পারাপারকারী নৌকাগুলির হেফাজত করবো।

অজিত কোর সামনে এসে বললো, বীর ভাই! আগের নৌকাটি কাছে এসে যাচ্ছে। আপনি ওতে উঠে বসুন। শাহজাদী বোন আহত অবস্থায় ওখানে আছে।

নঈম বললো, ইউসুফ সাহেব! নদীর ওপারে সামান্য দূরে বাউণ্ডারী ফোর্সের ক্যাম্প পাবেন। সেখানে আমরা সিগন্যাল পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার আগেই কোনো ডাক্তার ওই মেয়ের সাহায্যের জন্য সেখানে পৌঁছে যাবে। এই স্টেনগান ও বারুদ আপনি রেখে দিতে পারেন। আপনার কাজে লাগবে।

ক্যাপ্টেন সাহেব! আমার কারটি নদীর কিনারে ওখানে রয়েছে। ওটাকে নদী পার করানো যাবে না। কাজেই আপনারা দুজন আমাদের তোহফা মনে করে ওটা কবুল করে নিন।

'শুকরিয়া' মেজর আফতাব বললো। কিন্তু আমরা প্রথম সুযোগেই ওটা লাহোরে আপনার কাছে পৌঁছিয়ে দেবো। আবার আপনার গবাদি পশুও ওখানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হতে পারে। আপনি এই মহিলাদেরকে ওপারে ক্যাম্প কমাণ্ডারের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। আর ওই আহত মেয়েটিকে যত দ্রুত পারেন হাসপাতালে ভর্তি করার চেষ্টা করবেন।

নৌকায় আরোহন করেই ইউসুফ এক ব্যক্তির পাগড়ী নিয়ে নাসরীনের জখমের ওপর কশে বেঁধে দিল। এতক্ষণ রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

নাসরীন বলছিল, ভাইজান! ভাইজান! মনে হচ্ছে আমার গায়েও কোনো গুলী লেগেছে। কিন্তু আমি জিন্দা আছি এবং জিন্দা থাকবো আপনাকে ও আপাকে ছেড়ে আমি যাবো না অর্থাৎ যতক্ষণ আপনি খুশি হয়ে অনুমতি না দেবেন।

ইউসুফ তার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললো, বোনটি আমার! আরামে শুয়ে থাকো এবং বারবার বলতে থাকো, আমি বেঁচে আছি। নদীর ওপারে গিয়েই তোমাকে ফার্স্ট এইড দেবার জন্য ডাক্তার এবং লাহোর পৌঁছাবার জন্য ট্রাক হাজির থাকবে।

নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে সমস্ত আরোহী নেমে যাবার পর ইউসুফ নাসরীনকে দুই হাতের ওপর উঠিয়ে কিনারায় নিয়ে এলো। কয়েক কদম দূরে পাইন গাছের নিচে কয়েকজন দেহাতী বসেছিল। তারা ডেকে বললো, বাবুজী! আপনি ছায়ায় আসুন।

ইউসুফ এগিয়ে গেলো। দেহাতীরা একটি খাট খালি করে দিল এবং ইউসুফ নাসরীনকে সেই খাটের ওপর শুইয়ে দিল।



www.pathagar.com

এক ব্যক্তি বললো, করম আলী! যাও আমাদের ঘর থেকে একটি বিছানা নিয়ে এসো। ইনি ছিলেন গ্রামের প্রধান। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার হুকুম তামিল করা হলো।

এক ব্যক্তি এক কলস পানি এনে সেখানে রেখে দিল। ইত্যবসরে ইউসুফের সাথিরা সেখানে সবাই এসে গিয়েছিল। কয়েক মিনিট পরে একটি ফৌজী ট্রাক এসে গেলো। একজন ডাক্তার ও দুজন জোয়ান নেমে এলো। ডাক্তার নাসরীনকে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ইউসুফকে বললো, 'জখমের ওপর কশে পট্টি বেঁধে ভালই করেছেন। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো গুলী বা মোটা ছোরা রানের মধ্যে রয়ে গেছে। তা বের করার জন্য আমাদের রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। একে ট্রাকে উঠিয়ে দিন। আমরা সোজা স্থানীয় মেয়ো হাসপাতালে যাবো। আমাদের একজন জোয়ান আপনার সাথিদেরকে রেলওয়ে স্টেশানে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে তাদেরকে লাহোরের ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।'

গ্রাম প্রধানের নির্দেশে ট্রাকের মধ্যে একটি তোশক বিছানো হলো। নাসরীনকে তার ওপর শায়িত করে ইউসুফ সেখানে বসে পড়লো। ড্রাইভার ট্রাক চালিয়ে দিল। আচানক ইউসুফ চেঁচিয়ে বললো, ডাক্তার সাহেব! রোগী তো বেহুশ হয়ে গেছে।

ডাক্তার মুখ ঘুরিয়ে বললো, ভাই! আপনি জানেন না এর শরীর থেকে কি পরিমাণ রক্ত বের হয়ে গেছে। তবে যাহোক পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই।

পরদিন মেয়ো হাসপাতালের একটি অপারেশন রুমের বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল ফাহমিদা, মনজুর, আমিনা ও বিলকিস। অপারেশন রুমের দরোজা খুলে গেলো এবং ডাক্তার জামিল বের হয়ে ফাহমিদাকে বললো, ফাহমিদা! তুমি খুব শিগগির তোমার শাহজাদী বোনের সাথে কথা বলতে পারবে। কয়েক মিনিটের জন্য তাকে প্রাইভেট ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কাজেই তোমরা সবাই একদিকে সরে দাঁড়াও।

বিলকিস এগিয়ে এসে বললেন, তোমার এ হুকুম আমি কখনোই মানতে পারবো না।

আপনাকে রুখবে কে ! তবে ডাক্তার কামাল উদ্দীন আসছে এবং তাকে সফল অপারেশানের কারণে মোবারকবাদ দেবার জন্য আপনাদের এখানে থাকা দরকার।

আল্লাহ্ আমার বেটিকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন। আমি সকাল সন্ধ্যা তার শোকরিয়া আদায় করবো।

ঠিক আছে, আপনি একাই তার স্ট্রেচারের সাথে কামরার মধ্যে যেতে পারবেন। বাকি সবাইকে আরো এক দেড় ঘন্টা বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর একসাথে নয়, একজন একজন করে গিয়ে তাকে দেখে আসতে পারবে। রোগীর সাথে দীর্ঘ আলাপ করা ডাঃ কামালুদ্দীন একদম পছন্দ করবেন না। আমাদের একটি পেরেশানী এখনো দূর হয়নি এবং সেটি হচ্ছে এই যে, এখনো আন্দাজ করা যায়নি তার রানের হাড্ডির গায়ে আঘাতের পরিমাণটা কত এবং কতদিন তাকে আরাম করতে হবে। হাড্ডি যদি ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে প্লাস্টার করতে হবে, এরও সম্ভাবনা আছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। এজন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

নাসরীনকে স্ট্রেচারে করে প্রাইভেট ওয়ার্ডে পৌছানো হলো। স্ট্রেচারের পাশে সবাই ডাক্তার কামাল উদ্দীনের সাথে কথা বলতে বলতে তাদেরকে এগিয়ে দিল। বিলকিস ডাক্তার কামাল উদ্দীনকে বললো, ডাক্তার সাহেব! আল্লাহর শোকর যে, আপনি হঠাৎ এখানে এসে গিয়েছিলেন। নাসরীনের আহত হবার খবর শুনেই আমার মনে আপনার কথা জেগেছিল।



www.pathagar.com

জী, আমি ঘটনাক্রমে এখানে আসিনি বরং রাবীর কিনারে যে ফৌজী অফিসাররা এদের জন্য ডাক্তার ও ট্রাক যোগাড় করেছিলেন তারাই এদের লাহোর পৌঁছার আগেই আমাকে খবর দিয়েছিল। এ খবর শুনে তখনি আমি সেখান থেকে রওনা দিয়েছিলাম।

এটাও আল্লাহর মেহেরবানী। কিছুদিন পরে তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা শোকরিয়া আদায় করে আসবো। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব! প্লাস্টার করা জরুরী হয়ে পড়লে একে কতদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

জী, তার বিছানায় পড়ে থাকার কারণে সারা পরিবারে যে বিষণ্নতার ছায়াপাত হবে তার মেয়াদ যতদূর সম্ভব কম করার চেষ্টা আমরা করে যাবো। তবে আমি মনে করি এসব ক্ষেত্রে দাওয়াইয়ের সাথে সাথে দোয়ারও প্রয়োজন হয়।

ডাক্তার সাহেব! জ্ঞান হবার পর থেকে এত বছর বয়স পর্যন্ত নাসরীন মানুষের যে পরিমাণ দোয়া নিয়েছে আমার মনে হয় খুব কম মেয়ের ভাগ্যে তা লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। আর তাছাড়া আমি জানি, আপনিও তার জন্য দোয়া করেন। যে রোগীর জন্য তার ডাক্তার দাওয়াইও দেয় আবার দোয়াও করে সে কত সৌভাগ্যবান।

আপনি ঠিক বলেছেন, আমি আপনার শাহজাদী বেটির জন্য অনেক বেশী দোয়া করি।

## ১৮

মেয়ো হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে আর্ত চিৎকার করতে করতে নাসরীন চোখ খুললো। আমিনা মাথার নিচে হাত দিয়ে তার মাথাটা উঁচু করলো। ফাহমিদা পানির গ্লাস তার মুখে ধরলো। দুতিন ঢোক পানি পান করার পর সে আতংকভরা দৃষ্টিতে কামরার দেয়াল ও ছাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আপা আমি কোথায়? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমি বেঁচে আছি।

অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করতে করতে ফাহমিদা বললো, আমার শাহজাদী বোন! তুমি জিন্দা আছো এবং তোমাকে জিন্দা থাকতে হবে। তোমাকে যারা ভালোবাসে তারা অনুভব করছে তোমাকে ছাড়া তাদের দুনিয়া যেন একটা বিরান এলাকা।

আমিনার দিকে তাকিয়ে নাসরীন বললো, আমিনা আপা! আপনি বলুন, আমি সত্যি বেঁচে আছি? আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?

আমিনা তার মাথা বালিশের ওপর রেখে দোপাট্টা দিয়ে চোখের পানি মুছে চাপা কান্নার সুরে বললো, আমার প্রিয় শাহজাদী বোন! তুমি আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলে। আমি ভাবছিলাম, তোমার জ্ঞান ফেরার পর আমি তোমার কাছে অভিযোগ করবো যে, তুমি আমাদের অনেক কাঁদিয়েছো। তোমার আব্বা আম্মাকে, আমার আব্বা আম্মাকে, ইউসুফ ভাইকে এবং তাঁর আব্বাজীকেও।

নাসরীন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, কেন ইউসুফ ভাইজান আপনাদের বলেননি, সেই ভয়াবহ রাতে যখন আমি তাকে ডাকছিলাম তখন তাঁদের বিরান গ্রামের মসজিদের কাছে তাঁকে পেয়েছিলাম। তারপর তাঁর সাথে মোটরে বসে আমরা চলতে শুরু করি। আমাদের সাথে আর একজনও বসেছিল, তারপরে রেলস্টেশানের আগে দুজন ফৌজী অফিসার আরো কয়েকজনের সাথে আমাদের সহযোগী হয়েছিল। ভাইজান আমাকে প্লাটফরম থেকে দেখিয়েছিলেন পাহাড়ের ওপর থেকে চাঁদ বের হয়ে আসছে,



www.pathagar.com

এর আগে সন্ধ্যার কাছাকাছি যখন আমি প্রথমবার পাহাড় দেখেছিলাম, তখন তার রং ছিল সোনালী। সেখান থেকে একদিকে আমি তখন দেখেছিলাম একটি বিরাট অগ্নিকুন্ড। ভাইজান বলেছিলেন, ওটা আমাদের এক দুশমনের বাড়ি। মোটরে সফর করার সময় একটা ফৌজী ট্রাক এবং কয়েকজন আরোহীও আমাদের সাথে আসছিল, পথে লড়াইও হয়েছিল, আমরা মস্তবড় ডাকাতের, গ্রাম থেকে মুসলমান মেয়েদেরকে ছিনিয়েও নিয়ে এসেছি, তার বাড়ি থেকে আমরা অনেক অস্ত্রও পেয়েছি। নদীর কিনারে আমরা সেই বাবাজীকেও দেখেছি, কত ভালো তিনি। ভইজানের দোস্ত হয়ে গেছেন তিনি, আপাজান! ইনি সেই বাবা, যিনি আমাদের আশরফী দিয়েছিলেন। দরিয়ার কিনারে জখমী হবার পর আমি ভাইজানের সাথে দরিয়া পার হয়েছিলাম। এরপর আমার কেবল এতটুকু মনে আছে, ভাইজান আমাকে একটি ট্রাকে শুইয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, একজন একটি পট্টিও বেঁধে দিয়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর আমি আপনাদের সবাইকে দেখেছিলাম, সবার সাথে কথা বলেছিলাম। এখন আমি জানি না কতদিন পরে বিছানা থেকে উঠে চলাফেরা করতে পেরেছি। ভাইজান কোথাও চলে যেতেন কিন্তু আপাজান আর আম্মু আব্বু এবং আরো অনেকে আমার কাছে বসে থাকতেন।

ফাহমিদা বললো, নাসরীন! তোমার মনে নেই ডাক্তার কামাল উদ্দীনও চার দিন আমাদের সাথে ছিলেন এবং এরপর প্রত্যেক দ্বিতীয় তৃতীয় দিন এখানে চলে আসতেন।

আমার মনে আছে আপাজান! আমি তার শোকর গুজারী করছি।

কি জন্য শোকর গুজারী করছো?

আপাজান! আপনিই তো বলেছিলেন, তিনি আপারেশন করে গুলী বের করেছিলেন। মনে হচ্ছে, এসব কথা আমি শুনেছিলাম স্বপ্নের মধ্যে। এরপর কি হয়েছিল তা আমার মনে পড়ছে না।

এরপর যখন তোমাকে একেবারে সুস্থ দেখাচ্ছিল তখন তোমার জ্বর এসেছিল এবং কয়েক দিন আগে এ জ্বর এত প্রবল ছিল যে অজ্ঞান অবস্থায় আবার আমরা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। তোমার চাচা ও ইউসুফ সাহেব সারা রাত তোমার কাছে থাকতো। তোমার দেরাদুনের চাচা বশীর এবং তার ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন এখানে আসতো। চাচা আবদুল আজীজ তো লাহোরে আসার অবসরই পাচ্ছিলেন না কিন্তু বিলকিস চাচী, আব্বাজান ও আম্মীজান এই মাত্র দুঘন্টা আগে এখান থেকে চলে গেলেন। আমিনা ও মনজুর সাহেবের তো তোমার পরিচর্যা করা ছাড়া আর কোনো কাজই ছিল না।

নাসরীন আমিনার দিকে তাকিয়ে বললো, আমিনা আপা! আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত শোকর গুজার। আপনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন এ বিশ্বাস আমার সব সময় ছিল। আচ্ছা আপাজান! চাচা জামিলের সাথে ডাঃ কামাল উদ্দীন কি আসতেন না?

ডাক্তার কামাল উদ্দীন পরশু রাতে এখানে এসেছিলেন এবং এরপর থেকে তোমার চিকিৎসা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ ছিল না। তোমার চাচার মতো তাঁর দোস্ত ডাক্তারও তোমাকে দেখে গিয়েছেন এবং আজ রাত ১২ টায় তিনি আমাদের এ সুখবর দিয়ে গিয়েছিলেন যে, শাহজাদীর জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে এবং খুব শিগগির এর জ্ঞান ফিরে আসবে। তখন তার খুব ক্ষুধা লাগবে। আমি এসে তাকে দ্বিতীয়বার না দেখা পর্যন্ত দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার তাকে দেবেন না।



www.pathagar.com

আপাজান! যখন আমার জ্বর এসেছিল তখন কি তিনি কোথাও চলে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তাঁর এক বিরাট দুঃখবহ ঘটনা ঘটে গেছে। তাঁর আব্বা আম্মা তাঁদের দুই মেয়ে ও নাতি নাতিনীসহ এখানে আসছিলেন। এটা তোমাকে এখানে আনার দুদিন আগের ঘটনা। তিনি ইউসুফ সাহেব, আমিনা ও বিলকিস চাচীসহ স্টেশানে গিয়েছিলেন তাদের স্বাগত জানাবার জন্য। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাসের একটি কামরায় তাদের লাশ পড়েছিল। তাদের কাফন দাফন শেষ করে তিনি নিজের এক দোস্তের বাসায় চলে গিয়েছিলেন। বিলকিস চাচী ও আমিনা তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসার বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি একথা বলে চলে গিয়েছিলেন যে, আমার মানসিক অবস্থা একটু ভালো হয়ে গেলে আমি নিজেই আপনাদের কাছে চলে আসবো। বড়ই হিম্মতওয়ালা। তোমার আসুস্থতার মধ্যে আমরা তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে পারিনি। কয়েক দিন পরে জামিল চাচা জানতে পারেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সবাই গেলেন তাঁকে দেখার জন্য। আব্বাজী যখন তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, এটা তো ছিল একটা ভয়াবহ ঘটনা। কিন্তু এর চাইতেও ভয়াবহ ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। একদিন আমি আরো কয়েকজন ডাক্তারকে নিয়ে হিন্দুস্তান থেকে আসা গাড়িগুলিতে জখমীদের দেখাশুনা করার জন্য রেল স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম সম্পূর্ণ একটি বগি লাশ ও জখমীদের দিয়ে একেবারে ঠাসা। একটি তিন বছরের বাচ্চাকে এক আহত মহিলা বুকের ওপর জাপটে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল আর বলছিল, আমার পাশে এই বাচ্চার মা মরে পড়ে আছে। গাড়িতে হামলা হবার আগে সে আমাকে বলেছিল, তাদের গ্রামে হামলা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সে বাচ্চাটাকে নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছিল। হামলাকারীরা হত্যা ও লুটপাট করে চলে যাবার পর সে ঘরে ফিরে গিয়ে বীভৎস দৃশ্য দেখে চিৎকার করে রেলস্টেশানের দিকে দৌড় দিয়েছিল। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দুমাইল দূরে এ স্টেশান ছিল। স্টেশানে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। অন্যদের দেখাদেখি কোনো চিন্তাভাবনা না করেই সে ট্রেনে উঠে বসেছিল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এগাড়ি কি পাকিস্তান যাচ্ছে?' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, আবার সে জিজ্ঞেস করেছিল, একি লাহোরের দিকেও যাবে? জবাব দিয়েছিলাম হ্যাঁ, লাহোরের দিকেও যাবে।' সে আমাকে বলেছিল, বাচ্চার দাদা চোখের চিকিৎসার জন্য লাহোর এসেছে। আমি হয়তো লাহোর পৌঁছার আগেই মরে যাবো। সেখানে যদি তুমি আল্লাহর কোনো নেক বান্দা পাও তাহলে তাকে বলে দিয়ো এ বাচ্চাটাকে যেন এর দাদার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। এর দাদাকে সেই হাসপাতালে পাওয়া যাবে যেখানে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি জান এর মা কোন স্টেশান থেকে সওয়ার হয়েছিল?

তা আমি বলতে পারছি না। তবে কিছুক্ষণ পরে এগাড়ি এক স্টেশানে থেমেছিল। লোকেরা বলছিল 'রুহতক' এসে গেছে। আমি সেই মহিলার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করার পর তাকে জখমীদের শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বাচ্চাটাকে আমার কম্পাউণ্ডারের হাতে সোপর্দ করে একে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম, একে আমার আরদালীর হাতে সোপর্দ করে বলে দিয়ো সে যেন এর ভালোভাবে যত্ন করে। এরপর আমি তার দাদার খোঁজ নেবার চেষ্টা করলাম। প্রায় আট ঘন্টা চেষ্টা করার পর আমি রুহতকের আশেপাশের গ্রামে অবস্থানকারী বৃদ্ধ লোকটির



www.pathagar.com

সন্ধান পেলাম। আমি তাকে সহায় সম্বলহীন দেখে নিজের বাসায় রেখে দিয়েছি। আমি অনেক বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু আমি আমার পরওয়ারদিগার ছাড়া আর কারোর মুখাপেক্ষী নই। আমিনা নাসরীনের মুখে আংগুরের রস দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে মুখ বন্ধ করে নিল এবং তার হাত পিছনে সরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ ধরে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো টপটপ করে।

ফাহমিদা ধরা গলায় বললো, শাহজাদী বোন। কামাল উদ্দীন ভাই জীবনে বৃহত্তম কষ্ট বরদাশত করতে পারেন কিন্তু তোমার চোখে অশ্রু হয়তো তিনি বরদাশত করতে পারবেন না। আমরা সবাই অনুভব করছি তাঁর জীবনের অন্ধকার রাতে এখন শুধু একটি মাত্র তারকা দেখা যাচ্ছে। যখন তিনি এসে দেখবেন তোমার জ্ঞান ফিরেছে তখন তুমি অনুভব করবে অকস্মাত তার চোখে আলো জ্বলে উঠেছে। তার সামনে তোমাকে হিম্মত ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

আপাজান! তাঁর ঘরই যখন উজাড় হয়ে গেছে তখন আমার সবর ও হিম্মত তাঁর কি কাজে লাগবে? আমি এটা প্রমাণ করতে পারি না যে আমি পাথরের তৈরি।

শাহজাদী বোন! তোমার এটা প্রমাণও করা উচিত নয়। তুমি তাকে এতটুকু তো বলতে পারো যে, আপনি এ দুনিয়ায় একা নন।

আপাজান! আমার জন্য সবার সামনে এ কথা বলা বেশী সহজ হবে যে, আমার সমস্ত নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি তার কাছে মাফ চাচ্ছি।

আমিনা বললো, এমনটি করো না বোন! এই নির্বুদ্ধিতাই তাঁর অতীতের এমন একটি অবলম্বন যার আলোচনা মাত্রই তাঁর চেহারায় হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আমার মনে হচ্ছে, ভাই কামাল উদ্দীন যিনি অন্যদের জন্য জীবনের আনন্দ তালাশ করে আনেন তিনি তোমাকে তাঁর দুঃখে শামিল করবেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর নাসরীন বললো, আপাজী! আপনি কি জানেন তাদেরকে কোথায় দাফন করা হয়েছে?

আমি, তোমার ভাইজান, আমিনা ও মনজুর সাহেব ডা. কামাল উদ্দীনের সাথে দোয়া করার জন্য কবরস্তানে যেতাম। একবার আব্বাজী, আমিনা ও মনজুর সাহেবের আব্বা আম্মা এবং আরো কয়েকজন আত্মীয়ও আমাদের সাথে গিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি আরামে শুয়ে থাকো।

আপাজী! আমি চলাফেরা করার অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে প্রথমে সেখানেই যাবো। আমার নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছে, অপারেশনের পরে আমি তাঁর শুকরিয়াও আদায় করিনি।

তোমার পরিবর্তে আমি কয়েকবার তাঁর শোকরিয়া আদায় করেছি। আর তিনি নিশ্চয় এটা বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর সাথে কথা বলতে তুমি সংকোচবোধ করছো।

এখন যদি আমি সংকোচ না করি তাহলে তোমরা আবার আমাকে বিদ্রুপ করবে না তো

আমি আমার শাহজাদী বোনকে বিদ্রুপ করতে পারি কেমন করে!

আমিনা বললো, টেলিফোনে ডা. কামাল উদ্দীনের সাথে আমিই বেশী কথা বলি। যখন তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে তখনই আমি তোমাকে বলতে পারবো তিনি তোমার সম্পর্কে কি চিন্তা করতে পারেন।



www.pathagar.com

একজন নার্স কামরায় প্রবেশ করলো। আমিনাকে সম্বোধন করে বললো, আপনার ফোন এসেছে।

আমিনা উঠে বাইরে চলে গেলো। কয়েক মিনিট পরে সে ফিরে এসে বললো, চাচাজানের ফোন ছিল। আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি জ্বর নেমে গিয়েছে। ডা. কামাল উদ্দীনের সাথেও কথা হয়েছে। তাঁর প্রথম কথাই ছিল, টেম্পারেচারের অবস্থা কি? তিনি আসছেন। তিনি বলছিলেন, এখন আমাকে জিজ্ঞেস না করে দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাকে দেবেন না।

কয়েক মিনিট পরে আমিনা একজন নার্সের সাহায্যে গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে নাসরীনের চেহারা, হাত, পা ও ঘাড় মুছে দিচ্ছিল। ফাহমিদা বললো, আমিনা! তুমি আমার বোনের শরীর থেকে সুগন্ধ অনুভব করোনি? আমিনা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো এবং নার্স বললো, বিবিজী! আপনি তার বোন, আমিও একথা বলতে যাচ্ছিলাম যে, এই বিবিজীকে আল্লাহতালা বিশেষ মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।

আমিনা বললো, ফাহমিদা আপা! আপনার মনে আছে, বিলকিস চাচী বলতেন, যেসব বাচ্চার মধ্যে ঈমানের নূর আছে তাদের শরীর থেকে খুশবু চারিদিকে ছড়ায়।

নাসরীন মুসকি হেসে বললো, আমার সৌভাগ্য আপনারা সবাই আমাকে ভলোবাসেন এবং আমার জন্যে দোয়া করেন।

ফাহমিদা বললো, নাসরীন! ডা. কামাল উদ্দীন সাহেব জ্ঞান ফেরার পর তোমাকে বেশী বেশী করে দুধ পান করাবার জন্য তাগিদ দিয়ে গিয়েছিলেন। তুমি ঠান্ডা না গরম দুধ পান করবে?

আপাজী! এখনই তো পান করলাম।

শাহজাদী সাহেবা! আমরা চাই তুমি নিশ্চিন্তে কথা বলো এবং ক্লান্তি অনুভব না করো।

আমিনা বললো, শাহজাদী বোন! তোমার ব্যাপারে জামিল চাচা ও ডা. কামাল উদ্দীন উভয়েরই নির্দেশ হচ্ছে, জ্ঞান ফেরার পর তোমাকে যতদূর সম্ভব একটু একটু করে দুধ পান করে যেতে হবে। এখন তারা যে ওষুধ তোমাকে দেবেন তার ফলে ক্ষুধা বেড়ে যাবে।

আপা! আপনি যে দুধ পান করিয়েছিলেন তা আমার ভালো লাগেনি। সম্ভবত ঠান্ডা আমার জন্য বেশী ভালো হবে।

ফজল দীন এক গ্লাস দুধ এনে দিল এবং নাসরীন আস্তে আস্তে তা পান করতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, আপা! আজ আমার খুব কাঁদতে মন চাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব জোরে জোরে কাঁদি। আমার অনেক কথা মনে পড়ছে। আমি ভাবছি আমি কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম কেন? যখন ভাইজানের বিরান গ্রামের দৃশ্য আমার চোখে ভেসে ওঠে আর যখন মনে হয়, যদি ইউসুফ ভাই আমার সাথে আপনাদের কাছে ফিরে আসতে না পারতেন তাহলে আপনারা কি করতেন তখন আমার মন চায় আমি আপনাকে জড়িয়ে ধরে কেবল কাঁদতে থাকি, কাঁদতে থাকি এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যাই। ইউসুফ ভাই লাহোরের পথ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন কেন? একথা চিন্তা করেও আমার রাগ হয়। আর খালেদা আপার সাথে যদি আমিও মরে যেতাম তাহলে



www.pathagar.com

ইউসুফ ভাই কি করতেন? তারপর ভাইজানও সহী সালামতে ফিরে না আসতেন তাহলে তোমাদের কি হতো? একথা চিন্তা করতেও আমার দিল কেঁপে ওঠে। বিয়াস নদী পার হওয়ার সময় আমি যে কিয়ামতের দৃশ্য দেখেছি তা সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর এখন শুনছি ডা. কামাল উদ্দীন সাহেব এর চাইতেও বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। আমি যদি সারাদিন কাঁদতে থাকি তাহলেও আমার অশ্রু নিশেষ হয়ে যাবে না।

নাসরীন এ কথা বলে খামুশ হয়ে গেলো এবং তারপর দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ফাহমিদা তার মাথার কাছে বসে দুহাতে তার মাথা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললো, নাসরীন! আমাদের মধ্য থেকে যারা এই মহা তুফান থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদের এখন অন্যের জন্য বেঁচে থাকতে হবে। কারণ যারা বিপুল পরিমাণ পুঁজি হারাবার পরে সবর করে তাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে অজস্র ধারায়। দেখো নাসরীন তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে তোমার ভাই, আব্বা, আম্মা, চাচা, চাচী এবং সেই সব লোকের জন্য যারা তোমার আওয়াজ শুনে অথবা তোমাকে হাসতে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আমি সবাইকে বলতাম আমার বোনকে আল্লাহ অফুরন্ত হিম্মত ও জীবনী শক্তি দিয়েছেন। আমি ভাবতে পারছি না আমার সেই বোন আজ এমন করে কাঁদবে।

ফাহমিদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, আমার শাহজাদী বোন! আমাদের ওপর দিয়ে মহাপ্রলয় বয়ে গেছে । যদি শুরুতে তুমি মন খুলে কাঁদবার সুযোগ পেতে তাহলে আজ এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না ।

আপা! আপনি এভাবে বসে থাকেন। আমি আপনার কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে চাই। আমিনা আপা! আপনি পাশে বসে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে নাসরীন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ।

নাসরীন দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে রইলো। তারপর সে কামরায় বিলকিসের আওয়াজ শুনতে পেলো। বিলকিস বলছিলেন, ডা. সাহেব! আপনি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন । ডা. জামিল ও ইউসুফ কোথায় গেলো?

জী, তারা ওয়ালটন ক্যাম্প থেকে আমার সাথেই এসে গিয়েছিলেন। তারা খুবই ক্লান্ত ছিলেন। ফজরের নামায পড়ার সাথে সাথেই নিজেদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। আমার ঘুম আসছিল না তাই ভাবলাম আপনার শাহজাদী বেটিকে একবার দেখে আসি। আপনি সারারাত এখানে কাটিয়েছেন?

জী না, এখানে সারারাত ফাহমিদা ও আমিনা নাসরিনের দেখাশুনা করেছে। মনজুর সাহেব অনেক রাত পর্যন্ত ডাক্তার ও নার্সদের এদিক ওদিক পৌঁছিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত ছিল। এই আধাঘন্টা আগে সে ফাহমিদা ও আমিনাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে দিয়ে গেছে। ফাহমিদার আব্বা আম্মা গভীর নিদ্রায় ছিলেন বলে আমি তাদেরকে জাগাতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম।

শাহজাদী সাহেবার অবস্থা কি? ডিউটিরত নার্স থেকে জানলাম নাসরীন দীর্ঘ সময় ফাহমিদা ও আমিনার সাথে কথা বলেছে। আমার আফসোস হচ্ছে আমি তার কথা শুনতে পারিনি।



www.pathagar.com

কামাল উদ্দীন বিছানার অন্য প্রান্তে বসে বললেন, আমার মনে হয় তাকে না জাগিয়েও আমি তার নাড়ির গতি দেখতে পারি।

তিনি কিছুক্ষণ নাসরীনের নাড়ির ওপর হাত রেখে নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিলকিসের দিকে ফিরে বললেন, রাতের বেলা আমি খুব বেশী খাওয়াবার তাকিদ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে তার ক্ষুধা আছে।

বেটা! ফাহমিদা বলছিল দুধ তাকে অনেক পান করানো হয়েছে। এর জন্য শুরুয়াও তৈরি আছে। আমি কেবল তোমার অপেক্ষা করছিলাম জিজ্ঞেস করে নেবার জন্য।

চাচীজান! যখন সে কথা বলছিল তখনই শুরুয়া পান করালে ভালো হতো। তাহলে এখন মনে হতো সে একেবারেই সুস্থ হয়ে গেছে।

কামাল উদ্দীন আস্তে করে বললো, ছোট্ট শাহজাদী! ছোট্ট শাহজাদী!

নাসরীন পাশ ফিরে দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। অতি কষ্টে নিজের কান্না সংবরণ করছিল সে।

কামাল উদ্দীন বিলকিসের দিকে ফিরে বললেন, চাচীজান! এর কি হলো? কারোর সাথে লড়াই হয়নি তো?

বেটা! এর সাথে কথা বলার মাঝখানে অসতর্কতার কারণে তোমার বাপ মা ও বোনদের দুর্ঘটনার কথা এর কানে গিয়েছিল। নয়তো তারা বলছিল জ্ঞান ফেরার পর একদম সুস্থ মনে হচ্ছিল তাকে। তোমার দুর্ঘটনার কথা যতক্ষণ বলা হয়নি ততক্ষণ সে স্বচ্ছন্দে কথা বলছিল। কিন্তু তোমার দুঃখের ঘটনা শোনার পর থেকে তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

কামাল উদ্দীন নাসরীনের কপালে হাত রেখে ভরা গলায় বললেন, শাহজাদী সাহেবা! অপারেশনের পরে যখন তোমার জ্ঞান ফিরে আসছিল তখন বারবার বলছিলে 'আমি জিন্দা থাকতে চাই।' আর ইউসুফ সাহেব বলছিলেন, জখমী অবস্থায় ট্রাকে উঠাবার পর আমি তাকে এ বাক্যটি বার বার বলতে বলেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, লাহোর পৌঁছার আগে খওয়াবের মধ্যে তুমি বারবার একথা বলেছিলে। শাহজাদী নাসরীন! তুমি বড়ই বাহাদুর মেয়ে। তুমিই যদি হিম্মত হারিয়ে ফেলো তাহলে তোমাকে যারা ভালোবাসে তাদের হিম্মত টুটে যাবে।

নাসরীন মুখ থেকে হাত উঠিয়ে ডাক্তার কামাল উদ্দীনের দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখের সামনে অশ্রুর ঝাপসা আবরণ থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে বারবার বেপরোয়াভাবে যে কামাল উদ্দীনকে সে দেখেছিল এ যেন সে কামাল উদ্দীন নয় বলে তার মনে হচ্ছিল।

চাচীজান! সে বললো, আপনার সামনে আমি স্বীকার করছি আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে সত্যিই লজ্জিত এবং আমার সমস্ত ভুলের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

ডা. কামাল উদ্দীন দ্রুত তার রুমাল বের করে নাসরীনের অশ্রু মুছে ফেলার পর বললো, না, না, শাহজাদী সাহেবা! চাচীজান, ইউসুফ ভাই, ফাহমিদা আপা ও আমিনা বোন সবাই একথার সাক্ষী দেবেন যে, আমি তোমার প্রত্যেকটি কথায় খুশি হতাম। আমি চাইতাম তুমি ঐ ধরনের কথা বলতে থাকো। এখন আগামীর জীবনে সেদিনগুলি আমার জন্য খুবই উজ্জ্বল হবে যখন তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, হাসবে এবং আমাকে চঞ্চু বলবে। তোমার হাসি কোলাহল শুনে আমার মনে হবে আমার বিরান হয়ে



www.pathagar.com

যাওয়া দুনিয়ার জীবন এবং তার সমস্ত আকর্ষণ ফিরে এসেছে। শাহজাদী সাহেবা! আমি জীবনে অনেক দুঃখ, শোক অনেক আঘাত বরদাশত করেছি এবং হয়তো আরো বরদাশত করতে পারবো কিন্তু তোমার চোখে অশ্রু দেখলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। এখন তুমি যত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে তত দ্রুত তোমাকে যারা ভালোবাসে তাদের জীবনের গতিধারা ফিরে আসবে। আল্লাহর ওয়াস্তে একথা বলতে থাকো যে, আমি বেঁচে থাকতে চাই, আমি তাদের সবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই যারা আমাকে ভালোবাসে।

নাসরীন আচানক একটি প্রশান্তি অনুভব করে নিজের চোখ বন্ধ করে নিল। কামাল উদ্দীন বললেন, এবার আমি একজন ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করতে চাই। একথা বলে থার্মোমিটার নিয়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। তারপর উঠে ব্লাডপ্রেশার দেখতে লাগলেন।

ফজল দীন ট্রেতে করে শুরুয়ার পেয়ালা নিয়ে এলো। বিলকিস ট্রে থেকে পেয়ালা নিয়ে নাসরীনের পাশে বসে পড়লো এবং চামচে ভরে ভরে তাকে পান করাতে লাগলো। নাসরীন বিলকিসের হাত থেকে চামচ নিয়ে বললো, চাচীজান! এখন আর আপনার কষ্ট করতে হবে না। পেয়ালা আমার হাতে দিন আমি চুমুক দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে পেয়ালা খালি করে দিল।

শুকরিয়া শাহজাদী সাহেবা! কিছুক্ষণের মধ্যে যদি তুমি আরো এক পেয়ালা পান করে নাও তাহলে আমি আরো খুশি হবো।

ঠিক আছে, আপনি আরামে বসে থাকুন। আমি আপনাকে অখুশি করবো না।

তুমি শুয়ে পড়লে আমি চুপিসারে চলে যাবো। খাবার ব্যাপারে আরো দুতিন দিন একটু নিয়ম মেনে চলতে হবে। তবে তোমার দেখাশুনার ব্যাপারে আমার কোনো পেরেশানী নেই, কারণ তোমার চাচা আরো এক সপ্তাহ এখানে আছেন।

চাচাজান কি কোথাও যাচ্ছেন?

আমি মনে করেছিলাম তুমি শুনে থাকবে। তিনি এবটাবাদ বদলী হয়ে যাচ্ছেন। আমার আজ রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হবার কথা ছিল। কিন্তু তোমার দেখাশুনা করার জন্য তিন দিনের অবকাশ পেয়েছিলাম। এখন তরশু এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে চাচীজানকে টেলিফোন করে আমি তোমার খবর জেনে নেবো।

নাসরীন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। বহুকষ্টে কান্না সংবরণ করে সে বললো, ডাক্তার সাহেব! আপনার বেদনাদায়ক ঘটনা আমি শুনেছি। হায়! আপনাকে বলার উপযোগী ভাষা যদি আমার থাকতো।

এ ব্যাপারে আমরা অসহায়। ইউসুফ সাহেব বলে থাকেন, দুনিয়ার বালা-মুসিবতে আমরা কেবলমাত্র সবর ও শোকরের মাধমেই বেঁচে থাকার প্রেরণা লাভ করতে পারি।

ইউসুফ ভাইজানের দুনিয়া যতটা বিস্তৃত সেই পরিমাণে তাঁর দুঃখও বেশী। ডা. সাহেব! আমি বিছানা থেকে উঠতে পারলেই তাঁদের কবর যিয়ারত করতে যাবো।

তুমি এখন অনেক কমজোর। কয়েক দিন ভালো করে আরাম করতে হবে। হ্যাঁ, শাহজাদী সাহেবা! আমি চিঠির মাধ্যমে আমার জিন্দা থাকার খবর দিতে থাকবো।

ডাক্তার সাহেব! আমি আপনার চিঠির ইন্তিজার করতে থাকবো।



www.pathagar.com

ইউসুফ কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো। তার চেহারা দেখে খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল।

বিলকিস বললো, বেটা! সকাল পর্যন্ত তোমার কোনো খবর পাইনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি সারারাত দৌড়াদৌড়ি করার পর ঘুমিয়ে পড়েছো। জামিল তোমার সাথে আসেনি?

চাচীজান! তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। আমারও ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু নাসরীনকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না।

কামাল উদ্দীন বললেন, ভাইজান! আপনার শাহজাদী বোন ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজেই আপনি এখন আমার সাথে চলুন। চাচীজান! আমাদের অনুমতি দিন। আমি বাড়িতে পৌঁছেই নাসরীনের দেখাশুনা করার জন্য অন্য লোকদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফলে আপনি আরাম করার সুযোগ পাবেন। আমি আশা করি কিছু দিনের মধ্যে আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে যে, আমাকে স্থায়ীভাবে মুজাফফরাবাদ থাকতে হবে অথবা রাওয়ালপিণ্ডি বদলী করে দেওয়া হবে। আবার জামিল সাহেবের মত আমাকেও এবটাবাদ বদলী করে দেবারও সম্ভাবনা আছে।

বিলকিস বললেন, বেটা! আমি তোমার জন্য কি দোয়া করবো বলো। অর্থাৎ তুমি কোথায় যেতে পছন্দ করবে?

চাচীজান! আমি জামিল সাহেবের সাথে এবটাবাদে থাকতে পারলে বেশী খুশি হবো। এর এও একটা কারণ যে, জামিল সাহেবের অনুরোধে ইউসুফ সাহেব তার নতুন বইটি এবটাবাদে সম্পূর্ণ করার ফায়সালা করেছেন। যদি আমাকে সেখানে পাঠানো না হয় তাহলে অন্য সব জায়গা আমার জন্য সমান। আপনি দোয়া করুন আপনার শাহজাদী বেটি দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক। অন্যথায় তার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত না হতে পারলে আমাকে আরো ছুটি নিতে হবে।

বেটা! তার জন্য আমি সব সময় দোয়া করি এবং আমার মনে হয় সবাই তার জন্য দোয়া করে।

চাচীজান! এই দোয়ার বদৌলতেই আমার দিলে বেঁচে থাকার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুদিন পর নাসরীন তার চাচী বিলকিসের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। সন্ধ্যাবেলা চা খাবার সময় ফাহমিদা বললো, এবটাবাদ এখান থেকে উত্তর দিকে, তাই না?

ইউসুফ জবাব দিল, হ্যাঁ প্রায় উত্তর দিকে বলা যায়।

ফাহমিদা বিলকিসের দিকে তাকিয়ে বললো, চাচীজান! আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম যে, আমি উত্তরের পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছি। সেখানে একটি সুন্দর দোতলা বাড়ির মধ্যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাড়ির হাবেলীর মধ্যে ফলন্ত গাছ-পালা রয়েছে। আমার মনে হতো যেন বাড়িটা আমার। আমি ফল ছিঁড়ে লোকদেরকে দিচ্ছি। ফলগুলি ছিল খুশবুদার ও মিঠা।

সফিয়া বললেন, আমার বেটি মিথ্যা স্বপ্ন দেখে না। আমার বিশ্বাস, এবটাবাদ বা রাওয়ালপিণ্ডিতে নিশ্চয়ই আমার বেটির বাড়ি হবে এবং আমরা প্রত্যেক বছর সেখানে



www.pathagar.com

যাবো। ইউসুফ বললো, গরম শুরু হবার আগেই আমি লেখার কাজটি শেষ করে ফেলবো। তারপর ফাহমিদা ও নাসরীনকে নিয়ে বাগানে ভ্রমণ করবো। ভ্রমণ কালে যে সময়টা পাবো তা জাতির নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম রচনার কাজে ব্যয় করবো। জামিল সাহেব! আসলে এদেশে এমন অনেক লোক আছে যারা হিন্দুদের কামনা বাসনা সম্পর্কে এখনো অনেক সুধারণা পোশন করে চলেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, আমাদের দীর্ঘদিনের গাফলতির ফলে আমরা এমন কোনো অবস্থার মুখোমুখি না হয়ে যাই শত শত বছরের শাসন কর্তৃত্বের পরও স্পেনের মুসলমানদের যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কখনো কখনো আমি একথাও চিন্তা করি, কত বড় কাজের দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিয়েছি অথচ আমার সময় খুবই স্বল্প। জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতেও যদি আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, আমি যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলাম তা নিজের হিম্মত, জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে আমি এর চাইতে ভালোভাবে করতে পারতাম না তাহলেও আপনি মৃত্যুকালে আমার চেহারায় হাসির রেখা দেখবেন।

নাসরীন দ্রুত সেরে উঠছিল। সে সকালে ভ্রমণে বের হয়ে পড়তো। ইউসুফও বের হয়ে পড়তো। এক দিন ইউসুফ ভ্রমণ সেরে বাসায় এসে বাইরে দুটো মোটর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। ভিতরে আবদুল আজীজের সামনে দুজন মেহমানকে বসে থাকতে দেখলো। প্রথমে সে একটু অবাক হলো তারপর সামনে এগিয়ে আসসালামু আলাইকুম বলে তাদের সাথে কোলাকুলি করলো। পিছনের দরোজা থেকে নাসরীন বের হয়ে বললো, ভাইজান! বলুন তো এঁরা কারা?

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, দেখো, যে মেহমানদের চিনতে পারে তার উচিত আগে পরিচয় করিয়ে দেয়া। তবে আমাদের দুঃসময়ের সাহায্যকারীদেরকে কি আমরা ভুলতে পারি? একথা বলেই সে উঠে মেজর আফতাব ও ক্যাপ্টেন নঈমের সাথে আবার কোলাকুলি করলো।

ভাইজান! এরা আমাদের রাবীর ওপারে ফেলে আসা গাড়িও এনেছেন। দরোজার বাইরে আপনি সেটা দেখেছেন।

ইউসুফ বললো, তোমাদের পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। তোমরা যতদিন লাহোরে আছো আমাদের বাসায় মেহমান থাকবে।

মেজর আফতাব বললা, আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম এবং এখনো ব্যস্ত আছি। আপনাদেরকে রাবী পার করিয়ে দেবার প্রায় দশ পনের দিন পর আমাদেরকে কাংগড়া এবং তার আশপাশের ছোট ছোট পাহাড়ী রাজ্যগুলি থেকে শুরু করে কুলু থেকে আগমনকারী কাফেলাগুলির হেফাজতে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কাফেলাগুলিতে এমন সব লোকদের সাথেও আমাদের পরিচয় হয়েছিল যারা জানতো না কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে। নিজেদের পাহাড় ও উপত্যকা থেকে বের হবার পর তারা মনে করছিল তাদের প্রত্যেকটি কদম উঠছে পাকিস্তানের দিকে। কিন্তু গুরুদাসপুর জেলায় প্রবেশ করে তারা জানতে পারলো, দেশের এ অংশকে তারা পাকিস্তান মনে করতো কিন্তু রেডক্লিফ, মাউন্ট ব্যাটেন ও হিন্দু কংগ্রেসের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে এটি শিবসংঘী ও শিখদের মোর্চায় পরিণত হয়েছে এবং এখানে মুসলমানদের জন্য হাজারো কতলগাহ তৈরি করা হয়েছে।



www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন মঈন বললেন, যা কিছু আমরা দেখেছি যদি আপনি দেখতেন তাহলে জাতির মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের দুঃখ বেদনা ও বিপদের কাহিনী ছাড়া আর কোনো রচনাই আপনার কলম দিয়ে বের হতো না। কখনো কখনো আমি ভাবি, এতকিছু দেখার পরও আমি বেঁচে আছি? কত নদী নালা পার হতে গিয়ে নদীর প্রবল স্রোতে শত শত লোক স্ত্রী সন্তানাদিসহ ভেসে গেছে। কত কাফেলা পথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই শ্রান্ত ক্লান্ত লোকগুলো কাঁদতেও পারছিল না। কারণ মুখ দিয়ে কোনো প্রকার আওয়াজ বের করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু যখনই আমি ফুঁপিয়ে কান্না ও নিরবে বয়ে যাওয়া অশ্রুর কথা কল্পনা করি তখন দিল ফেটে যাবার উপক্রম হয় ইউসুফ সাহেব। এটাই আমাদের ট্রাজেডি যে, যেসব এলাকার ওপর আমাদের অধিকার ছিল সেগুলিকে হিন্দুরা তাদের শিকার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের দায়িত্ব পুরা না করে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না। আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে একথা জানা ও বুঝা যে, আমাদের চিরদুশমন কে? তার বাসনা ও সংকল্প কতটা ভয়াবহ? তাকে হতোদ্যম করার দায়িত্ব আমরা কিভাবে পালন করতে পারি? মেজর আফতাবের মতো সাথি পেয়ে আমি খুশি। নয়তো যেসব চিৎকার ধ্বনী আমার এই কান শুনেছে এবং যেসব দৃশ্য আমার এই চোখ দেখেছে একজন মানুষকে পাগল করার জন্য তাই যথেষ্ট। কখনো কখনো আমি ভাবতাম যখন আমরা চিন্তা করা ছেড়ে দেবো তখন আর অতীতের কোনো স্মৃতি আমাদের পীড়া দেবে না। কিন্তু একজন মানুষ চিন্তা করা পরিত্যাগ করতে পারে না, এটা তার কত বড় দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য। ইউসুফ সাহেব! আপনি একজন সাহিত্যিক। আমি আপনাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে এই যে, আমরা জমি পেয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের ঘর তৈরি করতে হবে। সেটি এমন ঘর হতে হবে যা দেখে লোকেরা অনুভব করবে এখানে কোনো সচেতন জাতি বাস করে। এই ধরনের ঘরের নকশা তৈরি হয় জাতির হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে আর জাতির মস্তিষ্ক তৈরি হয় তাদের শিক্ষায়তনে। যখন আমি এবং হিন্দুস্তান থেকে আগত গাড়িগুলির অভ্যর্থনাকারীরা সেগুলির মধ্যে জীবিত লোকদের পরিবর্তে কেবল দেখতাম লাশের স্তূপ এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাড়িতে শুনতে পেতাম স্বজন হারানোর মাতম তখন এখানে আমি দেখেছি ছোট ছোট শহরে অর্ধরাত পর্যন্ত চলছে মুশায়েরা এবং সেখানে শ্রোতাদের মনে এ চিন্তাই জাগতো না যে, আমাদের ওপর দিয়ে কোনো ভয়াবহ শিক্ষাপ্রদ সময় অতিক্রম করে গেছে। ইউসুফ সাহেব! আমি আপনার প্রত্যেকটি কিতাব কয়েকবার করে পড়েছি। আপনাকে কি করতে হবে একথা বলার সাহস আমার নেই। তবে এ অবস্থায় যদি আপনি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আমি বারবার বলবো, এটা চিৎকার ও আহ্বান করার সময়। পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করুন। জোরে জোরে এবং এত জোরে চিৎকার দিন যেন হাজার হাজার মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। তারা চোখ খুলে দেয় এবং তারপর তাদের আওয়াজ আপনার আওয়াজে পরিণত হয়।

মেজর আফতার বললো, আমি বিশ্বাস করি ইউসুফ সাহেবকে কি করতে হবে তা তিনি আমাদের দুজনের তুলনায় বেশী ভালো জানেন। আর আমি নিশ্চয়তা সহকারে



www.pathagar.com

বলতে পারি, তাঁর মুখ থেকে চিৎকার বের হলে আমরা চতুরদিক থেকে অসংখ্য সচেতন ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পাবো। ইউসুফ সাহেব! কখনো আমি ও নঈম সাহেব আপনার ব্যাপারে অবাক হয়ে ভাবতাম একজন মানুষের কোন্ সদগুণটি আপনার মধ্যে নেই?

ইউসুফ বললো, আমি জানি না আমি কি? কিন্তু আমি যেমন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি তার চাহিদা থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। যদি আমার জন্য এটাই নির্ধারিত হয়ে থাকে যে, আমার পথের জ্বলন্ত অংগারের ওপরও আমাকে দৃঢ় পদে চলতে হবে তাহলে আমি কোথাও পা টলমল করে নিচে পড়ে যাওয়া পছন্দ করবো না।

কিছুক্ষণ কামরায় নিরবতা ছেয়ে গেলো। তারপর আফতাব আবদুল আজীজকে সম্বোধন করে বললো, জনাব! যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম আমরা বড়ই আগ্রহ সহকারে ইউসুফ সাহেবের বক্তৃতা শুনতাম। কিন্তু কয়েক বছর পর আমরা জানতে পারলাম, ইউসুফ সাহবে তাঁর বক্তৃতায় যখনই কোনো হৃদয়গ্রাহী কাহিনী শুনাতেন তখন তিনিই হতেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র। সেদিন যখন তিনি নিজের কাফেলার সংগ পরিত্যাগ করে আচানক ফিরে যাওয়ার ফায়সালা করেছিলেন তখন ঘটনাক্রমে আমাদের সাথে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথাগুলি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার ধরন এমন ছিল যে, তিনি তার সিপাহী সাথিদের থেকে কোনো পরামর্শ নেবার পরিবর্তে নিজের ফায়সালা তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন। আমার বিশ্বাস, অনেক গুরুত্বহীন বিষয় ছিল যার তিনি উল্লেখই করেননি। এখন আর সময় নেই। আমরা খানা খেয়েই এখান থেকে অমৃতসর রওনা হবো। মনে হচ্ছে কোনো জরুরী কথা বাদ পড়ে যাবে।

প্রথম কথা হচ্ছে, আপনার গবাদি পশুগুলি দুটি সুশ্রী ঘোড়াসহ রাবীর এপারে চৌধুরী আজীজ দীন নম্বরদারের বাড়িতে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনার লোকেরা যেকোন সময় গিয়ে সেগুলি নিয়ে আসতে পারে। আমরা ব্যস্ত না থাকলে অনেক আগেই সেগুলি এখানে পৌছিয়ে দিয়ে যেতাম।

আর ভাই সাহেব! আপনার সরদার জগত সিংজী এক অদ্ভুত ও অসাধারণ মানুষ। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি আমাদের বন্ধুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। তার গ্রামে আমাদের কাজ শেষ করে আমরা যখন গুরুদাসপুরের দিকে রওনা হচ্ছিলাম। তখন তিনি আপনার নামে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। আপনি দ্রুত এ চিঠি পড়ে নিন এবং জবাব দিতে চাইলে জবাব দিন। আজকাল ডাকের সাহায্যে কোনো কিছু কারো কাছে পৌছানো খুবই কঠিন। সরদার জগত সিং এও বলছিলেন যে, তিনি আপনাকে একটি ভালো জাতের গাভীর তোহফা পাঠাতে চান। আমরা কি তাঁকে বলবো, আপনি সানন্দে এ তোহফা কবুল করেছেন? কিন্তু তিনি একটি শর্ত রেখেছেন যে, তাঁর গবাদি পশুর মধ্য থেকে আপনার পছন্দনীয় পশুও আপনি রেখে দেবেন।

ইউসুফ বললো, এখুব ভালো কথা। আর আমার মনে হয় সরদার সাহেব আমার উপহারও প্রত্যাখ্যান করবেন না।

ইউসুফ জগত সিংয়ের চিঠি খুলে পড়তে লাগলো। সরদার জগত সিং লিখেছিলেনঃ

স্নেহের কাকাজী!

আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসেই আচানক সমস্ত ভালো কথা ভুলে গেলাম। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, একদিন তোমার সুনাম সুখ্যাতি সকল সীমান্ত অতিক্রম করে যাবে। তখন আমি গর্বের সাথে তোমার সাফল্যের কাহিনী শুনবো।



www.pathagar.com

কাকাজী! এটা কোনো কল্পনা নয়। আমার দিল বলছে এমনটি হবে অবশ্যই হবে। আমার দিল এও বলছে যখন এমনটি হবে তখন আমার বাহাদুর সিংয়ের ঘরের সবচেয়ে ছোট আদমীও তোমাকে সালাম বলবে। তখন তাকে দেখেই তুমি চিনে ফেলবে। তুমি অনেক বড় হয়েও একথা জাহির করার চেষ্টা করবে যে, একজন সাধারণ লোকের চাইতে তুমি কোনোক্রমেই বড় নও। কিন্তু বোদ্ধারা দূর থেকে দেখেই তোমাকে চিনে ফেলবে। সে সময় হয়তো আমার দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে কিন্তু কোথাও দুজনের মধ্যে এক বড় ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা শুনলে আমি বুঝতে পারবো যে সেই বড় ব্যক্তি তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

কাকাজী! কখনো আমি চিন্তা করি, দুনিয়ায় তোমার মতো লোকের সংখ্যা যদি বেশী হতো, অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এক দুলাখের জায়গায় যদি পঞ্চাশ ষাট লাখ হতো তাহলে নগরে গ্রামে কতই না সুখ শান্তি বিরাজ করতো।

তোমার গবাদি পশু ওপারে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। নম্বরদার আজীজ দীন নিজেই তা পৌছিয়ে দেবে অথবা তার লোকেরা দিয়ে আসবে। ওগুলির সাথে আমিও একটি ছোট তোহফা পাঠাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ফৌজী দোস্ত বললেন যদি তুমি এ তোহফা কবুল করো তাহলে এ গাভীও তোমার গবাদি পশুগুলির সাথে পাঠনো হবে।

বাহাদুর সিং তার বাড়িতে খোশহালে আছে। সে এখন থানার প্রধান কর্মকর্তা। তাকে লূধিয়ানায় বদলী করা হয়েছে। আমি খুশি হয়েছি এজন্য যে সেখানে তার কোনো দুশমন নেই। সরদার মংগোল সিং একদিন এসেছিল। তোমার কাছে তার সালাম পাঠাতে বলে গেছে।

কাকাজী! আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কওমের লোকদের সাথে যাকিছু করা হয়েছে সে জন্য আমি বড়ই দুঃখ অনুভব করি। আমি বিশ্বাস করি, একদিন আসবে যখন অনেক লোক এ দুঃখ অনুভব করবে। কিন্তু সময় এত এগিয়ে যাবে যে তখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর হবে না।

কাকাজী! আমার বয়সের লোকদের জিন্দা থাকায় একটাই লাভ হতে পারে যে, তারা যদি ভালো লোকদের জন্য কিছু করতে না পারে তাহলে অন্তত তাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে।

কাকাজী! কখনো দিলে খাহেশ জাগে, আমরা আবার একসাথে গাড়িতে সফর করছি। সফর অনেক দীর্ঘ। পথে অনেক ঘটনা ঘটবে আর যখন এই সফর খতম হবার কাছাকাছি হবে ততক্ষণ আমরা পরস্পর দোস্ত হয়ে গেছি। কাকাজী! বড়ই সাদামাটা খাহেশ এটি। কিন্তু এ দুনিয়ায় এমনি ধরনের কোনো খাহেশ পুরা হয় না। মানুষ হামেশা কোনো নেকীর বদলা পেয়ে থাকে। বেশী নেকী হলে বেশী বদলা পায়।

ইতি
তোমার কাকা জগত সিং

খাওয়া দাওয়া শেষে মেজর আফতার ও ক্যাপ্টেন নঈম বিদায় নেবার সময় বললো, আমাদের সাথে লোক দিয়ে দিলে আপনাদের গবাদি পশুগুলি এখনি নম্বরদারের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।



www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, মেজর ও ক্যাপ্টেন সাহেব! আমি তোমাদের শোকর গুজারী করছি। এত কিছু হারাবার পর আমরা গবাদি পশুর বিষয়টিকে কোন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু লায়ালপুরের একটি চকে ঘরবাড়ি করার পর আমাদের খান্দানের লোকেরা অনুভব করলো আমাদের গাভী ও মহিষগুলো ছাড়া আমরা নিজেদের দুধের প্রয়োজন মেটাতে পারছি না এবং বলদগুলি ছাড়া জমি জিরেত চাষবাসও করতে পারছি না। কাজেই এটা এখন আল্লাহর মেহেরবানী।

মেজর আফতাব ও ক্যাপ্টেন নঈন বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বিকেলে চায়ের টেবিলে ফাহমিদা আবদুল আজীজকে বললো, চাচাজান! আপনারা যখন মেহমানদের সাথে কথা বলছিলেন তখন মুজফফরাবাদ থেকে ডা. কামাল উদ্দীনের ফোন এসেছিল। তিনি বলছিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিনি জামিল চাচার সাথে দেখা করার জন্য এবটাবাদ যান এবং টেলিফোনে তাঁর সাথে প্রায়ই আলাপ করেন। তিনি আপনাকে অনেক অনেক সালাম দিয়েছেন। তাঁর ফোনের কিছুক্ষণ পরেই জামিল চাচাও ফোন করেন। তিনি বললেন, ইউসুফ সাহেবকে তাকিদ করো যেন তিনি পয়লা সেপ্টেম্বর এবটাবাদ পৌঁছে যান। কারণ তিন চারদিন পরে কাশ্মীরের জিহাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলসা হবে। কিছু সংখ্যক পরিচিত নেতা সেখানে বক্তৃতা করবেন। ইউসুফ সাহেবের কয়েকজন গুণগ্রাহীকে আমি চায়ের দাওয়াত দিয়েছি। আমি তাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছি যে, ইউসুফ সাহেব তাঁর পরবর্তী কিতাবটি এবটাবাদে এসে লিখবেন এবং তিনি আমার কাছে অবস্থান করবেন।

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, ইউসুফ সাহেবের সাথে আপনার কোনো আত্মীয়তা আছে? বলেছিলাম, হ্যাঁ, ইউসুফ সাহেব আমার ভাতিজি জামাই। আর আমাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা না হলেও তিনি হতেন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তারপর ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে অনেক কথা হলো। এক প্রফেসর বললেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ জলসা হচ্ছে। আমাদের যুব সমাজ ইউসুফ সাহেবের অন্ধ ভক্ত। কাজেই তিনি যদি এতে অংশগ্রহণ করেন তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফলকামে অনেক সহায়তা হবে। আপনি ইউসুফ সাহেবকে জানিয়ে দেন তিনি যেন অবশ্যই আসেন।

বেগম সাহেবা! আপনি কি জবাব দিয়েছেন? ইউসুফ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

আমি এছাড়া আর কি জবাব দিতে পারি যে, ইউসুফ সাহেব কাশ্মীরের জিহাদের ব্যাপারে আগ্রহীদেরকে বিমুখ করতে পারেন না।

ঠিক আছে, আমরা ইনশাআল্লাহ ৩ সেপ্টেম্বরের আগেই এখান থেকে রওনা দেবো।

পয়লা সেপ্টেম্বর ফাহমিদা ও নাসরীন এবটাবাদের উদ্দেশ্যে ইউসুফের সাথে গাড়িতে উঠলো। নাসরীনের পীড়াপীড়িতে বিলকিসও তাদের সাথে চললেন সাত দিনের জন্য। ইউসুফ গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে এমন সময় মনজুর ও আমিনা গাড়ি নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলো। মনজুর বললো, ইউসুফ ভাই! আমরা নামায পড়ার পর আচানক তোমার কাছে আসার প্রোগ্রাম করলাম। আমিনার মনে হলো গাড়ি ছাড়া আপনার সফর কষ্টকর হবে। আমি ফোনে একথা জানাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তোমাদের নম্বর খুবই ব্যস্ত ছিল। তাই



www.pathagar.com

সকালে এই কারটি তোমার হাওয়ালা করে দেবার জন্য দুজনেই চলে এলাম। আর আমিনা পথের জন্য কিছু খাবার তৈরি করেছে সেগুলি নেবার জন্য একটু আমাদের বাসা ঘুরে যেতে হবে। এই দশ বারো মিনিটের ব্যাপার মাত্র।

বিলকিস গাড়ি থেকে নেমে আমিনার কপালে চুমো খেয়ে বললেন, পাগল মেয়ে! তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে যে, রাস্তায় বাচ্চাদের খিদে লাগবে এবং তাদের খেতে হবে, একথা আমি ভাবিনি? আমিও ওদের সাথে কয়েকদিনের জন্য এবটাবাদ যাচ্ছি। নয়তো এখান থেকে তোমাদের সাথে তোমাদের বাড়িতে চলে যেতাম এবং তোমাদের বাবুর্চির তৈরি মজাদার কাবাব মনভরে খেতাম। এখন কি তোমরা দুজন আমাদের সাথে যাবে? এমন হতে পারে না?

চাচীজান! এই দাওয়াতের জন্য শোকরিয়া। কিন্তু আমরা কয়েকদিন পরে যাবো। আর আপনার সাথে অবশ্যই আমি কাগান উপত্যকা ভ্রমণ করবো।

বেটি! তোমাদের দুজনের আসতে হবে কিন্তু।

ফাহমিদা বললো, চাচীজান! আপনি জানেন না, আমিনা যখন কোনো কথা বলে তা মিয়া বিবি উভয়ের তরফ থেকেই হয়। আমরা একথা কল্পনাও করতে পারি না যে, আমিনা কোনোদিন মনজুর ভাইকে এখানে রেখে একাকী এবটাবাদ পৌঁছে যাবে।

আমিনা বোন! গাড়ি পেশ করার জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তোমরা শুনে অবাক হবে, ইউসুফ ও নাসরীন যে কারটি রাবীর ওপারে রেখে এসেছিল তা আচানক আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে এবং বিলকিস চাচী একে ওয়ার্কশপে পাঠিয়ে নাট বলটু সব পরিবর্তন করে একেবারে নতুন মডেলের বানিয়ে ফেলেছেন। এখন আমাদের বিয়ের তোহফা হিসাবে এটি আমরা পেয়ে গেছি।

নাসরীন বললো, আমিনা আপা! এটাই কি ভালো হতো না, আপনারা এক মিনিটের জন্য কারটা আমাদের পথ থেকে সরিয়ে নিতেন এবং আমরা রওনা হতাম?

সবাই হেসে ফেললো। আমিনা বললো, খোদা হাফেজ! তবে এবটাবাদ থেকে তোমাদের ফোন না আসা পর্যন্ত কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। চাচীজান! নাসরীন ভুলে গেলে আপনি তাকে মনে করিয়ে দেবেন।

## ১৯

এশার নামাযের পর এবটাবাদের লোকেরা কোম্পানীবাগে জমায়েত হচ্ছিল। নূরানী চেহারার একজন বুযর্গ সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। কুরআনে হাকিম তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হলো। ব্যবস্থাপকদের মধ্য থেকে এক নওজোয়ান মঞ্চে এসে জনতার উদ্দেশ্যে বললোঃ

ভাইসব! আপনারা শুনে অবশ্যই খুশি হবেন আমাদের দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ, দীর্ঘদিন থেকে আপনারা যাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন আজ আপনাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি তাঁকে বক্তৃতা করার জন্য বেশী সময় দেবার প্রস্তাব করছি।

জনতা সমস্বরে হাত তুলে সমর্থন জানালো। ইউসুফকে মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানানো হলো।



www.pathagar.com

ইউসুফ পেছনের সারি থেকে উঠে মঞ্চে আরোহন করলো এবং জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সালাম জানাবার পর মাইকের সামনে এসে তার বক্তব্য শুরু করলো।

আমার ভাই ও সাথিরা!

কাশ্মীরের আজাদির জন্য জিহাদ করা আমাদের পছন্দ ও অপছন্দের ব্যাপার নয়। এপথ থেকে পালিয়ে অন্য যে কোনো পথ অবলম্বন করলে তা ধ্বংসের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে মাত্র। এই জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন না করার অর্থই হচ্ছে, আমরা লাখো শহীদানের কুরবানী এবং কোটি কোটি ভাইয়ের হিজরাতের পরও কোনো শিক্ষালাভ করিনি। আর হিন্দু ও ইংরেজ মিলে আমাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করলো তা থেকেও আমরা শিক্ষা লাভ করার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আমি গুরুদাসপুর জিলার একটি গ্রামের বাসিন্দা। আমার বাড়িতে বসে আমি কাংগড়ার পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে পারতাম। বৃটিশ সরকারের নিজের ঘোষণা অনুযায়ী গুরুদাসপুর যে কোনো দিক দিয়েই পাকিস্তানের অংশ ছিল। কিন্তু হিন্দুরা মাউন্ট ব্যাটেনকে যে লোভ ও মানসিক উৎকোচ দিয়ে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্বুদ্ধ করলো তা ছিল এই যে, যদি হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ কাশ্মীরে যাবার রাস্তা পেয়ে যায় তাহলে তারা হিন্দুস্তানকে একটি ডোমিনিয়ান হিসাবে ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছে।

হিন্দুদের পক্ষ থেকে মিঃ ভি.পি. মেনন শিমলায় পৌঁছে মাউন্ট ব্যাটেনকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয় এবং তিনি তা শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। আপনারা জানেন, বাঁদর সব সময় খুশিতে লাফিয়ে ওঠে।

আপনাদের মনে আছে, মাউন্ট ব্যাটেন আচানক লণ্ডন গিয়েছিলেন এবং কয়েকদিন শলাপরামর্শ করার পর ফিরে এসেছিলেন। ভাইসব! আমি একথা ঘোষণা করছি যে, বৃটেন সরকারের সাথে তার এ পরামর্শ গুরুদাসপুরকে হিন্দুদের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে তাদের জন্য কাশ্মীরে যাবার পথ তৈরি করে দেয়ার ব্যাপারেই ছিল। এই বেঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইনসাফী ছাড়া কাশ্মীরকে হিন্দুস্তানের সাথে মিলিয়ে দেবার আর দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না।

তারপর আমরা এও দেখছি, মহাত্মা গান্ধীজী মহারাজ, যিনি এক সময় হিটলারকে পত্র লিখে উপদেশ দিতেন, তোমার লণ্ডনে বোমা না ফেলে অহিংস নীতি অবলম্বন করা উচিত, তিনি নিজের শুকনো শরীরে নাজীদের পোশাক চড়িয়ে ডাঁট্‌সে ময়দানে নেমে এলেন। নেহরু গোয়েবলসের মুখ ধার করে নিলেন। আর প্যাটেল ফিল্ড মার্শাল হয়ে দুনিয়ার সামনে চলে এলেন। মনে হচ্ছে কংগ্রেসের প্রত্যেক বড় নেতার মধ্যে কোনো না কোনো বদমাশ নাজীর প্রেতাত্মা প্রবেশ করেছে। এসব কি ছিল বন্ধুরা? এসব ছিল বৃটিশ হুকুমাত ও তার হিন্দু দালালদের অলৌকিক কীর্তিকলাপ।

আমার ভাইয়েরা!

আমাদের এক মুহূর্তের জন্য একথা ভুললে চলবে না যে, কাশ্মীরের সাথে আমাদের জীবন মৃত্যু জড়িত। কাশ্মীর থেকে যে আবেহায়াতের ধারা প্রবাহিত হয় তা থেকে আমরা জীবনীশক্তি লাভ করি। কাশ্মীর আমাদের শাহরগ। কোনো নিরেট বোকাও তার শাহরগ দুশমনের হাতে ছেড়ে দেয়া বরদাশত করবে না।



www.pathagar.com

বিগত এক হাজার বছরে হিন্দুরা আমাদের সাথে অনেক বার যুদ্ধ করেছে। তার পরিণতি তারা দেখেছে। এখন তার শেষ খাহেশ হচ্ছে পাকিস্তানকে যদি সে পিপাসায় মারার ষড়যন্ত্রে সফলকাম হতে পারে তাহলে এভাবে তারা তাদের বিগত ব্যর্থতাগুলির বদলা নিতে সক্ষম হবে। এই ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়েছিল তখন যখন তারা ভাক্কড় বাঁধ নির্মাণ করে শতদ্রুর পানি প্রবাহের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং বাহাওয়ালপুর ও চৌলিস্তানের বিস্তৃত এলাকাকে পুরোপুরি পানি থেকে বঞ্চিত করেছিল। কাশ্মীর থেকে বের হয়ে আসা অন্যান্য নদীর গতি প্রবাহও এভাবে তারা পরিবর্তন করে আমাদের দেশকে সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করতে চায়।

ভাইয়েরা আমার!

আমাদের এই চিরন্তন দুশমনকে কখনো তার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার সুযোগ দেয়া যাবে না। এটা এমন একটা সমস্যা যাকে আগামীকালের ওপর মুলতবী রাখা আত্মহত্যার শামিল। এক মুহূর্তের জন্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই বেনিয়া হচ্ছে আমাদের চির দুশমন। তার হাতে যে অস্ত্রই থাকবে তার আঘাত সে আমাদের ওপর হানবেই। আজই যদি আমরা তার সাথে যুঝতে পারি তাহলে আজই আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। আগামীকালের ওপর এ বিষয়টি ছেড়ে দেয়া কোনোক্রমেই উচিত হবে না। আমাদের ভুলের জন্য আমাদের আগামীর বংশধরদের শাস্তি ভোগ করা উচিত নয়। আজ যদি আমরা কয়েক শত বা কয়েক হাজার প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের মোকাবিলা করতে পারি তাহলে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাদের এ সুযোগ দেয়া উচিত নয় যে, আগামীকাল যখন আমাদের পরবর্তী বংশধররা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে তড়পাতে থাকবে তখন তারা তলোয়ার হাতে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান জানাবে।

ভাইয়েরা ও বন্ধুরা আমার!

আপনারা হামেশা মনে রাখবেন, হিন্দুরা আমাদের ধ্বংস করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবে না। এরা এমন লোক যারা দুর্বলের কণ্ঠরোধ করে এবং সবলের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে দেয়। আপনারা বিশ্বাস করুন, কাশ্মীরে আপনাদের ভাই ও বোনেরা কোনো মুহাম্মদ বিন কাসেম, কোনো মাহমুদ গজনবি ও কোনো আহমদ শাহ আবদালীকে আহ্বান জানাচ্ছে। এইসব মুজাহিদদের সন্তানরা কবে জাগবে কাল তার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। এই আহ্বান ততদিন পর্যন্ত কাশ্মীরের উপত্যকাগুলিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে যতদিন না আমরা পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় সহকারে অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হয়ে যাবো।

সম্মানিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ!

এ দুনিয়ায় সমস্ত কাজই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি মনে করি যখন জিহাদের পর্যায় এসে যায় তখন অন্য সমস্ত কাজ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এই জনসভার খবর পাওয়ার আগে আমি এবটাবাদে অবস্থান করার একটা লম্বা চওড়া প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলাম। কিন্তু আজ আমি ঘোষণা করছি– আগামীতে কাশ্মীরের জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য এখান থেকে যে কাফেলা রওনা হবে আমাকে তার প্রথম সারিতে পাবেন। আমি জানি না এ কাফেলা কত দিনের মধ্যে রওনা হবে কিন্তু আমি আজ থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করবো।

আমার প্রিয় স্বদেশবাসী!

আল্লাহ আপনাদের প্রত্যেককে কাশ্মীরের জিহাদে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার তওফীক দান করুন। আমীন।



www.pathagar.com

জলসা শেষে ইউসুফ বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিছু লোক কথা বলতে বলতে তার সাথে চলতে লাগলো। ডা. জামিলের বাংলোয় পৌঁছে একজন বয়স্ক লোকের সাথে মুসাফাহা করতে করতে সে বললো, জনাব! এখান থেকে মুজাহিদদের কোন কাফেলা তৈরি হয়ে গেলে আমাকে কেবল দেড় ঘন্টা পূর্বে খবর দেবেন।

এক নওজোয়ান বললো, জনাব! ছাত্ররা চাচ্ছে, আপনি একদিন তাদের সাথেও কিছু বলুন।

ছাত্রদের সাথে কথা বলে আমি খুশি হবো। আপনি সব ব্যবস্থা করে যে কোনো সময় আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন।

ইউসুফ গেটের বাইরে তাদের সবার সাথে মুসাফাহা করে ভেতরে চলে গেলো।

নাসরীন কামরার দরোজা খুলে বাইরে এলো এবং বললো ভাইজান! আমি আপনার সমস্ত বক্তৃতা শুনেছি এবং ফাহমিদা আপাও শুনেছেন। কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন এবং খুব পীড়াপীড়ি করে আমাদেরকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে আপনার সমস্ত কথা শুনেছি। বিলকিস চাচী আমাদের সংগে ছিলেন না এজন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল। নয়তো তিনিও খুব খুশি হতেন। ভাইজান! যখন ঐ মহিলারা আপনাকে আমার ভাই বলে উল্লেখ করছিলেন তখন আমি মনে মনে গর্বিত বোধ করছিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আপনি কাশ্মীর যাচ্ছেন একথা শুনে আমি মোটেই পেরেশানী অনুভব করছি না। বরং আমার আনন্দ লাগছে। আপনার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের দোয়া করতে থাকবো। আপনার জন্য দোয়া করার সময় আমি বড়ই মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতাম। এখন আমি আপনার জন্য আরো বেশী করে দোয়া করবো এবং এভাবে আমি আরো বেশী প্রশান্তি লাভ করবো।

আপাজানের শরীর দুপুর থেকে কিছুটা খারাপ ছিল। আমি জামিল চাচাকে ফোন করে দিয়েছিলাম। তিনি সংগে সংগেই একজন লেডি ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আপাজানকে ভালোভাবে চেকআপ করার পর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, আপাজান পুরোপুরি সুস্থ আছেন তবে তিনি ফিরে গিয়ে কিছু ঔষধ পাঠাবেন এবং বাকি কথা চাচাজানকে জানাবেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি মনে করেছিলাম আমি সপ্তাহে একদিন করে আসবো কিন্তু আপনার আপাজান এতই প্রিয়দর্শিনী যে আমি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন একবার করে তাকে দেখে যাবো। নওকর ঔষধ নেবার জন্য তার সাথে গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেবা ঔষধের সাথে একটা ফুলের তোড়া এবং এক বোতল মধুও তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাইজান! এখানকার ডাক্তার খুব ভালো। তারা তিতা ঔষধের পরিবর্তে মধু দেন।

ইউসুফ ফাহমিদার কামরায় প্রবেশ করে আসসালামু আলাইকুম বললো।

ফাহমিদা ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে বসলো।

নাসীরন জিজ্ঞেস করলো, ভাইজান! আপনার খানা আনবো?

হ্যাঁ, আমাদের দুজনের খাবার এখানে আনো।

আপাজান বলছিলেন আজ কিছু খেতে তাঁর মন চাচ্ছে না।



www.pathagar.com

দেখা যাক আমার কারণে হয়তো কিছু খেতে পারে? আর নয়তো গরম পানিতে সামান্য মধু মিশিয়ে পান করিয়ে দেবো।

ইউসুফ বললো, ডা. সাহেবার কাছ থেকে আমি সবকিছু শুনেছি। তোমাকে মোবারকবাদ।

ফাহমিদা বললো, আপনার উপন্যাস পড়ার সময় আমি ভাবতাম যখন কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে তখন তার স্ত্রীর কি অবস্থা হয়?

আচ্ছা বেগম সাহেবা! তুমিই বলে দাও কি অবস্থা হয়?

জী,এ অবস্থায় স্ত্রী তার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কি করতে পারে?

ফাহমিদা! যখন বক্তৃতার মধ্যে আমি এ কথার ঘোষণা দিয়েছিলাম তখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, রুখসাত হবার সময় আমি তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখবো।

ফাহমিদার চেহারায় মনোমুগ্ধকর হাসির সাথে সাথে তার চোখে টলমল করতে থাকলো কয়েক বিন্দু অশ্রু। সূচী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো সে, ইউসুফ সাহেব! আমার বিশ্বাস পরীক্ষার সময় আমি আপনাকে নিরাশ করবো না।

ফাহমিদা! আমি তোমার ছবি আঁকতে গিয়ে এই মুচকি হাসির সাথে সাথে যদি হালকা অশ্রু বিন্দুও দেখাতে পারতাম তাহলে সেটি হতো আমার একটি অনন্য কীর্তি।

আমার ছবি আঁকার চাইতেও আরো অনেক বড় কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

পঞ্চম দিনে কাশ্মীরের জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য ইউসুফ মুজাহিদদের একটি কাফেলার সাথে রওনা দিল। ফাহমিদা দুহাত তুলে তার জন্য দোয়া করতে লাগলো,

'হে আল্লাহ!

সে যেমন হাসিমুখে গিয়েছে তেমনি হাসিমুখে যেন ফিরে আসে এবং তার সাথে অংশগ্রহণকারীদের বিবিদের মুখ থকে আমি যেন তার কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের কাহিনী শুনতে পারি।'

ছয়মাস পার হয়ে গেছে।

প্রথম চার মাসে ইউসুফের তিনটি পত্র এসেছিল। শেষ পত্রে সে লিখেছিলঃ

এরপর কিছুদিন হয়ত পত্র লেখা যাবে না। কিন্তু এজন্য তুমি পেরেশান হয়ো না। আমি এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি যেখান থেকে খবর পাঠানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও সর্বাবস্থায় আমার দোস্ত তোমাকে আমার কুশল সংবাদ জানাতে থাকবে। বাড়ি আসার পরই আমি চাচীজানকে লিখেছিলাম তোমার কাছে এসে থাকতে। এতদিনে নিশ্চয়ই তিনি এসে গেছেন। তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং দোয়া করতে বলবে। নাসরীন মানে শাহজাদী নাসরীন সাহেবাকে অনেক অনেক দোয়া। আর যদি তোমার আব্বাজান ও আম্মীজান এবটাবাদ এসে থাকেন তাহলে তাদেরকেও সালাম বলবে। আমি আশা করছি আমার ফিরে যাবার আগেই আমার 'গুম শুদা কাফেলা' উপন্যাসটি ছেপে বাজারে চলে আসবে।



www.pathagar.com

খুশির কথা হচ্ছে, ডাক্তার কামাল উদ্দীনও এখানে চলে এসেছেন। তিনি প্রথম সপ্তাহেই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করেছেন সফলতার সাথে। তিনি সাধারণত এমন জায়গায় থাকবেন যেখান থেকে ফোনে কথা বলার সুবিধা থাকে। আমার খবরা খবর তুমি তাঁর কাছ থেকে পাবে। তিনি তোমাকে, শাহজাদী নাসরীনকে এবং জামিল চাচাকে সালাম জানাচ্ছেন। তিনি কোনোদিন এবটাবাদও যেতে পারেন। অনেকগুলো বই আমি সাথে করে এনেছিলাম। সেগুলো আমার নিসংগতা দূর করে দিয়েছে। লেখার জন্যও আমি যথেষ্ট সময় বের করে নিই। যখনই কোনো বইয়ের পান্ডুলিপি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে তখনই যেকোনভাবেই হোক তা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এমনও হতে পারে কোনদিন আমি নিজেই তা নিয়ে পৌঁছে যাবো। ডা. জামিলের কারণে তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি কোন আশংকা বোধ করছি না। আমি ডা. ফারহাত সাহেবার প্রতিও কৃতজ্ঞ, তিনি তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিচ্ছেন সুচারুরূপে। এখানে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। আমার কাছে দুটি ছোট টিন জমা হয়ে গেছে। এবটাবাদ যাবার মতো লোক পাওয়া গেলে ও দুটি শিগগির তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। ওর একটি অবশ্যই ডা. ফারহাতকে দেবে।

কখনো আসল বিষয় থেকে আমি দূরে চলে যাই কিন্তু এবটাবাদ হামেশা আমার কাছাকাছিই থাকে। তার দৃশ্যবলী কখনো আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায় না।

ইউসুফের চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফাহমিদা এখন আর সপ্তাহ ও মাস গণনা করে না। তার জীবনের সমস্ত আকাংখা এখন ছোট্ট জিয়াউদ্দীনের অস্তিত্বকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। যেকেউ তাকে একনজর দেখেই ইউসুফের অবিকল প্রতিচ্ছবি বলেই মনে করে। তিন মাসের এ ছোট্ট শিশুটি তার মা ও খালার পরে বিলকিসের সবচেয়ে বেশী নেওটা। সে যখনই কান্না জুড়ে দিতো বিলকিস তাকে কোলো উঠিয়ে লনে পায়চারী না করা পর্যন্ত তার কান্না থামতো না। আবাবীল পাখিগুলি যখন বাতাসে উড়ে উড়ে খেলা করতো ছোট্ট জিয়াউদ্দীন তখন অপলক দৃষ্টিতে তা দেখতো। একটা পাখি যেদিকে যেতো তার দৃষ্টিও সেদিকে ঘুরে যেতো। নাসরীন যখন তাকে পাশে শায়িত করে নিজের মাথার চুলের বেনী খুলে দিয়ে তার পাশে দোলাতো তখন সে হাতের মুঠোয় চুলগুলি ধরে হাসতো। ইউসুফের আব্বা আবদুর রহীম ইতিপূর্বে কয়েকমাস পর পর এবটাবাদ আসতেন কিন্তু জিয়াউদ্দীনের জন্মের পর এখন প্রায় প্রতি পনের দিন পর একবার এবং কখনো সপ্তাহান্তরেও এসে থাকেন।

একদিন তিনি কুরসিতে বসে জিয়াউদ্দীনকে কোলের ওপর নিয়ে আস্তে করে দোলা দিচ্ছিলেন এমন সময় ফাহমিদা নামায শেষ করে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, বেটি! এদিকে এসো।

ফাহমিদা কাছে এসে আদব সহকারে দাঁড়ালো। আবদুর রহীম বললেন, বেটি! তোমার মনে আছে, একবার আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার সাথে আমাদের ঘরে অনেক আনন্দ চলে এসেছে। বেটি আজ আমি ভাবছিলাম এঘরে জিয়াউদ্দীনের চাইতে বড় আর কোনো খুশির বিষয় নেই। আচ্ছা, নাসরীনকে ডাকো।

ফাহমিদা ডাক দিল, নাসরীন! এদিকে এসো। আব্বাজী ডাকছেন। নাসরীন এক দৌড়ে চলে এলো। আবদুর রহীম বললেন, নাসরীন বেটি! আমি তোমাকে একথা বলতে



www.pathagar.com

চাচ্ছিলাম যে, যখন আমি এখানে থাকি না তখন জিয়াউদ্দীনের মতো তোমার কথাও আমার খুব বেশী মনে পড়ে। হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো। ভেতরে চলে যাও। দেখো আমার কোটের নিচের পকেটে কত টাকা আছে। সেগুলি সব বের করে আনো এবং এখানে আশেপাশে যাদেরকে গরীব মনে করো তাদের মধ্যে বিলি করে দাও।

নাসরীন ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে নোট গণনা করে বললো, আব্বাজী! বিয়াল্লিশ টাকা ।

বেটি যাও, এগুলি গরীব প্রতিবেশীদের দিয়ে এসো।

তারপর তিনি ফাহমিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটি দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসে পড়ো। আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি, তুমি ইউসুফের শৈশব ও কৈশোরের সব ছবি জমা করে নিজের সামনে রাখো এবং তারপর জিয়াউদ্দীনের দিকে তাকাও তুমি একটুও ফারাক দেখবে না।

ফাহমিদা বললো, বিলকিস চাচী বলেন, সামান্য ফারাক আছে।

ভাই, আমি তো কোনো ফারাক দেখছি না।

দেখুন আব্বাজান! ওই চাচী আসছেন। আপনি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলেন, ইউসুফ তাঁর ছেলে এজন্য সে বেশী খুবসুরাত।

আবদুর রহীম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যদি জিয়াউদ্দীনের দাদী বেঁচে থাকতো তাহলে বলতো, আমার নাতির চাইতে অন্যকে যে বেশী খুবসুরাত বলে তার নজর কমজোর।

নাসরীন বললো, আব্বাজান! যদি ভাইজান এখানে থাকতেন তাহলে সকল আত্মীয় স্বজনকে এখানে ডাকতাম এবং ভাইজান ও জিয়াউদ্দীনকে তাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, বলুন কে বেশী খুবসুরাত? সবাই একবাক্যে বলতো, দুজন একেবারে একই রকম। আমাদের কাছে বাপ বেটার চেয়ে বেশী এবং বেটা বাপের চেয়ে বেশী পিয়ারা মনে হচ্ছে।

আবদুর রহীম ফাহমিদাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটি! তুমি কি বলতে পারবে যেদিন থেকে এ বাচ্চা উড়ন্ত পাখি দেখতে শুরু করেছিল সেদিন এর বয়স ছিল কত?

আব্বাজী! আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে এ শুরু থেকে এমনিই ছিল এবং পাখিদের দেখে লাফাতে শুরু করে দিতো।

ইউসুফের মাও ঠিক একথাই বলতো আমার ছেলে মাত্র কয়েক দিনের ছিল তখনই সে পাখি চিনতে শুরু করে দিয়েছিল এবং দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে থাকতো।

শেষ চিঠিতে ইউসুফ লিখলো,

ডা. কামাল উদ্দীন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুজফফরাবাদ চলে গেছেন। আমিও পরশু একটি অভিযানে বের হবো। এরপর একমাস ইউসুফের কোনো খবর এলো না। যাদের থেকে খবর পাওয়া যেতো বলে মনে করা হতো তাদের কাছ থেকেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া গেলো না। তার প্রত্যেক চিঠির শেষে লেখা থাকতো, তুমি



www.pathagar.com

একজন বাহাদুর মুজাহিদের স্ত্রী। যুদ্ধে এমন ধরনের কথা অপ্রত্যাশিত হয় না। তোমাকে হিম্মত ও সবর করতে হবে।'

সে মনে মনে সান্ত্বনা দিতে থাকলো এই বলে যে, ইউসুফের সাথে যারা যুদ্ধে গেছে তারা সবচেয়ে বীর ও সাহসী কবীলার সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের আচানক এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। আশা করা যায় তাদের সম্পর্কে কোনো খবর আসবে। সে খবর কাশ্মীর ও আমাদের দেশের জনগণের জন্য খুশির খবর হবে।

এক শীতের রাতে ডা. জামিল টেলিফোন শোনার পর ডাক দিলেন, নাসরীন বেটি! এদিকে এসো।

নাসরীন বিছানায় শুয়ে কিতাব পড়ছিল। ডাক শুনে দৌড়ে চলে এলো চাচার কামরায়। বললো, কি হয়েছে চাচাজান?

মুজফফরাবাদ থেকে ডা. কামালের ফোন এসেছে। সেই মুজাহিদ গ্রুপ যারা লা-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল, দীর্ঘ, কঠিন ও বরফাবৃত পথ অতিক্রম করে তারা গিলগিটে পৌঁছে গেছে। তাদের সাথে রয়েছে ৩৭ জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী। বেশীর ভাগ মুজাহিদ অসুস্থ ছিল। চব্বিশ ঘন্টার চিকিৎসার পর তারা সুস্থ হয়ে উঠছে।

তাদের কথাবার্তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী একজন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে মজার। এই বন্দীটি জীবনে এই প্রথমবার তুষারপাত দেখেছে। আকাশ থেকে বরফ পড়তে দেখে সে, ভগবানের দোহাই দিতে শুরু করেছিল। গিলগিট পৌঁছেই তার প্রথম বিবৃতি ছিল এই রকম, 'ভারত সরকার আমার সাথে প্রতারণা করেছে। আমি মাদ্রাজের অধিবাসী। ভারত সরকারের জানা উচিত ছিল আমি বেশী ঠান্ডা বরদাশত করতে পারি না। তারা আমাকে এই বলে ধোকা দিয়েছে যে, কাশ্মীরের আবহাওয়া খুবই চমৎকার এবং সেখানে তোমার স্বাস্থ্য এত ভালো হয়ে যাবে যে, আয়নায় চেহারা দেখে তুমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারবে না। আমি গিলগিটে এসেই আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক। আমার ওজন ১৮ পাউণ্ড কমে যাওয়ার কারণে আমার চেহারা সুরাত সত্যিই বদলে গিয়েছিল। আমার অন্য ভাইদের কাছে আমি আবেদন করছি, যারা কাশ্মীরের আবহাওয়ার প্রশংসা করে আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দিচ্ছে তাদের সর্বনিম্ন শাস্তি এই হওয়া উচিত যে, যদি তারা গ্রেফতার হয়ে যায় তাহলে গ্রেফতার হবার পর তাদেরকে বুলবুলিস্তান, গিলগিট, বহনযাহ ও ইসকারোয় ভ্রমণ করানো উচিত। আমার ভাইয়েরা! আমি সারা দুনিয়ার সামনে দোহাই দিচ্ছি, কাশ্মীরের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাশ্মীরের লড়াই ভারতের লড়াই নয়। বরং কেবল ব্রাহ্মণের লড়াই। কাশ্মীরকে কেবলমাত্র এজন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে যে, কোনো এক যুগে কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ খান্দান, নেহরু খান্দানের সাথে যার কোনো সম্পর্ক ছিল, কাশ্মীরের বরফ শীতল আবহাওয়া সইতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে এলাহাবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। একথায় অবাক হবার কিছু নেই। যতদিন ভারতে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন আমাদের ওপর এ ধরনের জুলুম হতেই থাকবে। ভাইয়েরা! আমি দু:খিত যে,



www.pathagar.com

কাশ্মীর অভিযানে শত শত ভারতবাসীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে যাদের কয়েকজন ইনামও লাভ করেছে, কিন্তু তারা আমারই মতো মাদ্রাজ, ইউ, পি বা সিপির অধিবাসী কালা আদমি, একজনও সাদা চামড়াওয়ালা ব্রাহ্মণ ছিল না।'

ডা. জামিলের কথার মাঝখানে ফাহমিদা উঠে বসে গিয়েছিল। সে বললো, চাচাজান! আপনার কথা আমি শুনে ফেলেছি। নাসরীনের ভাইজান শিগগির ফিরে আসবেন। আর যে মাদ্রাজী সিপাহিটি তার বিবৃতিতে ব্রাহ্মণের কথা বলেছে নিশ্চয়ই সে তার সফরকালে ইউসুফ সাহেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস আগামীতে তাঁর যে রচনাগুলি আসবে ব্রাহ্মণের প্রতি ঘৃণার অভিব্যক্তিতে সেগুলি চিহ্নিত হবে।

ডা. জামিল বললেন, ইউসুফের দৃষ্টি তার কালকে অতিক্রম করে অনেক দূরে চলে যায়। আগামী দিনের জন্য তার কথাগুলি মানুষের জন্য একটি স্থায়ী সত্যে পরিণত হবে। আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে ইউসুফ যদি এই মুজাহিদদের সাথে না থাকতো তাহলে এই হিন্দু কয়েদির মুখ থেকে এমন নির্মম সত্যের প্রকাশ ঘটতো না।

তিন দিন পর ফাহমিদা, নাসরীন ও বিলকিস শীতের মিষ্টি রোদে বসে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করছিল এবং জিয়াউদ্দীন তাদের মাঝখানে শায়িত ছিল। আচানক নাসরীন ভাইজান! ভাইজান! বলতে বলতে গেটের দিকে দৌড় দিল। সেখানে একটি জীপ দাঁড়িয়েছিল। তিনজন ফৌজি অফিসার একের পর এক ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করছিল। তারা জীপ থেকে ইউসুফের মালপত্র বের করে বাইরে রেখে দিল।

নাসরীন দৌড়ে এসে ইউসুফকে জড়িয়ে ধরে বললো, ভাইজান! আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আপনি নন, অন্য কেউ। তবে আপাজান দুদিন আগে বলছিলেন, আপনি আসছেন। আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কারণ আপনার সম্পর্কে তাঁর সব কথা সত্যি হয়। চাচাজানকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম বলে অগ্রসর হলো এবং কিছুক্ষণ বাচ্চার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ঝুঁকে পড়লো এবং দুহাত দিয়ে বাচ্চাকে উঠিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। নাসরীন বললো, ভাইজান! আমরা জানতে পেরেছি একজন ভারতীয় কয়েদির ওপর আপনি খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার বিবৃতি আমরা শুনেছি।

ইউসুফ বললো, আমার কাছে টেপ রেকর্ডার থাকলে বড় মজার আলোচনা তোমাদের শোনাতে পারতাম। শম্ভু দাস নামক ভারতীয় কয়েদিটি আমাকে জ্বালাতন করে মেরেছে। রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে আমি শুনলাম, সে মুজফফরাবাদে মুক্তি লাভের পূর্বে আমাদের রেডিওকে একটি বিশেষ সাক্ষাতকার দিয়েছে। তাতে সে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আমার কাছ থেকে যে সব কথা প্রায়ই শুনতো সেগুলিই ব্যক্ত করে দিয়েছে। যখন তাকে মুজফফরাবাদ পাঠানো হচ্ছিল, সে হাতজোড় করে অনুরোধ করলো ভারতে এখনো ব্রাহ্মণদের রাজত্ব চলছে। ভগবানের দোহাই আমাকে ওখানে পাঠাবেন না, অন্য কোথাও পাঠান। ব্রাহ্মণদের সাথে যে ধ্বংস নেমে আসে তা নেহরু পরিবারের উপস্থিতি এবং তার



www.pathagar.com

পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত আসতে থাকবে। কারণ এটা এমন একটা ফসলের বীজ যা প্রত্যেক মওসুমে ফল ও ফুল দিতে থাকবে।

নওকর চেয়ার এনে রেখে দিল এবং ইউসুফ আরামে তাতে বসে পড়লো। তারা চা পান করছিল এমন সময় মুজফফরাবাদ থেকে ডাক্তার কামালের ফোন এলো। বিলকিস রিসিভার হাঁতে নিয়ে কানে লাগাবার পর বললো. ইউসুফ তোমার ফোন। ডা. কামাল বলছে, কমান্ডার তোমার জন্য কোনো এওয়ার্ড ঘোষণা করার সুপারিশ করেছেন।

ইউসুফ রিসিভার হাতে নিয়ে বললো, আপনার শোকরিয়া। এটা আমি আগেই জানতে পেরেছি। আমি কমান্ডিং অফিসারকে লিখে দিয়েছিলাম, আমার সাথিদের মধ্য থেকে শাহবাজ খানকেও আমি ইনামের হকদার মনে করি। –কি বললেন? আরো দুজন সাথির জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে? দ্বিতীয় জনের নাম যদি আফতাব খান হয়ে থাকে তাহলে আমি খুব খুশি হবো! শুকরিয়া। আমার সাথিদের মধ্য থেকে কারোর সাথে দেখা হলে তাকেও এ সুখবর শুনিয়ে দেবেন।

বিলকিস বিরক্ত হয়ে বললেন, বেটা! তোমার সাথিরা ও তুমি কি পেয়েছো?

চাচীজান! আমরা সাহসিকতার জন্য তমগা পেয়েছি।

আমি সবার আগে তোমার কাজের বিবরণ শুনতে চাই।

চাচীজান! তেমন বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। আমাদের প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত কয়েকজন শত্রু সৈন্য দিশেহারা হয়ে ভাগছিল। হঠাৎ তিনজন আমার সামনে পড়লো। আমি এক জনের পায়ে গুলী করলাম। সে পড়ে গেল। বাকি দুজন অস্ত্র নিক্ষেপ করলো। তাদের দেখাদেখি পেছনের আটজনও হাতিয়ার ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পর আমরা কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। তারপর দেখা গেল আমাদের পাঁচজন সাথি ষোলজন হিন্দুস্তানীকে তাদের রাইফেল ও পিস্তলসহ পিছন দিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। সে সময় ২৭ জন কয়েদির পরিবর্তে ২৭ টি রাইফেলের জন্যই বরং আমরা বেশী খুশি হয়েছিলাম। উত্তর দিকে পলায়নপর আরো সৈন্যদের খবর আমরা পেলাম। তিনদিন পর্যন্ত আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। শেষে তাদের মধ্য থেকে আরো সাত জনকে ধরে ফেললাম। ফিরে আসার পরিবর্তে আমরা উত্তর পশ্চিমের বনভূমির মধ্যে আরো খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। দুশমনরা এক জায়গায় একতাবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কয়েক ঘন্টা মোকাবিলা করার পর তারা ৩ টি লাশ ও ৪ জন জখমীকে ফেলে রেখে ভেগে গেলো। জখমীদের একজন গিলগিট পর্যন্ত আসতে আসতে পথেই মারা গেলো। বাকি তিন জনকে চিকিৎসার জন্য গিলগিট রেখে এসেছি। যদি এই কয়েদিদের গিলগিট পৌছাবার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে না থাকতো তাহলে আমাদের ব্যাপারে আপনারা শুনতেন যে, আমরা কোনো একটা বড় রকমের সাফল্য লাভের পরে অন্য একটা যুদ্ধের ময়দানে চলে গেছি।

বিলকিস অশ্রু সজল চোখে বললেন, বেটা! আমি জানি তুমি যখন মরেংগে ইয়া মারেংগে-এর সংকল্প নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ো তখন তোমার দিলে কারোর ভয় থাকে না। কিন্তু যখন তুমি জানতে যে, ঘরে এই ক্ষুদে শিশুটি তোমার অপেক্ষা করছে তারপরও তোমার মনে ফিরে আসার চিন্তা জাগেনি?



www.pathagar.com

ইউসুফ জিয়াউদ্দীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, চাচীজান! এই ক্ষুদে শিশুটি এক দিন বড় হয়ে আপনাকে এ কথা জানাবে যে, দেশের আজাদির জন্য আমি বৃহত্তম কুরবানী দিতে পারতাম।

নাসরীন বললো, চাচীজান! গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখুন জিয়াউদ্দীন মুচকি হাসছে।

বিলকিস বললো, দুষ্টু খালাকে দেখে সে হাসি দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ইউসুফ বললো, নাসরীন! আমি ভাবতাম, জিয়াউদ্দীন তার ছোট ও পিয়ারী খালাকে দেখে কতই খুশি হতে থাকবে।

ভইজান! আমি সকাল হতেই চোখ মেলে প্রথমে দৌড়ে এসে জিয়াউদ্দীনকে দেখি। প্রায়ই ভাবি, জিয়াউদ্দীন কালকের তুলনায় আজকে নিশ্চয়ই আরো বেশী বড় হয়ে গেছে। তার গা থেকে আমি এত সুগন্ধি পাই যা আজ পর্যন্ত আর কোনো জিনিসে পাইনি। আমি দোয়া করি, লোকেরা ভাইজানকে যত বেশী ভালোবাসে জিয়াউদ্দীনকে যেন তার চেয়ে বেশী ভালোবাসে।

বিলকিস বললো, জিয়াউদ্দীনকে তো এখনই বেশী ভালোবাসে।

চাচীজান! আমি বলতে চাচ্ছি, বড় হলে।

বিলকিস বললো, মেয়েরা! তোমরা সবসময় দরকারী কথা ভুলে যাও। কখন তোমাদের ইউসুফের নতুন কিতাব 'গুম শুদা কাফেলা' এর ব্যাপারে মুবারকবাদ দেবার কথা মনে হবে?

চাচীজান! ভাইজানের নতুন বই বের হবার পর মুবারকবাদ দিয়ে এত বেশী পত্র ও পয়গাম আসছে যে সেগুলি আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার হবে।

নাসরীন ঠিকই বলছে। রাতে খাবার সময় এ প্রসংগটার অবতারণা করা হোক এবং যার যতটা মনে আছে শুনিয়ে যাক।

বেটা। আমি সবার আগে তোমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি যে, তোমার এই কিতাব অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জামিলের সাথে আলোচনা হলেই সে দুচারজন এমন লোকের কথা উত্থাপন করে যারা বলে যে, তোমার 'গুম শুদা কাফেলা' পড়ে তারা তোমার সাথে পরিচিত হয়েছে। বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ও সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিও তোমার নামে পত্র লিখেছেন।

ফাহমিদা বললো, আমি ভাবছি, কোনোদিন আপনার গুণগ্রাহীদের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে এবটাবাদ আসার দাওয়াত দেবো, আমার পক্ষ থেকে এবং আপনার পক্ষ থেকে।

আজ থেকে চারমাস পর্যন্ত আমি খুব বেশী ব্যস্ত থাকবো। এরপর যে কোনো সময় তাদেরকে দাওয়াত দিতে পারো।

দেখবেন, মেহমানদের সংখ্যা অনেক হয়ে যাবে।

খুব শিগগিরই তুমি দেখতে পাবে আমি মেহমানদের ইন্তিজার করছি এবং তাদের সাথে সময় কাটাতে আনন্দ বোধ করছি।

ফাহমিদা বললো, আমার বিশ্বাস, সাহেবজাদাও এমনটিই হবে। যতক্ষণ তার ধারে কাছে সমাগম থাকে, সে মুডে থাকে। আর যখনই নাসরীন বা চাচীজান আচানক কোথাও চলে যান অমনি তার হাত পা ছোঁড়াছুড়ি ও কান্না শুরু হয়ে যায়।



www.pathagar.com

প্রচন্ড গরমের পর এক পশলা মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেলো। আবহাওয়ায় নতুন প্রাণ ফিরে এলো। ফাহমিদা ও ইউসুফ মৃদুমন্দ বাতাসের মধ্যে হালকা টুপটাপ বৃষ্টিপাত উপভোগ করছিল।

ফাহমিদা বললো, অনুমতি দিলে আগামীকাল থেকে আপনার নতুন পান্ডুলিপিটা পড়তে শুরু করি?

এই কিতাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা শেষ করতে হলে আরো তিরিশ চল্লিশ পৃষ্ঠা আমাকে লিখতে হবে। দুতিন দিনের মধ্যে একাজ শেষ হয়ে যাবে। এরপর যখন ইচ্ছা পড়তে শুরু করে দাও। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা তখনই শুরু হবে যখন আমি এটা খতম করবো।

জী, আমি জানি, যতক্ষণ আপনার পুরো বই সামনে না এসে যায় ততক্ষণ আপনি আমাকে কোনো বিষয় আলোচনা করতে দেন না।

আরে ভাই, এর অর্থ এনয় যে, আমি তোমার আলোচনা উপভোগ করি না বরং লেখার মুড এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

জী, আমি এটাও ভালো করে জানি যে, আপনি যখন মুডে থাকেন তখন কারোর সাথে কথা বলা পছন্দ করেন না।

শুধুমাত্র বইয়ের ক্ষেত্রে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়।

জী, আপনি কোনো ব্যাপারেও আলোচনা করা পছন্দ করেন না।

আরে ভাই, এতো অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তুমি ভালো করেই জানো আমি কোনো ব্যাপারেও তোমার প্রতি নারাজ হই না।

জী, একথা কিছুক্ষণের জন্য আমার মনে থাকে। তারপর আমি ভুলে যাই। কোনো পান্ডুলিপি আমি পড়ে ফেলেছিলাম। তাই অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছি কখন এটা শেষ হবে এবং আমরা নিশ্চিন্তে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ফাহমিদা! আমি নিশ্চিন্তে কথা বলার জন্য অতদিন ধরে অপেক্ষা করতে পারবো না। কারণ একটি কিতাব শেষ হয়ে গেলে আর একটি কিতাব শুরু হয়ে যাবে। কখনো আমার মনে হয়ে থাকে একটি কিতাব শুরু করার আগে তার সমস্ত প্লানটাই তোমার সামনে পেশ করে দেই, যাতে তোমার মনেও কোনো ব্যাপারে কোনো সংশয় না থাকে।

এমন তো আমি কখনোও চিন্তা করতে পারি না। আমি তো জানি যখনি যে কিতাব আপনি শুরু করেন তার পুরো কাঠামো আপনার মনের মধ্যে থাকে এবং তার সমস্ত অংশগুলি পরস্পরের সাথে এত বেশী সংবদ্ধ থাকে যে তার মধ্যে সংযোজন ও সংকোচন করা খুবই কঠিন। আমি এও জানি, কেউ আপনাকে এভাবে বলতে পারে না যে, কিতাবের অমুক অমুক অংশগুলি আপনি এভাবে বদলে দিন। কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এমন কথা বলে তাহলে আমি তার সাথে তুমুল বিতর্কে লিপ্ত হবো। কারণ উপন্যাস লেখা আপনি কারোর কাছ থেকে শেখেননি, এটা আপনার প্রতি আল্লাহর একটা দান। পড়ার সময় কেউ চিন্তা করতে পারে যে, আপনার উপন্যাসের পরবর্তী অংশে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু কেউ নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারে না।



www.pathagar.com

কখনো কখনো আমি ভাবি, আপনার মন একটি কারখানা। সেখানে সর্বক্ষণ গল্পের কাঠামো তৈরি হচ্ছে। যখনই কোনো কাঠামো পূর্ণ অবয়ব লাভ করে সংগে সংগেই আপনি নিশ্চিন্তে তার গায়ে রং লাগাতে থাকেন।

আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হচ্ছে। আমার কাজের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমার শ্রেষ্ঠতম কাম্য। আমার জগতে অগণিত কাফেলা কোনো মনজিলের দিকে পদক্ষেপ নেবার জন্য আমার আওয়াজের প্রতীক্ষায় আছে। কত অগণিত মানুষের মনের কথা আমি সারা দুনিয়ার মানুষকে শুনাতে পারি। ফাহমিদা! লেখার সময় যখন ক্ষুধা, ক্লান্তি ও নিদ্রার কোনো অনুভূতিই আমার থাকে না তখনো আমি অনুভব করি, যে মহাদরিয়ার কিনারায় আমি দাঁড়িয়ে আছি তার তরংগ ও তুফান সবই আমার এবং ওই যে মনোমুগ্ধকর দ্বীপটি দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত আছে তাও আমার। আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। আমার মনে কোনো স্রোতের প্রচন্ড ঘুর্ণাবর্তের ভয় নেই।

ফাহমিদা! কখনো আমি নিজের চেতনা ও অনুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যাই। কিন্তু একটি পাখি যেমন অসীম নীলিমায় হারিয়ে যাবার পর আবার তার নিজের বাসার দিকে ফিরে আসে ঠিক তেমনি আমিও ফিরে আসি। আমার চিন্তায় চেতনায় সেই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া কাফেলার আবছা নকশা অংকিত থাকে যারা এ জমিনের বুকে নিজেদের আজাদি ও স্থায়ীত্বের পথ তালাশ করে ফিরছে।

ফাহমিদা! আমি অজানা ও অদেখা জনপদের স্বপ্ন দেখি। ভয়ংকর দৈত্য দানবরা এ জনপদগুলি ঘিরে ফেলছে। সেখানে ভয়াল অজগররা যেসব বোন ও শিশুদের গ্রাস করতে চাচ্ছে আমি তাদের হৃদয় বিদারক চিৎকার শুনি। ওই অজগরগুলি শত শত বছর থেকে এই সুযোগের অপেক্ষায় কুন্ডলী পাকিয়ে বসেছিল।

আমরা যে পথে সফর করছি তার দুর্গমতা ও বিপদ সংকুলতা হচ্ছে আমাদের উত্তরাধিকার। যদি আমি কোনো ঘুমন্ত কাফেলাকে যথাসময়ে জাগিয়ে দিয়ে থাকি এবং আমার কওম এ অনুভূতি সহকারে এগিয়ে যাচ্ছে যে, এ অজগর আমাদের পথে প্রথমেও ছিল এবং আমরা তাকে ভয় করি না, তাহলে আমি মনে করবো আমি একটি বড় কর্তব্য পালন করেছি।

সময়টা কেমন এ ব্যাপারে আমার কোনো পেরেশানী নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি সময়ই জীবন্ত কাফেলার সফরের দৃঢ় সংকল্পকে জীবিত রাখতে এবং পথের প্রত্যেকটি পাথরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম তখনই আমার পরওয়ারদিগারের কাছে অংগীকার করেছিলাম, আমি ইসলামের পতাকাকে কখনো অবনামিত হতে দেবো না এবং এ অংগীকারের ওপর আমি চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবো।

ফাহমিদা বললো, ইউসুফ! এ পতাকাকে বুলন্দ রাখার ব্যাপারে আমি আপনার সাথে আছি এবং এই ক্ষুদে সিপাহীটিও একদিন আমাদের সহযোগী হবে। যদি সে আপনার পদাংক অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তার ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল করেন তাহলে লৌহহস্তে একদিন সেই অজগরের টুঁটি চেপে ধরে তার শ্বাস রুদ্ধ করে দেবে, যাকে



www.pathagar.com

আপনি মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বিপদ মনে করেন। আপনার রচনার মাধ্যমে এখন কেবল হিন্দুস্তানের নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষ ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের কালো ভূতকে চিনতে শুরু করেছে।

ইউসুফ বললো, এই কালো ভূতদের যাদু বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এশিয়ায় শান্তি আসতে পারে না। এ দুনিয়ায় মানুষের ওপর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার খায়েশ কখনো নাজীবাদ ও কখনো ফ্যাসিবাদের আকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু জুলুম নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারের যে দানব ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে তা এত বেশী ভয়ংকর ও জীবন বিনাশী যে, তার জীবাণুগুলিকে যদি খতম করে না দেয়া হয় তাহলে শতশত বছর পর্যন্ত তা দুনিয়ার শান্তি বিনষ্ট করবে। আমরা পূর্ব পাঞ্জাবে শিখদের জুলুমের কথা বলতাম, এটা বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের হাত ধীরে ধীরে শিখদের গর্দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যখন তাদের গলা দাবিয়ে দেয়া হবে, তাদের কণ্ঠ থেকে একটি চিৎকার ধ্বনীও বের হতে পারবে না। হিন্দুরা যখন তাদেরকে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করার জন্য ময়দানে এনেছিল তখন মাস্টার তারা সিংয়ের কৃপাণ থেকে তাদের ভবিষ্যতের ইতিহাসের নতুন শিরোনাম লেখার পালা চলছিল। আহা! জীবন পথের কত কাফেলা ঘৃণার আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে! কত মজলুমের চিৎকার মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে! যদি এখনো কেউ এ কথা বিশ্বাস করতে না পারে যে, ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের শেষ দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে তাহলে তার অতীতের সেই সব অগ্নিদগ্ধ জনপদ ও গলিত হাড্ডিগুলি থেকে এমন সব আত্মার ফরিয়াদ শোনা উচিৎ যারা শত শত বছর থেকে 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ' বলে চিৎকার করছে।

জানুয়ারীর এক সকালে ইউসুফ ফাহমিদাকে বললো, দেখো, আব্বাজান দুতিন মাসের মধ্যে এবটাবাদ চলে আসতে পারেন, তখন আমরা আলাদা বাড়ি নেয়ার একটা বাহানা পেয়ে যাবো।

ফাহমিদা বললো, আলাদা বাড়ি নেবার জন্য সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে জামিল চাচাকে কোনোক্রমে বিয়ে করতে রাজি করিয়ে ফেলা।

ইউসুফ মুচকি হেসে জবাব দিল, আমার মতে এ ব্যাপারে তোমার ও নাসরীনের পছন্দ ভাল হবে।

নাসরীন কামরায় প্রবেশ করলো। তাকে দেখে ফাহমিদা বললো, নাসরীন! তোমার ভাইজান তোমার ওপর একটা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তোমার চাচাজানের জন্য একটা ভালো সুন্দরী মেয়ে তালাশ করতে হবে। ইউসুফ সাহেবের মতে তোমার পছন্দ তার চেয়ে ভালো হবে। নাসরীন সংগে সংগেই জবাব দিল, ভাইজান! আপনি যাকে পছন্দ করেছেন তিনি এদুনিয়ায় কারোর চেয়ে কম নয়। ইউসুফ নাসরীনের মাথায় হাত রেখে বললো, আরে ভাই! আমার সৌভাগ্য হলো, আমি আমার নিজের চোখের পরিবর্তে তোমার চোখ দিয়ে তোমার আপাকে দেখেছিলাম।

ভাইজান! আমি চাচাজানের জন্য একজনকে পছন্দ করবো এবং তারপর আপনি ও আপাজান তাকে পছন্দ করবেন না, এমনটি কখনো হবে না।

ভাই, আমি ওয়াদা করছি এমনটি হবে না।



www.pathagar.com

ভাইজান! আপনি বলেছিলেন, নতুন কিতাবটি দুই এক দিনে প্রকাশিত হয়ে যাবে।

আমি এখন ডাকের ইন্তিজার করছি। তবে আমার মনে হয় পাবলিশার সাহেব নতুন কিতাবের বান্ডিল হয় নিজের কোনো কর্মচারীর হাতে পাঠিয়ে দেবেন, নয়তো রেলওয়ে অডিট এজেন্সি মারফত তা এখানে চলে আসবে।

নাসরীন জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে উঠলো, ভাইজান! দেখুন, তুষারপাত হচ্ছে। বেশী তুষারপাত হলে আবার কিতাব এখানে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যাবে না তো?

একদম নয়।

ইত্যবসরে বেয়ারা একটি বান্ডিল কাঁধে করে এনে নামিয়ে রাখলো। সে বললো, জনাব! বইয়ের দোকানদার এগুলি পাঠিয়েছেন। তার নওকর বলছে, সাহেব আপনাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, আগামীকাল পর্যন্ত আপনার নতুন কিতাবের পোস্টার সর্বত্র লাগানো হয়ে যাবো।

নাসরীন বান্ডিল উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে নিজের কামরার দিকে চলে গেলো। একমিনিট পর ইউসুফ ও ফাহমিদাও সে কামরায় প্রবেশ করলো। নাসরীন বাণ্ডিল থেকে একটি বড় সাইজের পোস্টার বের করে দেখছিল। তার চেহারা খুশিতে ঝলমল করছিল।

আপাজান! এই দেখুন, বলে সে একটি পোস্টার ফাহমিদার সামনে মেলে ধরলো। বললো, ভাইজানের ছবিটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখুন।

ফাহমিদা পোস্টার পড়তে শুরু করলো। উপরে মোটা হরফে লেখা ছিল কিতাবের নাম তারপর বাঁদিকে কাগজের এক তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে ছিল ইউসুফের ছবি। ডান দিকে কয়েকটা লাইন এভাবে লেখা হয়েছিলঃ

**–মাউন্ট ব্যাটেন ও রেডক্লিফ এওয়ার্ডের চক্রান্ত**

**–সেইসব হারিয়ে যাওয়া কাফেলার হৃদয় বিদারক কাহিনী যারা হোশিয়ারপুর, কাংগড়া এবং তাদের আশপাশের রাজ্যগুলি থেকে গুরুদাসপুরের দিকে রওয়ানা হয়েছিল**

**–কিন্তু**

**–পথের নদীনালা ও দরিয়াগুলিতে তারা এমনভাবে লাপাত্তা হয়ে গেছে যে আজো তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।**

**–এটিই ছিল ইংরেজের চক্রান্ত যাকে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সুগভীর চাতুর্যের সাথে বাস্তবায়িত করেছিল।**

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বৃষ্টি হচ্ছিল বেশ জোরে। মাঝে মাঝে বরফও পড়ছিল। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারীর পর আকাশ একদম পরিষ্কার ঝক ঝকে হয়ে গেলো। ইউসুফ, ফাহমিদা, নাসরীন ও ডা. জামিল ফয়সালাবাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামের একটি প্রশস্ত হাবেলীতে মিয়া আবদুর রহীমের সেবা করছিল। ইউসুফ ও ফাহমিদা এবং পরিবারের আরো কয়েকজন আবদুর রহীমের সামনে বসেছিল। ইউসুফের তিনটি কিতাবই আবদুর রহীমের সামনে রাখা ছিল এবং তিনি বলছিলেন, বেটা! তাড়াতাড়ি বইটা শেষ করে ফেলো। যখন তোমার বই লেখা শেষ হয়ে যায় তখন আমার মনে হয়



www.pathagar.com

আমার জন্য আর কোনো আকর্ষণীয় বিষয় নেই। আমার কারণে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। নয়তো এতদিন তোমার পাঁচটি কিতাব প্রকাশিত হয়ে যেতো।

ইউসুফ বললো, আব্বাজান! প্রত্যেকটি কাজের জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। তার আগে তা সম্পন্ন হয় না। আমার ইচ্ছা ছিল আমরা এখানে অবস্থান করে আপনার খিদমত করবো। কিন্তু এখানে অবস্থান করে কিছু লেখা বা পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই আমি এখান থেকে দূরে চলে গেছি।

বেটা! এটা তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। তুমি এবটাবাদে বসে বরং নিজের খান্দানের বেশী খিদমত করতে পারো। তোমার কারণে এখন জিলার বড় বড় অফিসাররা নিজেরাই আমার কাছে আসছেন। ফাহমিদা বেটি! ইউসুফকে বিভিন্ন প্রকার ঝামেলা থেকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, যাতে সে নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করতে পারে।

আব্বাজী! আমার পক্ষ থেকে তাঁকে কোনো প্রকার ঝামেলা ও সংকটে পড়তে হবে না। আবদুল আজীজ চাচা বলছিলেন, আমি নিজেও ঐ গ্রামের অধিবাসীদের ব্যাপারে নজর রাখবো এবং ইনশাআল্লাহ তাদের কোন কষ্ট হবে না। আব্বাজী! এক মাসের মধ্যে এবটাবাদের মওসুম অনেকটা আরামপ্রদ হয়ে যাবে। তখন কোন ভালো ঘরের ব্যবস্থা করেই আমরা আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবো।

বেটি! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে যাবো। তারপর পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা সফর করলে ইনশাআল্লাহ আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে।

আব্বাজী! এবটাবাদে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমি তাদেরকেও সেখানে নিয়ে যাবো।

আবদুর রহীম গভীর দৃষ্টিতে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে থাকার পর উঠে বসে বললেন, বেটা! অনেক ব্যাপারে তোমার জন্য আমি গর্ব করি। কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝলে যে আমি কিছুই জানি না? যে সব কথা তুমি গোপন করেছিলে তা চেরাগ বিবি নিজেই আমাকে বলে দিয়েছে। সেই দিনই বলে দিয়েছিল যে দিন সে জানতে পেরেছিল যে তুমি কাফেলার সংগ ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছো। সে এজন্য কাঁদছিল যে হয়তো তুমি সেখান থেকে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না। তারপর যেসব কথা সে আমৃত্যু লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছিল সেগুলি সবই সে আমাকে বলে দিয়েছে। বেটা! অনেক পরে আমি অনুভব করেছি তোমার দিলের ওপর কোনো ভারী বোঝা চেপে আছে। কখনো আমার মনে হতো আমাদের মাঝখানে কোনো বড় প্রাচীর খাড়া হয়ে গেছে। আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট এবং তোমাদের জন্য দোয়া করি সব সময়। কিন্তু আমাদের মতো কমজোর মানুষদেরকে এ দুনিয়ায় ফেরেশতা বানিয়ে দেখাবার দরকার নেই। সোজা কথায় বলা যায়, তুমি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছো এবং এজন্য তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। এ ধরনের নেকীর পুরস্কার একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন।

ইউসুফ বললো, আব্বাজী! আপনি অনুমতি দিলে আমি আজই চলে যেতে চাই। কারণ আমি নতুন কিতাব শুরু করে এসেছি।

আচ্ছা, যাও বেটা! আল্লাহ তোমাকে কামিয়াব করবেন।



www.pathagar.com

ইউসুফ ও ফাহমিদা একের পর এক উঠে আবদুর রহীমের সামনে দাঁড়ালো এবং তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে আল্লাহ হাফেজ বললেন।

তারা সেখান থেকে বের হয়ে দেখলো চেরাগ বিবি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ইউসুফ বললো, আম্মীজান! আপনার পুত্রবধূর জন্য দোয়া করুন এবং আমাদের অনুমতি দিন।

চেরাগ বিবি ফাহমিদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বেটি! আল্লাহ তোমার উপর হীরা মোতির বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আর ইউসুফের নাম যেন দুনিয়ায় হীরকের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে কিয়ামত পর্যন্ত। ইউসুফ আমার আব্বা আম্মা ও তাদের পীর সম্পর্কে তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে, তারা নিজেদের গ্রাম থেকে অমৃতসরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। পথে তারা নিহত হয়েছে। পীর কোকে শাহের সাথিরা আগে মারা পড়েছিল এবং অন্যদের পরিণামও ভালো হয়নি।

ইউসুফ বললো, অনেক দেরীতে আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি। এবার সবর ও হিম্মতের পথ অবলম্বন করা ছাড়া আপনি আর কী-ই-বা করতে পারেন!

ইউসুফ ও ফাহমিদা যখন কারে আরোহন করে লাহোরের পথে রওয়ানা হলো তখন চেরাগ বিবি সিজদায় মাথা নত করে দোয়া করছিলেনঃ

'হে আল্লাহ! ইউসুফকে জীবনের প্রত্যেকটি নিশ্বাসে একটি করে নতুন কামিয়াবী দান করুন। ফাহমিদার ঝুলিতে আনন্দের পসরা ভরে দিন। যদি এরা না থাকতো তাহলে আমার মতো গুনাহগারের ঠাঁই কেমন করে হতো এ দুনিয়ার বুকে। তোমার দুনিয়ায় ফেরেশতারাও আছে।

## ২০

একদিন এবটাবাদে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে ইউসুফ বাসায় ফিরে এসে দেখলো ফাহমিদা ও নাসরীন রোদে বসে দুজন অপরিচিত মহিলার সাথে আলাপ করছে। একমুহূর্তের জন্য বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। তারপর নিজের কামরায় চলে গেলো। নাসরীন ডাক দিল, ভাইজান! আপনার মেহমান এসেছেন।

ইউসুফ বাইরে বের হয়ে এলো। সসংকোচে এগিয়ে গেলো। একজন বয়স্কা মহিলা ও একজন যুবতী উঠে দাঁড়ালো। ইউসুফ তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলে ইতস্ততভাবে ফাহামিদার দিকে তাকালো।

সে বললো, ইনি মুহতারামা বেগম রাবেয়া আজীম এবং ইনি তাঁর সাহেবজাদী আম্বরীন। এরাঁ দীর্ঘক্ষণ থেকে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

মাফ করবেন! আজ আমার ভ্রমণটা নিয়মের চাইতে কিছুটা বেশী হয়ে গেছে। আবার ফেরার পথে দুজন প্রফেসরের সাথে দেখা।

আম্বরীন বললো, জনাব! তাঁরাও যদি আবার আপনার সেই কিতাবগুলি সব পড়ে থাকেন যেগুলি আমরা পড়েছি তাহলে স্বাভাবিকভাবে তারা আপনাকে বেশীক্ষণ আটকেছেন।



www.pathagar.com

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, না, তারা আমার বেশী সময় নেননি তবে কোনো ছুটির দিন তারা অবশ্যই দীর্ঘ সময় নিয়ে আমার কাছে আসবেন।

আম্বরীন বললো, একটি কিতাবের ওপর আপনার অটোগ্রাফ নেবার বাহানায় আমার এখনে আসার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আপনার বেগম সাহেবার সাথে মোলাকাতের পর আমি অনুভব করছি আমার এখানে আসার জন্য কোনো বাহানার প্রয়োজন হবে না। ইউসুফ সাহেব! আমার আব্বাজী, আম্মী ও আমি বিগত তিন দিনে আপনার কিতাব পড়া ছাড়া আর কোনো কাজ করিনি। আমি বারবার অনুভব করছিলাম যে, আমি নিজে একটি 'হারিয়ে যাওয়া কাফেলার' সাথে সফর করছি। গত সন্ধ্যায় আব্বাজী জানিয়েছিলেন, এই কিতাবের মহান লেখক আমাদের পাশেই অবস্থান করছেন। আপনাকে দেখার আকাংখা ছিল অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আসার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা সবাই আগামী রোববার আমাদের বাসায় খাবেন। আপনার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আব্বাজীর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। হাঁটুতে ব্যথার কারণে তিনি আমাদের সাথে আসতে পারেননি। রোববার সন্ধ্যায় আমাদের ড্রাইভারকে আপনাদের বাসায় পাঠিয়ে দেবো। আপনারা চা ওখানে গিয়ে পান করবেন এবং তারপর খানা খাবেন। বেগম সাহেবার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় গণ্যমান্য মহিলাও আমাদের দাওয়াতে উপস্থিত থাকবেন। আপনি শুনে খুশি হবেন আপনার রচনার ভক্ত অধিকাংশ মহিলার ধারণা আপনার প্রত্যেকটি উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র হচ্ছেন বেগম ফাহমিদা সাহেবা। আর আজ তাঁকে দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদের ধারণা অসত্য নয়।

ইউসুফ ফাহমিদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো, ফাহমিদা আমার যে উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র হবে সেটির জন্য আপনাদের আরো কয়েক বছর ইন্তিজার করতে হবে। এখন আমাদের সফর শুরু হচ্ছে এবং বার্ধক্যের সীমানায় পা রাখার আগে আমাদের এ কাহিনী লেখা যাবে না।

রাবেয়া আজীম বললেন, বেটা! আমরা সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া করবো তুমি যেনো কখনো বৃদ্ধ না হও। কাহিনী লেখার জন্য বৃদ্ধ হওয়ার শর্ত আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা কখনো কোনো ভালো কাহিনী শুনলে তাকে তোমার সাথে সম্পর্কিত করবো।

নাসরীন আম্বরীনকে জিজ্ঞেস করলো, আপাজান! আপনার আব্বাজী কোন বিভাগে কাজ করেন।

তিনি একটি কলেজের রিটায়ার্ড প্রিন্সিপ্যাল। এখানে আমাদের কিছু জমি এবং একটি আপেল বাগান আছে। আপেল বাগানে আমাদের দুটি কুঠি আছে। একটিতে আমরা থাকি। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা আসার অনুমতি চাচ্ছি। ফাহমিদা বললো, এখন তো আর এটা হতে পারে না। কারণ খাবার সময় কোনো মেহমানকে আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করার রেওয়াজ নেই। আর চাচাজান যখন এসে শুনবেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে মেহমান এসেছিল এবং খাবার কয়েক মিনিট আগে তারা উঠে চলে গেছে তখন তিনি খুবই রাগ করবেন।

রাবেয়া আজীম বললো, বেটি! ডাক্তার জামিল তোমার চাচা হন?

নাসরীন বললো, জী, আমাদের দুজনের চাচা।



www.pathagar.com

বেটি! তোমার চাচার ব্যাপরটা তো বোধগম্য কিন্তু ফাহমিদার চাচার তো বয়স্ক হতে হয়।

ফাহমীদা বললো, যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে চাচাকে ওভাবেই দেখে আসছি। তবে আমাদের বয়সের মধ্যে পার্থক্যও খুব একটা তেমন নেই।

নাসরীন গেটের দিকে তাকিয়ে বললো, ঐ যে চাচাজান এসে গেছেন। তারপর দৌড়ে গিয়ে আঙ্গিনার মাঝখানে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো, চাচাজান, আপনার মেহমান এসেছেন। একান্ত বিশেষ মেহমান। আল্লাহর শোকর, আমরা তাঁদের যেতে দিইনি। তারা এখানেই খাবেন। বড়ই ভালো লোক। রোববার সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। আপনি সেদিন অন্য কোনো প্রোগ্রাম বানাবেন না।

জামীল অগ্রসর হলেন এবং আসসালামু আলাইকুম বলে তাদের সামনে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন।

ফাহমিদা বললো, চাচাজান! ইনি হচ্ছেন বেগম রাবেয়া আজীম আর ইনি তাঁর সাহেবজাদী আম্বরীন। আম্বরীন সাহেবা আগামী বছর এম, এ পরীক্ষা দিচ্ছেন। আপনি এ ব্যাপারে ইউসুফ সাহেবকে মোবারকবাদ দিতে পারেন কারণ এরাঁ তার নতুন গুণগ্রাহী। তাঁরা গতকালই জেনেছেন আমরা এখানে আছি এবং আজই আপনাদের দাওয়াত দিতে এসেছেন।

জামিল মুচকি হেসে বললো, নাসরীন আমাকে এত কিছু বলেছে যে আপনাদের স্মরণ করতে বেশ সময় লাগবে। এখন খানার ব্যবস্থা করো।

খাবার টেবিলে আম্বরীন বলছিল, আমাদের কলেজের এক মহিলা লেকচারার সম্প্রতি আমাদের বাসায় এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, ইউসুফ সাহেবের রচনাবলী উর্দূ সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। আর তাঁর নতুন কিতাবটি পড়ার পর মনে এ অনুভূতি জাগে যে, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ নবতর বুলন্দির দিকে এগিয়ে চলছে। আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ছাড়া অন্য অনেক সমালোচক তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত ও প্রশংসিত করেছেন।

ইউসুফ বললো, মুহতারামা! এখানেই আমার তিনজন গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক বসে আছেন। তারা হচ্ছে, নাসরীন, তার আপা ও চাচা ডা. জামিল। তাদের রায়কে আমি সকল সমালোচকের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

বাহ! তাহলে তো এ খুবই ভালো। আমাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্যও ছিল এখানকার লোকেরা বিশেষ করে মেয়েরা আপনাকে যারা জানে ও বোঝে তারা আপনার চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হোক এবং আমি মনে করি না আপনার মেধাবী স্ত্রীর চাইতে অন্য কেউ আপনার সম্পর্কে ভালো বলতে পারবেন।

ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো, জী, আমার ভয় হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে আমার কথাগুলোকে আপনারা হয়তো অবিশ্বাস্য মনে করেবেন।

জী না, যারা আপনাকে স্বচক্ষে দেখে নেবেন তারা আর আপনার কোনো কথায় সন্দেহ পোশন করতে পারবেন না। আমরা ভাবছিলাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবাকে দিয়ে মেয়েদের সামনে ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে কোনো বক্তৃতা করিয়ে নেবো। এখন



www.pathagar.com

আমি খুশি এজন্য যে, মেয়েদের একটি ছোট সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য আমরা একজন ভালো বক্তা পেয়ে গেছি।

রোববার দিন। আজীম সাহেবের বাসা। এবটাবাদের বিশ বাইশ জন গণ্যমান্য লোককে নিয়ে তিনি একটি প্রশস্ত কামরায় বসে আছেন। বাড়ির সামনে একটি প্রশস্ত টানা বারান্দা এবং তার পেছনে বেশ বড়সড় ড্রইংরুম। মেয়েরা ঠাসাঠাসি করে বসেছে ড্রইং রুমে। ভেতরে জায়গা না হওয়ায় কয়েকটি মেয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল। আম্বরীন উঠে দাঁড়িয়ে মেহমানদের অভিনন্দন জানিয়ে বললো, 'সম্মানিত ভদ্র মহিলাগণ ও আমার বোনেরা! বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ ইদানিং আমাদের এই শহরে আমাদের কাছাকাছি অবস্থান করছেন। তাঁকে সম্মাননা দান করার জন্য আজ আপনাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আপনারা সম্ভবত ইউসুফ সাহেবের প্রথম বই দুটি পড়েছেন। কয়েক দিন আগে আমার আব্বাজান বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি ইউসুফ সাহেবের নতুন কিতাবটি কিনে এনেছেন।

আব্বাজানের অভ্যাস হচ্ছে নতুন কিতাব প্রথমে নিজে পড়ে শেষ না করা পর্যন্ত আমাকে দিতেন না। কাজেই আমি নওকরকে বাজারে পাঠিয়ে কিতাবটি কিনে আনলাম এবং পড়তে লাগলাম। এখন আম্মিজানের অবস্থা শুনুন। যখন আমি ও আব্বাজান রাতে যার যার ঘরে কিতাব পড়ায় মশগুল ছিলাম, তিনি জানতে পেরে তখনি নওকরকে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে হুকুম দিলেন, বইদোকান খোলা থাকলে এই উপন্যাসটি কিনে আনবে আর দোকান খোলা না থাকলে দোকানদারকে বাড়ি থেকে তালাশ করে এনে দোকান খুলিয়ে একটির পরিবর্তে দুটি বই কিনে আনবে। একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি আমার কোনো লেখাপড়া জানা বান্ধবীর কাছে পাঠিয়ে দেবো। এরা বাপবেটিরা কিছু কেনার সময় আমার কথা একদম ভুলে যায়। এদিকে আব্বাজান তখনো তাঁর কিতাব পড়ে শেষ করতে পারেননি। আম্মীজান তাঁর সাথে কিতাবের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়ে গেলেন। আব্বাজান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি না পড়ে এসব কথা জানলে কেমন করে? আম্মীজান জবাব দিলেন, আমি আগেই পড়ে ফেলেছি এবং আমার কাছে একটি অতিরিক্ত কপিও আছে। আমি সেই রাতেই দোকান থেকে বই আনিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম আব্বাজান এটাকে বাজে খরচ বলবেন। কিন্তু না তিনি বললেন, বেগম সাহেবা! তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। এধরনের বই কিনে লোকদের মধ্যে বিলি করা এক ধরনের নেকীর কাজ। আমিও ভাবছি কয়েকটি কিনে আমার বন্ধুদের মধ্যে বিলি করবো।

সম্মানিত ভদ্রমহিলাগণ!

আপনাদের মধ্য থেকে যারাই এ কিতাব পড়েছেন তারাই অনুভব করবেন আমি কোনো অতিশয়োক্তি করিনি। ইউসুফ সাহেবের প্রথম দুটি কিতাব পড়ার পর আমি তাঁর তৃতীয় কিতাবটির ইন্তিজার করতে থেকেছি। এখন আমি এমন এক সৌভাগ্যবতী ভদ্র মহিলাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করবো যিনি ইউসুফ সাহেবের জীবন সংগিনী হওয়ার দরুণ একথা বলার হক রাখেন, ইউসুফ সাহেবকে তাঁর চেয়ে বেশী কেউ জানেন



www.pathagar.com

না। বেগম ফাহমিদার চেহারা একটি আয়নার মতো যার মধ্যে আপনারা ইউসুফ সাহেবের সর্বোত্তম অবয়ব প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

ফাহমিদা উঠে দাঁড়ালো। মেয়েরা কিছুক্ষণ নির্বাক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ফাহমিদা বলতে শুরু করলো, 'নিজের জীবন সাথি সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে আমার মনে হামেশা এ অনুভূতি জাগ্রত থাকবে যে আমি বুঝি তাঁর প্রতি ইনসাফ করতে পারিনি। আর হয়তো আরো কয়েক বছর আমি ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে নির্দ্বিধায় কোনো কথা বলার যোগ্যতার অধিকারী হতে পারবো না। আমি যখন থেকে তাঁকে দেখেছি আমার দিলে নিত্য নিয়ত তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে যাচ্ছে। যদি তিনি আয়না হয়ে আমার দৃষ্টি সম্মুক্ষে না আসতেন তাহলে আমার মধ্যেও কোনো গুণ আছে এ অনুভূতি আমার মনে জাগতো না। ইউসুফ সাহেবের 'গুম শুদা কাফেলা' কিতাবটি পড়ার পর এখন আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি যেখানে থাকেন তাঁর পাঠকদেরকেও সেখানে নিয়ে যান। কখনো কখনো কিতাবের পাতা ওলটাতে গিয়ে পাঠক তাঁর চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পান এবং তাঁকে অশ্রুপাত করতে দেখেন। তখন এ অবস্থার অনুভূতি তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আমি হোশিয়ারপুরের কাফেলার বিষাদময় পরিণতির কথা কয়েকবার পড়েছি। আমার বোন, বোন জামাই ও তাদের জোয়ান বেটার শাহাদতের ঘটনা যার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আপনারা পড়ে থাকবেন ইউসুফ সাহেব আচানক পথিমধ্যে তাঁর কাফেলার সংগ ত্যাগ করে নিজের গ্রামে ফিরে গেলেন। এরপর ইউসুফ সাহেবের সাথে নাসরীনের সফর শুরু হয়। এখানে আমি অনুভব করছিলাম নাসরীনের সাথে আমিও যেন সফর করছি। এরপর স্বপ্নের জগতে আমার চোখের সামনে এই কাহিনীর ওই অংশটির বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যখন তারা দরিয়া পার হচ্ছিল। স্বপ্নের মধ্যেই আমি দোয়া করতে থাকি, হে আল্লাহ! এটা যেন একটা স্বপ্নমাত্র হয়।

আপনারা এ মজলিসে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিয়েছেন এ জন্য আমি আপনাদের শোকর গুজারী করছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার জীবন সাথির কৃতিত্বের প্রতি সঠিক ও যথার্থ অভিনন্দন দান করার জন্য আমাকে আরো বিশ পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ইতিহাস যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করেছে তা যেন আমরা পুরোপুরি পালন করতে পারি।

প্রফেসর আজীমের পীড়াপীড়িতে ডাক্তার জামিল নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেনঃ

জনাব ইউসুফের সাথে আমার একটি নিকট আত্মীয়তাও আছে আবার বন্ধুত্বও। কিন্তু একজন লেখক হিসাবে আমি তাকে সে দিন থেকে দেখতে শুরু করেছি যখন সে জখমি ছিল এবং আমার খান্দানের বেশ কয়েকজন তার রচনার প্রচন্ড ভক্ত হয়ে পড়েছিল। তার জীবনের যে বিষয়টি আমাকে তার প্রতি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল সেটি হচ্ছে এই যে, তিনি ছোটবেলা থেকেই বিশ্বাস করতেন তিনি বড় হয়ে একজন সফল ঔপন্যাসিক হবেন। আমি জানতাম আমার দুই ভাতিজী ফাহমিদা ও নাসরীন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। তাদের কথাবার্তা থেকে আমি অনুমান করতাম এই লেখকের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ব্যাপার আছে। এরপর আমি তার পান্ডুলিপি পড়তে শুরু করলাম। আর এখন



www.pathagar.com

আমি আপনাদের সবার মতো এই নওজোয়ান লেখকের রচনার একান্ত ভক্ত পাঠকে পরিণত হয়েছি এবং তার নিকট আত্মীয় হবার কারণে গর্ববোধ করছি।

খাবার পর্ব শেষ হলে ইউসুফ প্রফেসর আজীমকে বললো, প্রফেসর সাহেব! আমি পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। একান্তে কথা বলাকে আপনি তো আবার গোস্তাখী মনে করবেন না?

না, ইউসুফ সাহেব! আপনার কোনো কথা গোস্তাখী হতে পারে না। কয়েক মিনিটের জন্য আমরা একটি আলাদা কামরায় বসছি।

পনের মিনিট পরে অন্য একটি কামরায় বসে ইউসুফ প্রফেসর আজীমকে বলছিল, প্রফেসর সাহেব! আম্বরীনকে নিজের বোন মনে করে আমি আপনাকে একটি কথা বলবো।

বেটা! তুমি যে কথা বলতে চাও খোলাখুলি স্পষ্ট করে বলো। আম্বরীন আমার একমাত্র মেয়ে তাকে তুমি নিজের বোন মনে করলে এটা আমার জন্য গর্বের বিষয় হবে। আমি সাধারণত অসুস্থ থাকি। আম্বরীনের ভবিষ্যত চিন্তা করার জন্য আমি যদি আর একজন লোক পেয়ে যাই তাহলে তো আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।

প্রফেসর সাহেব! আপনি আমার বক্তব্যকে সহজ করে দিয়েছেন। ডা. জামিল সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তিনি আপনাকে এখনো এ কথাই বলবেন যে, ফুলের কোনো ভার হয় না। আপনি ঘরে পরামর্শ করে নিন। আর আমাকে অনুমতি দিন, আমি জামিলের দুএকজন আত্মীয়কে এখানে ডেকে আনি। আমার মনে হয় যদি ফাহমিদার চাচা এবং তাঁর বেগম সাহেবাই এসে যান তাহলেই যথেষ্ট হবে। বিয়ে শাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়।

বেটা! যেদিন মেয়ের জন্ম হয় সেদিন থেকেই তার বাপ মা তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে। আমার মনে হচ্ছে আম্বরীনের ব্যাপারে আমার কোনো তাজা দোয়া কবুল হয়েছে।

এজন্য আমি আপনার শোকরিয়া আদায় করছি। ইনশাল্লাহ আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে জামীল সাহেবের আত্মীয়রা এখানে পৌছে যাবেন। সম্ভবত আনুষ্ঠানিক কার্যাদির দায়িত্ব তারা আমার ও আমার স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু মনে হয় তাঁরা অনুভব করেন আমি লোক দেখানো যাবতীয় রসম রেওয়াজের বিরোধী।

বেটা! একথা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, তুমি অর্থহীন রসমগুলির বিরোধী। তোমার এই নেকীর প্রভাব হয়তো কোনোদিন আমাদের খান্দানের ওপরও পড়তে পারে।

ইউসুফ উঠতে উঠতে বললো, জনাব! আমি আর একবার আপনার শোকরিয়া আদায় করছি। ইনশাআল্লাহ আমাদের মোলাকাত হতে থাকবে। হ্যাঁ, একটি বিষয়ের জন্য আমার আপনার অনুমতি প্রয়োজন।

হ্যাঁ, তাও বলে ফেলুন।

জী, আমি অনুমতি চাচ্ছি, আমার স্ত্রী আম্বরীনের সাথে এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ করবে। কারণ তার পছন্দ ছাড়া এ কাজ শুরু হতেই পারে না।

ঠিক আছে বেটা! তুমি চাইলে আমি আম্বরীনকে এখানেই ডেকে আনি। কারণ আমার মেয়ের ব্যাপারে আমার কোনো সমস্যা নেই।



www.pathagar.com

জনাব! আম্বরীনের ব্যাপারে আমার স্ত্রীরও কোনো সমস্যা নেই। আমি মনে করি সে তাকে যথেষ্ট জানে। তাদের কথাবার্তা হবে নিছক আনুষ্ঠানিক।

এক সপ্তাহ পরে ডা. জামীলের তিন বড় ভাই এবং তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানরা এবটাবাদ এসে গেলেন। পরদিন দুপুরে তাদের দাওয়াত ছিল প্রফেসর আজীম সাহেবের বাসায়। ইউসুফ সকালে বের হলো ভ্রমণ করার বাহানায়। ঘর থেকে বের হয়ে চললো প্রফেসর আজীমের বাসার দিকে। আম্বরীন আঙিনায় দাঁড়িয়ে লোকদের কাজের নির্দেশ দিচ্ছিল। ইউসুফকে নিয়ে গেলো সে তার আব্বার কামরায়। প্রফেসর আজীম তাকে দেখতেই বালিশে হেলান দিতে দিতে বললেন, ইউসুফ সাহেব! রাতে দীর্ঘক্ষণ আমাকে নির্দেশ দিতে হয়েছে রাঁধুনীদেরকে এবং এর পরে ক্লান্তিতে আমার আর ঘুম আসেনি।

প্রফেসর সাহেব! বাইরে এতগুলো ডেগ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ব্যাপার কি? মাত্র কয়েকজনের খাবার কথা হয়েছিল।

না ভাই, আমরা মেহমানদের গণনা করি না।

রাতে আমার একটা কথা মনে হয়েছিল এবং আমি ভ্রমণের বাহানায় সকালে এদিকে চলে এসেছি। প্রফেসর সাহেব! একটি ভালো কাজ করতে গিয়ে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, এমনটি তো হওয়া উচিত নয়। এ পর্যন্ত আপনি যে সব ব্যবস্থা করেছেন তা আমার কাছে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী মনে হচ্ছে। যদি আপনি খারাপ না মনে করেন তাহলে আজ খানার সাথে সাথে বিয়ে এবং রুখসাতী উভয় পর্বই সম্পন্ন হয়ে যাওয়া ভালো মনে করি। আম্বরীন তার ঘর থেকে রুখসাত হয়ে কোথাও দূরে যাচ্ছে না। জামীল সাহেবের বাসা থেকে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এসে আপনাদের সাথে দেখা করে যেতে পারে।

বেটা, তুমি জামিল সাহেবকে এখানে থাকার ব্যাপারে রাজি করতে পারবে না?

সেটি পরবর্তী ব্যাপার। জামিল সাহেব আপনার প্রত্যেকটি ইচ্ছার ব্যাপারে সম্মান দেখাবেন।

বেটা, আমি অনুভব করছি, আমরা বেহুদা রসম রেওয়াজের অনুসরণ করে অনেক কিছু হারিয়েছি। আর এখন এই শেষ বয়সে আমার কোন সৎ পরামর্শ রদ করা উচিত নয়। আমিও আমার মেহমানদের এই মর্মে পয়গাম পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাগদানও বিয়ে একই দিনে একই সাথে হবে।

প্রফেসর সাহেব, আমি অবশ্য কারোর সাথে কথা বলে আসেনি। তবে আমি মনে করি, রুখসাতীও যদি একই সাথে হয়ে যায় তাহলে জামীল সাহেবের আত্মীয়রা এতে খুশিই হবেন। তারা লাহোরে বসতি স্থাপন করেছে কিন্তু তাদের কেউ কনেকে লাহোরে নিয়ে যাবার জন্য চাপ দেবে না। এখন হয়তো একথা আপনার ভালো লাগবে না কিন্তু দেখবেন আপনার আত্মীয় স্বজনরা আমার শোকর গুজারী করবেন। আম্বরীনের আমার স্ত্রীকে কেবল এতটুকু জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত যে, আমাদের বিয়ে হয়েছিল কি অবস্থায় এবং এতে আমরা ও আমাদের আত্মীয় স্বজনরা কত খুশি?

বেটা, আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে একটি নতুন জগতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছো। এখন আমাদের অনেক কম সময়ে অনেক বেশী কাজ করতে হবে। আম্বরীনকে



www.pathagar.com

আমার কেবল এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট হবে যে, তোমার ভাই তোমাকে একটি সৎ পরামর্শ দিয়ে গেছে। ফলে সে বা তার মা কোনো প্রতিবাদ করবে না।

প্রফেসর সাহেব, আপনি আমার মাথার বোঝা হালকা করে দিলেন। যখনই আমার মনে হয় আমরা কোনো রসম রেওয়াজের ক্ষেত্রে হিন্দুদের নকল করে যাচ্ছি তখন সেটির বিরোধিতা করাকে আমি নিজের জন্য ফরজ মনে করি।

ইউসুফ বাসায় ফিরে এলো। ফাহমিদার চাচা ও চাচীরা অবাক হয়ে তার কথা শুনতে লাগলো। কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, জামীলের শাদীর যাবতীয় অনুষ্ঠান আজই সম্পন্ন হবে। ডা. জামীল নিরবে এসব আলোচনা শুনতে থাকলেন। শেষে ইউসুফ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার সাহেব! আমি কোনো ভুল করে আসিনি তো?

না ভাই, আমি তোমার শোকর গুজারী করছি। কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি একথাই ভাবছিলাম যে, তুমি প্রফেসর সাহেবকে এই ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করছো না কেন?

একথা তখনো আমার মনের মধ্যে ছিল যখন আমরা বিয়ের কথা পেড়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না কয়েক দিনের মধ্যে আমি প্রফেসর সাহেবের এত কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। আম্বরীনের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পরই ফাহমিদা বলেছিল এ মেয়েটিকে আমার চাচাজানের জন্য বানানো হয়েছে। জামীল সাহেব, এখন দ্রুত আপনার পনের বিশজন দোস্ত আহবাবকে দাওয়াত নামা পাঠিয়ে দিন।

ভাইজান, আপনি ঠাট্টা করছেন না তো? সত্যিই দুলহিন আজই আমাদের ঘরে এসে যাবে?

এটা তোমার জিদের উপর নির্ভর করবে। যদি তুমি একথা বলে মেঝের উপর শুয়ে পড়ো যে, আমি দুলহিন চাচীকে না নিয়ে ঘরে যাবো না তাহলে তাদের তোমার ফায়সালা মানতে হবে।

চাচাজানের খুশির জন্য আমি এও করতে পারি।

ঠিক আছে, তাহলে এখনি তুমি ফাহমিদার সাথে ওদের বাসায় চলে যাও। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ফাহমিদার কথায় সে প্রভাবিত হবে এবং নিজের বাপ মার ওপর সে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তাদের বাড়িতে তার কথাই শেষ কথা বলে বিবেচিত হবে।

বিলকিস বললেন, বেটা! মনে হচ্ছে, আগামীতে আমাদের খান্দানে তোমার প্রত্যেকটি ফায়সালাকে শেষ ফায়সালা মনে করা হবে। আমি কখনো চিন্তাও করতে পারিনি যে, তোমার সাথে সাথে এত বড় ইনকিলাবও এসে যাবে আমাদের মধ্যে।

চাচীজান! আমি কখনো আপনাকে একথা বুঝাতে পারবো না যে, আপনার স্নেহের পরশ যদি আমার সাথে না থাকতো তাহলে আমার জীবনটা কেমন বেকার ও তিক্ত হয়ে যেতো।

বিলকিস পেরেশান হয়ে বললেন, বেটা! তুমি আমার ভুলটা কখনো ভুলবে কি না?

চাচীজান, মায়েরা কখনো ভুল করে না। তারপর আপনি এও জানেন, কিছু দিন কষ্ট



www.pathagar.com

করার পর আমার ভবিষ্যতের পথ কতটা অবাধ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর চাচীজান, আপনি যে এক সময় আমার প্রতি নারাজ হয়ে গিয়েছিলেন একথা আমি আর কোনো দিন বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিছুদিনের জন্য আমি একটি ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। আর সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হবার পর আমার মনে হয়েছিল যখন আমি জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম তখন আপনি আমাকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্যে সহায়তা দান করেছিলেন।

ঐ দিন দুপুরে জামীল ও আম্বরীনের বিয়ে হয়ে গেলো এবং এশার নামাযের আগে জামীলের বাসায় আম্বরীন বধূ হয়ে প্রবেশ করলো।

একদিন ইউসুফ সিন্ধু থেকে আহমদ খানের পত্র পেলো। তিনি লিখেছিলেন,

ইউসুফ সাহেব,

কতই দুঃখের ব্যাপার, তোমার কুশল সংবাদ আমাকে অন্যের সাহায্যে সংগ্রহ করতে হয়। যদি দেরাদুনে আমি তোমার আত্মীয়দের ঠিকানা না লিখিয়ে নিতাম তাহলে আজ তোমার খবর জানার জন্যে আমাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হতো। আমি মনজুর আহমদ ও আবদুল করিমকে পত্র লিখেছি। আল্লাহর শোকর উভয় পক্ষ থেকে জবাব এসে গেছে। নয়তো আমি কখনো জানতেও পারতাম না যে, তুমি এবটাবাদে আছো। খান মুহাম্মদ তার বয়সের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যখন ছেলেদের কঠোরভাবে প্রশিক্ষণ দেবার দরকার হয়। আমি চাচ্ছি আগামী এক বছর পর্যন্ত তুমি যেখানে থাকবে সেও তোমার সংগে থাকবে। আমিও গরমের সময় এবটাবাদ এসে যাবো। এত বড় ইনকিলাবের পরে তোমার সাথে সাক্ষাত হওয়া দরকার। কাজেই তোমার খবর পাওয়ার পরই আমি এবটাবাদ রওনা হয়ে যাবো। মনজুর আহমদের কাছ থেকে আমি অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু তুমি যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলে তা আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তোমার বেগম সাহেবাকে আমার সালাম এবং খুদে শাহজাদাকে দোয়া পৌঁছিয়ে দেবে। খান মুহাম্মদ তোমাকে অনেক অনেক সালাম জানাচ্ছে।

তোমার ভাই
আহমদ খান

পরদিন ইউসুফ পত্রের জবাবে লিখলোঃ

খান সাহেব,

আপনার পত্রের জন্য অনেক অনেক শোকরিয়া। আমি পয়লা মার্চ লায়ালপুর এবং তারপর লাহোরে যাবো। আমাদের খান্দানের বেশীর ভাগ লোক লায়ালপুর বসতি স্থাপন করেছে। সেখানে তারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাই আমাকে বারবার সেখানে যেতে হচ্ছে। প্রথম সমস্যা হলো, তাদের নামে যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ছিল এক শিখ পরিবারের। এই শিখ মালিকের গৃহের ওপর অন্য এক পরিবার কবজা জমিয়ে



www.pathagar.com

বসেছে। ঘটনাক্রমে জিলার এস পি ও ডি সি আমার নামের সাথে পরিচিত। এ বিষয়টি নিয়ে আমি তাদের কাছে গেলে তারা দ্রুত পদক্ষেপ নেন। বিকেলের দিকে গুজরাহ থেকে একজন দায়িত্বশীল এ এস আই-এর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী রওনা হয় এবং এশার নামাযের পূর্বে আমার খান্দারের লোকেরা তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। তারপর আপনি তো জানেন, অর্থ ও পুলিশ বিভাগের লোকেরা গ্রামীণ লোকদেরকে কিভাবে পেরেশান করে থাকে। তাও আবার এমন সব লোক যাদের গায়ে মুহাজির শব্দ সেঁটে গেছে। তারা পেরেশান হলে আমার কাছে এবটাবাদ চলে আসে। আমাকে সশরীরে লায়ালপুর উপস্থিত হতে হয় অথবা কোনো জিম্মাদার অফিসারকে ফোন করে জানিয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায় যদি আমি আমার দোস্ত ও বুজর্গদের প্রতি দৃষ্টি দিতে না পেরে থাকি তাহলে মনে হয় তা ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হওয়া উচিত। লাহোরে আপনার সাথে সাক্ষাত হলে অনেক কথা বলবো। সাধারণত আমি আবদুল আজীজ চাচার ওখানে অবস্থান করে থাকি। তবে আপনার সুবিধার জন্য আবদুল করিম সাহেবের ঠিকানাও লিখে দিচ্ছি। যখন থেকে তিনি নিজের জন্য বাংলো বানিয়েছেন তখন থেকেই কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানের অপেক্ষায় আছেন। আপনি রওনা হওয়ার আগে আবদুল করিম সাহেবের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবেন।

ইতি

আপনার ভাই ইউসুফ

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো। একটাবাদে মাঝে মাঝে বরফও পড়তে থাকলো। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারীর পরে আসমান পরিষ্কার হয়ে গেলো। পয়লা মার্চ ইউসুফ, ফাহমিদা, নাসরীন, আম্বরীন ও ডাক্তার জামীল ট্রেনের একটি রিজার্ভ কামরায় সফর করছিল। পথে কোথাও ট্রেন থামলে তারা দেখলো, কোনো কোনো স্টেশানের বুক স্টলে ইউসুফের নতুন বই যত্ন করে সাজানো রয়েছে। আবার কোথাও ইউসুফের ছবি সহকারে নতুন বইয়ের পোস্টারও লাগানো দেখা গেলো। ইউসুফ ও ফাহমিদা একটি বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এক যুবতী পোস্টারের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করার পর একটি বই কিনে ইউসুফের সামনে পেশ করে বললো, জনাব! যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ইউসুফ সাহেব। যদি বিরক্তিবোধ না করেন তাহলে এই কিতাবের ওপর আপনার অটোগ্রাফ দিয়ে আমাকে বাধিত করুন।

ইউসুফ হাত বাড়িয়ে বইটি নিয়ে তার প্রথম পাতায় নিজের অটোগ্রাফ দেবার পর বললো, মুহতারামা! কেউ কোনো ভালো সুযোগ পেলে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। অর্থাৎ আমি বলতে চাই এ বইতে যদি আমার সাথে সাথে আমার স্ত্রীরও অটোগ্রাফ থাকে তাহলে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে।

আচ্ছা, আপনার বেগম সাহেবা কি আপনার সাথে সফর করছেন?

আমার ধারণা ছিল আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে প্লাটফরমের ওপর একবার নজর ঘুরালেই তাকে চিনে ফেলবেন, মেয়েটি চমকে উঠে প্লাটফরমে দাঁড়ানো ফাহমিদার দিকে তাকালো। তার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, মাফ করবেন বোন, আমার জানা



www.pathagar.com

ছিল না ইউসুফ সাহেবের ওপর আল্লাহ কত মেহেরবান। যদি আমি অন্য কোনো জায়গায় আপনাকে দেখতাম তাহলেও সম্ভবত আমার মনে প্রথমে এ চিন্তাই জাগ্রত হতো যে, আপনার ইউসুফ সাহেবের ন্যায় লেখকের জীবন সংগিনী হওয়া উচিত ছিল। ইতিপূর্বে আমার জনা ছিল না যে, স্বপ্নও অনেক সময় জাজ্বল্যমান সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, মুহতারামা! সম্ভবত আমাদের আত্মীয়রা একথা জেনে ফেলেছিলেন যে, আমরা কোনো স্বপ্ন দেখেছি। কাজেই তারা এ দোঁয়া করতেন এই ধরনের অবুঝ ও অবোধ লোকদের সব স্বপ্নই যেন সত্যে পরিণত হয়।

মেয়েটি বললো, মানলাম এসব কিছুই ঠিক কিন্তু একটি বিষয়ে আপনার পাবলিশাররা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননি। অর্থাৎ আপনার পাশাপাশি আপনার বেগম সাহেবার ছবিও তাদের অবশ্যই ছপানো উচিত ছিল।

বেগম সাহেবা কখনই এর অনুমতি দিতেন না।

আমি যদি বেগম সাহেবার প্রতিবেশী হতাম তাহলে তিনি কখনো আপত্তি করতেন না। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

আমরা লাহোর যাচ্ছি।

আমি ওয়াজিরাবাদ পর্যন্ত আপনাদের সাথে সফর করবো এবং সেখান থেকে শিয়ালকোটের ট্রেনে সওয়ার হয়ে যাবো।

## ২১

আবদুল করিমের কুঠির প্রশস্ত লনে শামিয়ানা খাটানো হলো। আমিনার দাওয়াতে লাহোর শহরের শিক্ষিতা সচেতন মহিলাদের একটি অংশ জমায়েত হলো। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন বিভিন্ন কলেজের প্রফেসর ও স্কুলের শিক্ষিকা। দুটি কলেজের প্রিন্সিপ্যালও এতে শামিল হয়েছিলেন।

আমিনা মঞ্চে গিয়ে ঘোষণা দিল, সম্মানিত ভদ্র মহিলাগণ ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ! আমরা দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার পরও এব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলাম না যে দেশের প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় কথাশিল্পী ইউসুফ সাহেবকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য আয়োজিত আজকের এ মহতী সভার সভাপতিত্ব করার গুরু দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা যেতে পারে। কাজেই আমাদের বোনেরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, জনাব ইউসুফ নিজের পছন্দ মাফিক সভাপতিকে মঞ্চে এনে বসিয়ে দেবেন।

ইউসুফ হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর মজলিসের দিকে তাকলো। সে এগিয়ে গেলো তৃতীয় লাইনের দিকে। সেখানে বসেছিলেন বিলকিস ও আবদুল আজীজ। তাদের কাছে গিয়ে হাত বাড়ালো বিলকিসের দিকে এবং বললো আসুন চাচীজান!

বেটা! আমি? বিলকিস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছো না তো?

ইউসুফ অতি কষ্টে তার অশ্রু সংবরণ করে বললো, চাচীজান! আমার জীবিতাবস্থায় এবং আমার মৃত্যুর পরেও কেউ আপনাকে বিদ্রূপ করবে না।



www.pathagar.com

বিলকিস ইতস্তত করে তার হাত ধরলেন এবং তার সাথে স্টেজের ওপর চলে এলেন। ইউসুফ তাকে সভাপতির চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো, সম্মানিত ভদ্রমহিলাগণ ও উপস্থিত বিশেষ অতিথি বৃন্দ! আজ এ জায়গায় এমন এক সম্মানিত ভদ্রমহিলার সভাপতি হওয়া উচিত ছিল যিনি সর্বপ্রথম আমার এ দাবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, আমি একদিন এদেশে একজন কথাশিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করবো। তিনি ছিলেন আমার গর্ভধারিনী মা। যখন আমার মনজিল থেকে অনেক দূরে ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন তিনি এ মরজগত থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর পরে আমার চাচী আম্মা বেগম আবদুল আজীজ সাহেবা যিনি আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত, আমাকে হিম্মত ও উৎসাহ দান করেছেন। কখনো কখনো আমি ভাবি, সেই স্নেহ ও ভালোবাসা যা থেকে মহান আল্লাহ আমাকে মাহরুম করেছিলেন তা তিনি আবার এই মহান নারীর মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক কথা ও শব্দ প্রয়োগ করে তাঁর এই স্নেহ ও আন্তরিকতার অসম্মান করতে আমি চাই না। আমি তাঁর প্রতি শোকর গুজার, তিনি যেমন উদার হৃদয়ে কিশোর বয়সে সস্নেহে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন ঠিক তেমনি উদারতা ও আন্তরিকতা সহকারে এখানে এসে বসেছেন। যারা আমার সম্পর্কে কিছু জানতে চান তারা কখনো নিরিবিলিতে এই মহান নারীর সাথে এসে আলাপ করতে পারেন।

আমিনা উঠে বললো, এবার আমি আপনাদের সামনে একটি আয়না পেশ করতে চাই। তাতে আপনারা আমার ভাইজান ইউসুফ সাহেবের চিত্র সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন। আমি ফাহমিদা বেগমকে স্টেজে চলে আসার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

ফাহমিদাকে সব মজলিসের মতো এ মজলিসেও সবার মধ্যে বিশিষ্ট ও অনন্যা মনে হচ্ছিল। সে উঠলো এবং নুসরাতের হাত ধরে স্টেজে গিয়ে বিলকিসের পাশে বসলো।

আমিনা ঘোষণা করলো, এবার আপনারা ভাইজানের এমন একজন গুণগ্রাহীর বক্তৃতা শোনার জন্য তৈরি হয়ে যান যিনি একজন শ্রেষ্ঠ সার্জন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত এবং এ হিসাবে তিনি আমার ও ভাইজানের খান্দানের অনেক উপকার করেছেন। তাঁর কারণে আমি ও আমার খান্দানের লোকেরা সব সময় এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকি যে, আমাদের কারো কোনো কষ্ট দেখা দিলে তার চিকিৎসার জন্য একজন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ডাক্তার আছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সাহিত্যের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কের কথা আমরা জানতাম না। কিন্তু যখন তাঁকে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দেয়া হলো, তিনি টেলিফোনে আমাকে জানালেন, আমি সানন্দে এই সমাবেশে হাজির হবো এবং বক্তৃতাও করবো। আমি বিশ্বাস করি তাঁর বক্তৃতা আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ইনি হচ্ছেন ডাক্তার কামালউদ্দীন। এঁর অভ্যাস হচ্ছে, হাসপাতাল থেকে যদি কোনো ইমারজেন্সি ফোন আসে তাহলে ইনি সমস্ত কাজ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে হাসপাতালের দিকে দৌড়াবেন। কাজেই এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমি মুহতারাম ডাক্তার কামালউদ্দীনকে স্টেজের উপর এসে কোনো ভূমিকা ছাড়াই তাঁর বক্তব্য পেশ করার আহবান জানাচ্ছি।



www.pathagar.com

১

ডাক্তার কামালউদ্দীন শেষ লাইন থেকে উঠে স্টেজে এসে বলতে শুরু করলেনঃ

সম্মানিত ভদ্রমহিলাগণ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দঃ

এই প্রথমবার আমি সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। এর কারণ হচ্ছে ইউসুফ সাহেবকে একজন সফল লেখক ও কথাশিল্পী হিসাবে জানার আগে আমি তাঁকে জেনেছিলাম এমন একজন মানুষ হিসাবে যার মধ্যে অন্যদের জন্য ছিল এক অস্বাভাবিক ও অসাধারণ আকর্ষণ। তাঁর সাথে পরিচিত হবার আগে আমি শুনেছিলাম, তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে তিনি হবেন ভবিষ্যতের একজন সফল ঔপন্যাসিক। কিন্তু এদেশে যে খ্যাতি তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল সে সম্পর্কে আমি অবহিত হলাম তখন যখন তিনি জখমী হয়ে হাসপাতালে এলেন। একটি গুলী তাঁর কাঁধের হাড়ের কাছাকাছি এসে ফেঁসে গিয়েছিল। তাঁর মাথার জখম থেকেও অনেক খুন প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর প্রাণ বাঁচাবার জন্য একটি চরম নাজুক অপারেশনের প্রয়োজন ছিল। আমার অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের রোগীদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে ডাক্তার বা অস্ত্রোপচারকারীদের যোগ্যতার চাইতে বেশী প্রয়োজন হয় রোগীর দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয় এবং আভ্যন্তরীণ কুওত ও প্রাণশক্তি। আর এই প্রাণশক্তি ও দৃঢ় সংকল্প হয় জীবনের কোনো উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্তির ফলশ্রুতি। আমি অবাক হয়েছিলাম এজন্য যে, ইউসুফ সাহেব অপারেশনের পরপরই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন এবং এর চেয়েও বেশী অবাক হয়েছিলাম যখন আমি তাঁকে হাসপাতাল থেকে বিদায় দেবার দুসপ্তাহ পরে দেখেছিলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না এ নওজোয়ানের এতবড় অপারেশনের ধকল সয়ে গেছেন। আমি ভাবতে লাগলাম, কোন সে আবেগ ও অনুপ্রেরণা যা তাঁকে জীবিত রাখার পেছনে কাজ করে যাচ্ছে এবং এত ভয়াবহ জীবন বিনাশী জখম থেকে তিনি এত দ্রুত আরোগ্য হয়ে উঠলেন? বেশ কিছুকাল এ প্রশ্ন আমার মনের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করতে থাকলো। তারপর ইউসুফ সাহেবের সাথে সম্পর্কের কারণে আমি তাঁর রচনার সাথে পরিচিত হলাম। তাঁর বই পড়লাম। বারবার পড়লাম। কারণ সেগুলির আয়নায় আমি তাঁর বুলন্দ মাকসাদ অবলোকন করছিলাম, যেগুলি ইউসুফ সাহেবকে চরম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জীবিত থাকতে সাহায্য করেছিল। এব্যাপারে আমার আগ্রহের আরেকটি কারণও ছিল, সেটি হচ্ছে এই যে, আমি নিজেও এমনই কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনার পথ অতিক্রম করেছিলাম, এগুলির মোকাবিলা করার সাথে সাথে ইউসুফ সাহেব যথাসময়ে জাতিকেও জাগ্রত করতে চাচ্ছিলেন। আমি আপনাদেরকে ইউসুফ সাহেবের এমন একটি পত্র পড়ে শুনাতে চাই যা তিনি কাশ্মীরের জিহাদে রওনা হওয়ার সময় তাঁর জীবন সংগিনীর কাছে পাঠাবার জন্য লিখে রেখে গিয়েছিলেন। এ পত্রের বিষয়বস্তুর একটা আবছা চিত্রায়ণ তাঁর সদ্য প্রকাশিত কিতাবটিতেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আসল পত্রটি পড়ে শোনাচ্ছি। এ থেকে ইউসুফ সাহেবের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। পত্রটি হচ্ছেঃ

'জীবন সাথি!

রাতে ঘুমুবার আগে আমার হঠাৎ মনে হলো তোমার কাছে অনেক লোক আসবে এবং তারা জিজ্ঞেস করবে, একজন সফল লেখক ও কথাশিল্পী, দুনিয়ার যাবতীয় খুশি ও



www.pathagar.com

আরাম যার আয়ত্বাধীন ছিল, তিনি কেন কাশ্মীর ফ্রন্টে জিহাদে চলে গেলেন?

আমি চাই তুমি এ ধরনের লোকদের সাথে বিতর্ক না করে আমার এ পত্র তাদের পড়ে শুনিয়ে দেবে। যারা এখনো জানে না কাশ্মীরকে আমরা ভারতের আগ্রাসী কবল থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত পাকিস্তানের স্বপ্নের সঠিক তাবীর করা সম্ভব নয়, এটা তাদের জন্য একটি পয়গাম। এখনো হিন্দুস্তানে মুসলমানদের রক্ত শুকিয়ে যায়নি। এখনো তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী জুলুম নির্যাতনের হিংস্রতা ও বর্বতার ব্যাপক প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে চলছে। দুনিয়ায় মানবতা বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ। তার সংকল্প ও কামনা বাসনাকে চিরতরে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করতে না পারলে আমরা নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে এ পয়গাম দিতে পারবো না যে বিপুল কুরবানীর পর আমরা কেবল একটি স্বাধীন দেশেরই জন্ম দেইনি বরং সেই দৈত্যের চোয়ালও উপড়ে ফেলে দিয়েছি যে ইসলামী দেশগুলিকে নিজের শিকার ক্ষেত্র মনে করে। ফাহমিদা! সম্ভবত আমি বহুবার একথা বলেছি যে, দুনিয়ার ভয়াবহতম হিংস্রতা ও বর্বরতা তাদের মন্দিরগুলিতে জন্ম নিয়েছে, যেখানে আকাশের ওপর সবকিছু হয় ভগবানের এবং আকাশের নিচের সবকিছুর মালিক হয় ব্রাহ্মণ বা তাদের সেই দেবতারা যাদের ভয় দেখিয়ে ব্রাহ্মণরা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করতে পারে।

আমাদের সৌভাগ্য, আমরা পাকিস্তান বানিয়ে উপমহাদেশের একটি অংশকে ব্রহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী থাবা থেকে সংরক্ষণ করতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ব্রাহ্মণরা একটি সুযোগ হাতছাড়া হবার পর দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। শত শত বছর ধরে তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বোত্তম সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকবে। একজন হিন্দু একজন অহিন্দুকে ঘৃণা না করে হিন্দু থাকতে পারে না। অহিন্দুর স্পর্শ লাগলে তার ধর্মের অমূল্য সম্পদ লুট হয়ে যায়। আমি মনে করি একজন মুসলমানকে পাকিস্তানে জীবিত ও স্বাধীন থাকার জন্য ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের জুলুম নির্যাতনের পূর্ণ ইতিহাস তার দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত। একসময় আর্য বিজেতারা হিন্দুস্তানে বিজয় লাভ করেছিল। তারপর তারা হিন্দু ধর্মমতের ভিত্তিতে এমন কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক রীতি ও প্রথার ভিত্তি স্থাপন করে যার মাধ্যমে তারা বিজিত জাতির বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের ঘৃণা জিইয়ে রাখতে পারে যুগ যুগ ধরে।

এক সময় অচ্ছুতরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাদের একটি শ্রেণীর লোকদের স্পর্শ লাগলে হিন্দু ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যেতো। তাদের চাইতেও হীনতর শ্রেণী ছিল এমন অচ্ছুতদের যাদের দর্শন মাত্র অথবা কণ্ঠস্বর শ্রবণ বা ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণের ধর্মজগত ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যেতো।

দক্ষিণ ভারতে এই অচ্ছুতদের অসহায়ত্বের কাহিনী এখনো পুরানো হয়ে যায়নি। তারা সফর করার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে হাতের লাঠির মাথায় একটি ঘন্টা বেঁধে নিতো। সেই ঘন্টার আওয়াজ শুনে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বুঝতে পারতো যে, এপথে একজন ম্লেচ্ছ ও শূদ্র আসছে যার আওয়াজ শুনলে বা ছায়া মাড়ালে তাদের জাত যাবে। তাই তারা পথ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াতো, নিজেদের চোখ বন্ধ করে নিতো এবং কানের ভিতর আংগুল ঢুকিয়ে দিতো ।



www.pathagar.com

অহিন্দুদের ঘৃণা করা হিন্দু সমাজের মৌরসী অধিকার এবং সুযোগ পেলেই তারা এ অধিকার সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চালাবে। আমার মনে হচ্ছে, হিন্দুরা কাশ্মীর থেকে তাদের হিংস্রতা ও বর্বরতার সূচনা করবে। তাই কাশ্মীরকে তাদের জবর দখল থেকে মুক্ত করা আমাদের একটি মহান দায়িত্ব। আমি ভবিষ্যত দিগন্তে এমন এক আসন্ন যুগের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী অবলোকন করি যখন হিন্দুরা বিশ শতকের সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় জুলুম নিপীড়নের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। ট্যাংক ও বিমান বাহিনীর সাহায্যে তাদের সেনাবাহিনীর নিরপাত্তা বিধান করা হবে। তারা নিরস্ত্র কাশ্মীরীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তাদের সৈন্যরা মানুষের ঘরে ঢুকে পড়বে এবং সেই সমস্ত ঘর থেকে মৃত্যুপথযাত্রী মানবতার শেষ কান্না শোনা যাবে। আমি জাতিকে এমন সব শান্তিপ্রিয়দের থেকে সতর্ক করতে চাই যারা নিজেদেরকে ধোকা দেবার জন্য বলে থাকে, 'আজকের এ অবস্থা পুরাতন রেষারেষির ফল এবং আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে এগিয়ে গেলে হিন্দুরা আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।' তাদের জন্য আমার পয়গাম হচ্ছে হিন্দুরা তাদের সদিচ্ছায় কোনোদিন সন্তুষ্ট হবে না। তারা দুর্বলের কণ্ঠরোধ এবং সবলের পদলেহন করে। তারা কোনো পানিপথের ময়দানে প্রচন্ড মার খেয়ে সোজা পথ ধরতে পারে কিন্তু সদিচ্ছা ও সদাকাংখার মাধ্যেমে তাদেরকে সোজা পথে আনা সম্ভব নয়।

তারা সংখ্যায় বেশী আমি একথা স্বীকার করি। একথাও স্বীকার করি যে, কিছু নিজেদের চেষ্টায় এবং কিছু অন্যদের সহায়তায় তারা বিপুল অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলবে। কিন্তু যখন তারা মানুষের খুনের পিয়াসী হয়ে উঠবে তখন আমরা তাদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যাবো, এটা কখনো হতে পারে না। তাদের রক্ত লোলুপ সংকল্প ও বাসনাকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করা আমাদের একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর এটা ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিকুল অবস্থায় ভারতীয় জুলুম আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে হবে। আমরা কাশ্মীর থেকে তাদের তাড়াতে পারলে আমাদের অর্ধেক বিপদ কমে যাবে এবং এরপর আর প্রয়োজন হবে ছোটখাট একটি পানিপথের। তাতেই অবশিষ্ট বিপদের শেষ রফাদফা হবে। এটা কোনো কল্পনা নয়, এটা ইতিহাস। যে এক হাজার বছর মুসলমানরা ভারত শাসন করেছিল সে সময় হিন্দুর চাইতে বেশী শান্তিপ্রিয় আর কেউ ছিল না আর এক হাজার বছরের গোলামীর পর যখনই তার হাত মুসলমানের শাহরগে পৌঁছে গেলো তখন তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ রইলো না।

জ্ঞানীরা বলে থাকেন, যদি একজন শরীফ বন্ধু না মেলে তাহলে একজন শরীফ দুশমন ও মন্দের ভালো মনে করো। কিন্তু একজন হিন্দু হামেশা একজন খারাপ বন্ধু এবং নিকৃষ্টতম শত্রু প্রমাণিত হয়।

তার মন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হলে আমাদের প্রতি পদে পদে প্রমাণ করতে হবে, আমরা অসীম ধৈর্য্য, দৃঢ় সংলাপ ও অবিচলতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করবো। যেদিন আমরা এই সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাবো যে, আমাদের হিন্দু প্রতিবেশী আমাদের জন্য কোনো বিপদের কারণ হবে না এবং আমাদের ভদ্রতা ও সদিচ্ছা তাকে যে কোনোভাবেই হোক সোজা পথে নিয়ে আসবে, আমাদের মনে রাখা উচিত, সেদিন আমরা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর বেশী নিকটবর্তী হবো।'



www.pathagar.com

ডা. কামালউদ্দীনের বক্তৃতার পরে নাসরীন এবং তারপরে কলেজের দুজন খ্যাতিমান প্রফেসরও বক্তৃতা করলেন। এরপর আমিনা স্টেজে এসে বিলকিসের কানে কানে বললো, চাচীজান! আপনি যদি আমার মুখে থাপ্পড় না মারেন তাহলে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, বক্তৃতা করতে অস্বীকার করার বিষয়টি আপনি পুনর্বিবেচনা করুন। একজন মায়ের কাছ থেকে তার মহান সন্তান সম্পর্কে শ্রোতারা কিছু শোনার আশা করে। বিলকিস ইউসুফের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

কিছুক্ষণ নিরবে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি একটা খওয়াব দেখছি। এধরনের সমাবেশে এই প্রথম দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় ইউসুফের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে গিয়ে আমি সংকোচ বা ভীতি অনুভব করবো না। কেননা ইউসুফ ও ভীতি উভয়ের একত্র সমাবেশ সম্ভব নয়। যে নারীকে আল্লাহ সব কিছু দিয়েছেন কিন্তু সন্তান দেননি তাকে বদনসীব মনে করা হয়। আমি একটি বিশেষ ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম এক মহিয়সী মহিলা প্রথম মোলাকাতেই আমাকে তার গুণগ্রাহীতে পরিণত করেছিল এবং আমাদের অন্তরংগতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল। আচানক তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মাত্র কয়েক ঘন্টা রোগ ভোগের পর সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে তিনি নিজের পুত্র সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছিলেন এবং আমার কাছ থেকে কয়েকটি ওয়াদা নিয়েছিলেন। তখন আমি অনুভব করেছিলাম যার মৃত্যুর পর আমরা কয়েক দিন কেঁদে ভাসিয়েছিলাম তিনি আমার মনের গহনে তার প্রতিভাবান পুত্রের প্রতি স্নেহ ও মমতার একটি ফল্গুধারা সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন। এরপর আমার আর কখনো মনে হয়নি যে, আমার দুনিয়ায় কোনো জিনিসের কমতি রয়ে গেছে। আমাকে যারা বহুদূর থেকে দেখেন তারা আমার ভুল ত্রুটির সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু ইউসুফ যে আমাকে চাচীজান বলে ডাকে তার আনুগত্য, সততা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সম্পর্কে আমার মনে কখনো সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হয়নি। আমার পূর্বে আমার স্বামী তার সম্পর্কে শুনেছিল যে, সে ভয়ংকর ডাকাত দলকে গ্রেফতার করে থানায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। আমার ভাতিজি নাসরীন ও তার নানীজান ইউসুফের সাথে কঠিনতম সফরকালে তার আত্মমর্যাদাবোধ, সাহসিকতা, কর্মতৎপরতা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের অবিস্মরণীয় প্রকাশ দেখেছিল। সফরকালে গাড়ির মধ্যে ভুলক্রমে সে নিজের প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রেখে চলে গিয়েছিল। নাসরীন তখন অনেক ছোট ছিল। কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু বুদ্ধিজ্ঞান ছিল যে ঐ পাণ্ডুলিপির ব্যাগটিকে সে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ঘরে নিয়ে এসেছিল এবং যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। তার বড় বোন ফাহমিদা, যাকে আপনারা এখন বেগম ইউসুফ হিসাবে জানেন, ঐ পাণ্ডুলিপি দেখতে পেয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল এবং বারবার পড়ার পরে ঔপন্যাসিক হিসাবে ইউসুফের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঘোষণা দিয়েছিল। এভাবে আমাদের সারা খান্দান ইউসুফের সাথে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল।



www.pathagar.com

আমার বোনেরা! আমার শিক্ষা অতি উচ্চ পর্যায়ের নয়। তাই লেখক হিসাবে ইউসুফের মর্যাদা নিরূপণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমি তো ইউসুফের ব্যাপারে স্রেফ একজন মা হিসাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে বেটা হিসাবে ইউসুফ কেমন তাহলে আমার জওয়াব হবে, শহরের সমস্ত মায়েরা তাদের বেটাদের নিয়ে এখানে হাজির হলে প্রত্যেকের বেটার প্রতি আমার যে স্নেহধারা বর্ষিত হবে সেখানে তবুও আমি একথাই বলবো যে, আমার ইউসুফের মতো কেউ নয় এবং আমার মতো তার আপনাদের সবার দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বিলকিসের দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি পুনর্বার মঞ্চের চেয়ারে বসার পরিবর্তে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে থাকলেন। তাঁর পা দুটি যেন বেসামাল হয়ে উঠছিল। ইউসুফ দৌড়ে এসে তাঁকে ধরলো। তারপর অন্যান্য মেয়েরা এসে তাঁর সাথে কোলাকুলি করতে লাগলো।

এক ভদ্রমহিলা বললেন, মুহতারামা! আপনি অনেক কম করে বলেছেন, তবুও এক মা তার বেটা সম্পর্কে এর চেয়ে ভালো বলতে পারে না। বিলকিস তার অশ্রু মুছতে মুছতে বললো, 'না বোন! এমন এক মাও ছিলেন যিনি বক্তৃতা না করেই আপনাদের এর চেয়ে বেশী প্রভাবিত করতে পারতেন।' মেয়েদের ভীড় একটু কমতেই আবদুল আজীজ এগিয়ে এসে বিলকিসকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, বিলকিস! আমি জানতাম না ইউসুফের প্রভাব কতদূর প্রবেশ করেছে। তবে তোমার বক্তৃতা শুনে সেই সব আনন্দের অনুভূতি আমার মনে প্রচন্ডভাবে জাগছে যেগুলি ইউসুফের সাথে আমাদের ঘরে এসেছে।

আমিনা বললো, খালজান! ফাহমিদা আপা একটি বই লিখছেন। সেখানে এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা আসবে। আর সম্ভবত কয়েক দিনের মধ্যে আমিও একটি বই লেখা শুরু করে দেবো।

নাসরীন বললো, আপাজান! অবশ্যই লিখুন। হয়তো আমি আপনাকে কিছু সাহায্যে করতে পারবো আর ভাইজান শুনে খুব খুশি হবেন।

## ২২

বিশ আগস্টের এক সন্ধ্যায় ডা. কামাল উদ্দীন ইউসুফের নামে একটি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখে রেখে আচানক গায়েব হয়ে গেলেন। পত্রে লিখলেনঃ 'হায়দরাবাদের কয়েকটি পরিবার করাচীতে বসতি স্থাপন করেছে বলে জানলাম। তাই আমি করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। যদি করাচীতে কোনো আশার আলো দেখি তাহলে সম্ভবত ওখান থেকে দাক্ষিণাত্যে রওনা দেবো। এ পত্র লেখার আগে আমি টেলিফোনে আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আপনি অফিসে ছিলেন না। এ সফরে আমার প্রতি পদে পদে আপনাদের দোয়ার প্রয়োজন হবে। এ বাড়ি ত্যাগ করার আগে আমার শুভাকাংখীর সাথে কথা বলতে না পারার দুঃখে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত।'

প্রায় সাতাশ দিন পরে বিলকিসের নামে কামালউদ্দীনের পত্র এলো। পত্রে বলা হয়েছেঃ



www.pathagar.com

চাচীজান!

আমি যাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করি তাদেরকেও পেরেশান করেছি বলে খুবই লজ্জিত। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যদি আপনি আমাকে লিখে জানান যে, আমার এ অপরাধ আপনি ক্ষমাযোগ্য মনে করেন এবং নাসরীনও আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারে তাহলে আমি ইনশাআল্লাহ আমার সফর খতম করে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো। আপনার পক্ষ থেকে জওয়াব না আসার অর্থ হবে এই যে, আমি যে জান্নাত থেকে পালিয়ে এসেছিলাম তার দরোজা আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

পরদিন বিলকিস ডা. কামালউদ্দীনের পত্রের জওয়াবে লিখলেনঃ

ডাক্তার কামালউদ্দীন,

আল্লাহর ওয়াস্তে এখনি ফিরে এসো। তোমার প্রতি কেউ নারাজ হয়নি। আর নাসরীনের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে তোমার পত্র পড়েই কেঁদে ফেলেছিল। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার পক্ষ থেকে পত্রের জবাবে কি লিখবো? তখন তার জবাব ছিল, যদি তার আসার আগে আমি মরে যাই তাহলে আপনি তাকে বলবেন শেষ সময়েও আমি তাঁর কথা উচ্চারণ করছিলাম।

প্রায় দেড় মাস পরে ডাক্তার কামালউদ্দীন বিলকিসের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কান্না রোধ করছিলেন। বিলকিস তাকে নিজের সামনে বসিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। জবাবে তিনি বলছিলেন, চাচীজান! আমি এ কথা মনে করে এখান থেকে বের হয়েছিলাম যে, আল্লাহর এ জগত অনেক প্রশস্ত এবং এর প্রশস্ততার মধ্যে আমার সমস্ত দুঃখ শোক বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এখান থেকে বের হবার পরেই আমি অনুভব করেছিলাম, আপনাদের থেকে আমি যত দূরে সরে যাচ্ছি ততই আমার এ জগত সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আর শিগগির আমি এমন এক স্থানে পৌছে যাবো যার থেকে আর এক কদম যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার বিরান গ্রামটিকেও আমি দেখে এসেছি। লাহোর থেকে রওনা হবার আগে আমি ইংল্যান্ডে আমার এক শিক্ষককে পত্র লিখে জানিয়েছিলাম যে, হয়তো পাকিস্তান থেকে আমাকে হিজরত করতে হতে পারে। আশা করি আপনার প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় আমি কোনো একটা ভালো চাকরী পেয়ে যেতে পারবো। জবাবের জন্য আমি তাঁকে করাচীর এক বন্ধুর ঠিকানা দিয়েছিলাম। হায়দরাবাদ থেকে করাচী ফিরে এসে আমার প্রফেসরের পক্ষ থেকে আমি আশাপ্রদ চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে দ্রুত তাঁর কাছে চলে যাবার জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু চাচীজান! অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমার করাচীর বন্ধুর কাছে আমি এক ঘন্টাও থাকতে পারিনি। আমার মনে সোজা এখানে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল যে মশালের আলোয় আমি নিজের পথ দেখতে পারতাম তা হারিয়ে গেছে। কাজেই আমাকে আলোর সন্ধানে ফিরে যেতে হবে। আমার বহুত পিয়ারী চাচীজান! তাই আমি ফিরে এসেছি। পথে প্রতি মুহূর্তে আমি এ কথাই ভাবছিলাম যে আপনার দৃষ্টিতে যদি ক্রোধের ঝলকানি দেখি তাহলে তা আমার জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে।

বিলকিস সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন এবং এই সংগে তাঁর চোখও হয়ে উঠলো অশ্রু সজল। বিলকিস বললেন, বেটা! এই অভিযানে যদি তোমার কোনো সাফল্য



www.pathagar.com

অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে তুমি মনে করতে পারো তোমার আচানক চলে যাওয়ায় আমাদের যে কষ্ট হয়েছে তা কিছুই নয়।

চাচীজান আমি এ দোয়া করতে করতে এখানে এসে পৌছেছি যে, চাচীজানের মুখে যেন হাসি দেখি।

মা কেবল সন্তানের খুশি দেখেই হাসতে পারে।

একটু থেমে কামালউদ্দীন বললো, চাচীজান! নাসরীন কোথায়?

আল্লাহর শোকর, তুমি তার খেয়ালও রেখেছো।

চাচীজান! যদি আপনি শুনে খুশি হন তাহলে আমি বলবো, নাসরীন প্রতি মনজিলে আমার সাথে ছিল এবং এগৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথেই আমার দৃষ্টি তাকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। এখানে এসে প্রথমেই আমি তার কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু কোনো অজানা ভয় আমার কণ্ঠরোধ করেছিল। চাচীজান! তার শরীর ভালো আছে তো?

বেওকুফ! তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করছো না কেন?

সে কোথায় চাচীজান?

সে এখানে থাকলে তুমি নির্দ্বিধায় তাকে তালাশ করতে পারো।

কামালউদ্দীন মুচকি হেসে দ্রুত বালাখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন নাসরীন দুহাতে চোখ ঢেকে বসে বসে কাঁদছে।

নাসরীন! সে ভারী গলায় ডাকলো, তোমার মুখ লুকিয়ে রাখার পরিবর্তে তুমি আমাকে এখান থেকে এখনি বের হয়ে যাবার নির্দেশ দিতে, সেটাই কি ভালো হতো না?

নাসরীন হাত নিচে নামিয়ে নিয়ে দোপাট্টা দিয়ে অশ্রু মুছতে লাগলো।

আরে তুমি কাঁদছো।

আপনি কাউকে শাস্তি দিতে গিয়ে তার কাঁদার অধিকারও ছিনিয়ে নেন নাকি?

না নাসরীন, আমি কেবল নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছিলাম। আমার খান্দানের অন্য লোকদেরকে তালাশ করার ব্যাপারে আমি গাফলতি করেছি, এ ত্রুটির জন্যই আমি নিজেকে শাস্তি দিচ্ছিলাম। তাদেরকে তালাশ না করে এক মুহূর্তের জন্য আরামে ঘুমাবার কোনো অধিকার আমার ছিল না। একদিন আমি খবর পেলাম, করাচীতে হায়দরাবাদের কিছুলোক বসতি স্থাপন করেছে। আমি ইউসুফ সাহেবকে ছোট একটি পত্র লিখে করাচী রওনা দিয়েছিলাম।

কিন্তু তিনি কেবল এতটুকু বলেছিলেন যে, আপনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে করাচী গেছেন। তিনি কবে ফিরবেন জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতেন, সেটা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করছে। তারপর করাচী থেকে আপনার একটা চিঠি এসেছিল তাতে আপনি একটি লম্বা সফরে যাচ্ছেন বলে লিখেছিলেন। আরো জানিয়েছিলেন, হয়তো শিগগির ফিরে আসতে পারেন আর নয়তো সারা জীবন এ সফর চলতে পারে। এ সব কথা এমন ছিল যেগুলি আমি আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। এখন আপনিই ফায়সালা করুন আমার অশ্রুপাত করা উচিত কিনা কিন্তু অন্য কোনো কথা বলার আগে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে যে, এরপর আর এই ধরনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে না। আপনার এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়া আমার জন্য একটি বড় ধরনের শাস্তি ছিল।

কামালউদ্দীন দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, নাসরীন! আমি খুবই লজ্জিত। আমি ওয়াদা করছি আগামীতে তোমার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে আমি এক কদমও রাখবো না। এখন বাইরে যাবার কল্পনা আমার মনে আতংক জাগায়।



www.pathagar.com

বাইরে বিলকিসের আওয়াজ শোনা গেলো, বেটা! তুমি যা কিছু বলতে চাচ্ছো নাসরীন তা বুঝতে পেরেছে। এখন আমার কাছে তোমাকে ওয়াদা করতে হবে নাসরীন যদি কখনো তোমাকে রাগের মাথায় কিছু বলে বসে তাহলেও তুমি বাইরে চলে যাবে না।

নাসরীন বললো, আমি রাগের মাথায়ও তাঁকে কিছু বলতে পারবো না।

ইউসুফ নীচে থেকে ডাক দিল, চাচীজান! নাসরীন!

বেটা, উপরে এসে যাও, বিলকিস উপর থেকে আওয়াজ দিয়ে বললো, এসো, এখানে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে।

ইউসুফ দ্রুত উপরে চলে এলো। সে দুবাহু বাড়িয়ে কামালউদ্দীনের সাথে কোলাকুলি করলো। বিলকিস বললো, আমরা ডাক্তার সাহেবের থেকে এ ওয়াদা নিয়েছি যে, তিনি আমাদের অনুমতি ছাড়া আর বাইরে যাবেন না। আর আমি মনে করি তোমারও এ ওয়াদা নেয়া উচিত।

ইউসুফ হেসে বললো, নাসরীনও এ ওয়াদা নিয়েছে?

হ্যাঁ বেটা, আসল সমস্যা তো এটাই ছিল।

তাহলে চাচীজান, আমার আর ওয়াদা নেবার দরকার নেই। কারণ নাসরীনের চেহারা দেখে আমি তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারি। আর যদি আমি নির্ভর নাও করি তবুও নিশ্চিন্ততার সাথে বলতে পারি, খুব শিগগির তিনি এমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন যেমন আমাকে মিসৌরিতে হতে হয়েছিল। তারপর আগামীকাল তিনি এতই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে, তার আর চিন্তা করার অবকাশই থাকবে না। তখন তার মন থেকে একথা উধাও হয়ে যাবে যে, নিজের জীবন সংগিনীর অনুমতি ছাড়া তার বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

পরদিন রাতে এশার নামাযের পর দীর্ঘ দোয়া শেষে ডা. কামালউদ্দীন নাসরীনকে বললো, নাসরীন! আমরা জিন্দা আছি এবং জিন্দা থাকতে চাই।

জী হ্যাঁ, কিন্তু আমি অনুভব করছি, আমি মরে যাবার পর দ্বিতীয় বার জিন্দা হয়ে গেছি। স্রেফ একবার নয় কয়েকবার। আর আমরা কয়েকবার মরে যাই আবার কয়েকবার জিন্দা হই জিন্দেগীর এর চেয়ে বড় মুজিযা আর কী হতে পারে!

www.pathagar.com

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনোত্তরকালে মুসলিম সামাজিক মূল্যবোধে যে অবক্ষয় নেমে এসেছিল তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে ইউসুফ ও ফাহমিদাদের পরিবার, এই সংগে এগিয়ে এসেছে মুসলমান-হিন্দু-শিখ-খৃষ্টান সমাজের পারিবারিক সখ্যতা.......গ্রামীণ জীবনের সরলতার মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার এক সমান্তরাল অনুভূতি ...........তারপর দেখা গেল আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা.........ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় লগ্নে দেশের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীকে মানসিক ও জাগতিক উভয় শক্তির ক্ষেত্রে পংগু করে রাখার একটি বিরাট চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠলো......শেষ পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হলো, ইংরেজের শাসন মুক্ত হলো.....তবে মুসলমানদের দিতে হলো এক নদী রক্তের নজরানা.........কিন্তু এতসব দুঃখ কষ্ট ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্যেও ইউসুফ ও ফাহমিদা তাদের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার হতে দিলো না। তারা তাদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে চললো। এ লক্ষ্য ছিল সমগ্র ইসলামী মিল্লাতের লক্ষ্য, এ জন্য তারা শেষ পর্যন্ত জিহাদে অবতীর্ণ হলো। আরো অসংখ্য কাহিনী ও ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত হলো

**প্রত্যয়ের সূর্যোদয়**

ISBN-984-485-047-9